ভাষাকোশ

সুভাষ ভট্টাচার্য

ভাষাকোশ

সুভাষ ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

BHASAKOSH, A Dictionary of Language and Linguistics, by Subhas Bhattacharya, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700009, January : 2014. ₹ 200.00

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা, ২০১৪

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
ছায়া গ্রাফিক্স
কলকাতা : ৭০০০৫৪

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN : 978-93-83590-12-4

মূল্য : দুশো টাকা

পবিত্র সরকার
বন্ধুবরেষু

প্রাক্‌কথন

বাংলায় ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রধান অসুবিধে দুটি। প্রথমত, বহু শব্দের পরিভাষা এখনও তৈরি হয়নি। ভাষাতাত্ত্বিকরা কিছু কিছু পরিভাষা তৈরি করেছেন বটে, তবে সব এখনও তৈরি হয়নি। তা ছাড়া পরিভাষায় ঐক্যও তেমন নেই। Phoneme-কে কেউ বলেন ধ্বনিমূল, কেউ বলেন মূলধ্বনি, কেউ বলেন স্বনিম। Continuant-কে কেউ বলেন প্রলম্বিত ধ্বনি, কেউ বলেন প্রবাহী ব্যঞ্জনধ্বনি। চমস্কির competence কারও অনুবাদে ভাষাবোধ, কারও অনুবাদে পারংগমতা। ভাষাচর্চায় একটি অপরিহার্য সঙ্গী হতে পারে একটি dictionary of language and linguistics, যা ইংরেজি ভাষায় আছে বেশ কয়েকটি। কিন্তু বাংলায় নেই, অন্তত ছিল না এতকাল।

এই অভাবটি পূরণের জন্যই একটি 'ভাষাকোশ' প্রস্তুত করার কথা মাথায় আসে। বছর দু-তিনের চেষ্টায় শেষ করা গেল 'ভাষাকোশ'। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদের কর্ণধার দেবাশিস ভট্টাচার্য হাত বাড়িয়ে দিলেন, ছাপা হল 'ভাষাকোশ'। আমার বন্ধু ও দীর্ঘকালের সহযোগী পবিত্র সরকারের সঙ্গে নানা সময়ে ভাষার বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে প্রভূতভাবে উপকৃত হয়েছি। এ-বইয়ের উৎসর্গপত্রে তাঁরই নাম রইল।

সুভাষ ভট্টাচার্য

অক্টোবর ২০১৩
বল্মীক আবাসন
কলকাতা-৭০০০৫৯

অ

অকর্তৃক ক্রিয়া, impersonal verb

অকর্তৃক ক্রিয়াকে ইংরেজিতে impersonal verb বলা হয়। সংস্কৃতে কর্তৃপদহীন ক্রিয়া আছে, কিন্তু বাংলায় সেই অর্থে অকর্তৃক ক্রিয়া না থাকলেও আধুনিক বাংলা প্রয়োগে কোনো-কোনো বাক্যে ক্রিয়াপদের কর্তা না থাকতেও পারে। 'খুব লজ্জা করছে', 'ভারি শীত করছে', 'ভয়ানক মেঘ করেছে'—এইসব বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্তা নেই। এগুলি আধুনিক বাংলা ভাষার বাগ্‌বিধিসম্মত প্রয়োগ।

অকর্মক ক্রিয়া, intransitive verb

যে ক্রিয়াপদের কর্মপদ থাকে না, বা বিশেষত মুখ্য কর্ম থাকে না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। 'মেয়েটি নাচছে', 'সে হাসছে' এই দুটি বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্মপদ নেই। এগুলি তাই অকর্মক ক্রিয়া। ইংরেজিতে একে বলা হয় intransitive verb. She dances; his mother smiled. এই দুটি বাক্যের verb হল intransitive বা অকর্মক। অবশ্য, কোনো ক্রিয়া একটি বাক্যে অকর্মক এবং অপর একটি বাক্যে সকর্মক হতে পারে। 'সে খেলছে' এই বাক্যে 'খেলছে' ক্রিয়ার কোনো কর্ম নেই। কিন্তু 'সে বল খেলছে' বাক্যে ক্রিয়ার কর্ম হল 'বল'। তেমনি 'সে খুব হাসি হাসছে' এই বাক্যে 'হাসছে' ক্রিয়ার কর্ম হল 'হাসি'।

অক্ষরারম্ভ

দ্র **দলধৃতি, অক্ষরারম্ভ**

অখণ্ড ভাষাবিজ্ঞান

দ্র **সার্বিক ভাষাবিজ্ঞান**

অগডেন, চার্লস, Charles Kay Ogden (1889-1957)

Basic English ধারণাটির জন্য বিখ্যাত। ভাষার জটিলতা কমিয়ে, ব্যাকরণকে সহজ করে ভাষাশিক্ষাকে সুগম করার জন্য যাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে, চার্লস অগডেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৩০ সালে তিনি উদ্ভাবন করেন Basic English-এর ধারণাটি। বস্তুতপক্ষে Basic হল একটি শীর্ষক শব্দ বা acronym. সম্পূর্ণ কথাটি 'British American Scientific International Commercial'. বেসিক ইংলিশে আছে ৮৫০টি শব্দ—৪০০টি বিশেষ্যবাচক শব্দ, ২০০টি শব্দচিত্র, ১০০টি গুণবাচক শব্দ, ৫০টি বিপরীতার্থক শব্দ এবং ১০০টি অন্যান্য

শব্দ। অন্যান্য রচনা থেকে কিছু অংশ নিয়ে তাকে বেসিকে রূপান্তরিত করে দেখিয়েছিলেন অগডেন। অর্থতত্ত্ব বা তাৎপর্যবিজ্ঞান সম্পর্কেও অগডেনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৩ সালে তিনি বিখ্যাত সাহিত্যতাত্ত্বিক আই এ রিচার্ডস-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখেন The Meaning of Meaning গ্রন্থটি। অর্থকে চিহ্নের সঙ্গে যাঁরা অন্বিত করেছেন অগডেন আছেন তাঁদের পুরোভাগে। তাঁর ও রিচার্ডস-এর বিখ্যাত 'semiotic triangle' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। একসময় বিখ্যাত Cambridge Magazine-এর এবং পরে Psyche নামে বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন অগডেন। সেইসময় দর্শন, বিজ্ঞান, মনোভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বহু গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। রিচার্ডস ও ভিক্টোরিয়া ওয়েলবি-র সঙ্গে অগডেনের সহযোগিতা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভাষাবিজ্ঞান ও চিহ্নবিজ্ঞানের গবেষণায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

অগ্রজিহ্বামূলীয়, pre-velar

অগ্রজিহ্বামূলীয় ধ্বনির উচ্চারণস্থান নরম বা স্নিগ্ধতালুর সম্মুখ ভাগ। ওই স্থান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিই অগ্রজিহ্বামূলীয় ধ্বনি। ধ্বনিবিজ্ঞানী জন লেভার (John Laver) বলেন velum বা স্নিগ্ধতালুর সামনের দিকে জিহ্বার বাধার (constriction) ফলেই এই ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

অগ্রতালব্য, pre-palatal

দন্ত্যতালব্য ও তালব্য ধ্বনির উৎসস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় pre-palatal বা অগ্রতালব্য ধ্বনি। তালু থেকে কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে এলেই এই ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

অগ্রদন্তমূলীয়, pre-alveolar

দন্তমূলীয় (alveolar) ধ্বনির সৃষ্টি হয় জিহ্বাকে উপরপাটির দাঁতের ঠিক পিছনে স্পর্শ করলে। অগ্রদন্তমূলীয় ধ্বনির সৃষ্টি হয় জিহ্বাকে ঠোঁটের দিকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গেলে।

অগ্রদন্ত্য ধ্বনি, lamino-dental

জিহ্বার পাতলা চ্যাপটা অংশ দাঁতে লেগে শ্বাসবায়ুর পথে বাধা সৃষ্টি করলে এই ধ্বনির সৃষ্টি হয়। একে laminal ধ্বনিও বলে। জিহ্বার চ্যাপটা অংশই lamina. এইজন্যই এই ধ্বনির এই নাম।

অঘোষ ধ্বনি, অঘোষ বর্ণ, voiceless

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালি দিয়ে শ্বাসবায়ু বিনা বাধায় বেরিয়ে যায় তাকেই অঘোষ ধ্বনি বলে। সাধারণত বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ অঘোষ। ক, খ, চ, ছ, প, ফ ইত্যাদিকে অঘোষ বলা যায়।

অঘোষীভবন, devoicing

অঘোষীভবন ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে ঘটে। কোনো সঘোষ বা ঘোষবৎ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হলে সেই পরিবর্তনকে অঘোষীভবন বলে।

অবসর > অপ্‌সর।

অঙ্গ বাক্য

দ্র **খণ্ড বাক্য**

অঙ্গভঙ্গির ভাষা, gesture language

অঙ্গভঙ্গি করে ভাবপ্রকাশ সীমিতভাবে ভাষারই কাজ করে। ভাষার উদ্ভবের আগে আদিম মানুষ অঙ্গভঙ্গি করে মনোভাব প্রকাশ করত। মূকবধিরেরাও অঙ্গভঙ্গি করে বা হাতমুখাদির ইশারায় মনোভাব প্রকাশ করে। এসবই অঙ্গভঙ্গির ভাষা। অঙ্গভঙ্গির ভাষা এক ধরনের সংকেত ভাষা (sign language)। মূকবধির ছাড়াও অন্যেরাও প্রার্থনায়, উপাসনায়, গল্প বলায় নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে। আঙুলের মুদ্রা, হাতের ক্রিয়া ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে gesture বা অঙ্গভঙ্গি হল সহায়ক ভাষা, এক ধরনের second language, অন্য দিকে মূকদের ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গির ভাষা হল first language.

অচিরসম্পন্ন কাল, aorist

দ্র **অনির্দিষ্ট কাল**

অচিহ্নিত, চিহ্নিত, unmarked, marked

দ্র **স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক**

অজীব বিশেষ্য, inanimate noun

যে বিশেষ্যবাচক শব্দে অপ্রাণীবাচক বস্তুকে বোঝায়, তা-ই অজীব বিশেষ্য। অজীব বিশেষ্যবাচক শব্দ 'অক্রিয়', 'that cannot act'. জল, পাথর, টেবিল প্রভৃতি শব্দ অজীব বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত। এর বিপরীতে আছে প্রাণীবাচক বিশেষ্য। দ্র **প্রাণীবাচক নামশব্দ**।

অজ্ঞাতমূল শব্দ

প্রধানত বাংলা ভাষার এক শ্রেণির শব্দ সম্বন্ধেই 'অজ্ঞাতমূল শব্দ' কথাটি ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় এমন বহু শব্দই আছে যেগুলির উৎস এখনও জানা যায়নি। সেই শব্দগুলিই অজ্ঞাতমূল শব্দ। 'অজ্ঞাতমূল' এবং 'দেশি' সম্পূর্ণ সমার্থক নয়। 'দেশি' শব্দের মধ্যে যেমন

অজ্ঞাতমূল শব্দ আছে, আবার অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা থেকে আগত শব্দও আছে। যেসব শব্দ স্বীকৃতভাবে অস্ট্রিক, সেগুলি অজ্ঞাতমূল নয়, বলাই বাহুল্য।

অণুভাষাবিজ্ঞান, microlinguistics

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী ট্রেগার (G.L. Trager) microlinguistics কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৯৪৯ সালে তাঁর Studies in Linguistics : Occasional Papers নামের গবেষণাপত্রে। অণুভাষাবিজ্ঞান বলতে বোঝায় ভাষাবিজ্ঞানের সারবস্তুকে, যেখানে অন্বয় ও ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনাই থাকবে, কিন্তু শব্দার্থ-বিষয়ক কোনো আলোচনা থাকবে না।

অতিরেক, redundancy

ভাষাবিজ্ঞানে কোনো উক্তি বা বাক্যকে বোধগম্য হতে গেলে ন্যূনতম যে বাক্যিক উপাদানগুলির প্রয়োজন, বাক্যে তার চেয়ে বেশি থাকলে তাকেই redundancy বা অতিরেক বলা হয়। অতিরেকের প্রবণতা আছে প্রায় সব ভাষাতেই। কখনো-কখনো অবশ্য অতিরেক বাক্যকে অকারণে ভারাক্রান্ত করে।

অতিশয়োক্তি, hyperbole, exaggeration

যেকোনো অতিকথনই exaggeration. তবে hyperbole বা অতিশয়োক্তি একটি অর্থালংকার হিসাবে যখন ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ কিছু আলাদা। উপমান ও উপমেয়র অভেদ কল্পিত হলে উপমেয় লোপ পায় এবং সৃষ্টি হয় অতিশয়োক্তি। কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টিই অতিশয়োক্তির উদ্দেশ্য। একটি দৃষ্টান্ত—

‘লোচন-নীর তটিনী নিরমান।
তহিঁ কমলমুখী করত সিনান।’

এ ছাড়া, ‘মুখখানি যেন চাঁদ’, ‘চাঁদের হাট’ প্রভৃতি অতিশয়োক্তি-র দৃষ্টান্ত।

অতিশুদ্ধি, hypercorrection

ব্যাকরণের নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে গেলে অনেকসময় অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগের ফাঁদে পড়তে হয়। একেই অতিশুদ্ধি বলা হয়। Don’t play the music so loud, এই বাক্যে loud adverb বা ক্রিয়াবিশেষণ। তাতে -ly যোগ করে adverb বানাবার প্রবণতা অতিশুদ্ধির লক্ষণ।

অতীত কাল, past tense

ক্রিয়ার সংঘটন আগেই হয়েছে এমন বোঝালে তাকেই অতীত কাল বলা হয়। অতীত ক্রিয়ার চারটি প্রকার হয়—সাধারণ অতীত (*সে গেল, তুমি ডুবলে*); ঘটমান অতীত (*সে যাচ্ছিল, তুমি ডুবছিলে*); নিত্যবৃত্ত অতীত (*সে যেত, তুমি খেতে*); এবং পুরাঘটিত অতীত

(*সে গিয়েছিল, তুমি খেয়েছিলে*)। প্রত্যেকটিরই নঞর্থক ও প্রশ্নসূচক রূপ হতে পারে। উপরের দৃষ্টান্তগুলিকে প্রশ্নসূচক বাক্যে রূপান্তরিত করা হয় 'কি' অব্যয়ের দ্বারা—*সে কি গেল? তুমি কি ডুবলে? সে কি যাচ্ছিল? তুমি কি ডুবছিলে?* ইত্যাদি। নঞর্থক বাক্যে রূপান্তর ঘটে 'না' যোগে—*সে গেল না* ; *তুমি ডুবলে না* ; *সে যাচ্ছিল না* ; *তুমি ডুবছিলে না* ; *সে যেত না*; *তুমি খেতে না*। কিন্তু পুরাঘটিত অতীতের রূপ কিছুটা ভিন্ন—*সে যায়নি* ; *তুমি খাওনি*।

অধিকরণ কারক

ইংরেজিতে যা locative case, বাংলায় তা-ই অধিকরণ কারক। ক্রিয়ার সংঘটন-স্থান বা সংঘটন-কাল বোঝানো হয় অধিকরণ কারক দিয়ে। ইংরেজিতে in, to, at প্রভৃতি প্রিপজিশন ব্যবহার করে locative case প্রকাশিত হয়। বাংলায় তেমনি -তে, -এ, -য় প্রভৃতি বিভক্তিচিহ্ন ব্যবহার করা হয় এবং কখনো-কখনো দ্বারা, দিয়ে করে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়—*রাতে বৃষ্টি হবে* (এ) ; *বাড়িতে খোকা আছে* (তে) ; মাথায় করে কী নিয়ে যাচ্ছে? (করে)। বাংলায় কখনো-কখনো শূন্য বিভক্তিও হতে পারে—*দেরি করে বাড়ি এল*।

অধিগঠন, বহির্বিন্যাস

দ্র **অন্তর্গঠন**

অধিজিহ্বা, epiglottis

অধিজিহ্বাকে কণ্ঠমূলও বলা হয়। কণ্ঠমূলে বা জিহ্বামূলে কোমলাস্থি বা তরুণাস্থির যে ঢাকনাটি থাকে তা-ই অধিজিহ্বা। গলাধঃকরণের সময় ল্যারিংসকে আবৃত করাই অধিজিহ্বার কাজ। এই অধিজিহ্বায় ক্ষণিক অবরোধের ফলে যে-ধ্বনির উৎপত্তি হয়, তা-ই অধিজিহ্ব ধ্বনি (epiglottal)।

অধিধ্বনি, supra-segment

দ্র **অবিভাজ্য ধ্বনি**

অধিধ্বনিমূল

দ্র **অবিভাজ্য ধ্বনি**

অধিবাক্য, surface sentence

চমস্কীয় সঞ্জননী ব্যাকরণে উপরিতলে (surface structure) অর্থাৎ আন্বয়িক স্তরে যে বাক্যটি তৈরি হয়, তাকেই অধিবাক্য বলা হয়। এই অধিবাক্যে থাকে বা থাকতে পারে অর্থগত অস্পষ্টতা। সেই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য রূপান্তরের নিয়মে বাক্যটির অধোগঠন (deep structure) দেখতে হয়। চমস্কি-কথিত flying planes can be dangerous একটি

অধিবাক্য, এতে অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা আছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—উড়ন্ত প্লেন-এর কথা বলা হয়েছে? নাকি, প্লেন-ওড়ানো-র কথা বলা হয়েছে?

অধিবাচন, discourse

দ্র **সন্দর্ভ, অধিবাচন**

অধিভাষা, metalanguage

ভাষার আলোচনায় প্রায়ই কিছুটা তত্ত্বাশ্রয়ী ভাষা ব্যবহৃত হয়। একেই metalanguage বা অধিভাষা বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি বা প্রথা আছে। যেসব পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তাও অধিভাষার অন্তর্গত। কোনো-কোনো ভাষাবিজ্ঞানীর মতে, অবয়ববাদী বা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনার ভাষা বর্ণনাপন্থী ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনার ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক হতে বাধ্য। রলাঁ বার্ত্ (Roland Barthes) এই অধিভাষার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছিলেন, যদিও অধিভাষা যে কোনো চূড়ান্ত ব্যাপার তা মানতে আপত্তি ছিল তাঁর।

অধীন খণ্ডবাক্য, আশ্রিত খণ্ডবাক্য, subordinate clause

জটিল বাক্যে একটি প্রধান বা স্বাধীন বাক্য থাকে এবং এক বা একাধিক অধীন বা আশ্রিত বাক্য থাকে। এই অধীন বা আশ্রিত খণ্ডবাক্যকে ইংরেজিতে subordinate clause বলা হয়। অধীন বা আশ্রিত খণ্ডবাক্যটি বাক্যে প্রধান বাক্যের (principal clause) অধীন এবং তা কোনো সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে না। একটি আন্বয়িক উপাদান (syntactic element) হিসাবে আশ্রিত খণ্ডবাক্যটি প্রধান বাক্যের ক্রিয়াপদের বিশেষণ (adverb) হিসাবে বা সম্পূরক (complement) হিসাবে কিংবা বিশেষ্য-সর্বনামের বিশেষণ হিসাবে কাজ করে।

অধোগঠন, deep structure

দ্র **অন্তর্গঠন**

অধোমান্য, substandard

মান্য ভাষারীতির সঙ্গে মানানসই নয় এমন উক্তি বা লিখিত বাক্যকে ভাষাতত্ত্বে substandard বা অধোমান্য বলা হয়। ইংরেজিতে double negative বা দ্বি-নিষেধ বা দ্বি-নঞর্থকতাকে অনেকেই substandard বা অধোমান্য বলেন। *I have not taken no money from him* এই ধরনের বাক্যকে অধোমান্য বলা যেতেই পারে। কিন্তু এক ধরনের দ্বি-নিষেধ সম্পর্কে আপত্তি তোলা যায় না—*He can't go unpunished* বা বাংলায় *আমি না খেয়ে যাব না* এই ধরনের দ্বি-নিষেধকে অধোমান্য বলা যায় না। ইদানীং substandard এর বদলে non-standard কথাটির প্রচলন হয়েছে।

অধ্বনিদলীয়, nonsyllabic

অর্ধস্বরধ্বনির ধ্বনিদল গঠনের ক্ষমতা বা যোগ্যতা নেই. তাই তাকে বলা হয় nonsyllabic বা অধ্বনিদলীয়। যাও /jaŏ/, নেই /neĭ/, সই /ʃoĭ/ এসব শব্দে একটিই দল বা ধ্বনিদল পাওয়া যাচ্ছে। বাংলায় লেখা যায় যথাক্রমে জাও্, নেই্, শোই্ এইভাবে। শেষের অর্ধস্বরটি যেহেতু অধ্বনিদলীয়, তাই এসব শব্দে ধ্বনিদল একটিই।

অনন্বয়ী অব্যয়

যে অব্যয়পদের সঙ্গে বাক্যের যোগ থাকে না কিংবা যোগ ক্ষীণ বা দুর্বল তাকেই অনন্বয়ী অব্যয় বলা হয়। বাক্যের সঙ্গে এই ধরনের অব্যয়ের অন্বয় বা সম্পর্ক থাকে না বলেই এই নাম। বিস্ময়, ক্ষোভ, সম্মতি-অসম্মতি, মনঃকষ্ট, বিরক্তি ইত্যাদি আবেগ এই ধরনের অব্যয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়। যেমন (১) সে কী! কী আশ্চর্য! আরে! (বিস্ময়বাচক) ; (২) বেশ বেশ, আচ্ছা, তাই হোক, বেশ তো (সম্মতিসূচক) ; (৩) উঃ, আঃ, বাবারে, হায় (মনঃকষ্ট) ; (৪) ছিঃ, ধ্যাৎ (বিরক্তিসূচক) ; (৫) বাঃ, চমৎকার, সাবাশ (প্রশংসাসূচক) ইত্যাদি।

অনসেট, onset

দ্র **দলধৃতি, অক্ষরারম্ভ**

অনাক্ষরিক, nonsyllabic

দ্র **অধ্বনিদলীয়**

অনাচারিক, আটপৌরে informal

সাধারণভাবে কথ্য বা colloquial ভাষারীতিকেই informal বা অনাচারিক রীতি বলা হয়। অবশ্য বলার ভাষা হলেই তাকে অনাচারিক বলা যাবে না। বক্তৃতা বা ভাষণ মুখেই বলা হয়। কিন্তু বক্তৃতা বা ভাষণের ভাষা সচরাচর ফরমাল বা আচারিক রীতির ভাষা। যে-ভাষা মান্য কথ্য বটে, তবে প্রতিদিন বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়পরিজনেরা নিজেদের মধ্যে ঘরে বা বাইরে স্বচ্ছন্দ কথাবার্তায় বলেন, যাতে সতর্ক শব্দনির্বাচন বা সতর্ক উচ্চারণ দেখা যায় না, তা-ই অনাচারিক ভাষারীতি।

অনিয়মিত ক্রিয়া, irregular verb

যে ক্রিয়ার স্বাভাবিক রূপ-রূপান্তর হয় না, তাকেই অনিয়মিত ক্রিয়া বলে। ইংরেজিতে hate, hated, hating; play, played, playing—এসব ক্ষেত্রে past tense ও progressive বা continuous tense-এ যথাক্রমে -ed এবং -ing পাওয়া যায়। এটাই স্বাভাবিক বা regular. কিন্তু go, went, gone-এর ক্ষেত্রে বা sit, sat-এর ক্ষেত্রে তা হচ্ছে

না। এগুলি irregular verb. বাংলা ✓যা ধাতু থেকে যে ক্রিয়ারূপগুলি পাওয়া যায় তা এইরকম—যায়, যাবে, যাচ্ছে, গেছে, গিয়ে, গেল ইত্যাদি। এই অনিয়মের জন্যই এই ক্রিয়ারূপকে অনিয়মিত ক্রিয়া বলা হয়।

অনির্দিষ্ট কর্তা

যে বাক্যের কর্তা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু প্রাণী ইত্যাদি না হয়ে অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণী হয়, সেই কর্তাকে অনির্দিষ্ট কর্তা বলে—

লোকে বলে দুধ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
বলদে লাঙলও টানে, গাড়িও টানে।

এই দুই বাক্যে 'লোকে' আর 'বলদে' দুটিই অনির্দিষ্ট কর্তার দৃষ্টান্ত। এখানে লোক আর বলদ বলতে বিশেষ কোনো লোককে বা বলদকে বোঝানো হয়নি। তাই কর্তা অনির্দিষ্ট। *They say there will be flood this year* এই বাক্যের *they* অনির্দিষ্ট কর্তা (indefinite বা unspecified nominative)।

অনির্দিষ্ট কর্ম

কোনো বাক্যের কর্মপদ অনির্ধারিত বা অনির্দিষ্ট হলে তাকেই অনির্দিষ্ট কর্ম (indefinite object) বলা হয়।

বাঘে গোরু মারে।
স্যাকরা গয়না বানায়।

এই দুটি বাক্যের কর্ম যথাক্রমে 'গোরু' ও 'গয়না'। কোনো নির্দিষ্ট একটি গোরু বা গয়নাকে বোঝানো হয়নি বলে এই বাক্যের কর্ম অনির্দিষ্ট।

অনির্দিষ্ট কাল, aorist

প্রাচীন বা ধ্রুপদি গ্রিক ভাষায় aorist বা অনির্দিষ্ট কাল ব্যবহৃত হত। কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেছে তা বোঝাতে এই aorist অতীত ব্যবহৃত হত। তাতে ঘটনার ঘটনাকাল বা সময়ের কোনো ইঙ্গিত থাকত না। যেমন *apéthane* বললে বোঝানো হত 'প্রয়াত হয়েছে'। কিন্তু কবে? কখন? তার কোনো ইঙ্গিত থাকত না। একেই অনির্দিষ্ট কাল বা অচিরসম্পন্নকাল বলা হয়।

অনির্দিষ্ট সংখ্যাশব্দ, indefinite numeral

নানা উপায়ে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝানো যায়। লক্ষ, কোটি, শত প্রভৃতি শব্দের দ্বিত্ব ঘটিয়ে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝানো যায়—

শত শত লোক উদ্বাস্তু হয়েছে।
লক্ষ লক্ষ মানুষ সভায় জমায়েত হয়েছিল।

এছাড়া গোটা, গুটি, জনা এই ধরনের শব্দের পরে ‘এক’ বা ‘কতক’ শব্দ যোগেও অনির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করা যায়—

জনা পাঁচেক লোক
গোটা দশেক আম
গুটিকতক লোক
গুটি দশেক ছেলেমেয়ে

অনির্দেশক সর্বনাম, indefinite pronoun

যে-ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় জানা নেই তার পরিবর্তে যে সর্বনাম-পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে অনির্দেশক সর্বনাম বলে। *কেউ, কোনো, কিছু, কোথাও* অনির্দেশক সর্বনামের দৃষ্টান্ত। একাধিক সর্বনাম-পদের সংযোগে গঠিত যৌগিক পদ যদি অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তে সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে যৌগিক অনির্দেশক সর্বনাম বলা হয়, যেমন, *কোনোকিছু, যা-কিছু, যে-কেউ*।

অনুকার শব্দ, eco word

অনুকার শব্দকে কেউ-কেউ ধ্বন্যাত্মক শব্দেরই সমার্থক বলে মনে করেন। বস্তুতপক্ষে তা নয়। প্রকৃত অনুকার শব্দের দুটি element বা উপাদান বা পদ থাকে, যার প্রথমটি অর্থপূর্ণ, দ্বিতীয়টি অর্থহীন, তা কেবল প্রথম অংশের ধ্বনিগত অনুকরণ—বইটই, খেলাটেলা, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন। কখনো কখনো দ্বিতীয় অংশের ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে, যেমন জারিজুরি, ফাঁকিফুঁকি।

অনুক্ততা, অনুক্ত গঠন, ellipsis

বাক্যে কোনো শব্দ বা শব্দবন্ধের উহ্যতা বা অনুক্ততাকে অনুক্ত গঠন বা ellipsis বলা হয়। পরপর একাধিক বাক্যে একই কর্তৃপদ থাকলে প্রথমটির পরবর্তী কর্তৃপদকে উহ্য রাখা যায়। কখনো-কখনো একইভাবে এবং একই কারণে ক্রিয়াপদকেও উহ্য রাখা হয়। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষা থেকেই এর উদাহরণ দেওয়া যায়।

The boy came to our house and (he) said that he was willing to go with us.

Ram went to Burdwan and Shyam (went) to Durgapur.

প্রথম বাক্যের দ্বিতীয় অংশে the boy বা he উহ্য আছে। দ্বিতীয় বাক্যের দ্বিতীয় অংশে went ক্রিয়াপদটিকে উহ্য রাখা হয়েছে।

অনুরূপভাবে বাংলা বাক্যে অনুক্ততা হতে পারে—

তিনি ছুটলেন বাজারে, তাঁর বন্ধু স্টেশনের দিকে। এই বাক্যের দ্বিতীয় অংশে ‘ছুটলেন’ ক্রিয়াপদটিকে উহ্য রাখা হয়েছে। বাংলা বাক্যে ‘হওয়া’ ক্রিয়াপদটিকে বহু ক্ষেত্রেই উহ্য বা অনুক্ত রাখা হয়।

এই স্থানটি (হয়) বড়োই মনোরম।
এটাই (হয়) বাঁচার একমাত্র উপায়।

ইংরেজিতে এসব ক্ষেত্রে is বা are বা am ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে না।

This place is very pleasant indeed.
This is the only way to survive. বাংলায় বরং এ ক্ষেত্রে 'হওয়া' ক্রিয়ার অনুক্ততাই স্বাভাবিক।

অনুক্রম, apodosis, consequence clause

সাপেক্ষ জটিল বাক্যের প্রধান বাক্যটিকে অনুক্রম বলা হয়। এই ধরনের বাক্যে প্রত্যাশার উত্তর ব্যক্ত হয় এই অংশে। Apodosis গ্রিক ভাষার শব্দ। এর অর্থ protasis বা শর্তের উত্তর।

অনুগামী শব্দ, tag words

বক্তব্যে জোর দেওয়ার জন্য বা আধিক্য বোঝাতে অনেকসময় একটি শব্দের সঙ্গে সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক একটি শব্দ জুড়ে ব্যবহার করা হয় এবং তার ফলে তৈরি হয় শব্দদ্বৈত। চিঠিপত্র, কাগজপত্র, ছেলেপুলে, লোকজন, পথঘাট, যানবাহন, মানুষজন ইত্যাদি শব্দজোড়ের দ্বিতীয়টি প্রথমটির সমার্থক শব্দ বা প্রায়-সমার্থক শব্দ। এইসব শব্দের দ্বিতীয় অংশকে **অনুগামী শব্দ** (tag words) বলা হয়। অনুগামী শব্দের সঙ্গে অনুকার শব্দের পার্থক্য লক্ষণীয়। অনুকার শব্দের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি প্রথমটির সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক নাও হতে পারে, দ্বিতীয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমটির ধ্বনিগত অনুকৃতি হবে।

অনুজ্ঞা, অনুজ্ঞা বাক্য

'অনুজ্ঞা' কথাটির মধ্যে আছে নানান ভাব—অনুরোধ, নিবেদন, আদেশ প্রভৃতি। অনুজ্ঞার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের রূপ হয়, অতীত কালের হয় না।

বর্তমান অনুজ্ঞা—*তুমি এখুনি এখান থেকে চলে যাও।*
দয়া করে আমার ভাইটিকে একটু আশ্রয় দিন।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—*কালই তুমি এখানে একবার এসো।*
ওদের ওখানে একটিবার যেয়ো ভাই।

আরও এক ধরনের অনুজ্ঞা বাক্য হতে পারে, যেখানে অনুজ্ঞা প্রকাশিত হয় অন্যের মাধ্যমে, শ্রোতার মাধ্যমে—

সবাই তার কাণ্ডটা একবার দেখুক।
ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন।

বস্তুতপক্ষে এটি **অনুজ্ঞা ভাবের** দৃষ্টান্ত।

বিশেষ নির্বন্ধ বা অনুরোধ প্রকাশে অনুজ্ঞায় 'না' যোগ হয়—

আমার খাতাটা নিয়ে এসো না ভাই।
দেখো-না একবার ওখানে কী হচ্ছে।

অনুজ্ঞা ভাব, imperative mood

দ্র **অনুজ্ঞা, অনুজ্ঞা বাক্য**

অনুদাত্ত স্বর

দ্র **উদাত্ত স্বর**

অনুনাসিক অনুরণন

দ্র **অনুরণন**

অনুনাসিকতা, nasality

দ্র **অনুনাসিক স্বর**

অনুনাসিকস্বর, nasal vowel

শ্বাসবায়ু মুখের পরিবর্তে নাসাপথে নির্গত হলে অনুনাসিক স্বরের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, অনুনাসিক স্বরধ্বনির উচ্চারণে মুখের কোনো ভূমিকা নেই। মুহম্মদ আবদুল হাই অনুনাসিক স্বরধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখের মিলিত ভূমিকার কথা বলেছেন—'combined resonance of nose and mouth'.

সব ভাষায় অনুনাসিকতা থাকে না। পোর্তুগিজ ও ফরাসি ভাষায় প্রচুর অনুনাসিকতা শ্রুত হয়। বাংলা ভাষায়ও অনুনাসিকতা আছে। বাংলার সাতটি স্বরধ্বনির প্রত্যেকটি অনুনাসিক হতে পারে—ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ, উঁ। স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা থাকতে পারে শব্দের আদিতে (এঁরা, এঁটো, ইঁদুর), মধ্যে (পাঁচ—প্ + আঁ + চ্), শেষে (আজ্ঞে)।

অনুনির্মাণ

দ্র **পশ্চাদ্‌গঠন**

অনুপ্রাস, alliteration

ইংরেজি rhetorics-এর alliteration আর বাংলার অনুপ্রাস হুবহু এক নয়। ইংরেজিতে প্রস্বরিত বা শ্বাসাঘাতযুক্ত ব্যঞ্জনের বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিকেই alliteration বলা হয়, অবশ্য কদাচিৎ প্রস্বরহীন আদ্য ধ্বনিদলের ব্যঞ্জন পুনরাবৃত্ত হলেও alliteration হয়। কিন্তু বাংলায় ওই প্রস্বরতা বা শ্বাসাঘাতের প্রশ্নটি অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। টেনিসনের landscape-lover বা lord of language alliteration-এর দৃষ্টান্ত। বাংলায় অনুপ্রাস একটি সমাদৃত শব্দালংকার। বিশেষজ্ঞের মতে 'একই বাক্যে ধ্বনিসাম্যের ফলে রসসৌন্দর্য প্রকাশ' পেলে তা-ই অনুপ্রাস। ইংরেজি alliteration-এর সঙ্গে বাংলা অনুপ্রাসের আরও একটি তফাত আছে। বাংলায় আদ্যধ্বনি বা আদ্যবর্ণ ছাড়াও অনুপ্রাস হতে পারে। এমনকী, বাংলায় স্বরধ্বনির পুনরাবৃত্তিতেও অনুপ্রাস হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

ব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাস—'কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভী'
'জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ'
স্বরধ্বনির অনুপ্রাস— 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'
'অনাদি আমাকে আনে আমাদের গোচরে'

অনুবাক্য, parenthesis

একটি বাক্যের মধ্যে একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বা খণ্ডবাক্য বা পূর্ণবাক্য গর্ভিত থাকতে পারে। গর্ভিত অংশটি সাধারণভাবে মূল বাক্যের প্রসারণ বা ব্যাখ্যা। এই গর্ভিত খণ্ডবাক্যটিকে অনুবাক্য বলা হয়। এই অনুবাক্যটি দুটি কমা বা দুটি ড্যাশ বা দুটি বন্ধনীর মধ্যে থাকে। বলা বাহুল্য, অনুবাক্যটি অন্বয়গতভাবে গৌণ এবং মূল বাক্যটির ব্যাকরণগত পূর্ণতার পক্ষে আবশ্যিক নয়।

তারা ১৭ তারিখ, *অর্থাৎ গত শনিবার*, রওনা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি—*যে প্রতিষ্ঠানটি তিনি স্থাপন করেছেন*—ভালোই চলছে।

বক্রাক্ষরযুক্ত অংশই অনুবাক্য।

অনুবাদ

বিদেশি বা অজানা ভাষা বাধা সৃষ্টি করলে সেই বাধা দূর করার উপায় হল অনুবাদ, উৎস ভাষা থেকে উদ্দিষ্ট ভাষায় অনুবাদ। এই অনুবাদ তিনরকম ভাবে হতে পারে—লিখিত, মৌখিক, সাংকেতিক (signed)। অনুবাদের মাধ্যম যা-ই হোক না কেন, অনুবাদককে উৎস ভাষা ও উদ্দিষ্ট ভাষা দুই-ই জানতে হয়। অনুবাদের উদ্দেশ্য হল উৎস ভাষা ও উদ্দিষ্ট ভাষার মধ্যে অর্থগত সমতা বা সাযুজ্য সাধন করা। অনুবাদের মাধ্যমে দুটি ভাষার মধ্যে পূর্ণ সাযুজ্যসাধন অসম্ভব, যেহেতু বাক্স্পদ, ছন্দ, ধ্বনির প্যাটার্ন, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি দুটি ভাষায় পৃথক হতে বাধ্য। এছাড়া সাংস্কৃতিক ব্যবধান তো আছেই। তবে এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনুবাদ কতদূর 'সার্থক' হচ্ছে, তা নির্ভর করে অনুবাদের উদ্দেশ্য এবং কাদের জন্য অনুবাদ, এই দুয়ের উপর।

অনুবাদ যদি বাস্তবমুখী (pragmatic) হয়, তবে বিষয় সেখানে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। বিজ্ঞান বা অন্য কোনো টেকনিকাল বিষয়ের অনুবাদ এই শ্রেণিতে পড়ে। দ্বিতীয়ত, সমাজভাষাবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত কোনো বিষয় হলে তার অনুবাদে অনুবাদককে গুরুত্ব দিতে হয় লেখক ও সম্ভাব্য পাঠকদের সামাজিক প্রতিবেশের উপর। তৃতীয়ত, সাহিত্যিক বিষয়ের অনুবাদে আবেগ এবং শৈলী দুই-ই গুরুত্ব পায়। চতুর্থত, ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ের অনুবাদে পাঠবস্তুটির (text) সংগঠন, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির গুরুত্বই বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদের বিষয় বা পাঠবস্তুর চরিত্র যা-ই হোক না কেন, অনুবাদে মিশ্র শৈলীই দেখা যায়।

ডেভিড ক্রিস্টাল ভালো অনুবাদের একটি-দুটি মানদণ্ডের কথা বলেছেন। তাঁর মতে একই পাঠবস্তুর অনুবাদ প্রথমে একজন করলেন, দ্বিতীয় অনুবাদক বিপরীত ক্রমে অনুবাদ করবেন।

অর্থাৎ প্রথমজন উৎস থেকে উদ্দিষ্ট ভাষায় অনুবাদ করলে, দ্বিতীয়জন উদ্দিষ্ট থেকে উৎসে যাবেন। দুজনের অনুবাদ যদি কাছাকাছি হয়, তবে বুঝতে হবে প্রথম অনুবাদকের অনুবাদকর্ম উৎকৃষ্ট অনুবাদের নমুনা।

অনুবাদ ঋণ

ভাষা থেকে ভাষায় শব্দগ্রহণের বিষয়টি ভাষাতত্ত্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক ভাষার শব্দ বা শব্দবন্ধ অনুবাদের মাধ্যমে অন্য ভাষায় গৃহীত হয়ে যায় অনেক সময়। একেই অনুবাদ ঋণ বলা হয়। উড়ালপুল (flyover), সবুজ সংকেত (green signal), যানজট (traffic jam), কাঁদানে গ্যাস (tear gas) ইত্যাদি অনুবাদ ঋণের দৃষ্টান্ত। যে-ভাষা থেকে শব্দ অনুবাদের মাধ্যমে আহৃত বা গৃহীত হয়, তাকে source language বা উৎস ভাষা এবং যে-ভাষায় তা গৃহীত হয় তাকে target language বা লক্ষ্য ভাষা বা উদ্দিষ্ট ভাষা বলা হয়। অনুবাদ দুই রকমে সম্পন্ন হয়, যথা free translation বা মুক্ত অনুবাদ বা ভাবানুবাদ এবং literal translation বা আক্ষরিক অনুবাদ।

অনুবাদ পদ্ধতি, translation method

বিদেশি ভাষা শিক্ষার একটি প্রথাগত বা পুরোনো পদ্ধতি। একটি বিদেশি ভাষা শিক্ষায় বা শিক্ষণে অন্য ভাষার ব্যবহারকেই অনুবাদ পদ্ধতি বলা হয়। ভারতে দীর্ঘকাল যাবৎ আঞ্চলিক মাতৃভাষার সাহায্যে ইংরেজি ভাষা শেখানো হত। যেকোনো উদ্দিষ্ট দ্বিতীয় ভাষা (target language) শিক্ষণে মাতৃভাষা ব্যবহার করার রীতি এখন কিছুটা পরিত্যক্ত হলেও একসময় বিদেশিরাও তাদের ভাষার মাধ্যমে বাংলা হিন্দি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা শিখত।

অনুবৃত্তি, entailment

কখনো-কখনো কোনো একটি উক্তি থেকে অন্য একটি সমার্থক উক্তি ব্যঞ্জিত হয় কিংবা পূর্ববর্তী উক্তির অনুবৃত্তি ঘটে। *মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে* এই বাক্যটি থেকে অনিবার্যভাবে জানা যায় যে *মেয়েটি ছুটছে না*। এই দুইয়ের সম্পর্কেরই নাম অনুবৃত্তি।

অনুরণন, resonance

সঘোষ ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় ধ্বনিদ্বারে (vocal folds) যে-কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় অনুরণন। এই কম্পনের ফলে কখনো কখনো মুখগহ্বর ও নাসাপথ যুক্ত হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অনুনাসিক অনুরণনের সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষার ম্ ধ্বনিটি এর উদাহরণ।

অনুরণিত ধ্বনি, sonorant

যে বাগ্‌ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু স্বরপথে শ্রুতিগম্য বাধা ছাড়াই প্রবাহিত হয় এবং যার অন্যতম চরিত্র স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষতা, তাকেই অনুরণিত ধ্বনি বলে। Sonorant কে তরল ধ্বনিও

বলা হয়। Bed-এর /e/, loud-এর /l/, name-এর /n/ এই জাতীয় ধ্বনি। বোঝাই যাচ্ছে, sonorant মৌখিক (oral) ও অনুনাসিক (nasal) দুই-ই হতে পারে।

অনুসর্গ, postposition

যেসব অখণ্ড শব্দ বিভক্তির ভূমিকা পালন করে তাদেরই অনুসর্গ বা পরসর্গ বলে। অনুসর্গ যে-পদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার পরে বসে। অনুসর্গগুলির রূপের পরিবর্তন হয় না। বাংলা অনুসর্গের উদাহরণ দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, থেকে, জন্য, হতে ইত্যাদি। সংস্কৃতে যা কর্মপ্রবচনীয়, বাংলায় তা-ই অনুসর্গ।

অনুস্বার (ং)

অনুস্বার কোনো বর্ণ নয়, এটি একটি ধ্বনিচিহ্ন, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ দুইয়েরই উচ্চারণকে অনুনাসিক করে। অং, আং যেমন হতে পারে, তেমনি কং, দং হতে পারে। বস্তুতপক্ষে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে লেখা হলেও এটি স্বরধ্বনিকেই অনুনাসিক করে। কং = ক্ + অ + ং।

অনেকাক্ষরিক, polysyllabic

দ্র **বহুদলীয়**

অনেকার্থতা , polysemy, plurality of meaning

কোনো বয়ানের (text) মধ্যে কোনো অংশের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। বয়ানের কোনো বাক্যের অন্তর্গত কোনো শব্দেরও একাধিক অর্থ থাকতে পারে। একেই বলে অনেকার্থতা। রলাঁ বার্ত্ এই কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কোনো রচনার ভিতর থাকে নানান দ্যোতনা, নানান ঘটনাসমন্বয়, sign বা চিহ্নের প্রয়োগ। এসবের ভিতর পাঠকই অনেকসময় নানান অর্থ বা তাৎপর্য আবিষ্কার করেন, যা হয়তো লেখকের অভিপ্রেত ছিলই না। বার্তের মতে বয়ান-পাঠের এই পদ্ধতিকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না। একজন পাঠক কোনো রচনার যে-অর্থ ভেবে পান, অন্য এক পাঠক ভিন্নতর কোনো অর্থ আবিষ্কার করতেই পারেন। রচনার বা কবিতার অনেকার্থতার এই হল অর্থ।

অন্তঃপ্রত্যয়, মধ্যপ্রত্যয়, infix

Prefix যেমন আদ্যপ্রত্যয়, suffix যেমন অন্ত্যপ্রত্যয়, তেমনি infix হল মধ্যপ্রত্যয় বা অন্তঃপ্রত্যয়। শব্দের মধ্যে কোনো বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়ে শব্দটির অর্থ যদি বদলে দেয় বা অর্থে যদি নতুন মাত্রা যোগ করে তবে সেই আগন্তুক বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনিকে infix বা মধ্যপ্রত্যয় বা অন্তঃপ্রত্যয় বলা হয়। √খা একটি এক সিলেব্‌লের ধাতু। এর সঙ্গে -আ-মধ্যপ্রত্যয় বা অন্তঃপ্রত্যয় যোগ করে √খাওয়া প্রযোজক ধাতুটি পাওয়া যায়। তেমনি সাঁতার একটি বিশেষ্য শব্দ। তার সঙ্গে -আ- অন্তঃপ্রত্যয় যোগ করে সাঁত্‌রা নামধাতুটি পাওয়া যায়, অবশ্য এতে মধ্যবর্তী একটি স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়েছে।

অন্তঃস্বরীয়, intervocalic

দুটি স্বরধ্বনির অন্তর্বর্তী স্থানে যে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাকে অন্তঃস্বরীয় বা intervocalic ব্যঞ্জন বলে। ইংরেজি caret শব্দের r [kærət] একটি অন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জন। অনুরূপভাবে বাংলায় *বাদল* শব্দের দ্ [badol] একটি অন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জন।

অন্তর্গঠন, অধোগঠন, deep structure

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কির তত্ত্বের অন্যতম স্তম্ভ। চমস্কি তাঁর Aspects of the Theory of Syntax গ্রন্থে syntax বা অন্বয়ের বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে surface structure বা অধিগঠন বা বহির্গঠন এবং deep structure বা অন্তর্গঠন বা অধোগঠন এই দুটি প্রত্যয়ের কথা বলেন। চমস্কি বলেন, প্রত্যেক বাক্যের দুটি স্তর আছে—একটি তার আন্বয়িক গঠনের স্তর, যাকে তিনি বহির্গঠন বলেছেন; অন্যটি তার অর্থের স্তর বা অন্তর্গঠন। একটি বাক্যের উপরিস্তরের গঠনকে বা বহির্গঠনকে (surface structure) বদলানো যায়, কিন্তু অন্তর্গঠনের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ গঠন বদলে গেলেও অর্থ একই থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি বাক্যকে active voice থেকে passive voice এ রূপান্তরিত করলে বাক্যের বহির্গঠন বদলে যায়, কিন্তু অর্থ অর্থাৎ অন্তর্গঠন একই থাকে।

অন্তর্গামী ধ্বনি, ingressive sound

ফুসফুস, ফ্যারিংস বা গলবিল ও মুখগহ্বরের মধ্যবর্তী শূন্য স্থান প্রসারিত হলে তার ভিতরের শ্বাসবায়ু তরলীভূত হয়ে পড়ে এবং তখন বাইরের বাতাস সেই শূন্য স্থানে প্রবেশ করে। একেই বলা হয় অন্তর্গামী বায়ু। অন্তর্গামী বায়ু কণ্ঠগহ্বরে যে-ধ্বনি সৃষ্টি করে, তাকেই অন্তর্গামী ধ্বনি বলে। বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় অন্তর্গামী ধ্বনি নেই। বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষেত্রে চেষ্টা করে অন্তর্গামী ধ্বনি সৃষ্টি করা যায় মাত্র। কোনো-কোনো বান্টু গোষ্ঠীর ভাষায় অন্তর্গামী ধ্বনি আছে।

অন্তর্দন্ত্য, interdental

দ্র **আন্তর্দন্ত্য**

অন্তর্বর্তী সন্ধি, internal sandhi

দুটি শব্দের মধ্যে সন্ধি নয়, একটি শব্দেরই ভিতরে দুটি ধ্বনির সংস্পর্শ-হেতু যে ধ্বনিপরিবর্তন, তাকেই অন্তর্বর্তী সন্ধি বা অন্তঃসন্ধি বলে। খুচ়রো > খুজ্‌রো, শিক্‌নি > শিগ্‌নি, মুচলেকা > মুজ্‌লেকা।

অন্ত্য, প্রান্তিক, final, terminal

শব্দ, ধ্বনিদল ইত্যাদির শেষের অংশই অন্ত্য বা প্রান্তিক অংশ। ধ্বনির শেষ অংশ অন্ত্য

ধ্বনি বা প্রান্তিক ধ্বনি। শব্দের শেষের স্বরধ্বনিকে অন্ত্যস্বর এবং শেষের ব্যঞ্জনকে অন্ত্যব্যঞ্জন বলে। বাংলায় অন্ত্যস্বর সুলভ হলেও অন্ত্যব্যঞ্জন নয়, কেননা বাংলা শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জন ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয় না, স্বরান্ত উচ্চারিত হয়। ইংরেজি mist, tryst, feast প্রভৃতি শব্দে -st থাকায় বলা যায় এগুলি হল final consonant cluster বা অন্ত্যব্যঞ্জনগুচ্ছ।

অন্ত্য অঘোষতা, final devoicing

ধ্বনির উচ্চারণে কণ্ঠের অভ্যন্তরস্থ ধ্বনিদ্বারে (vocal folds) কম্পনের সৃষ্টি হলে ঘোষ বা সঘোষ (voiced) ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে সেই কম্পনের সৃষ্টি না হলে অঘোষ ধ্বনির সৃষ্টি হয়। বাংলায় ক্ খ্ চ্ ছ্ ট্ ঠ্ ত্ থ্ প্ ফ্ এই দশটি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি। এই ধ্বনিগুলি শব্দের শেষে থাকলে বলা হয় অন্ত্য অঘোষতা। ধাপ, লাফ, কাক, শাঁখ, ভাত, কাথ, ছাঁট, মাঠ, কাচ, মাছ—এই শব্দগুলির শেষে আছে অঘোষ ব্যঞ্জন, যথাক্রমে প্ ফ্ ক্ খ্ ত্ থ্ ট্ ঠ্ চ্ ছ্। ইংরেজিতে শব্দশেষের সঘোষ (voiced) ব্যঞ্জন প্রায়ই অঘোষ (devoiced) হয়ে যায়। Lid, kid প্রভৃতি যথাক্রমে /liḍ/, /kiḍ/ হয়।

অন্ত্য ধ্বনিদল, final syllable

বহুদলীয় শব্দের শেষ দল বা ধ্বনিদলকে অন্ত্য ধ্বনিদল বলা হয়। প্রার্থনা, সমাজ, সামাজিক এই শব্দগুলির ধ্বনিদল-ভাগ যথাক্রমে—প্রার্-থো-না, শ-মাজ্, শা-মা-জিক্। অন্ত্য ধ্বনিদলগুলি যথাক্রমে -না, -মাজ্, -জিক্। অন্ত্য ধ্বনিদলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, বাংলায় অন্ত্য ধ্বনিদলে যুক্তব্যঞ্জন বা যুগ্মব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণে স্বরধ্বনি আসে। ভক্ত, ছদ্ম, সভ্য, অজ্ঞ, দুষ্মন্ত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে—ভক্-তো, ছদ্-দোঁ, শোব্-ভো, অগ্-গোঁ, দুশ-মন্-তো। কিছু বিদেশি শব্দে অন্ত্য ধ্বনিদল ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়ে থাকে—অ্যান্ড, পার্ক শার্ট ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, যদি কোনো যুক্তব্যঞ্জন বা যুগ্মব্যঞ্জন দুটি ধ্বনিদলে বিভক্ত হয়ে যায়, তবে প্রথম ব্যঞ্জনটি আগের ধ্বনিদলে coda বা দলান্ত হয়, আর দ্বিতীয় ব্যঞ্জনটি পরের ধ্বনিদলের onset বা আদি অর্থাৎ অক্ষরারম্ভ হয়ে যায়। পাত্তা, নষ্ট, লাস্য এই শব্দগুলির ধ্বনিদল-ভাগ এইরকম—পাৎ-তা, নশ্-টো, লাশ্-শো। ৎ-, শ্-, শ্- হল coda বা দলান্ত, -তা, -টো, -শো হল অক্ষরারম্ভ বা আদি (onset)।

অন্ত্যপ্রত্যয়, suffix

যে ধ্বনিটি বা ধ্বনিখণ্ডটি ধাতু বা শব্দের মূল অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন ধাতু বা শব্দ গঠন করে তার নাম প্রত্যয় (affix)। প্রত্যয়ের তিনটি রূপ আছে, যথা আদ্যপ্রত্যয় (prefix), মধ্যপ্রত্যয় বা অন্তঃপ্রত্যয় (infix) এবং অন্ত্যপ্রত্যয় (suffix)। অন্ত্যপ্রত্যয় ধাতু বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়। অন্ত্যপ্রত্যয় দুই শ্রেণির—ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎ প্রত্যয় এবং শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিত প্রত্যয়। ধাতুপ্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত হল ✓কৃ + অনীয় = করণীয়, ✓বল্ + আ = বলা, শব্দপ্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত হল পাগল + আমি = পাগলামি, তর্ক + ইক = তার্কিক। অন্ত্যপ্রত্যয় হল derivational suffix. অন্ত্যপ্রত্যয় যোগে শব্দ তৈরি হয়, পদ নয়।

অন্ত্য বর্জন, tail dropping

শব্দের শেষের ধ্বনি বর্জিত হলে বা বাদ পড়লে তাকে tail dropping বলে। প্রক্রিয়াটি apocope বা অন্ত্যধ্বনিলোপ-এর সমার্থক। বাংলা শব্দের প্রথম ধ্বনিদলে শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর পড়ার ফলে বাংলা শব্দে tail dropping এর প্রবণতা আছে। এমনকী শব্দশেষের মহাপ্রাণতার লোপও এক ধরনের অন্ত্য বর্জন।

অন্ত্য ব্যঞ্জন, final consonant

শব্দের শেষের ব্যঞ্জন। ইংরেজি cut, moon, tryst শব্দগুলির যথাক্রমে /t/, /n/, /t/ হল অন্ত্য ব্যঞ্জন (final consonant)। বাংলায় জল, মানুষ, গ্রহণ শব্দগুলির যথাক্রমে ল্ /l/, শ্ /ʃ/ এবং ন্ /n/ অন্ত্য ব্যঞ্জন। অন্ত্য ব্যঞ্জন বললে দুটি বিষয়কে বোঝানো হতে পারে—অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ ও অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি। বাংলায় অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ অনেকসময়ই অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে আলাদা। উপরের শব্দগুলিতে অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ যথাক্রমে ল ষ, ণ। কিন্তু ধ্বনি পৃথক। কাঁধ, কাঠ প্রভৃতি শব্দের শেষে যে ধ ও ঠ মহাপ্রাণ বর্ণ আছে, উচ্চারণে প্রায়ই তা মহাপ্রাণতা হারায়। kãdh হয়ে যায় kãd^h, kaṭh হয়ে যায় kaṭ^h.

অন্ত্য মিল, end rhyme

কবিতায় একটি পঙ্‌ক্তির শেষে শেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে পরবর্তী পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দের বা শব্দগুচ্ছের ধ্বনিগত মিলকেই অন্ত্যমিল বলা হয়। অন্ত্যমিলের নানারকম ধাঁচ বা প্যাটার্ন হতে পারে। প্রথমত, একদলীয় (monosyllabic) শব্দের মিল। দ্বিতীয়ত, দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় শব্দের মিল। একদলীয় শব্দের ক্ষেত্রে সৎ/গৎ, মত/খত এই মিলে আছে CVC প্যাটার্ন—শ্ + অ + ৎ/গ্ + অ + ৎ এবং ম্ + অ + ৎ/খ্ + অ + ৎ। আর একটি প্যাটার্ন হল CV অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন ও একটি স্বরধ্বনির মিল—ছা/পা, নে/কে। এখানে প্যাটার্নটি এইরকম ছ্ + আ/প্ + আ এবং ন্ + এ/ক্ + এ। একদলীয় মিলে আরও প্যাটার্ন হতে পারে, যেমন CV^V অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন, একটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর। তার উদাহরণ—দই/খই, সই/মই। দ্বিদলীয় মিলের দৃষ্টান্ত—জানি/মানি, মালা/থালা। এখানে প্যাটার্নটি হল CVCV। জ্ + আ + ন্ + ই/ম্ + আ + ন্ + ই এবং ম্ + আ + ল্ + আ/থ্ + আ + ল্ + আ। দেখা যাচ্ছে কোথাও মুক্ত দলের মিল আর কোথাও রুদ্ধ দলের মিল। আরও নানা রকমের মিল হতে পারে। শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনির সঙ্গে অল্পপ্রাণ ধ্বনির মিলও লক্ষ করা যায়—মাঠ/পাট, সাধ/বাদ। তিন বা চার দলেরও মিল পাওয়া যায়—জড়াব/ছড়াব, নিল কে/দিল কে ইত্যাদি মিলে পাওয়া যাচ্ছে CVCVCV প্যাটার্ন—জ্ + অ + ড় + আ + ব্ + ও/ছ্ + + অ + ড় + আ + ব্ + ও।

অন্ত্য যুক্তব্যঞ্জন, final consonant conjunct

যুক্তব্যঞ্জন প্রধানত বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের উত্তরাধিকার। কিছু অবশ্য বাংলাতেও প্রাপ্য, আর আছে বিদেশি শব্দঋণ। যেসব যুক্তব্যঞ্জন শব্দের শেষে থাকে সেগুলি ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত

হয় না। দন্ত, ক্লান্ত, মর্ত, ছোট্ট, খানাখন্দ, স্কন্ধ ইত্যাদি শব্দের শেষ ধ্বনিদলের যুক্তব্যঞ্জনগুলি ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়। কেবল কিছু বিদেশি শব্দে অন্ত্য যুক্তব্যঞ্জন ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়—আর্ট, স্মার্ট, ব্র্যান্ড, স্ট্যান্ড ইত্যাদি। প্রতিবেশী ভাষার বন্ধ্ শব্দটি বাংলায় বহুলব্যবহৃত বটে, এটি ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়।

অন্ত্য যুগ্মব্যঞ্জন, final double consonant

যুক্তব্যঞ্জন হল দুটি ভিন্নবর্গীয় ব্যঞ্জনের যোগ, অন্য দিকে যুগ্মব্যঞ্জন হল দুটি সমবর্গীয় ব্যঞ্জনের যোগ এবং একই বর্গের অল্পপ্রাণের সঙ্গে মহাপ্রাণের যোগ। যুগ্মব্যঞ্জন শব্দের অন্ত্য অবস্থানে থাকলে তাকেই অন্ত্য যুগ্মব্যঞ্জন বলে। তার দৃষ্টান্ত হল—হদ্দ, বাচ্চা, বড্ড, পাল্লা, বিত্ত, সত্য (শোত্তো) ইত্যাদি। যুগ্মব্যঞ্জনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর উচ্চারণ একটানা, বিরামহীন অর্থাৎ উচ্চারণে মুক্তি বা release থাকে না।

অন্ত্য স্বরধ্বনি, final vowel

শব্দের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে তাকেই অন্ত্য স্বরধ্বনি বলা হয়। মা, দা, মাথা প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি বিশ্লেষণ করলে শেষে স্বরধ্বনিই পাওয়া যায়—ম্ + আ, দ্ + আ, ম্ + আ + থ্ + আ। বাংলায় শব্দশেষে ছয়টি স্বরধ্বনিই শব্দের শেষে থাকতে পারে। কেবল অ্যা /æ/ শব্দান্তে থাকে না।

অন্ত্যস্বরলোপ, apocope

Apocope কথাটি গ্রিক ভাষা থেকে এসেছে। এর অর্থ cutting off বা ছাঁটাই। বাংলা ভাষায় শব্দান্তের স্বর অনেক সময়ে ক্ষীণ হয়ে শেষে লোপ পেয়ে যায়। এই স্বরলোপের প্রধান কারণ শব্দশেষে শ্বাসের প্রবলতার হানি। শব্দান্তের এই স্বরধ্বনিলোপকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে। চাকা > চাক, রাশি > রাশ অন্ত্যস্বরলোপের দৃষ্টান্ত।

অন্ত্যস্বরাগম, vowel catathesis

বাংলা ভাষায় সচরাচর শব্দান্তে যুক্তব্যঞ্জন বানানে থাকলেও উচ্চারিত হয় স্বরধ্বনিযুক্ত হয়ে। অর্থাৎ শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে একটি স্বরধ্বনি এসে পড়ে। একেই vowel catathesis বা অন্ত্যস্বরাগম বলে। বেন্‌চ্ বাংলায় বেন্‌চি হয়ে যায়, বক্স হয়ে যায় বাক্‌সো, বোল্‌ট্ (bolt) হয়ে যায় বোলটু। কখনো-কখনো যুক্তব্যঞ্জন বানানে থাকলেও উচ্চারিত হয় স্বরযুক্ত হয়ে। যেমন দুষ্ট, ধন্য ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে কথ্য ভঙ্গির শব্দ হিসাবে যখন দুষ্টু, ধন্যি পাই তখন তাকেও অন্ত্যস্বরাগমের দৃষ্টান্ত বলতে হবে।

অন্বয়, syntax

দীর্ঘকাল যাবৎ প্রথাগত ব্যাকরণে অন্বয় বলতে বোঝাত বাক্যের পদক্রমকে। কিন্তু তাতে বাক্যের সংগঠন কিংবা বাক্যে পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হত না।

বাক্যের পদগুলির সংস্থান ও সংযোগ এবং বাক্যনির্মিতির সূত্রাবলি মিলিয়েই অন্বয়। অন্বয় বলতে বস্তুতপক্ষে অনেককিছুকেই বোঝায়। (১) পদক্রম নিশ্চয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে সেটাই সব বা একমাত্র বিষয় নয়। (২) বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির সংস্থান অর্থাৎ রূপগত পরিবর্তন, রূপধ্বনিগত পরিবর্তন ও পারস্পরিক সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ। (৩) এছাড়া বাক্যটিকে বড়ো থেকে ছোটো অংশে ভাগ করার বিষয়টিও অন্বয়ের একটি প্রকরণ। কাজে কাজেই অন্বয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে রূপমূলতত্ত্বের, ধ্বনিতত্ত্বের এবং বাক্যের গঠনসূত্রের।

অন্যোন্য ধ্বনিবিপর্যাস

দ্র **স্পুনারিজ়ম**

অন্যোন্য সমীভবন, mutual/reciprocal assimilation

দুটি অসম বা ভিন্ন উচ্চারণস্থানবিশিষ্ট ব্যঞ্জন উচ্চারণের সুবিধার জন্য যখন একই বর্গের বা নিকটবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়, তখনই ঘটে সমীভবন। আবার যেখানে দুটি অসম ব্যঞ্জন পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং তার ফলে সে-দুটি একজাতীয় ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, সেখানেও ঘটে অন্যোন্য সমীভবন, যথা মহোৎসব > মচ্ছব, বৎসর > বচ্ছর, কুৎসিত > কুচ্ছিত।

অপভাষা

দ্র **অপার্থভাষা, অপার্থ শব্দ**

অপভ্রংশ

বাংলা ভাষার গঠনের একটি পর্বের নাম অপভ্রংশ। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার শেষ পর্বকেই সাধারণভাবে অপভ্রংশ বলা হয়। সুকুমার সেন বলেছেন যে, প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকারগণ অপভ্রংশকে একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃত ভাষা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অন্য দিকে গ্রিয়ারসনের মতো ভাষাতাত্ত্বিকেরা প্রাকৃতের শেষ উপস্তরকেই অপভ্রংশ বলেছেন। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে অপভ্রংশ হল প্রাকৃতের উপান্ত্য স্তর। অপভ্রংশের পরের স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের কয়েকটি গান অপভ্রংশে রচিত বলে মনে করা হয়। অপভ্রংশের কতকগুলি আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল, যেমন—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, ব্রাচড়ক ইত্যাদি।

অপশব্দ

'অপশব্দ' কথাটির সাধারণ অর্থ বিকৃত বা অপভ্রষ্ট শব্দ। তবে এ নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতৈক্য নেই। শব্দের বিকৃতি ঘটলেই কি তাকে অপশব্দ বলা উচিত হবে? জুতা থেকে জুতো, পথ্য থেকে পথ্যি, সূর্য থেকে সূয্যি নিঃসন্দেহে বিকৃতিঘটিত শব্দ। কিন্তু এগুলি নিশ্চয়

অপশব্দ নয়। 'অপশব্দ' কথাটির মধ্যে 'অপ' একটি নিন্দার্থক উপসর্গ। কাজেই বলা যায় যে, ইতর শব্দ বা অশিষ্ট শব্দই অপশব্দ। অপশব্দ প্রধানত কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে। গ্যাঁড়ানো (চুরি করা, হাতানো), প্যাঁদানো, ঝাড় দেওয়া (বকুনি দেওয়া), ঝাক্কাস (দারুণ) প্রভৃতি অপশব্দের দৃষ্টান্ত। অপশব্দ শিষ্ট বা মান্য (standard) ভাষায় কমই ব্যবহৃত হয়। তবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে তরুণ সমাজে কিছু অপশব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গল্প-উপন্যাসে বা নাটকের সংলাপে অবশ্য অপশব্দের ব্যবহার বিরল নয়।

অপশ্রুতি, ablaut

একই ধাতু বা শব্দ থেকে এবং একই প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগে গঠিত শব্দে ধাতু বা বিভক্তি বা প্রত্যয় অংশে একটা নিয়মিত ক্রম অনুসারে স্বরধ্বনির যে পরিবর্তন হয়, তাকেই কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক **অপশ্রুতি** বলেছেন। ইংরেজি নাম ablaut. স্বরধ্বনির এই নির্দিষ্ট ক্রমানুসারী পরিবর্তনকে ইংরেজিতে vowel gradationও বলা হয়। এই ablaut বা vowel gradation ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বরধ্বনির পরিবর্তনে তিনটি ক্রমের কথা বলা হয়—গুণিত ক্রম (strong বা normal gradation), বৃদ্ধি বা বর্ধিত ক্রম (lengthened gradation) এবং ক্ষীণ বা ক্ষয়িত ক্রম (weak বা reduced gradation)। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের কেউ-কেউ 'অপশ্রুতি' নামটির বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে ablaut কে 'স্বরের ক্রমিক পরিবর্তন' বলাই শ্রেয়।

অপাদান কারক, ablative case

বাক্যে ক্রিয়াপদের সম্পাদন-স্থানের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্কেরই নাম **অপাদান কারক**। বাড়ি **থেকে** এলাম, ঘর **থেকে** বেরিয়ে গেল। এই দুটি বাক্যে কারকনাম অপাদান। সাধারণভাবে অপাদান কারকে কর্তৃপদের স্বস্থানচ্যুতি ঘটে। তাই তার বিভক্তিচিহ্ন হল—হতে, থেকে ইত্যাদি। তবে অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি, -র বা -এর বিভক্তি, -এ বা -তে বিভক্তিও হতে পারে। **ক্লাস** পালিয়ে সিনেমায় গেছে (ক্লাস থেকে), **আমার চেয়ে** তুমি লম্বা (আমার থেকে), 'ভয় কী **মরণে**' (মরণ থেকে)।

অপার্থ ভাষা, অপার্থ শব্দ

সাধারণভাবে অশ্লীল শব্দকেই অপার্থ শব্দ বলে মনে করা হয়। একে ইতর শব্দও বলা হয়। কেউ-কেউ slang-কে অপার্থ ভাষা বলে গণ্য করেন। Slang-এর দুটি অর্থে প্রয়োগ হয়—পেশাগত বুলি এবং ইতর শব্দ। প্রথমটি অশিষ্ট বা অশ্লীল নয়, দ্বিতীয়টি অশিষ্ট এবং সাধারণভাবে মান্য নয়। সুকুমার সেন slang-কে ইতর শব্দ এবং cantকে সংকেতমূলক অপার্থ শব্দ বলেন। বস্তুতপক্ষে cantকে অপার্থ শব্দ বলাই সংগত। ইংরেজ ভাষাবিদ এরিক পার্ট্রিজ-এর মতে 'Cant is the technical term of vocabulary peruliar to the underworld.' অর্থাৎ প্রধানত অপরাধজগতের বাসিন্দাদের ব্যবহৃত অশিষ্ট শব্দই অপার্থ শব্দ। একেই ইংরেজিতে আরগো (argot) বলা হয়। কখনো-কখনো তেমন শব্দ অপরাধ

জগতের সীমানা ছাড়িয়ে শিষ্ট সমাজেও সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তবে তখনও তাদের অপার্থ শব্দই বলতে হবে। বস্তুতপক্ষে অপার্থ শব্দ ও অশ্লীল শব্দের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই।

দ্র **অপশব্দ**

অপিনিহিতি, epenthesis

দুই বা তিন সিলেব্‌লের শব্দে দ্বিতীয় সিলেব্‌লে যদি ব্যঞ্জনধ্বনির পরে ই /i/ বা উ /u/ থাকে তবে সেই ই বা উ-কে ব্যঞ্জনের আগেই উচ্চারণ করবার একটা প্রবণতা আঞ্চলিক বা ঔপভাষিক বাংলায় লক্ষ করা যায়। এই প্রবণতাকেই **অপিনিহিতি** বলা হয়।

আজি > আইজ, সাধু > সাউধ, কালি > কাইল, রাতি > রাইত, কন্যা > কইন্যা, সভ্য > সইভ্য, মধ্যে > মইধ্যে, ধান্য > ধাইন্য, ভাগ্য > ভাইগ্য, বাক্য > বাইক্য, কার্য > কাইর্য ইত্যাদি অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত। বিশেষত বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাতেই এখন অপিনিহিতি পাওয়া যায়। মধ্য বাংলার কাব্যে বহু শব্দের অপিনিহিত রূপ দেখা যায়—*বল্যাছি, কর্যাছি, শুন্যাছি*।

অপিনিহিতিকে এক ধরনের ধ্বনিবিপর্যয় বলা যায়। কিন্তু পবিত্র সরকার লক্ষ করেছেন যে, তিন সিলেবলের শব্দে অপিনিহিতি আর দুই সিলেবলের শব্দে অপিনিহিতির চরিত্র একরকম নয়। দুই সিলেবলের শব্দে অপিনিহিত স্বরধ্বনিটি আসলে অর্ধস্বর এবং 'কালক্রমে তা লুপ্ত (dropped) হয়'।

অপূর্ণাঙ্গ ক্রিয়া

দ্র **অসম্পূর্ণ ক্রিয়া**

অপ্রধান খণ্ডবাক্য

দ্র **অধীন খণ্ডবাক্য, আশ্রিত খণ্ডবাক্য**

অপ্রধান প্রস্বর, secondary accent

দ্র **গৌণ প্রস্বর**

অবগঠন, ভিত্তি উপাদান base component

নোয়াম চমস্কির সঞ্জননী-সংবর্তনী তত্ত্বে বাক্যসৃজনের যে-দুটি স্তরের কথা বলা হয়েছে তার প্রথমটিই হল অবগঠন। অবগঠন স্তরে মূল আন্বয়িক অবয়ব বা কাঠামোটি গড়ে ওঠে। সেই মূল অবয়বটির উপর ভিত্তি ক'রে রূপান্তর বা সংবর্তন তাকে বাক্যে পরিণত করে। অবগঠন বা ভিত্তি উপাদানের স্তরে থাকে মূল নিয়মের বিন্যাস এবং শব্দ-তালিকা (lexicon)। তার উপর ভিত্তি করেই বাক্য তৈরি হয়।

অবচ্ছিন্ন (উপাদান) discontinuous (unit)

বাক্যের অন্তর্গত দুটি উপাদান বা শাব্দিক এককের (lexical unit) মাঝখানে অন্য উপাদান বা একক প্রবিষ্ট হলে তাকেই অবচ্ছিন্ন উপাদান বলে। ইংরেজিতে—putting the shirt on এর উদাহরণ; put on এই পদগুচ্ছের মাঝে the shirt বসে put এবং on এই দুটি শব্দকে পৃথক করে দিয়েছে।

অবয়ববাদ, structuralism

দ্র সংগঠনবাদ

অবরুদ্ধ ধ্বনি, implosive sound, ingressive glottalic stop

অবরুদ্ধ ধ্বনি এক ধরনের স্পৃষ্ট ধ্বনি যার সৃষ্টি হয় অন্তর্গামী বায়ুর গতিপথে বাধাসৃষ্টির ফলে। প্রথমে glottis বা স্বররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং ল্যারিংস বা গলবিল নীচে নেমে যায়। গলবিল ও তার উপরের অংশের বায়ু পাতলা হয়ে যায় এবং বাইরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ ক'রে শূন্যস্থান পূরণ করে। এই অন্তর্গামী বায়ু প্রবাহে বাধাসৃষ্টি হয়ে উৎপন্ন হয় একধরনের স্পৃষ্ট ধ্বনি যাকে implosive sound বা ingressive glottalic stop বলা হয়। বাংলা ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় এই ধ্বনি নেই। আছে আফ্রিকার কোনো-কোনো ভাষায়।

অবরোধ, stricture

বাগ্‌যন্ত্রে কোনো ধ্বনির উচ্চারণে বাধার সৃষ্টি হলে তাকেই অবরোধ বলে। এই অবরোধ হতে পারে আংশিক বা partial, যেমন fricative বা উষ্ম বা ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ (complete), যেমন স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে এবং শূন্য বাধা অর্থাৎ উন্মুক্ত, যেমন স্বরধ্বনির উচ্চারণে।

অবরোহী দ্বিস্বর, falling diphthong

যে দ্বিস্বরধ্বনির প্রথম অংশ পরবর্তী অংশের চেয়ে বেশি প্রবল তাকেই অবরোহী দ্বিস্বর বলে, কেননা পরের অংশটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। boy শব্দের /ɔi/ এর প্রথম অংশ প্রবল, তুলনায় your শব্দের প্রথম অংশ /jɔ:/ দুর্বল, দ্বিতীয় অংশ প্রবলতর।

অবরোহী বাক্যসুর, falling intonation

শব্দের সুরগ্রাম বা tone একটা তরঙ্গের মতো, কখনো তা একটু বেড়ে যায় কখনো নেমে যায়। আর তার ফলে স্বরগ্রামের একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়। কোনো ব্যক্তির মুখে যখন বাক্য উচ্চারিত হয়, তখন সুরগ্রাম সেই বাক্যে তৈরি করে বাক্যসুর। সুর যখন একটু নেমে যায় তখন বাক্যসুরকে বলা হয় অবরোহী বাক্যসুর।

অবর্তুল, unrounded

যেসব স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটদুটি গোলাকার বা বর্তুলাকৃতি হয়ে যায়, সেগুলিকে বর্তুল স্বরধ্বনি বলে। প্রক্রিয়াটিকে lip-roundingও বলা হয়। বাংলায় 'উ', 'ও' এবং 'অ' এই তিনটি বর্তুল স্বরধ্বনি। এছাড়া অন্য সব স্বরধ্বনিই অবর্তুল (unrounded)।

অবস্থান, distribution of sounds

ভাষামাত্রেরই ধ্বনির অবস্থানের কিছু নিয়ম থাকে। ধ্বনিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এই অবস্থানকে প্রভাবিত করে। বাংলা ভাষায় অন্ত্য অবস্থানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতে পারে না। বানানে থাকলেও উচ্চারণে থাকে না, থাকে কিছু বিদেশি শব্দে। আদ্য অবস্থানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের কিছু নিয়ম আছে—/kr/, /gr/, /br/, /dr/, /sl/, /sr/, /st/ ; /mr/, /nr/, /ml/ ইত্যাদি। তিন ব্যঞ্জন শব্দের আদিতে কমই পাওয়া যায়। একটি-দুটি দৃষ্টান্ত—/str/ (স্ত্রী, স্ত্রৈণ), /spr/ স্পৃহা)। ঋ-কার বাংলায় ব্যঞ্জনের মতো উচ্চারিত হয়।

বাংলা ভাষায় শব্দের আদ্য অবস্থানে /ṛ / (ড়), /ṛɦ/ (ঢ়), /ŋ/ (ঙ, ং) পাওয়া যায় না। অবশ্য মধ্য অবস্থানে অধিকাংশ যুক্তব্যঞ্জন থাকতে পারে।

অবহট্‌ঠ

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার বা প্রাকৃতের শেষ পর্বকে **অপভ্রংশ** বলা হয়। অপভ্রংশের পরেও একটি ভাষান্তর লক্ষ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ। সেই স্তরটিকেই **অবহট্‌ঠ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ অপভ্রংশ আরও পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় অবহট্‌ঠে। সুকুমার সেন তাঁর A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan গ্রন্থে এবং সুভদ্রকুমার সেন তাঁর Proto-New-Indo-Aryan গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, অবহট্‌ঠ ভাষা প্রচলিত ছিল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে প্রায় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত। অবশ্য উপভাষা হিসাবে অবহট্‌ঠ অতদিন প্রচলিত ছিল না। সাহিত্যিক রচনাবলিতে অবহট্‌ঠের নিদর্শন চতুর্দশ শতকেও দেখা গেছে।

অবহট্‌ঠের কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মতো। (ক) শব্দের আদিতে বা শেষে দীর্ঘস্বর সাধারণভাবে হ্রস্বস্বরে পরিণত হত—মালা > মাল। (খ) শব্দের মধ্যে বা শেষে সানুনাসিকতা এর একটি বৈশিষ্ট্য—কমল > কঁঅল। (গ) শব্দের আদ্য ও মধ্যবর্তী এ-কার ই-কারে পরিণত হত—এক্ক (ঐক্য) > ইক্ক। (ঘ) শব্দরূপে ও ধাতুরূপে দ্বিবচন বা বহুবচন লোপ পেল, কেবল একবচন রইল। (ঙ) আধুনিক বাংলার যুক্তক্রিয়ার উৎস অবহট্‌ঠ—করহু তান (ত্রাণ করো), বিসম করু (বিশ্রাম করো)।

অবস্থাবাচক ক্রিয়া, stative verb

কোনো অবস্থায় 'থাকা' যে ক্রিয়ায় বোঝায় তাকে অবস্থাবাচক ক্রিয়া বলে। সচরাচর এই ধরনের ক্রিয়ার সঙ্গে 'থাকা' যুক্ত হয়—বসে থাকি, জেগে থাকব, দাঁড়িয়ে থাকছে। এরই বিকল্প 'আছ্' ধাতুজাত ক্রিয়াও এই শ্রেণির—বসে আছি, ঘুমিয়ে আছে।

অবস্থাবাচক নামবিশেষণ

যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষিত করে তাকেই নামবিশেষণ বলে। নাম বিশেষণের মধ্যে যেগুলি বিশেষ্য বা সর্বনামের অবস্থা নির্দেশ করে সেগুলিই অবস্থাবাচক নাম বিশেষণ। উদাহরণ—**গরিব** লোক, **ছুটন্ত** ঘোড়া।

অবিঘ্নিত ধ্বনি, প্রবাহী ধ্বনি, continuant

যে ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপাদনে বাগ্‌যন্ত্রের বাধা অসম্পূর্ণ, এবং তার ফলে সেই ধ্বনিটি ক্রমাগত উচ্চারণ করে যাওয়া যায়, তাকেই অবিঘ্নিত ব্যঞ্জনধ্বনি বা প্রবাহী ধ্বনি বলে। ইংরেজির /s/ এবং /l/ এই দুটি প্রবাহী ব্যঞ্জন, কেননা স্ ধ্বনিটি ক্রমাগত বলে যাওয়া যায় স্ →→→ ; ল্ ধ্বনির ক্ষেত্রেও সেই কথা।

অবিনির্মাণ, deconstruction

জ়াক দেরিদার তত্ত্ব। যেকোনো পাঠবস্তুকে (text) ভেঙে-ভেঙে পাঠ করলে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার পাঠ করলে, কিংবা বিভিন্ন সময়ে পাঠ করলে সেই পাঠবস্তুটি ভিন্ন ভিন্ন আলোকে দেখা দেবে। একই রচনা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করতে পারে। এই ভিন্ন পাঠ বা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বিষয়কে দেখাই অবিনির্মাণ। বারবার পঠনে একই পাঠবস্তুর ভিতরের দ্বন্দ্ব-সারূপ্য বা স্ববিরোধগুলি আবিষ্কৃত হয়। এই নতুন নির্মাণই 'অবিনির্মাণ'। এর 'বিনির্মাণ' পরিভাষাও প্রচলিত। কিন্তু 'বি' উপসর্গে 'বিশেষ' বা 'অতিশয়' অর্থও বোঝায়—বিখ্যাত, বিকম্পন। তাই এক্ষেত্রে 'অবিনির্মাণ' পরিভাষাটিই যথাযথ।

অবিভাজিত যুক্তব্যঞ্জন

যুক্তব্যঞ্জন যদি দুটি সিলেব্‌ল বা ধ্বনিদলে বিভক্ত বা বিভাজিত হয়ে যায় তবে তাকে বলা হয় বিভাজিত যুক্তব্যঞ্জন। ভক্ত, মস্ত, নন্দ এই শব্দগুলির যুক্তব্যঞ্জন দুটি ধ্বনিদলে পড়ে—ভক্-তো, মস্-তো, নন্-দো। অন্য দিকে, যুক্তব্যঞ্জন যদি একই ধ্বনিদলে থাকে, তবে তাঁকে বলা হয় অবিভাজিত যুক্তব্যঞ্জন। ক্রম (ক্রোম্), ক্রমে (ক্রো-মে), শ্রাবণ (স্রা-বোন্)—এই শব্দগুলির যুক্তব্যঞ্জন দুটি ধ্বনিদলে বিভাজিত নয়।

অবিভাজ্য ধ্বনি, অধিধ্বনি, suprasegmental sound

যেকোনো ভাষার বাক্‌প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দু-রকম ধ্বনি পাওয়া যায়—বিভাজ্য (segmental) ও অবিভাজ্য (suprasegmental) ধ্বনি। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি হল বিভাজ্য ধ্বনির দৃষ্টান্ত। শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'কলম' শব্দে আছে ক্ + অ + ল্ + ও + ম্ এই স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি। এগুলিকে বর্ণের সাহায্যে দৃশ্যমান করা যায়। কিন্তু

কোনো শব্দ বা সিলেবলের মধ্যে যে সুর বা সুরপ্রবাহ থাকে কিংবা সুরের যে ওঠানামা থাকে তাকে যেমন ভাগ করা যায় না, তেমনি তাকে উপরোক্ত উপায়ে পরপর সাজানোও যায় না। তাই এগুলিকে অবিভাজ্য ধ্বনি বলা হয়। প্রস্বর, সন্ধি (juncture), ধ্বনির দৈর্ঘ্য, শ্রুতি প্রভৃতি অবিভাজ্য ধ্বনির দৃষ্টান্ত। কোনো কোনো ধ্বনিবিজ্ঞানী বলেন, প্রস্বর, সন্ধি বা juncture প্রভৃতি অবিভাজ্য ধ্বনি বা অধিধ্বনির দৃষ্টান্ত নয়, বরং এগুলিকে অবিভাজ্য ধ্বনিমূল বা অবিভাজ্য স্বনিম বলা উচিত।

অবেস্তান, অবেস্তীয়, Avestan

অবেস্তান একটি প্রাচীন পূর্ব ইরানীয় ভাষা। জরথুস্ত্র-র বাণী এই ভাষাতেই বিবৃত আছে। সেই বাণী-সংকলনের নাম 'অবেস্তা'। এই ভাষার বিকাশকাল খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক। একসময় আরাকোশিয়া, হিরাট, সিস্তান, ব্যাকট্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলন ছিল অবেস্তান ভাষার। এই ভাষার বহু বর্ণ পারস্যের প্রাচীন পহ্‌লবি বর্ণমালা থেকে গৃহীত।

অব্যতিহারী দ্বিপদ, binomial

দুটি শব্দ সংযোজক দিয়ে যুক্ত হয়ে একটি শব্দ গঠিত হয়ে যদি স্থানপরিবর্তনের অসাধ্য হয় তবে সেই শব্দকে binomial বা অব্যতিহারী দ্বিপদ বলে। ইংরেজিতে black and white কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। শব্দটিকে white and black বললে সেই অর্থ দ্যোতিত হয় না। কাজেই এটি একটি binomial. বাংলায়—'মারধর' ('ধরমার' বলা যায় না), 'মেয়েমদ্দ' ('মদ্দমেয়ে' নয়) এর উদাহরণ।

অব্যবহিত উপাদান, immediate constituent

মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী লেনার্ড ব্লুমফিল্ডের (Leonard Bloomfield) উদ্ভাবিত বাক্য-উপাদান। বাক্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত শব্দ-উপাদানের নাম অব্যবহিত উপাদান। অন্বয়ের ব্যাখ্যায় তথা বাক্যবিশ্লেষণের প্রসঙ্গে ব্লুমফিল্ড অব্যবহিত উপাদানের কথা বলেছেন। বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলিকে নিকটতম বা অব্যবহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে ভাগ করা হলে নিকটতম সম্পর্কযুক্ত পদগুলিই বাক্যের অব্যবহিত উপাদান। একটি বাংলা বাক্য নিয়ে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে—

দুটি লোক আমগুলো ভাগ করল।

এই বাক্যটিকে প্রথমত দুটি প্রধান ভাগে এইভাবে ভাগ করা যায়।

১. ক. দুটি লোক
   খ. আমগুলো ভাগ করল

২. ক অংশকে আবার এভাবে ভাগ করা যায়—
   দুটি/লোক

খ অংশের ভাগ হবে এইরকম—
আমগুলো/ভাগ করল

৩. ক অংশের প্রথম অংশকে আবার ভাগ করা যায়—
আম/গুলো

খ অংশের দ্বিতীয় অংশের ভাগ—
ভাগ/করল

এখানে প্রতি ভাগে বিভক্ত করার সময় দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি শব্দ-উপাদান তার নিকটবর্তী বা অব্যবহিত উপাদান থেকে আলাদা হয়েও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

কিছুদূর পর্যন্ত অব্যবহিত উপাদানের ভাগ বাক্যবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভালোই কাজ করে। কিন্তু এমন বহু বাক্য আছে বা হতে পারে যেগুলিকে অব্যবহিত উপাদানে ভাগ করা যায় না।

সেখানে আমরা বহু উঁচু গাছ আর পাহাড়ের চুড়ো দেখেছি।

এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত *'উঁচু গাছ আর পাহাড়ের চুড়ো'* অংশকে কীভাবে ভাগ করা হবে? উঁচু গাছ/আর/পাহাড়ের চুড়ো? শুধু গাছই কি উঁচু, পাহাড়ের চুড়ো উঁচু নয়? বাক্যকে ভাঙার সময় অর্থকে বিপর্যস্ত করা চলবে না। এই অপূর্ণতা বা ত্রুটি বা সমস্যার সমাধান করতে চমস্কি পদগুচ্ছ সংগঠন-এর (phrase structure rules) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (দ্র **পদগুচ্ছের সংগঠন**)।

অব্যয়

প্রথাগত ব্যাকরণে শব্দশ্রেণির পাঁচটি ভাগের একটি অব্যয়। সন্দেহ নেই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণে অব্যয় যতটা অর্থপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক, বাংলা ভাষার ব্যাকরণে তত নয়। অব্যয় বলতে সচরাচর বোঝানো হয় এমনসব পদকে বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ বা পুরুষ অনুযায়ী যেগুলির রূপে কোনো পরিবর্তন বা ব্যত্যয় হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, যেসব শব্দে প্রত্যয় বা বিভক্তিযোগ হয় না, সেগুলিই অব্যয়। উদাহরণ হিসাবে ইস্, যাঃ, এবং, বিনা, দ্বারা, সঙ্গে, ও, কিংবা জন্য, কিন্তু, না হয় এইসব শব্দকেই অব্যয় বলা হয়। অব্যয়ের ধারণাটি এভাবে বাংলায় প্রাসঙ্গিক নয়। প্রথমত সংস্কৃতের অব্যয়গুলি যে-অর্থে অব্যয়, বাংলায় সে-অর্থে নয়। বাংলায় বহু তথাকথিত অব্যয়ের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। যখন তা হয়, তখন তাকে আর অব্যয় বলা সংগত হয় না। যেমন '**যদি-র** কথা নদীতে'। দ্বিতীয়ত, বাংলায় অন্য কিছু ক্ষেত্রে শব্দে বিভক্তিযোগ হয় না। অথচ সেগুলি তো অব্যয় নয়।

প্রচলিত ব্যাকরণে অব্যয়ের পদান্বয়ী, সমুচ্চয়ী, অনন্বয়ী, প্রশ্নাত্মক, নিষেধাত্মক, ধ্বন্যাত্মক এইরকম কয়েকটি শ্রেণির কথা বলা হয়। **পদান্বয়ী অব্যয়** বস্তুতপক্ষে অনুসর্গের নামান্তর। কর্তৃক, দ্বারা, দিয়ে, কাছে, পাশে, থেকে এগুলিই পদান্বয়ী অব্যয়। **সমুচ্চয়ী** অব্যয় হল যোজক (connective), বিয়োজক (disjunctive), প্রাতিপক্ষিক (adversative), ব্যতিরেকাত্মক (exceptive), সাপেক্ষ (concessive) ইত্যাদি। এবং, ও, নয়তো, কিংবা, তবু, কিন্তু, এগুলি সমুচ্চয়ী অব্যয়ের মধ্যে পড়ে।

অনন্বয়ী অব্যয়-কে অন্যভাবে আবেগাত্মক বা মনোভাববাচক অব্যয় বলা যায়। বাক্যের

সঙ্গে এদের অন্বয়গত যোগ নেই বলেই এগুলিকে অনন্বয়ী অব্যয় বলা হয়েছে। বাঃ, বাহবা, ছি-ছি, নাঃ, মরি মরি, ওহে এগুলি অনন্বয়ী বা আবেগসূচক অব্যয়।

সবশেষে উল্লেখযোগ্য যে, তথাকথিত অব্যয়গুলির মধ্যে কতকগুলিকে ক্রিয়াবিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ, এবং অন্য কতকগুলিকে অনুসর্গ বলা যায়। অধুনিক মান্য চলিত ভাষার ব্যাকরণে **অব্যয়**-কে অব্যয় বলে স্বীকার করা হয় না।

অব্যয়ীভাব সমাস, adverbial compound

সংস্কৃত ব্যাকরণে অব্যয় বা অব্যয়স্থানীয় পদ আগে বসে। এই 'অব্যয়স্থানীয়' কথাটিকে বাংলায় উপসর্গ ধরা হয়। অতএব বলা যায়, যে-সমাসে পূর্বপদে অব্যয় বা উপসর্গ থাকে এবং সমাসে পূর্বপদেরই প্রাধান্যবোধ হয়, তাই অব্যয়ীভাব সমাস। নির্ভয়, নির্বিঘ্ন, অনাদর, অনাবৃষ্টি, উপসাগর, উপগ্রহ, আমৃত্যু, আকর্ণ, প্রতিধ্বনি, অনুকরণ, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিকূল প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাসের দৃষ্টান্ত। অব্যয়ীভাব সমাসে সমাসবদ্ধ পদ বিশেষ্য হতে পারে, বিশেষণ হতে পারে, ক্রিয়া-বিশেষণও হতে পারে।

অভিধা

'অভিধা' বলতে শব্দের মূল বা প্রধান অর্থকে বোঝায়। ভারতীয় বাগর্থশাস্ত্রে অভিধাকে বলা হয়েছে 'শব্দের অর্থবোধক শক্তি'। প্রধানত ব্যুৎপত্তিগত প্রথম অর্থই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিধা হিসাবে বিবেচিত। শব্দে প্রায়ই অভিধাকে অতিক্রম করে এসে যায় অন্য একটি অর্থ যাতে একটি আলংকারিক অর্থ প্রকাশ পায়। বাগর্থশাস্ত্রে তার নাম 'লক্ষণা'। 'মাথা' শব্দটির অভিধা অর্থ হল মস্তক, আর লক্ষণা অর্থ হল বুদ্ধি বা মেধা।

অভিধান, কোশ, dictionary, lexicon

'অভিধান' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাতে 'অভিধা' বিবৃত হয়। ইংরেজি dictionary এসেছে লাতিন 'দিক্‌সিয়নারিয়ুম' থেকে। আবার lexicon এসেছে গ্রিক lexikon থেকে। অভিধান বা কোশ শব্দের প্রচলিত ও প্রধান অর্থ শব্দার্থকোশ, যে-গ্রন্থে শব্দ (সচরাচর বর্ণানুক্রমিকভাবে) বিবৃত হয় অর্থসহ। তবে অর্থই অভিধানের একমাত্র উপজীব্য নয়। অভিধানে শব্দার্থ ছাড়াও ব্যুৎপত্তি, বিভিন্ন ব্যাকরণগত তথ্য ও প্রয়োগও বিবৃত হয়। প্রাচীন কালে বিষয় বা ভাবনাসূত্র অনুসারেও শব্দ বিন্যস্ত হত, যেমন হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'অমরকোষ' বা 'অমরার্থচন্দ্রিকা' গ্রন্থে। ইংল্যান্ডে পিটার মার্ক রজে-র থিসরাস-ও বিষয় ও ভাবনাসূত্র অনুসারে সাজানো হয়েছিল। একসময় শব্দের প্রাথমিক অর্থ বা অভিধা যাতে বর্ণিত হত তাকেই 'অভিধান' বলা হত। পরে অভিধানে শব্দের প্রসারিত নানান অর্থও বর্ণিত হতে থাকে।

সম্ভবত গ্রিসেই প্রথম অভিধান রচিত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিসে গ্লস্‌সাই (glossai) রচিত হয়েছিল যাতে সেকালের লেখকদের রচনার উদ্ধৃতি থাকত। অর্থেরও বিবৃতি দেওয়া হত। গ্রিস ছাড়া অভিধান রচিত হয়েছিল চীনে, ভারতে ও রোমে। আরব

দেশে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আরবদের প্রথম অভিধানটি সংকলিত হয়েছিল। সংস্কৃত অভিধানের মধ্যে প্রাচীনতম হল অমরসিংহের 'অমরকোষ'। ইয়োরোপে আধুনিক ধারার অভিধান সংকলনের শুরু সপ্তদশ শতকে। ১৬১২ সালে ইতালির একটি সংস্থা (Accademia della Crusca) একটি অভিধান প্রস্তুত করে। আধুনিক কালে প্রথম যে অভিধানটি সব দেশের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল দুই খণ্ডে প্রকাশিত ড. স্যামুয়েল জনসনের A Dictionary of the English Language. এর পরই আসে নোয়া ওয়েব্‌স্টারের An American Dictionary of the English Language (১৮২৮)। অভিধানের ইতিহাসে পরবর্তী দিক্‌চিহ্নটি হল বিশ্ববিখ্যাত The Oxford English Dictionary যার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে জেমস মারি-র (James Murray) সম্পাদনায়। ১৮৮৯ সালে এটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে কুড়ি খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

অভিধান ক্রমে শব্দার্থ অভিধানের এলাকা ছেড়ে নতুন নতুন দিকে প্রসার লাভ করে। সংকলিত হতে থাকে বিষয়-অভিধান। অর্থাৎ বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি সব বিষয়েই অভিধান সংকলিত হতে থাকে।

অভিধানরচনা, lexicography

অভিধানরচনা বা অভিধান-সংকলন একটি বহু পুরোনো বৃত্তি। প্রাচীন গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষায় অভিধান রচিত হয়েছে। আজও সেই ধারা অব্যাহত। অভিধান-সংকলককে প্রথমেই বুঝি নিতে হয় তিনি কোন্ ধরনের অভিধান রচনা করবেন এবং কারা হবেন তাঁর 'উদ্দিষ্ট পাঠক'। কেননা তার উপরই নির্ভর করবে অভিধান সংকলনের এবং শব্দনির্বাচনের নীতি। অর্থাৎ কতগুলি মুখশব্দ (entry word) সংকলন করা হবে, প্রত্ন-শব্দ কি গৃহীত হবে? অর্থনির্দেশের নীতিই বা কী হবে? সমার্থক শব্দই কি কেবল থাকবে? না কি অর্থের ব্যাখ্যাও থাকবে? বাক্যের উদাহরণ কি থাকবে? ব্যুৎপত্তি, পদপরিচয় ইত্যাদি থাকবে কি? এই সবকিছু অভিধান-সংকলককে বিচার করে সংকলনের কাজে নামতে হয়।

অভিনবগুপ্ত

জন্ম কাশ্মীরে দশম খ্রিস্টাব্দে। কাব্যতত্ত্ব, অলংকার ও শৈব-দর্শনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। 'ধ্বন্যালোক' এবং 'নাট্যশাস্ত্রের' টীকা ও ভাষ্য রচনা করেছিলেন, যেগুলি যথাক্রমে 'কাব্যালোকলোচন' এবং 'অভিনবভারতী' নামে পরিচিত। এছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'তন্ত্রালোক', 'পরমার্থসার', 'তন্ত্রসার' প্রভৃতি। ভরতের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত যে ভাষ্য রচনা করেন, 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে যা পরিচিত, পরবর্তীকালের লেখকদের তা প্রভূতভাবে প্রভাবিত করেছে।

অভিনির্দেশক demonstrative

দ্র **নির্দেশক**৩

অভিধানতত্ত্ব, অভিধানবিজ্ঞান lexicology

অভিধানের স্বরূপ ও সংগঠন অভিধানতত্ত্বের প্রধান বিষয়। এ ছাড়া গৃহীত শব্দের বাগর্থগত সংগঠন, অর্থের এলাকা প্রভৃতিও অভিধানতত্ত্বের অলোচিত বিষয়। অভিধানে গ্রহণীয় প্রতিটি মুখশব্দের (entry word) বিভিন্ন স্তর থাকবে, যথা শব্দের গঠনগত বিবৃতি (morphological statement), অন্বয়গত বিবৃতি (syntactic statement) এবং বাগর্থগত বিবৃতি (semantic statement)। সব অভিধানেই যে এসব থাকবে তা নয়। তবে অভিধানতত্ত্বে এগুলি আলোচিত হবেই। একটি অভিধানের মডেল কেমন হবে, সে-আলোচনাও অভিধানতত্ত্বেরই বিষয়।

অভিপ্রায়ার্থক ভাব, subjunctive mood

ক্রিয়ার ভাব বা mood-এর অন্যতম শ্রেণি। যে-ভাব দিয়ে অভিপ্রায় বা ইচ্ছা দ্যোতিত হয়, তা-ই অভিপ্রায়ার্থক ক্রিয়াভাব। *যদি সে একবার আসে*; *সে যেন একবার ওখানে যায়* ইত্যাদি বাক্যে ক্রিয়ার অভিপ্রায়ার্থক বা ইচ্ছাদ্যোতক ভাব ব্যবহৃত।

অভিযোজন, adaptation

দ্র **সাঙ্গীকরণ**

অভিশ্রুতি, umlaut

অভিশ্রুতিকে বলা যায় এক ধরনের মিশ্র ধ্বনিপরিবর্তন। অপিনিহিতি, স্বরধ্বনিলোপ ও স্বরসংগতি—এই তিনটি প্রক্রিয়ার ফলে **অভিশ্রুতি** ঘটে।

করিয়া > কইরা > করে

ধনিয়া > ধইন্যা > ধইনে > ধনে

কাজে কাজেই এই মিশ্র ধ্বনিপরিবর্তনের ফলেই অভিশ্রুত শব্দটি পাওয়া গেল। পশ্চিমবাংলার মান্য চলিত ভাষার বহু শব্দই সৃষ্ট হয়েছে অভিশ্রুতির ফলে।

ইংরেজিতে যাকে umlaut বলা হয় তাতেও একাধিক ধ্বনিপরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়াকে বোঁঝানো হয়। তবে umlaut সাধারণভাবে জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীরই বৈশিষ্ট্য। Old English-এ অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (back vowel) সম্মুখ স্বরধ্বনিতে (front vowel) পরিবর্তিত হত পরবর্তী একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে। কাজেকাজেই umlaut-এ একটিমাত্র প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়, সেটি স্বরসংগতি ; অন্য দিকে অভিশ্রুতি একটি নয় তিনটি ধ্বনিপরিবর্তন-প্রক্রিয়ার ফল।

অভিসরণ, convergence

দুটি বা তার বেশি ভাষা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কারণে কাছাকাছি চলে এলে তাকেই অভিসরণ বলে। একটি ভাষার প্রাধান্য ও মর্যাদা অনেকসময় অন্য ভাষার সদস্যদের মর্যাদাপূর্ণ ভাষার শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদি ব্যবহারে প্রণোদিত করতে পারে। একে অভিসরণ বলা হয়। প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন একদা সংগঠনগতভাবে কাছাকাছি চলে এসেছিল।

অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন, internal reconstruction

কোনো একটি ভাষার অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ নিজস্ব তথ্যের উপর ভিত্তি করে সেই ভাষার প্রাচীনতর কোনো রূপ গড়ে তোলার নাম। 'অভ্যন্তরীণ' বলার অর্থ এই যে, অন্য কোনো ভাষার বা অন্য কোনো তথ্যের সাহায্য না নিয়ে কেবল নির্দিষ্ট ভাষাটির ভিতর থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়েই সেই ভাষার পূর্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। পালি ভাষায় *নিগ্গহ* থেকে মূল রূপ *নিগ্রহ* পাওয়া যায়, ভত্ত থেকে ভক্ত, *বীভচ্ছ* থেকে *বীভৎস* পাওয়া যায়। এই হল অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন। তবে একথাও সত্য যে, এই পদ্ধতি নিখুঁত নয়। সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কাজও করে না।

'অমরকোষ'

প্রথম সংস্কৃত অভিধান। রচনাকার অমরসিংহ। মূল নাম ছিল—'নামলিঙ্গানুশাসন'। 'অমরার্থচন্দ্রিকা' নামেও প্রচলিত ছিল এটি। তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল এই অভিধান—স্বর্গাদিকাণ্ড, ভূম্যাদিকাণ্ড এবং সামান্যকাণ্ড। পদ্যের শ্লোকের আকারে রচিত এই কোশগ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল বিষয় ও লিঙ্গ অনুসারে। উপরিউক্ত তিনটি কাণ্ড ছাড়াও কতকগুলি বিভাগ ছিল এইরকম—স্বর্গবর্গ, ব্যোমবর্গ, কালবর্গ, বনৌষধিবর্গ ইত্যাদি। পৃথিবীর প্রথম সমার্থ শব্দকোশ এটি।

অমরসিংহ

প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত কোশগ্রন্থ-রচয়িতা। জন্ম সম্ভবত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে। বিখ্যাত 'অমরকোষ' বা 'অমরার্থচন্দ্রিকা'-র রচয়িতা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন তিনি। কেউ কেউ বলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম ছিলেন তিনি।

অরওয়েল, জর্জ, George Orwell (1903-50)

বিশিষ্ট ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। প্রকৃত নাম এরিক আর্থার ব্লেয়ার (Eric Arthur Blair)। জন্ম হয়েছিল ভারতে যা ছিল তাঁর পিতার কর্মস্থল। যৌবনে সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হলেও পরে সে-পথ ত্যাগ করেন। ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ নিয়ে অনেক লেখালিখি করেছেন তিনি। তাঁর একটি বিখ্যাত রচনা Politics and the English Language. এই প্রবন্ধটিতে অরওয়েল সংবাদপত্রে এবং রাজনীতিবিদ্‌দের রচনায় ইংরেজি

ভাষার অপপ্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বয়ং একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন তিনি।

অর্থ, meaning

দ্র **বাগর্থ**

অর্থ-ক্ষেত্র, semantic field

দ্র **বাগর্থ-ক্ষেত্র**

অর্থ-পর্ব sense group

অর্থ অনুসারে বাক্যের যে অংশে শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর বা বল পড়ে তাকে sense group বা অর্থ-পর্ব বলে। বাক্যে অর্থ অনুসারে শ্বাসাঘাত পড়ে। কাজেই তখন শব্দের নিজস্ব-প্রস্বর-নীতি আর কার্যকর হয় না। বাংলায় প্রতিটি অর্থ-পর্বের প্রথম শব্দের আদ্য দলে শ্বাসাঘাত বা বল পড়ে। সাধারণত বাংলায় প্রতিটি শব্দের প্রথম ধ্বনিদলে শ্বাসাঘাত পড়ে। কিন্তু বাক্যে তা হয় না। একটি বাক্য যে-কটি অর্থ-পর্বে বিভক্ত, তার প্রত্যেকটির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শব্দের প্রথম ধ্বনিদলে শ্বাসাঘাত পড়বে।

আমরা যখন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরলাম তখনও রাস্তায় আলো জ্বলেনি।

এই বাক্যটিতে পাঁচটি অর্থ-পর্ব আছে।

আ´মরা যখন | ক´লেজ থেকে | বা´ড়ি ফিরলাম | ত´খনও রাস্তায় | আ´লো জ্বলেনি | এই বাক্যে প্রতিটি অর্থ-পর্বের প্রথম শব্দের আদ্য ধ্বনিদলে শ্বাসাঘাত পড়েছে। সবসময় তা নাও হতে পারে। প্রথম শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ না হলে তার বদলে পরের গুরুত্বপূর্ণ শব্দে শ্বাসাঘাত পড়তে পারে।

অর্থপ্রসার

দ্র **শব্দার্থের প্রসার, শব্দার্থের সম্প্রসারণ**

অর্থমূল, অর্থাণু, sememe

শব্দার্থের ক্ষুদ্রতম অংশই অর্থমূল বা অর্থাণু। একটি শব্দ যে রূপমূলগুলি নিয়ে গঠিত তার প্রত্যেকটির অর্থকেই অর্থমূল বলে। ব্লুমফিল্ড বলেছেন cats শব্দের -s morpheme বা রূপমূলটিতে বোঝাচ্ছে more than one বা একাধিক। এই অর্থটিই একটি sememe বা অর্থমূল। অনুরূপভাবে, newly শব্দের -ly morphemeটি একটি অর্থমূল বা অর্থাণু। এতে বোঝা যাচ্ছে যে -ly একটি adverb morpheme যাতে -ভাবে, ক'রে অর্থ দ্যোতিত হয়—নতুনভাবে, নতুন ক'রে।

অর্থমূল (অর্থাণু) বিশ্লেষণ, componential analysis

Sememe বা অর্থমূল বা অর্থাণু বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় প্রতিটি শব্দের মধ্যে অর্থের যে সংগঠন থাকে তার বিশ্লেষণ। 'ছেলে' বললে যা বোঝায় তা হল (১) মানুষ, (২) পুরুষ, (৩) অল্পবয়সি। এই বিষয়টি বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে কাট্‌জ় (J. J. Katz) এবং ফোডর (J.A. Fodor) নামে দু'জন ভাষাবিদ প্রথম ব্যাখ্যা করেন। পরে নোয়াম চমস্কি একে তাঁর সংবর্তনী-সঞ্জননী বাগর্থতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিছু পরিবর্তনসহ। তবে componential analysis খুব যে জনপ্রিয় হয়েছে তা নয়।

অর্থযতি, sense pause

কবিতা পাঠে নানান্ ধরনের যতি আছে—breath pause বা শ্বাসযতি, metrical pause বা পর্বযতি, sense pause বা অর্থ যতি। অর্থ অনুযায়ী যে বিরাম, তা-ই sense pause বা অর্থযতি। অর্থযতি শুধু কবিতায় নয়, গদ্যেও হতে পারে, হয়ে থাকে। গদ্যে বাক্যের মধ্যবর্তী যতি প্রধানত অর্থনির্ভর। গদ্যে শ্বাস নেবার জন্য যে-যতি, তা অনিয়মিত, তা প্রত্যাশিত বা নিয়মনির্দিষ্ট নয়। কিন্তু বাক্যে অর্থানুসারে যে-কটি পর্ব হয় (অর্থ-পর্ব) তার প্রতিটির শেষে ঈষৎ যতি পড়ে। সেই যতিই অর্থযতি।

অর্থ সংকোচ

দ্র **শব্দার্থের সংকোচন**

অর্থান্তর্ভুক্তি, hyponymy

ব্যাপকতর অর্থবিশিষ্ট একটি শব্দের মধ্যে অর্থের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপ্তিযুক্ত শব্দ অন্তর্ভুক্ত হলে এই বিষয়টিকে অর্থান্তর্ভুক্তি বলে। 'ফুল' শব্দের মধ্যে 'গোলাপ', 'গাঁদা', 'জবা' ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। 'ফুল' ও 'গোলাপ'-এর সম্পর্কেরই নাম hyponymy বা অর্থান্তর্ভুক্তি। 'গোলাপ' হল 'ফুল'-এর hyponym বা অন্তর্ভুক্ত শব্দ বা উপশব্দ। তেমনি 'প্রাণী' শব্দের উপশব্দ হল মানুষ, জিরাফ, গোরু ইত্যাদি।

অর্থাবনতি

দ্র **শব্দার্থের অবনতি, শব্দার্থের অপকর্ষ**

অর্থিত শব্দ, semantic word

যেকোনো ভাষার পদ বা শব্দ দুই শ্রেণির হয়ে থাকে—ব্যাকরণগত বা আন্বয়িক (grammatical বা syntactic) এবং অর্থপূর্ণ বা অর্থিত। অনুসর্গ, সংযোজক প্রভৃতি বাক্যে ব্যাকরণের দায়িত্ব পালন করে মাত্র, অর্থপ্রকাশে তেমন সাহায্য করে না। অন্য দিকে, বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি পদ অর্থপূর্ণ, অর্থিত। সেগুলিকে তাই semantic word বলা হয়।

অর্ধতৎসম শব্দ

তৎসম শব্দ দীর্ঘকাল ধ'রে মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে বিকৃত হওয়ার ফলে যে অংশত-ভাঙা তৎসম শব্দের সৃষ্টি হয়েছে, তারই নাম অর্ধতৎসম শব্দ। অর্ধতৎসম শব্দ তৎসম থেকে বানানে ও উচ্চারণে আলাদা। গুষ্টি (< গোষ্ঠী), ছেরাদ্দ (< শ্রাদ্ধ), বাক্যি (< বাক্য), কুচ্ছিত (< কুৎসিত), বেম্মো (< ব্রাহ্ম), কেষ্ট (< কৃষ্ণ), পথ্যি (< পথ্য), সুয্যি (< সূর্য), মোচ্ছব (< মহোৎসব)—এগুলি অর্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ। অর্ধতৎসম শব্দ সাধারণত মুখের ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, অর্ধতৎসম শব্দ স্বরভক্তি বা মধ্যস্বরাগম নামক ধ্বনিপরিবর্তনের ফল। কেউ-কেউ একে ভগ্নতৎসমও বলেন।

অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি, half-open vowel

বিবৃত স্বরধ্বনি (open vowel) থেকে সংবৃত স্বরধ্বনির (close) উচ্চারণস্থান পর্যন্ত পরিসরের এক-তৃতীয়াংশে শ্রুত স্বরধ্বনিই অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি। অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনির উচ্চারণে দুটি ঠোঁট আংশিক খোলা থাকে বলেই একে অর্ধবিবৃত বলা হয়েছে। অ্যা /æ/ এবং অ /ɔ/ এই দুটি অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি। অ্যা একটি নিম্নমধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি, অ নিম্নমধ্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। অ্যা প্রধানত সিলেবলের গোড়ায় লভ্য, সিলেবলের শেষে অ্যা উচ্চারিত হয় না। অন্য দিকে অ শব্দের বা সিলেবলের গোড়ায় ও মধ্যে থাকতে পারে, শেষে নয়, শব্দান্তের অ-ধ্বনি বাংলায় ও-ধ্বনিতে পরিণত হয়।

অর্ধব্যঞ্জন, sonants, syllabic consonants, semiconsonants

এমন চারটি ব্যঞ্জনধ্বনি আছে যেগুলি উচ্চারণ প্রক্রিয়ার জন্য বা উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য সিলেবল-গঠনের সময় প্রায়ই স্বরধ্বনির ভূমিকা পালন করে। এগুলি হল ল্ ম্ ন্ র্ বা /l/, /m/, /n/ এবং /r/। এগুলিকে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী ধ্বনি বলা যায়। ইংরেজিতে battle, spasm, settle প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে এই syllabic consonant বা অর্ধব্যঞ্জন পাওয়া যায়— /bæt.l/, /spæz.m/, /set.l/। বাংলায় অবশ্য এমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে।

অর্ধমাগধী

অর্ধমাগধী-কে অর্ধমাগধী প্রাকৃতও বলা হয়। দক্ষিণ বিহারেই এর উদ্ভব হয়। অর্ধমাগধী সেকালে জৈনরা বহুলপরিমাণে ব্যবহার করতেন। সেই কারণে কেউ-কেউ অর্ধমাগধীকে **জৈন প্রাকৃত** নাম দিয়েছেন। অর্ধমাগধীতে মাগধী ও শৌরসেনী দুইয়েরই কিছু কিছু লক্ষণ রক্ষিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রভাব প্রচুর ছিল অর্ধমাগধীতে। গ্রিয়ারসনের মতে অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে অর্ধমাগধী অপভ্রংশ হয়ে পূর্ব হিন্দি রূপলাভ করেছিল। অশ্বঘোষের নাটকেও অর্ধমাগধীর কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অর্ধমাগধীর ব্যাপ্তিকাল আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

অর্ধসংবৃত, halfclose

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট আংশিক বন্ধ থাকে তা-ই অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি। বাংলার এ এবং ও অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি, ইংরেজির /e/ এবং /o/।

অর্ধস্বর, semi-vowel

যে স্বরধ্বনি নামে স্বরধ্বনি হলেও চরিত্রে ও আচরণে ব্যঞ্জন ধ্বনির মতো, তাকেই অর্ধস্বর বলে। বাংলায় যদিও অন্তঃস্থ-ব এবং অন্তঃস্থ-য় এই দুটিকে অর্ধস্বর বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে অন্তঃস্থ-য়কেই অর্ধস্বর বলা চলে। ইংরেজিতে yes /jes/-এর /j/ ধ্বনিটি অর্ধস্বর বা semi-vowel-এর দৃষ্টান্ত। কেউ-কেউ semi-vowel নামটিকে অযৌক্তিক মনে করেন। তাঁদের মতে একে semi-consonant বললেই ঠিক হয়। ধ্বনিতত্ত্বে অর্ধস্বরের অন্যতর ব্যাখ্যাও আছে। অর্ধস্বর হল অর্ধোচ্চারিত স্বর। বাংলা হরফে ই্ ও্ উ্ এবং আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে ĭ ŏ ŭ এভাবে দেখানো যেতে পারে। 'দায়ী' ও 'খাই' এই দুটি শব্দের মধ্যে 'দায়ী'-তে (দা + ই) ই পূর্ণ স্বরধ্বনি। অন্য দিকে 'খাই' শব্দে (খাই্) ই্ অর্ধস্বরধ্বনি। আবার একটি অর্ধস্বর থেকে পরবর্তী স্বরধ্বনিতে অগ্রসর হতে গেলে একটা শ্রুতিধ্বনি বা glide-এর সঞ্চার হয়।

শায়া = শায়্ + আ (ʃaĕ.a)। এ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, অর্ধস্বর অক্ষর বা দল গঠনে অসমর্থ।

অলংকার, অলংকার শাস্ত্র, rhetoric

প্রাচীন ভারতে কাব্যের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতার বিচারের জন্যে যে সমালোচনা পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল, সাধারণভাবে তাকেই অলংকারশাস্ত্র বলা হয়। পরে অবশ্য, বিশেষ কতকগুলি উপাদানকেই অলংকার বলা হতে থাকে, যেমন উপমা, রূপক, অনুপ্রাস প্রভৃতি। প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্‌গণ নানাভাবে অলংকারের তথা অলংকার শাস্ত্রের সংজ্ঞার্থ, সীমা-পরিধি ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করেছেন। দণ্ডী, বামনাচার্য, যাস্ক, ভরতমুনি, ভামহ, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আচার্যগণ যা বলেছেন তার মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকলেও তা থেকে অলংকার সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হয়। বলা যেতে পারে যে, যেসব উপাদান, বৃত্তি বা লক্ষণ কাব্যের উৎকর্ষসাধন করে তাই অলংকার। অলংকারের সঙ্গে রসের একটা যে প্রগাঢ় সম্পর্ক আছে তা অনস্বীকার্য। অলংকার কাব্যের বহিরঙ্গের ভূষণ, তা দিয়ে কাব্যের সৌন্দর্যসাধন হয় বটে। তবে সেই সৌন্দর্য রসসৃষ্টিতেও সহায়ক হয় এবং পাঠককে রসাস্বাদনের আনন্দ দেয়। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে অলংকার প্রধানত দুই প্রকার—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অর্থালংকারের মধ্যে আছে উপমা (পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, প্রভৃতি) উৎপ্রেক্ষা, রূপক, স্বভাবোক্তি, ব্যতিরেক, অপশ্রুতি, সমাসোক্তি, প্রতিবস্তূপমা প্রভৃতি। এছাড়া আছে বিরোধমূলক অলংকার (যেমন বিরোধাভাস, বিভাবনা ইত্যাদি), ন্যায়মূলক অলংকার (যেমন অর্থান্তরন্যাস)।

পাশ্চাত্যে rhetoric-ই অলংকার। এবং সেই rhetoric নিয়ে লাতিন ও গ্রিক শাস্ত্রকারগণ প্রচুর লিখেছেন। কুইন্তিলিয়ান, আরিস্ততল, ভার্জিল, হোরেস ও সিসেরো-রা সকলেই অলংকারশাস্ত্রী নন। কিন্তু এ নিয়ে তাঁরা সকলেই ভেবেছেন। রেটরিকের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক তাঁদের আলোচনার প্রধান অংশ। তাঁরা সকলেই মনে করেছেন যে, rhetoric হল figurative expression যা কাব্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। পাশ্চাত্যের rhetoric-এর মধ্যে আছে metaphor, simile, alliteration, allegory, anaphora, metonymy, synecdoche ইত্যাদি।

অলচিকি, অল চিকি

সাঁওতালি ভাষার লিপি। এই লিপির উদ্ভাবক পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু। অলচিকি উদ্ভাবিত হওয়ার আগে সাঁওতালি ভাষা লেখা হত বাংলা, ওড়িয়া কিংবা রোমান হরফে। অলচিকি সাঁওতালি-ভাষীদের শুধু স্বতন্ত্র লিপি দিল তা নয়, এই লিপি সাঁওতালদের স্বাতন্ত্র্যেরও স্মারক হল। অলচিকি লিপিতে ৩০টি বর্ণ এবং ৫টি উচ্চারণ-নির্দেশক চিহ্ন (diacritic sign) আছে। মূল স্বরবর্ণ ৫টি, গৌণ স্বরবর্ণ ৩টি।

অলুক্ সমাস

সংস্কৃতে 'অলুক্' কথাটির অর্থ লোপহীন, যার লোপ নেই। যে-সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, অর্থাৎ পূর্বপদের বিভক্তি যেমন ছিল তেমনিই থাকে, তাকেই অলুক্ সমাস বলে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল—হাতেরপাঁচ, গায়েহলুদ, তেলেভাজা ইত্যাদি। তিন রকম হতে পারে অলুক্ সমাস—(ক) অলুক্ দ্বন্দ্ব (মায়েঝিয়ে, ডালেভাতে, দুধেভাতে, জলেডাঙায়), (খ) অলুক্ তৎপুরুষ (তেলেভাজা, হাতেগড়া, মামারবাড়ি, দিনেডাকাতি) এবং (৩) অলুক্ বহুব্রীহি (গায়েহলুদ, হাতেখড়ি, মুখেভাত)।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি, unaspirated sound

যেসব ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু প্রবলভাবে ছাড়া হয় না, সেগুলিই অল্পপ্রাণ ধ্বনি। শ্বাসবায়ুরই নাম প্রাণ। শ্বাসবায়ুর চাপের স্বল্পতাকেই অল্পপ্রাণতা বলা হয়। প্রতি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের ধ্বনি অল্পপ্রাণ। বাংলা ভাষায় ক্, গ্, চ্, জ্, ট্ ড্, ড়্, ত্, দ্, প্, ব্—এইগুলি অল্পপ্রাণ ধ্বনি। ইংরেজি ভাষায় অবশ্য শব্দের মধ্যে অবস্থানভেদে একই ধ্বনি অল্পপ্রাণিত বা মহাপ্রাণিত হতে পারে। Post শব্দে p মহাপ্রাণিত। তার ধ্বনিমূলক চিহ্ন হল /p^h/। আবার contempt শব্দে তা অল্পপ্রাণ ধ্বনি। [দ্র **মহাপ্রাণ ধ্বনি**]

অশিষ্ট, অমান্য, non-standard, substandard

অশিষ্ট শব্দ বা প্রয়োগের একটি অর্থ অমান্য শব্দ বা প্রয়োগ যা মান্য ভাষায় (standard language) চলে না। তার সঙ্গে অশ্লীলতার কোনো সম্পর্ক নেই। যে-প্রয়োগ মান্য ভাষায় মানা হয় না তা-ই অমান্য বা অশিষ্ট। একে আগে substandard বা অধোমান্য বলা হত। এখন

তার পরিবর্তে non-standard পরিভাষাটির প্রচলন হয়েছে। He doesn't know nothing একটি অশিষ্ট, বা অমান্য প্রয়োগ। *'তাঁদের মধ্যে তেমন সখ্যতা ছিল না', 'নয় এখানে এসো, নয় ওখানে যাও'*, এই দুটি বাংলা বাক্যের কোনোটিই মান্য ভাষায় সংগত নয়। দুটিই অমান্য, অশিষ্ট।

অশিষ্ট বুলি

দ্র **অপার্থ ভাষা, অপার্থ শব্দ**

'অষ্টাধ্যায়ী'

দ্র **পাণিনি**

অসংযোগী উপাদান

দ্র **অবচ্ছিন্ন উপাদান**

অসংলগ্ন সমাস, loose compound

সমাসবদ্ধ শব্দ সচরাচর সংলগ্ন থাকে এবং তাকে লেখা হয় একপদ হিসাবে। কিন্তু বাংলায় এর ব্যতিক্রম হয়। বাংলায় বহুপদময় সমাসকে অনেক সময় ভেঙে লেখা হয়ে থাকে। কখনো-কখনো দুটি বা তিনটি শব্দ সমাসবদ্ধ হয়েও অসংলগ্ন হয়ে থাকে। একেই **অসংলগ্ন সমাস** বা loose compound বলা হয়। *নিখিল ভারত সেবাদল, সমবায় আবাসন, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন* ইত্যাদি সমাসবদ্ধ শব্দ অসংলগ্ন সমাসের দৃষ্টান্ত।

অসমবর্গীয়, অসামাঙ্গিক, heterorganic

ভিন্ন বর্গের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পর্কে প্রযোজ্য। গ্ এবং ধ্ এই দুটি ব্যঞ্জন ভিন্নবর্গীয়, একটি ক্-বর্গীয়, অন্যটি ত্-বর্গীয়। এই দুটিকে নিয়ে একটি যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হলে (গ্ধ) তাকে অসমবর্গীয় বা অসামাঙ্গিক বা ভিন্নবর্গীয় যুক্তব্যঞ্জন বলা হবে। দুটি ভিন্নবর্গীয় অর্থাৎ অসমবর্গীয় ব্যঞ্জন যুক্ত হলে অনেক সময় তাদের নানা ধরনের রূপান্তর হয়। দুটি ভিন্ন বর্গেরই যে হতে হবে এমন নয়। ভিন্ন উচ্চারণস্থান (place of articulation) হলেও তেমন রূপান্তর ঘটে। র্ একটি দন্তমূলীয় ধ্বনি, ত্ একটি দন্ত্য ধ্বনি এবং সেইজন্য ভিন্নস্থানজাত। এদের মধ্যে বহির্বর্তী সন্ধি প্রায়ই হয়। ধর্তাই > ধত্তাই, কর্তাল > কত্তাল, হর্তুকি > হত্তুকি।

অসমাপিকা ক্রিয়া, non-finite verb

যে-ক্রিয়া বাক্যকে সম্পূর্ণ করে না, বাক্যের বা বক্তার মনোভাবের সমাপ্তি জ্ঞাপন করে না, তাকেই **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। *আমার কথা* ***শুনে*** *সে তাকাল, ছেলেটি ভাত* ***খেয়ে*** *রওনা হল* : এই দুটি বাক্যের **শুনে** ও **খেয়ে** ক্রিয়াপদদুটি অসমাপিকা। অসমাপিকা

ক্রিয়া রূপগতভাবে চাররকম হতে পারে। ১. *ক্রিয়াবিশেষ্য* (verbal noun)—যাওয়া, খাওয়ানো, দেখানো ; (২) *সাপেক্ষ সংযোজক* (conditional conjunctive)—গেলে, গাইলে, শুনলে ; ৩. *পূর্বক্রিয়া* (past active participle)—শুনে (শুনিয়া), দেখে (দেখিয়া), গিয়ে ; ৪. *নিমিত্তার্থক* (infinitive)—যেতে, করতে, বলতে, চলতে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব হতে পারে প্রয়োজনভেদে—যেতে যেতে, বলতে বলতে ; খেয়ে খেয়ে, বসে বসে, ইত্যাদি।

অসমিয়া ভাষা

অসমিয়া প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাবিশেষ, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকেও বাংলা ও অসমিয়ার ভাষাগত পার্থক্য তেমন স্পষ্ট ছিল না। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে অসম রাজ্যে (যা বর্তমানে অসম, মেঘালয়, অরুণাচল, মণিপুর প্রভৃতিতে বিভক্ত) বহু ভিন্নগোত্রীয় ভাষা প্রচলিত আছে এবং সেইজন্য অসমিয়া ভাষায় ভোটচীনীয়, অস্ট্রিক, প্রভৃতি ভাষার উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, পঞ্চদশ শতকের শেষপর্ব থেকে অসমিয়া ভাষা বাংলা ভাষা থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হতে থাকে। অসমিয়া ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—ক. ত-বর্গকে বদলে ট-বর্গ করা ; খ. বিপরীতক্রমে ট-বর্গকে ত-বর্গ করে নেওয়া ; গ. চ-এর উচ্চারণ স /s/-এর মতো; ঘ. শব্দভাণ্ডারে অন্-আর্য শব্দের বহুল অন্তর্ভুক্তি।

অসম্পন্ন কাল, imperfect tense

নিত্য বা পুরাঘটিত (perfect tense) কালের পরিবর্তে ঘটমান কালের (progressive tense) ব্যবহারকেই অসম্পন্ন কাল বলা হয়। ইংরেজিতে *She lived* বা *She has lived*-এর পরিবর্তে *She was living* কিংবা *She was alive*-এর প্রয়োগ imperfect tense-এর দৃষ্টান্ত।

অসম্পূর্ণ ধাতু ও ক্রিয়া, irregular roots and verbs

যে-সমস্ত ধাতুর সব কাল ও ভাবের রূপ থাকে না, এবং অন্য ধাতুর সাহায্যে সেই অপূর্ণতা পূরণ করতে হয়, সেইসব ধাতুকে অসম্পূর্ণ ধাতু বা পঙ্গু ধাতু বলে। √আছ্, √যা, √বট্ (হওয়া), প্রভৃতি অসম্পূর্ণ ধাতুর দৃষ্টান্ত। √আছ্ ধাতুর ভবিষ্যৎ কালের কোনো রূপ নেই, √থাক্ ধাতুর ভবিষ্যৎ রূপ দিয়ে তার কাজ চালাতে হয়। √বট্ ধাতুর কেবল সাধারণ বর্তমান কালের রূপই হতে পারে। অবশ্য এর ব্যবহার খুবই সীমিত। আবার √যা ধাতুর অতীত কালের রূপের অভাব পূরণ করতে √গম্ ধাতুর অতীত রূপের সাহায্য লাগে—যাব, যাই ; কিন্তু গেল, গেলাম। এমনকী √যা ধাতু থেকে নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ার সাপেক্ষ সংযোজক রূপও নেই. তাই সেক্ষেত্রেও √গম্ ধাতুর প্রয়োগ হয়—গেলে। ইংরেজিতে যা irregular verb, বাংলায় তাকেই অসম্পূর্ণ ক্রিয়া বলা হয়।

অসম্পূর্ণ সাপেক্ষতা, incomplete conditionality

দ্র সাপেক্ষ বাক্য

অস্ট্রিক ভাষা, অস্ট্রিক শব্দ

পূর্ব ভারতে আর্য বসতি স্থাপিত ও প্রসারিত হবার আগে যেসব ভাষা পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত ছিল তার অন্যতম হল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। ভাষাবিজ্ঞানীরা অস্ট্রিককে একটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী বলে মনে করেন। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে আছে মুন্ডা বা কোল, ভিল, শবর, সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষা। অস্ট্রিক ভাষার বহু শব্দ বাংলায় এসেছে। খাটো, আড়, খাড়া, খোকা, খুঁটি, কাঁটা, ডিঙা বা ডিঙ্গা, ভাঙা, খড়, মুড়ি, ঢিল, ঠোঙা, চিংড়ি, ঘুড়ি, ঢেঁকি প্রভৃতি বহু অস্ট্রিক শব্দ এসেছে বাংলায়। অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব পড়েছে বাংলা ব্যাকরণেও। কেউ-কেউ মনে করেন, বাংলা ভাষার দ্বিস্বর ধ্বনি (diphthong) সম্ভবত মুন্ডা ভাষা থেকে এসেছে। বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গভেদ নেই। এই বৈশিষ্ট্যটিও মুন্ডা ভাষা থেকে এসে থাকতে পারে।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক, Austro-Asiatic

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ভাষাগোষ্ঠী। প্রধানত ভারতের ছোটোনাগপুর, মালয় উপদ্বীপ, আন্নাম, তাইল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত। মোন্-খ্মের, মুন্ডা প্রভৃতি এর শাখা। কেউ-কেউ এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আন্নাম-মুওঅঙ্গ-কে বরং ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। স্মিট (W. Schmidt) মনে করেন যে, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী অস্ট্রোনেশিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত এবং তিনি আরও বলেন, এই দুটি ভাষাগোষ্ঠী মিলেই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী। এই ভাষাগোষ্ঠীতে ছোটোবড়ো ভাষা আছে ১৭০টি, যা ব্যবহার করে প্রায় সাত কোটি মানুষ।

অস্ট্রোনেশীয়, Austronesian

একটি সুবৃহৎ ভাষাগোষ্ঠী যার বিস্তার পশ্চিমে মাদাগাস্কার ও ইস্টার দ্বীপ থেকে পুবে তাইওয়ান, ফিলিপিনস, পলিনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং মেলানেশিয়া পর্যন্ত। দুটি লাতিন ও গ্রিক শব্দ বা শব্দাংশ নিয়ে তৈরি নামটি—লাতিন *austro* অর্থাৎ দক্ষিণ এবং গ্রিক *-nes* অর্থাৎ দ্বীপ। এই ভাষাগোষ্ঠীর একটি বিকল্প নাম দিয়েছেন ভাষাতাত্ত্বিকরা—মালয়ো-পলিনেশীয় (Malayo-Polynesian)। প্রায় ২৭ কোটি মানুষ কথা বলে এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত সহস্রাধিক ভাষায়।

অস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদ, affirmative verb

যে ক্রিয়ার দ্বারা অস্তিবাচক (affirmative) অর্থের দ্যোতনা প্রকাশ পায় তা-ই অস্তিবাচক বা অস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদ। আছ্, থাক্, প্রভৃতি ধাতু থেকে পাওয়া ক্রিয়ারূপ (*সে বাড়িতে আছে, সে এখানেই থাকে*) অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। এর অতীত রূপও স্বভাবতই অস্ত্যর্থক (*সে কাল বাড়িতেই ছিল*)।

অস্ত্যর্থক বাক্য, affirmative sentence

যে নির্দেশাত্মক বা নির্দেশমূলক বাক্যে কোনো ঘটনা ঘটার বা সংঘটনের ইঙ্গিত থাকে তা-ই অস্তিবাচক বা অস্ত্যর্থক বাক্য। এই ধরনের বাক্যে কোনো তথ্য বা সংবাদ জানানো বা নির্দেশ করা হয়।

এই ছাতাটাই তো আমার।
তোমার কলমটা আমার কাছে আছে।

অস্বাভাবিক ক্রিয়া, irregular verb

অসম্পূর্ণ ক্রিয়ার অন্য নাম।

দ্র **অসম্পূর্ণ ধাতু ও ক্রিয়া**

অ্যাংলোফোন, Anglophone

শব্দটির অর্থ ইংরেজিভাষী ব্যক্তি বা দেশ (বিশেষ্য) এবং ইংরেজিভাষী (বিশেষণ)। বাস্তবে ইংল্যান্ড-এর বাইরে যেসব দেশের মানুষের প্রথম ভাষা ইংরেজি তাদের ক্ষেত্রেই মূলত Anglophone কথাটি প্রযুক্ত হয়। সেদিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজ়িল্যান্ড এবং ওইসব দেশের মানুষকেই Anglophone বলা হয়। এর বাইরেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ় প্রভৃতি দেশের বহু মানুষের প্রথম ভাষা এখন ইংরেজি।

অ্যাংলো-ফ্রিজ়িয়ান, Anglo-Frisian

পশ্চিম জার্মানিক (West Germanic) ভাষাগোষ্ঠীর প্রথাগত নাম। অ্যাংলো-ফ্রিজ়িয়ান ভাষাগোষ্ঠীতে আছে জার্মান, ইংরেজি, ফ্রিজিয়ান। এছাড়া ইড্ডিশ, নেদারল্যান্ডিক, ফ্লেমিশ ভাষা।

অ্যাংলো-স্যাক্সন, Anglo-Saxon

প্রাথমিক অর্থ নর্ম্যান বিজয়ের আগেকার ইংরেজ-স্যাক্সন জাতি বা তৎসম্পর্কিত। ভাষাতত্ত্বে অ্যাংলো-স্যাক্সন বলতে বোঝায় Old English বা প্রত্ন-ইংরেজি ভাষাকে।

অ্যাকসেন্ট[১], accent

দ্র **প্রস্বর, শ্বাসাঘাত**

অ্যাকসেন্ট[২], accent

ফরাসি শব্দ, মূল উচ্চারণ আক্সাঁ। ফরাসি ভাষায় কোনো-কোনো বর্ণের উচ্চারণের তীব্রতা বা মৃদুতা ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত চিহ্নের নাম, যথা acute accent, grave accent, circomflexe. 'আক্যুৎ আকসাঁ' (é), গ্রাভ্ আক্সাঁ (è) এবং সির্কঁফ্লেক্স (ê) এই তিনটি ফরাসি ভাষায় বিশেষ গুরত্বপূর্ণ।

অ্যাকসেন্ট[৩], accent

কোনো অঞ্চলের মানুষের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বা বিভিন্নতা বোঝাতে accent কথাটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—He speaks in the Scottish accent কিংবা His speech betrays a Northern accent.

অ্যাকিউট, acute

ফরাসি ভাষায় কোনো-কোনো স্বরবর্ণের মাথায় (´) চিহ্ন দিয়ে তার উদাত্ত স্বরগ্রাম (high pitch) বোঝানো হয়। ফরাসি ভাষায় একে 'আক্যুৎ' বলা হয়। এর দৃষ্টান্ত é যার উচ্চারণ এ /e/।

অ্যাকিনিজ় ভাষা, Achinese

অ্যাকিনিজ় ভাষা অস্ট্রোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। সুমাত্রার উত্তরাঞ্চলে এই ভাষার প্রচলন ব্যাপক।

অ্যাক্রোলেক্ট, acrolect

দ্র **শীর্ষভাষা**

অ্যান্টিল্যাংগোয়েজ, anti-language

ইংরেজ ভাষাবিদ মাইকেল হ্যালিডে ১৯৭৫ সালে Anti-languages নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধে অপরাধ জগতের ভাষাকে তিনি anti-language বলেছেন। সমাজবিরোধী বা অপরাধী, গণিকা প্রভৃতির ভাষা যে আরগো বা অপভাষা বা অপার্থ ভাষা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-ভাষাকে অ্যান্টিল্যাংগোয়েজ বলা সংগত নয় বলেই একালের ভাষাবিদরা মনে করেন।

অ্যাফ্রো-এশিয়াটিক, Afro-Asiatic

আগে যে ভাষাবংশকে হামীয়-সেমীয় (Hamitic-Semitic) বলা হত, তারই নতুন নাম। উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, পূর্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই ভাষাবংশের প্রচলন। এই ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত ভাষার সংখ্যা প্রায় তিনশো এবং এই ভাষাগুলিতে কথা-বলা মানুষের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এই ভাষাবংশ অতি প্রাচীন এবং এর অন্তর্ভুক্ত প্রাচীনতম ভাষাগুলি আজ লুপ্ত। সেগুলি হল আক্কাদীয় (Akkadian), অ্যামোরাইট (Amorite), মোয়াবাইট (Moabite) ইত্যাদি। এই ভাষাবংশের প্রধান ভাষা আরবি। অন্যান্য ভাষা হল তিগ্রিনিয়া (Tigrinya), আমহারিক (Amharic), কয়েকটি কুশিতিক (Kushitic) ভাষা, যেমন অরোমো (Oromo), সোমালি, কয়েকটি বারবার ভাষা (Berber), চ্যাডিক (Chadic), হাউসা (Hausa), অমোতিক (Omotic) ইত্যাদি।

আ

আইসল্যান্ডিক, Icelandic

উত্তর জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত ভাষা। সাধারণভাবে আইসল্যান্ডিক ও প্রত্ন-নরওয়েজীয় (Old Norse) ভাষায় প্রচুর মিল আছে। আইসল্যান্ডিক ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বপশ্চিমের ভাষা। এই ভাষায় কথা বলে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ, যার অধিকাংশ বাস করে আইসল্যান্ডে, এবং তাছাড়া অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে। আইসল্যান্ডিক ভাষার বর্ণমালায় ৩২টি বর্ণ আছে। ১৪টি স্বরবর্ণ ও যৌগিক স্বর, ১৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ। এই ভাষার বর্ণমালা প্রথম রূপলাভ করে জনৈক অজ্ঞাত লেখকের First Grammatica Treatise নামক গ্রন্থে। পরে উনিশ শতকে ডেনীয় ভাষাবিদ রাসমুস রাস্ক (Rasmus Rask) তার আধুনিকীকরণ ও প্রমিতীকরণ করেন।

আকস্মিক ক্রিয়া, abrupt verb

যে-ক্রিয়ায় একটা আকস্মিকতার ভাব প্রকাশ পায়, তা-ই আকস্মিক ক্রিয়া। গেয়ে ওঠা, বলে ওঠা, হেসে ওঠা ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। বাক্যে প্রয়োগ করা হলে এই আকস্মিকতা ভালোই বোঝা যাবে।

এরই মধ্যে সে গান গেয়ে উঠল।
আমার কথা শুনে সে হেসে উঠল।

হাসল আর *হেসে উঠল* এই দুইয়ের পার্থক্য দিয়েই আকস্মিক ক্রিয়ার প্রকৃতি বোঝা যায়। মূলত পূর্বক্রিয়ার সঙ্গে 'ওঠা' যোগ করেই আকস্মিক ক্রিয়া তৈরি হয়।

আকাদেমি ফ্রাঁসেজ়, Académie française

ফরাসি বিদ্বৎসভা। ১৬৩৫ সালে ফরাসি মন্ত্রী কার্দিনাল রিশ্‌লিয়্য (Cardinal Richelieu) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই আকাদেমির সদস্যসংখ্যা সবসময়েই চল্লিশ। ফরাসি ভাষার জন্য নির্ভরযোগ্য অভিধান রচনা ও নিয়মিত তার পরিমার্জনাই মূলত এই সংস্থার কর্মসূচি ছিল। ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রথাগত ঐতিহ্য রক্ষাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

আকারহীন বাক্য, amorphous sentence

ভাষামাত্রেই এমনকিছু অভিব্যক্তি আছে যেগুলিকে ব্যাকরণের নিয়মে বাক্য বলা যায় না অর্থাৎ বাক্যের ন্যূনতম উপাদান তাতে থাকে না। অনেক সময় একটিমাত্র শব্দ নিয়েই তৈরি হতে পারে ওই অভিব্যক্তি। তবু ব্যাবহারিক দিক থেকে ওইসব অভিব্যক্তি বাক্যই—

ক. *কেউ কি এসেছে?*

খ. *এখনও নয়।*

গ. *তাহলে?*

ঘ. *দেখি।*

খ, গ, ঘ এই তিনটি প্রথাগতভাবে বাক্যের শর্ত মানছে না। তবু এগুলি বাক্যেরই কাজ সাধন করছে। এগুলিই আকারহীন বাক্য।

আক্কাদীয়, Akkadian

প্রাচীন সেমিটিক ভাষা, প্রধানত অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ায় প্রচলিত ছিল। এই ভাষা লিখিত হত কীলক লিপিতে (cuneiform)। অ্যাফ্রো-এশিয়াটিক ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত ভাষা এটি। অন্তত ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেও এই ভাষার লিখিত রূপের প্রমাণ পাওয়া গেছে। আক্কাদীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

আক্ষরিকতা, syllabicity

দ্র **দলীয়তা, ধ্বনিদলীয়তা**

আক্ষরিকতালোপ

দ্র **দলীয়তালোপ**

আখ্যান ও আখ্যানতত্ত্ব, narrative, narratology

ভাষাবিজ্ঞানে কাহিনিনির্ভর রচনা বা প্রতিবেদনই 'আখ্যান'। বিংশ শতকে আখ্যান ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায়, বিশেষত শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায়, একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আখ্যান সম্পর্কে চর্চাতেই গড়ে উঠেছে এক নতুন তত্ত্ব—আখ্যানতত্ত্ব। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে আখ্যানতত্ত্বের একটা সম্পর্ক বা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আখ্যানের গঠন, রীতিপ্রকৃতি প্রভৃতি আলোচিত হয় আখ্যানতত্ত্বে। রুশ তাত্ত্বিক ভ্লাদিমির প্রপ (Vladimir Propp) বুলগেরীয় তাত্ত্বিক তোদোরভ (T. Todorov) প্রভৃতি আখ্যানতত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন। পার্শ্বিকভাবে এ-নিয়ে লিখেছেন বাখতিনও।

আগম, insertion

শব্দের মধ্যে অন্য কোনো ধ্বনি এসে গেলে তাকেই আগম বলে। ধ্বনির সেই আগম প্রকাশিত হয় বর্ণাগমের মাধ্যমে। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে এই তিন স্থানেই ধ্বনির তথা বর্ণের আগম হতে পারে। আগম দুই প্রকারের, স্বরধ্বনির এবং ব্যঞ্জনধ্বনির—স্বরাগম ও ব্যঞ্জনাগম। স্টেশন > ইস্টেশন, স্পর্ধা > আস্পর্ধা, শক্তি > শকতি, দর্শন > দরশন, রত্ন > রতন ; ইঞ্চ > ইঞ্চি, বেন্‌চ্ > বেন্‌চি স্বরাগমের দৃষ্টান্ত। অন্য দিকে উজু > রুজু, অম্ল > অম্বল, জমি > জমিন ব্যঞ্জনাগমের দৃষ্টান্ত।

আচরণবাদ, behaviourism

আচরণবাদ একটি মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব : যে-তত্ত্ব বলে যে, মানুষ ও জীবজন্তুর আচরণকে শারীরিক প্রক্রিয়াদির আলোকে দেখা প্রয়োজন। আচরণবাদী তত্ত্বে বলা হয় যে, বাইরের কোনো উদ্দীপনা (stimulus) কোনো ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন ঘটায় (response)। আচরণ শুধু মনোবিজ্ঞানেই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেনি, প্রভাবিত করেছে শিক্ষাতত্ত্বকে এবং ভাষাশিক্ষাকে। আচরণবাদ প্রথম একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে উপস্থিত হয় মার্কিন মনোবিজ্ঞানী J.B. Watson-এর রচনায়। পরে তা ব্লুমফিল্ডকেও প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্কিনার (B.F.Skinner) মনোবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানে আচরণবাদকে ব্যবহার করেন।

আজ়তেক ভাষা, Aztec language

মেক্সিকো বা মেহিকো-র প্রাচীন জাতি আজ়তেকদের ভাষাকেও একসময় 'আজ়তেক-ই বলা হত। বর্তমানে বলা হয় 'নাহুয়াতি' (Nahuati) বা 'নাহুয়াতি-আজ়তেক'। এ-ভাষা মূলত মধ্য মেক্সিকোর ভাষা। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলেও এর প্রচলন আছে, বিশেষত, গ্রামাঞ্চলে। নাহুয়াতি-আজ়তেক হল 'উতো-আজ়তেক' ভাষাবংশের (Uto Aztecan) অন্তর্ভুক্ত ভাষা। এ ভাষার বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি।

আজ়তেক বা নাহুয়াতি একটি সংশ্লেষাত্মক বা সংযোগাত্মক (agglutinating) ভাষা। এ-ভাষায় শব্দমূল, ধাতুমূল, আদ্যপ্রত্যয় (prefix), মধ্যপ্রত্যয় (infix) এবং অন্ত্যপ্রত্যয় (suffix) জুড়ে জুড়ে শব্দ তৈরি হয়। কখনো-কখনো এক-একটি বৃহৎ শব্দ একটি বাক্যের চেহারা নেয়। এইভাবে নাহুয়াতি-তে আঠারো-কুড়ি ধ্বনিদলেরও শব্দ হতে পারে। নাহুয়াতি-আজ়তেক ভাষার কিছু শব্দ স্পেনীয় ভাষায় গৃহীত হয়েছে।

আঞ্চলিক ভাষা, dialect

দ্র **উপভাষা**

আত্মবাচক সর্বনাম, reflexive pronoun

অন্যের সাহায্য বা মাধ্যম ছাড়াই 'কর্তা নিজেই' কিংবা বাক্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জোর দিয়ে বক্তব্য প্রকাশের জন্য যে-সর্বনামপদ ব্যবহৃত হয়, তাকে **আত্মবাচক সর্বনাম** বলে। সে **নিজেই** এসেছিল, জমিদারবাবু **স্বয়ং** এসে দেখে গেছেন, '**আপনাকে** এই জানা আমার ফুরাবে না' প্রভৃতি বাক্যে আত্মবাচক সর্বনামের দৃষ্টান্ত আছে।

আদর্শ কথ্য ভাষা, standard colloquial

দ্র **মান্য কথ্য ভাষা**

আদর্শমূলক ব্যাকরণ, normative grammar

প্রাচীন কালে মনে করা হত যে, ভাষা কেমন হবে, কোন্ নিয়মে চলবে তা বলে দেওয়াই ব্যাকরণের কাজ। ব্যাকরণ নির্দেশ দেবে। সেইজন্য এই ব্যাকরণকে নির্দেশমূলক বা আদর্শমূলক ব্যাকরণ বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় normative বা prescriptive grammar. লাতিন ব্যাকরণ ছিল সর্বতোভাবে আদর্শমূলক বা নির্দেশমূলক। শব্দ ও বাক্য গঠনের নিয়ম, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা প্রভৃতি ব্যাকরণই স্থির করে দেবে। ভাষার যে একটা স্বাভাবিক গতি আছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা যে বদলে যায়, সেকথা এই ব্যাকরণ মানে না, মানত না। শুধু লাতিন ভাষাতেই নয়, গ্রিক ভাষাতেও রচিত হয়েছে আদর্শমূলক ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণও প্রধানত আদর্শমূলক।

এর প্রতিস্পর্ধী আধুনিক যে ব্যাকরণ গড়ে উঠেছে, তা হল descriptive বা বর্ণনাপন্থী ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ ভাষার চলিষ্ণুতা বা স্বাভাবিক গতিকে মান্য করে এবং ভাষার বাস্তব অবস্থা ও গতিপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে। ভাষার প্রচলিত রীতি এখানে মান্যতা পায়।

আদর্শ স্বরধ্বনি, cardinal vowel

দ্র **মৌলিক স্বরধ্বনি**

আদি ব্যঞ্জনলোপ

শব্দের গোড়ার ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে তাকেই আদি ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়। মান্য বা শিষ্ট বাংলায় এর দৃষ্টান্ত কম হলেও উপভাষায় এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। রাজা > আজা, রক্ত > অক্ত, রং > অং। এইভাবে ঔপভাষিক বাংলায় শব্দের আদ্য র্-ধ্বনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে লোপ পায়। মান্য ভাষায় স্ফটিক > ফটিক একটি দৃষ্টান্ত।

আদি ব্যঞ্জনাগম, consonant prothesis

শব্দের গোড়ায় ব্যঞ্জনধ্বনির আগম বা যোগকে আদি ব্যঞ্জনাগম বলে। বাংলায় আদি ব্যঞ্জনাগমের দৃষ্টান্ত কমই। কতকগুলি ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির আগে র্-ধ্বনি যুক্ত হয়। উজু > রুজু, ওঝা > রোজা।

আদি ভাষা, প্রত্নভাষা, Ursprache

জার্মান ভাষায় *ur* অর্থ আদি, *sprache* ভাষা, *ursprache* আদি ভাষা বা প্রত্নভাষা। Ursprache হল কল্পিত বা অনুমিত (hypothetical) ভাষা, বিশেষত যার অস্তিত্ব আর নেই। যে-ভাষা লুপ্ত হয়েছে তাকে পরবর্তী কালের ভাষার সাহায্যে অনুমান করে প্রকল্পিত করা হয়।

যেমন ইংরেজি, ডাচ, জার্মান, ডেনীয়, নরওয়েজীয় প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনা ক'রে পিছিয়ে গিয়ে কল্পনা ক'রে নেওয়া হয়েছে Germanic ভাষাকে। এক্ষেত্রে Germanic একটি Ursprache বা আদি ভাষা। আবার জার্মানিক গোষ্ঠী, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করে পিছিয়ে গিয়ে কল্পনা ক'রে নেওয়া হয়েছে Indo-European ভাষাবংশকে। এক্ষেত্রে তাকেও বলা যায় Ursprache বা আদি ভাষা।

আদিস্বরলোপ, aphesis, aphaeresis

শব্দের গোড়ার স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে আদিস্বরলোপ বলে। ইংরেজিতে শব্দের গোড়ার প্রস্বরহীন স্বরধ্বনির লোপকেই aphesis বলা হয়। বাংলায় শব্দের আদি স্বরই প্রস্বরিত। তবু তার লোপ হতে পারে এবং তাকেই আদিস্বরলোপ বলা হয়। তার দৃষ্টান্ত অলাবু > লাউ, উধার > ধার।

আদিস্বরাগম, vowel prothesis

শব্দের গোড়ায় যুক্তব্যঞ্জন থাকলে অনেক সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য তার আগে একটি স্বরধ্বনি এসে পড়ে একেই আদিস্বরাগম বলে। স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্কুল > ইস্কুল, স্ক্রু > ইস্ক্রুপ, ব্লু > বুলু প্রভৃতি আদিস্বরাগমের দৃষ্টান্ত।

আদ্যপ্রত্যয়, prefix

শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয় তিনটি প্রতিবেশে—শব্দের বা শব্দমূলের আদিতে (আদ্য প্রত্যয়), মধ্যে (মধ্যপ্রত্যয়) এবং শেষে (অন্ত্যপ্রত্যয়)। আদ্যপ্রত্যয়ের অন্য নাম উপসর্গ। ইংরেজি prefix নানা ধরনের হতে পারে—অস্তিবাচক, নেতিবাচক। -ab, -un, -in প্রভৃতি নেতিবাচক prefix—abnormal, abnegation, untimely, unfulfilled, unquestionable, inconstant, inconsequential. আবার non- যোগেও নেতিবাচক শব্দ তৈরি হয়—non-smoking zone. অত্যধিকতা বা অতিশয়তা বোঝাতে extra (extraordinary, extra-mundane), 'প্রাক্তন' বোঝাতে ex-(ex-minister, ex-member)

বাংলায় সংস্কৃত উপসর্গ, বাংলা উপসর্গ এবং বিদেশি উপসর্গ আদ্যপ্রত্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ—নিরবচ্ছিন্ন, নির্দ্বিধা, অনাহার, অনলস, প্রকৃষ্ট, প্রণাম ; আমৃত্যু, আবালবৃদ্ধবনিতা, অনামুখো ; বেআইনি, বেদখল ইত্যাদি আদ্যপ্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত।

আদ্যস্বর, initial vowel

শব্দের শুরুতে যে স্বরধ্বনি থাকে তা-ই আদ্যস্বর। অলংকার, অলস, অমল; আকার; ইগল; উট, উষা, এবার, এক্কা; ওল এগুলিতে বাংলা ভাষার আদ্যস্বরের দৃষ্টান্ত আছে। বাংলা ভাষায় আদ্যস্বর অ কখনো-কখনো ও-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় যদি পরবর্তী ধ্বনিদলে বা সিলেব্‌লে ই বা উ ধ্বনি থাকে। এইভাবে—অরুণ /orun/, অলি /oli/, অনুকূল /onukul/। কিন্তু অ যদি

নঞর্থক উপসর্গ হয়, তাহলে অ-ধ্বনিই থাকে, ও হয় না—অনির্বাণ /ɔnirban/, অনিদ্রা /ɔniddra/, অনিঃশেষ /ɔnniʃʃeʃ/, অদূরে /ɔdure/।

আদ্যাবৃত্তি, anaphora

বাক্যের বা বাক্যাংশের একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ পূর্ববর্তী বা পূর্বোল্লিখিত অন্য একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের প্রতি নির্দেশ করলে তাকেই anaphora বা আদ্যাবৃত্তি বলে।

I like goat's meat but he does not like it এই বাক্যে 'it' পূর্বোল্লিখিত goat's meat-কে নির্দেশ করছে। অর্থাৎ goat's meat এই বাক্যে 'it'-এর antecedent. একেই আদ্যাবৃত্তি বলে।

আধারণ, বিগর্ভণ, embedding

একটি বাক্যের মধ্যে আর একটি ছোটো বাক্য প্রবিষ্ট হয়ে থাকলে তাকেই আধারণ বা বিগর্ভণ (embedding) বলা হয়। পূর্ণ বাক্য না হয়ে অংশবাক্য বা খণ্ডবাক্য আধারিত বা বিগর্ভিত হতে পরে। সাহিত্যে একটি গল্পের মধ্যে আর একটি গল্প আধারিত থাকলে তা-ও embedding বা আধারণ। যেমন চসারের Canterbury Tales এ পর্যটকের বলা গল্পের মধ্যে গল্প। ভাষাতত্ত্বেও বিষয়টা প্রায় তেমনই। 'আমি শুনেছি, তুমি পরীক্ষায় ভালো ফল করেছ'।—এই বাক্যে আধারিত অংশ হল 'তুমি... করেছ'। এটি ক্রিয়ার কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একে বাক্যরূপী কর্ম (sentential object) বলা হয়। আধারণে যে বৃহত্তর বাক্যটি অপেক্ষাকৃত গৌণ বা ছোটো অংশকে আত্মলগ্ন করে, তাকে 'আধারবাক্য' বা matrix sentence বলে। 'আধারিত'-কে 'গর্ভিত'-ও বলা যায়।

আধারবাক্য, matrix sentence

দ্র **আধারণ, বিগর্ভণ**

আনাতোলীয়, Anatolian

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের একটি লুপ্ত ভাষাগোষ্ঠী। এই ভাষা একদা এশিয়া মাইনর অর্থাৎ প্রাচীন আনাতোলিয়ায় প্রচলিত ছিল। তুর্কি ভাষায় আনাতোলীয়র চিহ্ন বর্তমান আছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকদের মত। আনাতোলীয় ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত—বর্তমানে লুপ্ত—শাখাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হিত্তীয় (Hittite), পালাইক (Palaic), লুভিক (Luvic), লিসিয়ান (Lycian), মিলিয়ান (Milyan) প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে হিত্তীয় বা Hittite-ই প্রধান। ১৬০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত কালপর্বে হিত্তীয় সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল হিত্তীয় ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিকগণ 'আন্তর পুনর্গঠন' বা external reconstruction পদ্ধতির সাহায্যে হিত্তীয় ভাষা ও তার তিনটি স্তর—প্রত্ন-হিত্তীয়, মধ্য-হিত্তীয় ও নব্য-হিত্তীয়—অনুমান করেছেন।

আনুষঙ্গিক ক্রিয়া, auxiliary verb

দ্র **সহায়ক ক্রিয়া**

আনুষঙ্গিক ভাষা, গৌণভাষা, auxiliary language

কৃত্রিম ভাষার অন্য নাম। কৃত্রিমভাবে নির্মিত ভাষার সমর্থকরা মনে করেন 'artificial language' কথাটির ব্যাপ্তি ও গ্রহণযোগ্যতা কম। তাঁরা পক্ষান্তরে 'auxiliary language' কথাটি ব্যবহার করেন। বাংলায় বলা যায় আনুষঙ্গিক ভাষা। কৃত্রিম বা আনুষঙ্গিক ভাষার উদ্ভব হয়েছিল বিদেশি ভাষার বাধা (foreign language barrier) অতিক্রম করার জন্য। এক হিসাবে পিজিন ও ক্রিয়োলকেও auxiliary language বলা যায়। কোনো দেশে বা অঞ্চলে প্রধান মাতৃভাষার (vernacular) পাশাপাশি চলে বলেই এগুলিকে auxiliary বলা হয়। কাজেই ভোলাপুক বা এসপেরান্তো যেমন auxiliary language, তেমনি পিজিন ও ক্রিয়োলও auxiliary language বা আনুষঙ্গিক বা গৌণ ভাষা।

আন্তঃস্বরীয়, intervocalic

দ্র **অন্তঃস্বরীয়**

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি, International Phonetic Alphabet (IPA)

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি হল রোমান বর্ণমালার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত এমন এক লিপি যা দিয়ে পৃথিবীর ভাষাসমূহের উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায়। রোমান বর্ণমালায় অবশ্য কতকগুলি বাড়তি চিহ্ন যোগ করা হয়েছে। এই ধ্বনিলিপি প্রস্তুত করেছে International Phonetic Association নামে একটি সংস্থা, ১৮৮৬ সালে যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্যারিস শহরে। এই সংস্থার তৈরি ধ্বনিলিপি সংক্ষেপে IPA নামে পরিচিত। প্রথমে এর কাজ শুরু হয়েছিল ইংরেজি ভাষার ধ্বনিলিপি দিয়ে, পরে অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার ধ্বনিলিপি প্রস্তুত হয় একে একে। ১৮৮৮ সালে The Phonetic Teacher নামে একটি গ্রন্থে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির মূল সূত্র বা নীতিগুলি বিবৃত হয়। সেগুলি এইরকম—

১. There should be a separate letter for each distinctive sound ;
২. When any sound is found in several languages, the same sign should be used in all ;
৩. The alphabet should consist as much as possible of the ordinary letters of the 'Roman' alphabet ; as few new letters as possible being used.
৪. Diacritic marks should be avoided, being trying for the eyes and troublesome to write.

পরবর্তীকালে চতুর্থ সূত্রটির একটু বদল হয়েছে, কিছু diacritic চিহ্ন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি (যাকে সংক্ষেপে IPA বলা হয়) প্রতিটি ভাষার

জন্য পৃথক। বাংলার ছ্ একটি অঘোষ (voiceless), মহাপ্রাণ (aspirated), ঘৃষ্ট (affricate) ধ্বনি। এর জন্য IPA হল /tʃh/, এই ধ্বনি ইংরেজিতে নেই। আবার বাংলার ট্ IPA-তে /t/ বা /ʈ/, ইংরেজি time-এর t হল /t/। ইংরেজি থ (thunder) হল /θ/, বাংলার থ্ হল /th/।

আন্তর্দন্ত্য ধ্বনি, interdentals

ইংরেজি θ অর্থাৎ thirst-এর th এবং ð অর্থাৎ then-এর th এদুটি interdental consonant. বাংলায় থ্ ও দ্ আন্তর্দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণে জিহ্বাফলকের আগা উপরপাটি দাঁতের পিছনে লাগানো হয়। এর ফলে যে আন্তর্দন্ত্য ধ্বনি উৎপন্ন হয়, সেগুলি বস্তুতপক্ষে দন্ত্য উষ্ম ধ্বনি।

আন্দামানি ভাষা, Andamanese

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের নেগ্রিটো অধিবাসীদের ভাষা। এই ভাষার দুটি শাখা—বৃহৎ আন্দামানি (Great Andamanese) এবং ওংগান (Ongan)। আন্দামানি কোনো ভাষাবংশ কি না সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সন্দিহান। আন্দামানি একটি সংশ্লেষাত্মক (agglutinating) ভাষা। এ-ভাষায় আদ্যপ্রত্যয় ও অন্ত্যপ্রত্যয় জুড়ে শব্দ গড়ে ওঠে। আন্দামান দ্বীপে আরও আছে ওংগে ভাষা এবং জারওয়া ভাষা। জোসেফ গ্রিনবার্গ (Joseph Greenberg) আন্দামানিকে নিউগিনির পাপুয়ান ভাষার সগোত্র বলেছেন। ওংগে ও জারওয়ার সঙ্গে আন্দামানির সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়নি।

আন্বয়িক দ্ব্যর্থকতা, syntactical ambiguity

নোয়াম চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুসারে বাক্যের অধোগঠনেই (deep structure) অর্থ সঠিকভাবে আধারিত থাকে। অধিগঠন বা উপরিতলের গঠনে (surface structure) দ্ব্যর্থকতা থাকতে পারে। Flying planes can be dangerous এই বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে। ১. প্লেন ওড়ানো বিপজ্জনক হতে পারে, এবং ২. উড়ন্ত প্লেন বিপজ্জনক হতে পারে। এই দ্ব্যর্থকতাকেই syntactical ambiguity বা আন্বয়িক দ্ব্যর্থকতা বলে। এই দ্ব্যর্থকতার নিরসন হবে বাক্যটির অধোগঠন অনুসন্ধান করলে। সেক্ষেত্রে আমরা দুটি বাক্য পাব—planes fly, planes can be dangerous. দুটি বাক্যকে মেশালে পাব—Planes which fly can be dangerous অর্থাৎ আন্বয়িক দ্ব্যর্থকতা নিরসন করতে হলে বাক্যকে রূপান্তরিত (transformed) করতে হবে।

আন্বয়িক নৈকট্য, adjacency

অন্বয়গতভাবে নিকট সম্বন্ধযুক্ত দুটি উপাদানকে পাশাপাশি স্থাপন করারই নাম adjacency বা আন্বয়িক নৈকট্য। দু'টি অন্বয়সম্পর্কযুক্ত শব্দের একটিকে অন্যটি থেকে দূরে সংস্থাপন করলে দুরন্বয় বা অন্বয়দোষ ঘটে।

আন্বয়িক সম্পর্ক, আন্বয়ক্রমিক সম্পর্ক, syntagmatic relation

ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর (Ferdinand de Saussure) বাক্যের অন্বয়-সংগঠনের ক্ষেত্রে syntagm এবং syntagmatic relation শব্দগুলির উদ্‌ভাবন করেছেন। বাক্যের অন্তর্গত সমপর্যায়ভুক্ত বা সমরূপ উপাদানগুলির সম্পর্ককে তিনি syntagmatic relation বা আন্বয়িক সম্পর্ক বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ unthinkable শব্দটিতে আছে তিনটি element বা উপাদান। এই তিনটির মিলিত রূপকে syntagm এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ককে syntagmatic relation বলা হয়। এই সম্পর্ক সস্যুরের বিবেচনায় in praesentia সম্পর্ক অর্থাৎ একই বিন্যাসক্রমে (sequence) উপস্থিত উপাদানসমূহের সম্পর্ক।

আপল্লোনিয়ুস দুস্কোলুস, Apollonius Dyscolus

দ্র দিসকোলুস, আপল্লোনিয়ুস

আফ্রিকান্‌স, Afrikaans

পশ্চিম জার্মানিক ভাষাবংশের ভাষা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবহৃত ডাচ ভাষার বিকৃত রূপ। একে ডাচ ক্রিয়োল-ও বলেন কেউ কেউ। কখনো-কখনো আবার একে ডাচ জার্মান বলা হয়ে থাকে। ১৯৩৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে জাতীয় পর্যায়ে যে এগারোটি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে আফ্রিকান্‌স ছিল। সেই তালিকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ছিল ইংরেজি, সোয়াতি, জুলু প্রভৃতি। ১৯৮৫ সালে মার্কিন শিক্ষা বিভাগ যে ১৯৯ টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (critical) ভাষার একটি তালিকা প্রকাশ করে তার মধ্যেও ছিল আফ্রিকান্‌স ভাষা।

প্রধানত দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবহৃত হলেও, সীমিতভাবে আফ্রিকান্‌স ব্যবহৃত হয় নামিবিয়া, বট্‌সোয়ানা এবং জিম্বাবোয়েতে। সপ্তদশ শতক থেকে ডাচ অধিবাসীদের ব্যবহৃত ডাচ উপভাষার সংস্পর্শে গড়ে ওঠে আফ্রিকান্‌স। ওই ভাষার শব্দভাণ্ডারে ডাচ শব্দ ছাড়াও আছে মালয়, পোর্তুগিজ এবং একাধিক বান্টু ভাষার শব্দ। ডাচ ভাষা এবং অফ্রিকান্‌সের ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার ও উচ্চারণের সাযুজ্য আছে বলে পরস্পরবোধ্যতা উল্লেখযোগ্য।

আবখাজ় ভাষা, Abkhaz

আবখাজ় একটি উত্তর-পশ্চিম ককেসীয় ভাষা। ককেসাস পর্বতমালা ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মানুষের ভাষা আবখাজ়। ১৯৯৭-এর হিসাবে এই ভাষায় কথা-বলা মানুষের সংখ্যা ৯০,০০০-এর মতো।

আবৃত্ত সূত্র, recursive rule

ভাষার কোনো উপাদান বা নির্মিতি বা অবয়ব ক্রমাগত পুনরাবৃত্ত হবার সূত্রই আবৃত্ত সূত্র। একটি বিশেষ্যখণ্ডের (noun phrase) মধ্যে পর পর অন্য একাধিক বিশেষ্যখণ্ড

আধারিত থাকতে পারে। অন্যভাবে, পর পর একাধিক সাপেক্ষ বাক্য বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তিও আবৃত্ত হতে পারে। The boy came with his mother *who* recognised the criminal *who* named another person *who* was present at the time.

আবেগবাক্য

যে-বাক্যে আবেগ প্রকাশিত হয়, তা-ই আবেগবাক্য। একে emotive sentence বা affective sentence বলা হয়। আবেগবাক্যে অনেকসময় আবেগশব্দ (interjections) ব্যবহৃত হয়, অনেকসময় উচ্ছ্বাসবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। আবার অনেকসময় নিছক বাক্যসুরের (intonation) অদলবদলেও আবেগ প্রকাশিত হয়। একসময় একে exclamatory sentence বলা হত। কিন্তু শুধু বিস্ময়েই আবেগ সীমাবদ্ধ নয়। আবেগ বলতে উচ্ছ্বাস, বিস্ময়, দুঃখ, ঘৃণা, আনন্দ প্রভৃতি বহুরকম মনোভাবকে বোঝায়। সেদিক থেকে emotive বা affective কথাটি উপযুক্ত।

আবেগাত্মক, affective

ইয়াকপসন যাকে emotive function বলেছেন, ভাষায় তারই প্রকাশ যে-বাক্যে হয়, সেই বাক্যই affective বাক্য। আবেগ প্রকাশের জন্য প্রত্যেক ভাষাতেই কিছু শব্দ থাকে, বাংলায় আছে, ইংরেজিতে আছে। কিন্তু শব্দের এলাকা ছাড়িয়ে intonation বা বাক্যসুরের উপর অনেক বেশি নির্ভর করে আবেগাত্মক ভাবের প্রকাশ। আবেগ প্রকাশে বিরামচিহ্নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিরামচিহ্ন আবেগের সম্পূর্ণ বা নিখুঁত প্রকাশে সমর্থ নয়। বক্তার কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, তির্যগ্‌ভঙ্গি এবং সুরের গুরুত্ব অনেক বেশি।

আভিধানিক অর্থ, lexical meaning

দ্র **শাব্দিক অর্থ**

আভেস্তীয়, Avestan

দ্র **অবেস্তান, অবেস্তীয়**

আমেরিকান ইংরেজি

উত্তর আমেরিকায় ইংল্যান্ডের উপনিবেশ গড়ে ওঠার পর থেকে ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিকদের ইংরেজি ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে বদলে যেতে থাকে। সেই বদল নানা ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়—শব্দপ্রয়োগে পরিবর্তন, উচ্চারণে পরিবর্তন। উনিশ শতকের শেষাশেষি মার্কিন ইংরেজি এতটাই পরিবর্তিত হয় যে, ইংরেজ ভাষাবিদ ও প্রয়োগশাস্ত্রীদের অনেকেই তাকে গ্রহণ করতে পারেননি। ১৯০৯ সালে তাঁর King's English গ্রন্থে ফাউলার লিখলেন—Americanisms are foreign words and should be so treated.' ফলে ব্রিটিশ ইংরেজি এবং আমেরিকান ইংরেজির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। ভৌগোলিক দূরত্ব, পৃথক

ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রতিবেশ ও ঐতিহ্যই যে আমেরিকার ইংরেজিকে আলাদা করেছে এবং এটা যে অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য একথা অনেক গোঁড়া ইংরেজ মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু আজ বিশ্ব জুড়ে মার্কিন ইংরেজি তার সাম্রাজ্য প্রসারিত করে ফেলেছে। বিশেষত কম্পিউটারে তো শব্দের মার্কিন রূপ বা বানানই গ্রাহ্য।

আমেরিকান ইংরেজির শব্দভাণ্ডার অনেকটাই অন্যরকম। সবসময় পার্থক্য করাও কঠিন হয়ে পড়ে। Debunk, slump, sidewalk, bluff, teenager, babysitter, gatecrasher, paperback প্রভৃতি অজস্র শব্দ ইংরেজি ভাষায় এমন প্রচলিত যে, এগুলিকে এড়িয়ে চলা অসম্ভব, অথচ এগুলি তো Americanism. উচ্চারণেও তফাত লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ ইংরেজিতে শব্দশেষের r অধিকাংশ ক্ষেত্রেই mute কিন্তু মার্কিন ইংরেজিতে উচ্চারিত। Fast আমেরিকায় ফ্যাস্ট্‌, nasty-র উচ্চারণ নাস্‌টি নয়, ন্যাস্‌টি।

আমেরিকান সংকেত ভাষা, American Sign Language (ASL)

আমেরিকান সংকেত ভাষার আধুনিক রূপের উদ্‌ভাবক টমাস গ্যালোডেট (Thomas Gallaudet, 1787-1857) এবং লরেন্ট ক্লার্ক (Laurent Clerc, 1785-1869)। তার আগেই মূকবধিরদের জন্য সংকেত ভাষার প্রচলন ছিল আমেরিকায়। এই দুই উদ্‌ভাবক তাকে পরিবর্তিত ও সংগঠিত করেন। সংকেত ভাষাতেও লেখ্য ও কথ্য ভাষার মতো জটিল সংগঠন তৈরি হয়। মুখ, হাত, আঙুল, প্রভৃতির ভঙ্গিকে নিয়মবদ্ধ ক'রে তার জন্য 'ব্যাকরণ' রচনা ক'রে সংকেত ভাষাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর ফলে সংকেত ভাষাকে 'স্বাভাবিক' ভাষায় 'অনুবাদ' করাও সম্ভব ও সহজ হয়েছে।

আমেরিন্ডিয়ান Amerindian

উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় প্রাচীন (native বা indigenous) ভাষাসমূহের নাম। এর মধ্যে আছে আমেরিকার মায়া গোত্রের ভাষা, আজ্‌তেক ভাষা, তারাসকান ; উত্তর আমেরিকার আলগংকিয়ান, কান্দোয়ান, হোকান প্রভৃতি ভাষা ; এবং দক্ষিণ আমেরিকার আরাউকানিয়ান, গুয়ারানি, তুপি-গুয়ারানি, আয়মারা প্রভৃতি ভাষা। বলা বাহুল্য, এগুলি মেক্সিকো, আলাস্কা, ক্যানাডা, চিলি, বলিভিয়া, আরজেন্তিনা, কলম্বিয়া, পেরু প্রভৃতি অঞ্চলের আদিভাষা। কিন্তু বহুকাল যাবৎ স্প্যানিশ ভাষার চাপে এইসব আদিম স্থানীয় ভাষা ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে।

আরগো argot

অপরাধ জগতের ভাষাই সাধারণভাবে আরগো। আরগো অবশ্যই অপভাষা বা অপার্থ ভাষা। শুধু অপরাধীই নয়, গণিকা, হিজড়ে, প্রভৃতির ব্যবহৃত শব্দও আরগো-র মধ্যে পড়ে। মাইকেল হ্যালিডে এই ভাষাকে anti-language বলেছেন। তবে 'অ্যান্টি-ল্যাংগোয়েজ' শব্দটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না তা নিয়ে ভাষাবিদরা প্রশ্ন তুলেছেন।

আরবি ভাষা

আধুনিক আরবি ভাষা, প্রাচীন আরবি থেকে উদ্ভূত ও বিবর্তিত। এই ভাষার উৎপত্তি মোটামুটিভাবে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে। আরবি একটি মধ্য সেমীয় (Central Semitic) ভাষা। হিব্রু, ফিনিশীয়, আরামীয় (Aramaic) প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক অবিসংবাদিত। আরবি লিপিকে বলা হয় 'আরবি আবজাদ'। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হয় আরবি। মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলি দেশে আরবি ভাষার প্রচলন অছে। এ ছাড়া উত্তর আফ্রিকার মরক্কো ও অন্য কয়েকটি দেশে আরবি-ই প্রধান ভাষা। মিশরে ও মরক্কোতে আরবি-র ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ প্রচলিত যাকে যথাক্রমে Egyptian Arabic ও Moroccan Arabic বলা হয়।

আরমিনীয় ভাষা, Armenian

আরমিনীয় ভাষা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের সদস্য, প্রধানত আরমিনীয় প্রজাতন্ত্র ও তুরস্কের ভাষা। সীমিতভাবে মধ্য প্রাচ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের কোনো-কোনো দেশের মানুষও এই ভাষায় কথা বলে। আরমিনীয় ভাষার উদ্ভব আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। তবে ওই ভাষার লেখ্য রূপ আরও পরে উদ্‌ভাবিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে প্রথম এই ভাষার লিখিত নমুনা পাওয়া গেছে। সেন্ট মেস্‌রপের (St Mesrop) উদ্‌ভাবিত ৩৮ বর্ণসংবলিত বর্ণমালা আজও প্রচলিত।

আরামেইক, Aramaic

আরামেইক বা আরামীয় সেমীয় (Semitic) ভাষাগোষ্ঠীর একটি সুপ্রাচীন ভাষা যার প্রথম নমুনা পাওয়া গেছে খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকে। এক সময় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলন ছিল এই ভাষার। আরামেইকের বর্ণমালা ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে পরিকল্পিত, স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনি বোঝাতে উচ্চারণ-নির্দেশক চিহ্ন (diacritical marks) ব্যবহার করতে হত। জিশু খ্রিস্ট আরামেইক ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন। আরামেইকের প্রাচীন রূপটি Old Aramaic এবং মধ্যযুগীয় রূপটি Middle Aramaic নামে পরিচিত। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর আরবি ভাষা আরামেইককে হঠিয়ে দেয়।

আরিস্ততল, Aristotle (384-322 BC)

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক। প্লেটোর শিষ্য ছিলেন তিনি। ৩৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অ্যাথেন্স নগরীর বাইরে 'লিসিয়ুম' (Lyceum) নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজের মত ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও নির্মাণ করেছিলেন। লজিক, অধিবিদ্যা, অলংকারশাস্ত্র, কাব্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রচনা পরবর্তীকালে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও অশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছে। প্লেটোর শিষ্য হলেও form বা ভাবের সর্বৈব প্রাধান্য তিনি স্বীকার করেননি, কেননা তাঁর মতে ভাব ও বস্তু অবিচ্ছেদনীয়, একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করা যায় না। বাগর্থবিদ্যা আধুনিক কালে বিশেষ

গুরুত্বসহ আলোচিত হলেও semantics বা বাগর্থের মূল তাৎপর্য আরিস্ততলের রচনাতেই বিবৃত হয়েছিল। বাক্য, বাক্যের অর্থপূর্ণ অংশসমূহ, বাগ্ধ্বনি, পদশ্রেণি (parts of speech) প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আরিস্ততল আলোচনার যে-সূত্রপাত করেন, পরবর্তীকালে স্টোইক লেখকগণ তাকেই সম্প্রসারিত করেছেন।

আরোহী দ্বিস্বর, rising diphthong

যে দ্বিস্বরে প্রথমটি অর্ধস্বর এবং দ্বিতীয়টি পূর্ণ স্বরধ্বনি, তাকেই rising diphthong বা আরোহী দ্বিস্বর বলে। অতএব বলা যায়, প্রথম অংশটি বা উপাদানটি অদলীয় বা অনাক্ষরিক (non-syllabic) এবং দ্বিতীয় উপাদানটির দলীয়তা প্রশ্নাতীত। আরোহী দ্বিস্বরকে এইভাবে দেখানো যেতে পারে—

vV কিংবা $\underset{\smile}{v}$V

আরোহী বাক্যসুর, rising intonation

দ্র **বাক্যসুর**

আর্কেডিয়ান-সিপ্রিয়ান, Arcadian-Cyprian

আর্কেডিয়ান-সিপ্রিয়ান গ্রিক ভাষার একটি উপভাষা যার প্রচলন প্রধানত সাইপ্রাস দ্বীপে। এই উপভাষাটি আবার প্রাচীন মাইসিনীয় উপভাষার সগোত্র এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে মাইসিনীয় থেকেই উদ্ভূত বা বিবর্তিত।

আর্য ভাষা

বহুকাল পর্যন্ত 'আর্য' বলতে কেবল ইউরেশিয়া থেকে ইরান ও ভারতে অভিবাসী হয়ে আসা একটি জাতিকেই বোঝাত। কিন্তু 'আর্য' বলতে একটি প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠীকেও বোঝায়। আর্য জাতির ভাষাই আর্য ভাষা। এই আর্য ভাষা যে মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত বা বিবর্তিত, তার নাম Primitive Indo-European. আর্যভাষী জাতি ভারতে আসে ইরান হয়ে। ভারতে অনুপ্রবেশের আগে আর্যদের ভাষাকে বলা হয় ইন্দো-ইরানীয়। আর ভারত-শাখার মূল ভাষাকে বলা হয় ভারতীয়-আর্য। এই ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তর—প্রাচীন ভারতীয়-আর্য যার প্রথম পর্বের ভাষা বৈদিক এবং দ্বিতীয় পর্বের ভাষা সংস্কৃত ; মধ্য ভারতীয়-আর্য বা পালি ও প্রাকৃত ; এবং নব্য ভারতীয় ভাষা। প্রাকৃত এবং প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে বিবর্তিত আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি এই নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার নিদর্শন।

আর্যপ্রয়োগ

'আর্যপ্রয়োগ' কথাটির একটি অর্থ বেদোক্ত, বেদে ব্যবহৃত। তা থেকে প্রসারিত অর্থ ঋষিপ্রোক্ত বা ঋষির দ্বারা উক্ত। ভাষার যে সমস্ত প্রয়োগ ব্যাকরণবিরুদ্ধ কিন্তু যেহেতু ঋষিগণের দ্বারা স্বীকৃত, তাকেই আর্যপ্রয়োগ বলে। বর্তমানে এই অর্থই প্রচলিত।

আলগংকিয়ান ভাষা, Algonquian

উত্তর আমেরিকা ও ক্যানাডার একটি দেশজ ভাষাবংশ। এই বংশে প্রায় ত্রিশটি ভাষার কথা জানা যায়। এই ভাষায় কথা বলে এমন কতকগুলি উপজাতি হল আরাপাহো (Arapaho), ক্রি (Cree), মোহিকান (Mohican) ওজিবোয়া (Ojibwa) ইত্যাদি। উত্তর আমেরিকার এই দেশজ ভাষাগুলি সাধারণভাবে 'আমেরিন্ডিয়ান' ভাষা নামে পরিচিত।

আলবেনীয় ভাষা, Albanian

প্রায় ৮ কোটি মানুষ প্রথম ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে আলবেনীয় ভাষা। আলবেনীয় ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত ভাষা। প্রধানত আলবেনিয়া ও কসোভো এবং সীমিতভাবে বলকান অঞ্চলের ভাষা। গ্রিক, বালতো-স্লাভীয় (Balto-Slavic), জার্মান প্রভৃতি ভাষার শব্দ, কখনো হুবহু, কখনো ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে গৃহীত হয়েছে আলবেনীয় ভাষায়। এই ভাষায় লাতিনের প্রভাবও প্রচুর। বাহ্যিক পুনর্গঠনের (external reconstruction) সাহায্যে জানা গেছে আলবেনীয় ভাষা উদ্ভূত বা বিবর্তিত হয়েছে পালেয়ো-বলকান নামে একটি বিলুপ্ত ভাষা থেকে।

আশ্রিত খণ্ডবাক্য, আশ্রিত বাক্য, subordinate clause

জটিল বাক্যে প্রধান বা স্বাধীন খণ্ডবাক্য ব্যতীত অন্য যে খণ্ডবাক্য থাকে সেটি বা সেগুলি যেহেতু প্রধান বাক্যের (principal clause) উপর অর্থ ও গঠনের দিক থেকে নির্ভরশীল, সেইজন্য তাকে বা সেগুলিকে আশ্রিত খণ্ডবাক্য বা আশ্রিত বাক্য বলা হয়। আশ্রিত বা অপ্রধান বাক্য প্রধান বাক্যের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং তার উপর নির্ভরশীল থাকবে।

আশ্রিত বাক্য নানা শ্রেণির হতে পারে।

ক. কখনো তা বিশেষ্যের মতো কর্মপদের রূপ নেয় আবার কখনো সম্পূরক বা complement-এর রূপ নেয়—*তুমি চাকরিটা নেবে এটাই আমি চেয়েছিলাম*।

খ. কখনো বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণের কাজও করে—

যে ছেলেটি কাল এসেছিল সে তো আমারই ভাগ্নে।

তুমি যদি না যাও তবে খেলাই হবে না।

এইভাবে পাওয়া যায় তিন শ্রেণির আশ্রিত বাক্য—বিশেষ্যবন্ধ-ধর্মীয়, বিশেষণধর্মীয় ও ক্রিয়াবিশেষণধর্মীয়।

আসত্তি, proximity

বাক্যে পদগুলির সংস্থান এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে অর্থবোধ ব্যাহত না হয়। পদগুলি ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বিন্যস্ত করতে হয় এবং পরস্পর-অন্বয়যুক্ত পদগুলিকে কাছাকাছি সাজাতে হয়। একেই আসত্তি যা নৈকট্য বলা হয়। এর সঙ্গে পদক্রমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। '*লোকটি গতকাল একটা ঢাউস সুটকেস নিয়ে এসেছিল*'—এই বাক্যের প্রথম দুটি পদের (লোকটি গতকাল) পরস্পর স্থানবিনিময় হতেই পারে। এমনকি, '*একটা ঢাউস সুটকেস নিয়ে*

লোকটি গতকাল এসেছিল' এভাবেও বদলে নেওয়া যায় বাক্যটিকে। তাতে হয়তো নির্দিষ্ট শব্দের উপর ঝোঁক বদলে যাবে। কিন্তু বাক্য অর্থহীন হবে না। কবিতায় ছন্দের খাতিরে পদের ক্রম বদলানো হতে পারে। কিন্তু গদ্যে বা মুখের ভাষায় আসত্তিকে অগ্রাহ্য করা চলে না।

ই

ইংরেজি ভাষা

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের অন্যতম শাখা জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য ইংরেজি। বস্তুতপক্ষে ডাচ, ডেনীয়, সুইডিশ, আইসল্যান্ডিক প্রভৃতির মতো ইংরেজিও উদ্ভূত হয়েছে দূর অতীতের একটি মূল ভাষা থেকে, ভাষাতাত্ত্বিকরা যার নাম দিয়েছেন Proto-Germanic বা প্রত্ন-জার্মানিক। প্রত্ন-জার্মানিক ভাষার তিনটি শাখা—উত্তর-জার্মানিক, পূর্ব-জার্মানিক এবং পশ্চিম-জার্মানিক। ইংরেজি এই পশ্চিম-জার্মানিক থেকে বিবর্তিত। বিবর্তনের প্রথম ধাপটির নাম Old English. ওল্ড ইংলিশ বা প্রাচীন ইংরেজির প্রথম লিখিত নমুনা পাওয়া গেছে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে। ইংরেজি ভাষার ইতিহাসে প্রাচীন যুগ ধরা হয় সপ্তম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত কালপর্বকে। একাদশ-দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত Middle English বা ইংরেজি ভাষার মধ্যযুগ। মধ্যযুগে ইংরেজি ভাষায় ফরাসি প্রভাব ছিল পর্যাপ্ত, বিশেষত শব্দভাণ্ডারে। নানান আঞ্চলিক রূপের মধ্যে ক্রমে দক্ষিণপূর্ব উপভাষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবং লন্ডনকে কেন্দ্র করে এই উপভাষার উপরই মান্য ভাষা গড়ে ওঠে।

ইংরেজি ভাষার প্রধান শক্তি নিহিত আছে এর সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারে। ওয়েবস্টারের অভিধান ৪,৫০,০০০ শব্দ বিবৃত করেছে; অক্সফোর্ড ডিক্‌শনারিতে ৬১৫,০০০ শব্দ ধৃত আছে। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এটাই যে, ইংরেজি ভাষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা থেকেও প্রচুর শব্দ গৃহীত হয়েছে। ফরাসি একটি রোমান্স গোষ্ঠীর ভাষা আর ইংরেজি জার্মানিক ভাষা। অথচ ইংরেজি ভাষার শব্দভাণ্ডারের একটি বড়ো অংশ এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে।

রাজনৈতিক কারণে এবং ঔপনিবেশিক কারণে ইংরেজি ভাষা প্রসারলাভ করেছে আমেরিকায়, এশিয়ায়, অস্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায়, ইয়োরোপেরও কোনো-কোনো দেশে। আজ ইংরেজি প্রায় একটি বিশ্বভাষায় পরিণত।

ইঙ্গ-রোমক লিপি, Roman alphabet

দ্র রোমক লিপি

ইচ্ছার্থক ভাব, subjunctive mood

দ্র অভিপ্রায়ার্থক ভাব

ইটালিক, Italic

ইটালিক ইন্দো-ইয়োরোপীয়-র একটি শাখাবংশ। এর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হল লাতিন। এ ছাড়া আছে ফালিস্কান (Faliscan), ওস্কান (Oscan), আম্ব্রিয়ান (Umbrian)

প্রভৃতি ভাষা। কথ্য লাতিন থেকে উদ্ভূত বা বিবর্তিত হয়েছে 'রোমান্স' ভাষাগুলি—ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ, রোমানীয়, সার্দিনীয়, গ্যালিসীয়, কাতালান প্রভৃতি ভাষা।

ইটালিকস, italics

দ্র **বক্রাক্ষর**

ইতর শব্দ

অপশব্দ, অপার্থ শব্দ ও ইতর শব্দ, সাধারণ অর্থে কাছাকাছি শব্দ। তবে 'ইতর শব্দ' কথাটিকে কেউ-কেউ অ-মান্য শব্দ হিসাবে বিবেচনা করেন এবং মনে করেন যে, ইতর শব্দ অ-মান্য (non-standard) বটে, তবে অশ্লীল নয়। তরুণ সমাজের আড্ডায়, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বা অসংগঠিত সংস্থানে কর্মরত আধা-শিক্ষিত মানুষের কথায় প্রায়ই অতি-কথ্য শব্দাদি শোনা যায়। সেইসব শব্দ মার্জিত শিক্ষিত মানুষের স্বাভাবিক কথায় বা বক্তৃতায় বা পোশাকি আলাপে ব্যবহৃত হয় না। তবে গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে তথাকথিত ওই 'ইতর শব্দ' প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ঝুল (নিকৃষ্ট, বাজে), গুলগাপ্পা, ঝাড় দেওয়া, কেটে পড়া, পাতলা হওয়া, জক দেওয়া—এসব শব্দ অশ্লীল নয়,আবার মান্যও (standard) নয়। এগুলিই ইতর শব্দ।

ইতরেতর দ্বন্দ্ব

যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রতিটি সমস্যমান পদের অর্থই প্রধান, যেগুলির মধ্যে অর্থের ইতরবিশেষ করা যায় না বা হয় না, তাকে ইতরেতর দ্বন্দ্ব বলে। যথা দুঃখসুখ, মশামাছি, বাবামা।

ইতালীয় ভাষা

রোমান্স বর্গের ভাষা, লাতিন থেকে উদ্ভূত। প্রধানত টাস্কানির উপভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আধুনিক ইতালীয় ভাষা। দান্তের সাহিত্য ইতালীয় ভাষার সাহিত্যিক রূপ গড়ে তুলতে প্রভূত সাহায্য করেছে। এই ভাষাকে বলা হয় phonetic language অর্থাৎ এর উচ্চারণ ও বানানের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ সাযুজ্য রয়েছে। ইতালীয় ভাষায় t, d মূর্ধন্য বা cerebral নয়, দন্ত্য বা দন্তমূলীয় ধ্বনি। c, g, z এগুলির একাধিক উচ্চারণ। স্পেনীয়, ফরাসি, ইতালীয় তিনটিই রোমান্স ভাষা হলেও ফরাসি ভাষা লাতিন থেকে বহু দূরে সরে গেছে, কিছুটা সরে গেছে স্পেনীয় ও পোর্তুগিজ ভাষাও। ইতালীয় ভাষা লাতিনের কাছাকাছিই থেকে গেছে। ইতালীয় ভাষার শব্দভাণ্ডারে এবং উচ্চারণে লাতিনের উত্তরাধিকার স্পষ্ট।

ইদ্দিশ, Yiddish

পশ্চিম জার্মানিক ভাষাবর্গ থেকে উদ্ভূত প্রাচীন ভাষা। জার্মানিক থেকে উদ্ভূত হলেও ইদ্দিশ ভাষা হিব্রু ও আরামেইকের দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত। ইয়োরোপের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের বহু ইহুদি এই ভাষায় কথা বলে। এই ভাষা লেখাও হয় হিব্রু বর্ণমালা ও লিপিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিপুলসংখ্যক ইহুদিকে হত্যা করা হলে যুদ্ধের পর ইদ্দিশভাষী বহু মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়।

ইন্-ভাগান্ত শব্দ

সংস্কৃত ব্যাকরণে যেসমস্ত মূল শব্দের শেষে ইন্ থাকে, সেগুলিকে বলা হয় ইন্-ভাগান্ত শব্দ। গুণিন্, পথিন্, একাকিন্, ধনিন্, কৃতিন্, পক্ষিণ্, মন্ত্রিন্ স্বামিন্ প্রভৃতি ইন্-ভাগান্ত শব্দ। এমন ইন্-ভাগান্ত শব্দ আছে যেগুলির কোনো প্রয়োগ বাংলায় নেই। আবার উপরে উল্লিখিত শব্দগুলি বাংলায় চলে এসেছে। সচরাচর এই শব্দগুলির প্রথমার একবচনের রূপটি বাংলায় প্রচলিত হয়েছে—গুণী, একাকী, ধনী, কৃতী, পক্ষী, মন্ত্রী, স্বামী ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যয় ও সমাসের ক্ষেত্রে নিয়মটি ভিন্ন। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে শব্দটির প্রাতিপদিকের সঙ্গে প্রত্যয় বা সমাস করা হত। ফলে বাংলায় প্রত্যয়ান্ত ও সমাসান্ত রূপগুলি হত এইরকম—একাকিত্ব, ধনিগণ, ধনিজন, স্বামিপরিত্যক্তা, কৃতিত্ব, প্রতিযোগিগণ, মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি। কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম সম্প্রতি পরিত্যাগ করার মতটি প্রবল হয়েছে। এই মত অনুসারে কৃতিত্ব, প্রতিযোগিতা, একাকিত্ব, মন্ত্রিত্ব চলবে নিশ্চয়, কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘ-ঈকারই বজায় থাকবে, যেমন মন্ত্রীসভা, স্বামীপরিত্যক্তা, পূর্বগামীগণ, প্রাণীজগৎ, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি। এ বিষয়ে অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ মতৈক্য হয়নি।

ইন্দো-আর্য

দ্র **ভারতীয় আর্য**

ইন্দো-ইয়োরোপীয়

পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষাপরিবার। ইয়োরোপের অধিকাংশ ভাষাই যে শুধু এই পরিবারভুক্ত তা নয়, এশিয়ারও কতকগুলি ভাষা এই পরিবারের সদস্য। স্টিভেন ফিশার (Stephen Fischer) বলেছেন—'Indo-European is Earth's Superfamily—history's most successful—and includes all but a handful.' ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণা অনুযায়ী ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবার এগারোটি ভাষাবর্গে বিভক্ত—তার মধ্যে দু-একটি অবশ্য বিলুপ্ত। সেই এগারোটি হল—ইন্দো-ইরানীয়, গ্রিক, আনাতোলীয়, ইটালিক, কেলতিক, জার্মানিক, আরমিনীয়, তোখারীয়, স্লাভিক বা স্লাভোনিক, বালতিক এবং আলবেনীয়। এর মধ্যে আনাতোলীয় এবং তোখারীয় বর্গদুটি বিলুপ্ত। বালতিক-কে বাল্তো-স্লাভিকও বলা হয়। কেউ-কেউ আরও দু-একটি ভাষাবর্গের কথা বলেন—বিলুপ্ত হিত্তীয় (Hittite) ও ইলিরীয় (Illyrian) ইত্যাদি। একসময় প্রায় সব ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাই ছিল সংশ্লেষাত্মক (synthetic), বিভক্তিযুক্ত এবং তিন-লিঙ্গ-বিশিষ্ট। পরে ক্রমে ক্রমে দুই লিঙ্গ-বিশিষ্ট বিশ্লেষাত্মক ভাষায় পরিণত হয় অধিকাংশ ভাষা। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয়, ডাচ, নরওয়েজীয়, ডেনীয়, সুইডিশ, গ্রিক, রুশ, ফারসি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবার থেকে উদ্ভূত।

ইন্দো-ইরানীয়

ইন্দো-ইরানীয় ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা পরিবারের অন্যতম শাখা। এই শাখার দুটি প্রশাখা—ইরানীয়, যা থেকে বিবর্তিত হয়েছে ফারসি ভাষা, এবং ভারতীয়-আর্য, যা থেকে পাওয়া গেছে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত।

ইন্দোনেশীয় ভাষা

ইন্দোনেশিয়ার ভাষার স্থানীয় নাম 'বাহাসা ইন্দোনেসিয়া'(Bahasa Indonesia)। এটি একটি অস্ট্রোনেশীয় (Austronesian) ভাষা, মালয় (Malay ভাষারই সংহত ও মান্যীকৃত রূপ। তাই একে Malay-Indonesianও বলা হয়। ইন্দেনেশিয়া, ব্রুনেই, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া প্রভৃতি দেশে এই ভাষা বলে প্রায় দুই কোটি মানুষ। ইন্দোনেশিয়া পঞ্চদশ শতকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তখন থেকে ভাষায় ও সাহিত্যে ইসলামি প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। একসময় আরবি লিপি প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে রোমান লিপি ও বর্ণমালা গৃহীত হয়েছে।

ইয়াকপসন, রোমান, Roman Jakobson (1896-1982)

বিংশ শতকের বিখ্যাত রুশ ভাষাবিজ্ঞানী, সম্পূর্ণ নাম রোমান অসিপোভিচ ইয়াকপসন। ইয়াকপসন ছিলেন সংগঠনপন্থী ভাষাবিজ্ঞানী। Moscow Linguistics Circle-এর যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা (১৯১৬)। ১৯২৬ সাল থেকে তিনি প্রাগ লিংগুইস্টিকস সার্কল-এর সদস্য। ১৯৪০ থেকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন। উনিশশো পঞ্চাশের দশকে তিনি যুগপৎ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করেন। মিখাইল বাখতিন ও চার্লস পেয়ার্সকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাবিজ্ঞান-জগতে পরিচিত তিনিই করেছিলেন। ভাষার সঙ্গে চিহ্নতত্ত্বের সংযোগ ও সম্পর্ক তাঁর গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয়। তাঁর তত্ত্বরচনা ও গবেষণা ভাষাবিজ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়ে সাহিত্যতত্ত্ব, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। সাহিত্যশৈলীকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বিচার ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ইয়াকপসনের অবদান কম নয়। স্লাভোনিক ভাষাবর্গ সম্পর্কেও তাঁর গবেষণার প্রভূত গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে।

ইয়ুল, জর্জ উড্নি, George Udny Yule (1871-1951)

ইংরেজ রাশিবিজ্ঞানী ইয়ুল ছিলেন কেমব্রিজের অধ্যাপক। তিনি ভাষাবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান বিদ্যার প্রয়োগ করেছিলেন। শাব্দিক উপাদানের (lexical item) পৌনঃপুনিকতা পরিসংখ্যানের সাহায্যে পরিমাপ করার বিষয়টি তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন।

ইয়েলমস্লেভ, লুইস Louis Hjelmslev (1899-1965)

ডেনীয় ভাষাবিজ্ঞানী। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিহ্নবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। Glossematics নামে তত্ত্বের উদ্ভাবকও তিনি। দ্য সস্যুরের তত্ত্বকে বহুদূর প্রসারিত

করেন ইয়েলমস্লেভ। ডেনীয় ভাষায় লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Omkrig* প্রথম প্রকাশিত হয় Résumé of a Theory of Language (1975) নামে। বয়ান (text) ও চিহ্ন (sign) সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। তাঁর glossematics তত্ত্বকে প্রসারিত করেছেন গ্রেইমাস।

ইয়েসপেরসেন, অটো, Otto Jespersen (1860-1943)

ডেনীয় ভাষাবিদ ও বৈয়াকরণ। তাঁর কৌতূহল ও চর্চার প্রধান বিষয় ছিল ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ, ব্যাকরণতত্ত্ব, ব্যাকরণ-দর্শন ইত্যাদি। দীর্ঘকাল ছিলেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক। বিখ্যাত ডেনীয় ভাষাবিদ ও দার্শনিক রাসমুস্ক রাস্ক-এর (Rasmus Rask) দ্বারা প্রভাবিত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন। ইংরেজি, ফরাসি, লাতিন, আইসল্যান্ডিক প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর প্রথম বিখ্যাত গ্রন্থ Growth and Structure of the English Language (1905)। তারপর একে একে রচনা করেন Language : its Nature and Principles (1922), The Philosophy of Grammar (1924), Essentials of English Grammar (1933), Analytical Syntax (1938), এবং সাত খণ্ডে Modern English Grammar on Historical Principles (1909-49)। A Linguist's Life নামে একখানি আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন তিনি। ইয়েসপেরসেন ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বৈয়াকরণ। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছিল অপার কৌতূহল। বিভিন্ন দিকে ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর ছিল প্রচুর উৎসাহ। যাঁরা বিদেশি ভাষা শেখার বাধা অতিক্রম করতে উৎসাহী, তাঁদের কথা ভেবে auxiliary language বা গৌণ ভাষা অর্থাৎ কৃত্রিম ভাষা শেখার ও চর্চা করার বিশেষ পোষকতা করেন।

উ

উক্তি, utterance

কোনো ব্যক্তি বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য কারও কথার আগে বা পরে যে-কথা বলে তা-ই উক্তি। জ়েলিগ হ্যারিস utterance-কে বলেছেন 'any stretch of speech by a person, preceded and followed by silence by that person.' উক্তি একটিমাত্র শব্দসংবলিত হতে পারে, একাধিক শব্দসংবলিত হতে পারে, সেদিক থেকে যে-কোনো উচ্চারিত বাচনই 'উক্তি'।

উক্তি পরিবর্তন, change of narration

প্রথাগত ব্যাকরণে উক্তি দুই রকম—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। কোনো ব্যক্তির বক্তব্য সে নিজেই বললে তা হবে প্রত্যক্ষ উক্তি। তার বক্তব্য অন্যের ভাষায় বিবৃত হলে তা হবে পরোক্ষ উক্তি।

ছেলেটি বলল, 'আমি স্কুলে যাব না'। (প্রত্যক্ষ উক্তি)

এই উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করলে দাঁড়ায়—

ছেলেটি বলল, সে স্কুলে যাবে না।

প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে এবং পরোক্ষ উক্তিকে প্রত্যক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করারই নাম উক্তি পরিবর্তন।

উক্তি-প্রত্যুক্তি জোড়, adjacency pair

'সংলাপ-বিশ্লেষণ'-এর (conversation analysis) একটি প্রধান বিষয় হল adjacency pair যাতে আছে দুজন বক্তার এমন দুটি উক্তি বা সংলাপ যার দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিক্রিয়া। তা প্রশ্ন-উত্তর হতে পারে, বা অভিযোগ-অভিযোগ অস্বীকার বা আমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ স্বীকার ইত্যাদি হতে পারে।

ক. *—তুমি দরজাটা খুলে রেখে গেছ!*
—আমি তো না!

খ. *—তুমি কাল আসবে?*
—বোধ হয় পারব না।

গ. *—কাল আসুন না আমার বাড়ি।*
—চেষ্টা করব।

ক. হল অভিযোগ এবং অভিযোগ অস্বীকার। খ. প্রশ্ন ও উত্তর। গ. আমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণ স্বীকার।

উচ্চ-অবরোহী ধ্বনিরেখা, high-falling contour

ধ্বনিরেখার (contour) নানারকম গতি হতে পারে, চড়া থেকে খাদে, খাদ থেকে চড়ায়।

বাংলা ভাষায় বাক্যের শুরুতে প্রায়ই যে ধ্বনিরেখা লক্ষ করা যায় তা হল 'উচ্চ-অবরোহী' ধ্বনিরেখা। অর্থাৎ শুরুতে চড়া বা তীব্র এবং ক্রমশ খাদের দিকে নিম্নগতি। একেই উচ্চ-অবরোহী ধ্বনিরেখা বলে। এসব ক্ষেত্রে প্রথম শব্দের প্রথম ধ্বনিদলে শ্বাসাঘাত পড়ে।

উচ্চারক, articulator

স্বরযন্ত্রের যে-অংশের দ্বারা কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকেই articulator বা উচ্চারক বলে। বাংলা ব্ ধ্বনির উচ্চারণে অধর ও ওষ্ঠ অর্থাৎ উভয় ঠোঁটের কার্যকারী ভূমিকা। এক্ষেত্রে দুটি ঠোঁটকে উচ্চারক বলা হবে। ইংরেজি /p/ ধ্বনির উচ্চারণেও দুটি ঠোঁটের ভূমিকা। তাই সেক্ষেত্রেও দুটি ঠোঁটকে articulator বলা হবে। Articulator বা উচ্চারক দুইরকম—active বা প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় এবং passive বা পরোক্ষ বা নিষ্ক্রিয়। স্বরযন্ত্রের যে-অংশ সচল, যেমন জিভ, তা-ই সক্রিয় এবং যে-অংশ স্থির, যেমন তালু বা মূর্ধা, তা-ই নিষ্ক্রিয় উচ্চারক।

উচ্চারণ, articulation, pronunciation

যেকোনো ভাষার বাগ্‌ধ্বনিকে শ্রবণযোগ্যভাবে বলারই নাম উচ্চারণ। বাগ্‌ধ্বনির (speech sound) উচ্চারণে বাগ্‌যন্ত্র বা বাক্‌প্রত্যঙ্গের ভূমিকা ছাড়াও মধ্যচ্ছদা (diaphragm), ফুসফুস (lungs), ধ্বনিদ্বার (vocal folds), স্বররন্ধ্র (glottis), বায়ুনালি (bronchus), শ্বাসনালি (trachea) ও গলবিলের (pharynx) ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বলা যেতে পারে ধ্বনির উচ্চারণ একটি শারীরবিজ্ঞানগত বিষয়।

উচ্চারণকেন্দ্র, point of articulation

বাগ্‌যন্ত্রের নানান অংশ। এক-একটি অংশ বা একাধিক অংশ ধ্বনির উচ্চারণে সাহায্য করে। সেই অংশ বা অংশগুলিই এক-একটি উচ্চারণকেন্দ্র। সেই হিসাবে উচ্চারণকেন্দ্র ও উচ্চারণস্থান সমার্থক।

উচ্চারণদ্রুতি, tempo

দ্র **উচ্চারণহার।**

উচ্চারণ-ধ্বনিবিজ্ঞান, articulatory phonetics

ধ্বনি উচ্চারণের রীতি-প্রকৃতিকেই উচ্চারণ-ধ্বনিবিজ্ঞান বলে। বাগ্‌ধ্বনি কীভাবে উচ্চারিত হয় তাই-ই উচ্চারণ-ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়। একে ধ্বনি-উচ্চারণ তত্ত্বও বলা যায়।

উচ্চারণনির্দেশক চিহ্ন, diacritical marks

কোনো অক্ষর বা বর্ণের উচ্চারণ নির্দেশ করার জন্য সেই অক্ষর বা বর্ণের মাথায় বা নীচে যে চিহ্ন যোগ করা হয় তাকেই উচ্চারণনির্দেশক চিহ্ন বলা হয়। স্প্যানিশ ভাষায় n-এর মাথায় তিলদে চিহ্ন (~) দিয়ে বোঝানো হয় যে তার উচ্চারণ নি (ñ)। জার্মান ভাষায় umlaut

বোঝাতে u-এর মাথায় দুটি বিন্দু দেওয়া হয়— ü। সংস্কৃত শব্দ যখন রোমান হরফে লেখা হয় তখন বিশেষ কতকগুলি diacritic চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ণ = ṇ, শ = s', ষ = ṣ, আ = ā ইত্যাদি। এগুলিই উচ্চারণনির্দেশক চিহ্ন।

উচ্চারণ প্রক্রিয়া, manner of articulation

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের প্রক্রিয়া ভিন্ন। স্বরধ্বনি উচ্চারণের নানা ধরন আছে, স্বরধ্বনির উচ্চারণ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ১. ঠোঁটের আকৃতি। ঠোঁট কতটা বন্ধ বা উন্মুক্ত তার উপর স্বরধ্বনির চরিত্র নির্ভর করে। সেই হিসাবে স্বরধ্বনি হতে পারে বিবৃত (open), অর্ধ-বিবৃত (half open), সংবৃত (close) এবং অর্ধ-সংবৃত (half-close)। (২) জিভের অগ্রপশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি তিনরকম হয়—সম্মুখ (front), কেন্দ্রীয় বা মধ্য (central) এবং পশ্চাৎ (back)। ৩. জিভের উচ্চতা বা ওঠানামার উপরও স্বরধ্বনির উচ্চারণ নির্ভর করে। সেই হিসাবে স্বরধ্বনি উচ্চ (high), উচ্চমধ্য (high-mid), নিম্ন (low), নিম্নমধ্য (low-mid)।

একইভাবে উচ্চারণ প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি হতে পারে (১) সঘোষ ও অঘোষ (voiced, unvoiced), ২. স্পৃষ্ট (plosives, stop), ৩. নাসিক্য ও মৌখিক (nasal, oral), ৪. ঘৃষ্ট (affricate), ৫. উষ্ম (fricative), ৬. রণিত বা কম্পিত (trill), ৭. তাড়িত (flap), ৮. পার্শ্বিক (lateral), ৯. শ্রুতিব্যঞ্জন (glides)।

উচ্চারণ স্থান place of articulation

মুখ ও মুখগহ্বরের যেসব স্থান থেকে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত বা উৎপন্ন হয় সেগুলিকেই **উচ্চারণস্থান** বলে। অন্যভাবে বলা যায়, ফুসফুস থেকে আগত বায়ু বাক্‌প্রত্যঙ্গের যেখানে যেখানে বাধা পায় এবং সেই বাধার ফলে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তা-ই উচ্চারণস্থান। এদিক থেকে বাক্‌প্রত্যঙ্গ বা উচ্চারণস্থানগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়—ওষ্ঠ, দন্ত, দন্তমূল, মূর্ধা, তালু, কণ্ঠ ও কণ্ঠনালি। এবং সেই অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, দন্তমূলীয়, মূর্ধন্য, তালব্য, কণ্ঠ্য ও কণ্ঠমূলীয়।

উচ্চারণহার, tempo, rate of speech

উচ্চারণহার বা উচ্চারণদ্রুতি বলতে বোঝায় কোনো শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করতে যে-সময় লাগে তার হিসাব। এ বিষয়ে ধ্বনিতত্ত্বে দুটি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়—articulation rate বা উচ্চারণহার এবং speaking rate বা কথনহার। উচ্চারণহার বা articulation rate বলতে বোঝায় একটি বাক্য উচ্চারণের স্থিতিকালের সময়ের হিসাব এবং সেই হিসাব থেকে যতি বা pause-এর সময় বাদ যাবে। অন্য দিকে speaking rate বা কথনহার বলতে বোঝায় কথনক্রিয়ায় মোট যে সময় লাগে, অর্থাৎ pause বা যতিকেও মোট কথনক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ধরে হিসাব করতে হবে। এই হিসাবে উচ্চারণহার হতে পারে তিনরকম—মন্থর (slow), মধ্যগতি (medium) এবং দ্রুত (fast)।

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে প্রধানত সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল ১. ওষ্ঠ্য (labial), ২. দন্ত্য (dental), ৩. দন্তমূলীয় (alveolar), ৪. মূর্ধন্য (retroflex/cerebral), ৫. তালব্য (palatal), ৬. কণ্ঠ্য (velar), ৭. কণ্ঠনালীয় (glottal)।

১. দুটি ঠোঁট পরস্পর বন্ধ করে ভিতরের শ্বাসবায়ুকে অবরুদ্ধ ক'রে পরে ঠোঁটদুটি মুক্ত ক'রে যে-ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকেই **ওষ্ঠ্য ধ্বনি** বলে। বাংলায় প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ এই পাঁচটি এবং ইংরেজিতে /p/, /b/, /m/ এই তিনটি ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। ২. জিহ্বার ডগা উপরপাটির দাঁতের পিছনে ঠেকিয়ে উচ্চারিত ধ্বনি হল **দন্ত্য ব্যঞ্জন**। বাংলায় ত্ থ্ দ্ ধ্ এই চারটিই প্রকৃত দন্ত্য ব্যঞ্জন। ৩. জিহ্বার ডগা উপরপাটির দাঁতের পিছনে মূলদেশে ঠেকিয়ে উচ্চারিত ধ্বনির নাম **দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন**। বাংলায় স্ এবং ইংরেজিতে /s/, /t/, /θ/ অর্থাৎ thunder-এর th, এবং /ð/ অর্থাৎ they-র th দন্তমূলীয় বা alveolar ধ্বনি। ৪. জিহ্বার অগ্রভাগ (tip) কিছুটা প্রতিবর্তিত হয়ে বা উলটে একটু পিছন দিকে ঘুরে গিয়ে তালুর উপরদিক (roof of the palate) স্পর্শ করলে উৎপন্ন হয় মূর্ধন্য ধ্বনি। (৫) জিহ্বার প্রসারিত সম্মুখ ভাগকে কঠিন তালুতে অর্থাৎ অগ্রতালুতে স্পর্শ করিয়ে যেসব ধ্বনি উৎপন্ন হয় সেগুলি তালব্য ধ্বনি। বাংলায় চ্ ছ্ জ্ ঝ্ শ্ এই পাঁচটি এবং ইংরেজিতে ইয় বা /j/ একটি তালব্য ধ্বনি বা palatal sound. ইংরেজি yes শব্দে এই ধ্বনি পাওয়া যায়—/jes/। ৬. ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ এই পাঁচটি বাংলার কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন। Velum বা soft palate অর্থাৎ কোমল তালু থেকে উৎপন্ন হয় এই ধ্বনি। (৭) জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ কণ্ঠনালিতে বায়ুনির্গমনে বাধা সৃষ্টি করলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তারই নাম কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন (glottal consonant)। বাংলায় প্রকৃত কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন একটিই—হ্ /h/। ইংরেজিতে /k/ একটি glottal ধ্বনি, কেননা cat শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ 'ক্যাট্' নয় 'খ্যাট্' /Kʰæt/।

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির সূক্ষ্মতর শ্রেণিবিভাগে আরও কয়েকটি শ্রেণির কথা বলা যায়। ১. দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (denti-labials)। মান্য বাংলায় এই ধ্বনি নেই, আছে উপভাষায়। ফুল-কে ফুল্ উচ্চারণ করলে এই ধ্বনি পাওয়া যায়। ইংরেজিতে /f/ ও /v/ দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। ২. তালুদন্তমূলীয় ব্যঞ্জন (palato-alveolars), ইংরেজিতে যার দৃষ্টান্ত শ্ /ʃ/ ও জ় /z/। ৩. পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় (post-adveolars) ধ্বনি উৎপন্ন হয় তালু ও দন্তমূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ইংরেজি ভাষায় drive-এর /r/ এবং try-এর /r/ পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন।

উচ্ছ্বাস বাক্য

সরল বাক্যের একটি ভঙ্গিগত শ্রেণি। যে বাক্যে আবেগ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় তাকেই বলা হয় উচ্ছ্বাস বাক্য (exclamatory sentence)। উচ্ছ্বাস বাক্যের মধ্যে বিস্ময়, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতিও প্রকাশিত হয়। এবং সচরাচর বিস্ময়চিহ্নও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সে কী! তুমি এখনও যাওনি!

হায় রে! কী দুর্ভোগ!

ওইটুকু ছেলের এত সাহস!

উপরের এই বাক্যগুলিতে বিস্ময়, কষ্ট, অবিশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। কখনো কখনো এই ধরনের বাক্যে একটা প্রশ্নের সুর থাকে যার নঞর্থক উত্তরও নিহিত থাকে বাক্যটির মধ্যেই, যেমন—

ওকে তুমি ভদ্রলোক বলবে!

উৎপাদনী ব্যাকরণ, generative grammar

দ্র **সঞ্জননী-সংবর্তনী ব্যাকরণ**

উত্তম পুরুষ, আমি-পক্ষ, first person

সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণে 'পুরুষ' প্রত্যয়টি ক্রিয়ার আশ্রয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ক্রিয়ার বক্তা, বক্তার উদ্দিষ্ট সামনে বা দূরে অবস্থিত ব্যক্তি বোঝাতে তিনটি **পুরুষ** হতে পারে—উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ। বক্তা স্বয়ং হল উত্তম পুরুষ অর্থাৎ ইংরেজিতে যা first person. মান্য চলিত বাংলায় *আমি* ও *আমরা* কেবল এই দুটি সর্বনামই উত্তম পুরুষে পাওয়া যায়। উপভাষায় ও কাব্যে এ-ছাড়াও *মুই, মোরা* পাওয়া যায়। উত্তম পুরুষের কয়েকটি রূপভেদও (বিভক্ত্যন্ত রূপ) আছে—*আমাকে, আমার, আমায়; আমাদেরকে, আমাদের*। সম্প্রতি ভাষাবিদ পবিত্র সরকার এই মত প্রকাশ করেছেন যে 'পুরুষ' পরিভাষাটি অস্পষ্ট ও লিঙ্গগন্ধী, তার পরিবর্তে 'পক্ষ' পরিভাষাটির প্রস্তাব করা হয়েছে। (এ বিষয়ে দ্র *পক্ষ* ও *পুরুষ*)।

উত্তরপদ

সমাসবদ্ধ শব্দকে ব্যাকরণে **সমস্তপদ** বলা হয়। সেই সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদের শেষ পদটিকেই **উত্তরপদ** বলা হয়। মুখচন্দ্র, পদচ্যুত, উপকূল প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দে যথাক্রমে চন্দ্র, চ্যুত ও কূল এই তিনটি হল *উত্তরপদ*। [দ্র **পূর্বপদ**]

উত্তর-ব্লুমফিল্ডীয়, post-Bloomfieldians

উত্তর-ব্লুমফিল্ডীয় বলতে ১৯৪০-৫০ এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানীকে বোঝায়, যাঁদের অন্যতম ছিলেন জেলিগ হ্যারিস, চার্লস হকেট, জি এল ট্রেগার প্রভৃতি। এঁরা ব্লুমফিল্ডের তত্ত্বকে প্রসারিত করেন। ভাষায় অর্থের চেয়ে গঠনকে (structure) তাঁরা বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁদের মতে ভাষিক উপাদানের (linguistic unit) বণ্টন বা অবস্থানের (distribution) আলোচনা হওয়া উচিত অর্থ-নিরপেক্ষভাবে। ১৯৫০-এর দশকে চমস্কি এঁদের দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত হলেও পরে তিনি এই সংগঠনপন্থীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

উত্তর-সংগঠনবাদ, post-structuralism

সংগঠনবাদকে অস্বীকার করেই উত্তর-সংগঠনবাদের উদ্ভব ও বিকাশ। উত্তর-সংগঠনবাদ মনে করে না যে, ভাষা সাহিত্য বা সমাজব্যবস্থার মধ্যে অচল, স্থির ও অন্তর্নিহিত গঠনগত উপাদান আছে। বরং এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, ভাষায়, সাহিত্যে, সমাজের অবতলে আছে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী স্ববিরোধী উপাদান। সেদিক থেকে দেরিদা-কথিত অবিনির্মাণ উত্তর-সংগঠনবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ভাষার ক্ষেত্রে উত্তর-সংগঠনবাদ মনে করে যে, ভাষিক উপাদানসমূহ স্ববিরোধে পূর্ণ এবং তাকে বুঝতে হলে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে তাকে দেখতে হয়। দেরিদা ছাড়াও রলাঁ বার্ত্, জ়াক লাকাঁ, মিশেল ফুকো প্রভৃতি উত্তর-সংগঠনবাদের প্রবক্তা।

উৎস ভাষা, source language

এক ভাষা থেকে অন্য এক ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে 'উৎস ভাষা' কথাটি ব্যবহৃত হয়। যে-ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় তাকেই বলা হয় উৎস ভাষা। সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হলে সংস্কৃতকে বলা হবে উৎস ভাষা। এবং যে-ভাষায় অনুবাদ করা হবে তাকে বলা হবে উদ্দিষ্ট ভাষা (target language)।

উদাত্ত স্বর, high pitch

ধ্বনিদ্বারের (vocal folds) অনুরণনমাত্রার উপর স্বরগ্রামের (pitch) উচ্চতা বা নিম্নতা নির্ভর করে। স্বরগ্রামের তিনটি স্তর ধ্বনিবিজ্ঞানে পাওয়া যায়—উদাত্ত স্বর (high pitch), স্বরিত (high-low) এবং অনুদাত্ত (low pitch)। ধ্বনিদ্বারের দ্রুততর কম্পন উদাত্ত স্বর সৃষ্টি করে। স্বরগ্রামের ওঠানামায় অনেকসময় শব্দ বা বাক্যের অর্থ বদলে যায় বা আবেগমাত্রা বেড়েকমে যায়। বাংলায় যদি বলা হয়—তৈরি? এবং এর দ্বিতীয় ধ্বনিদলে (syllable) জোর দিলে অর্থ দাঁড়াবে—তুমি কি তৈরি?

উদ্দিষ্ট ভাষা, target language

দ্র **উৎস ভাষা**

উদ্দেশ্য, subject

প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যকে যে দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা হত বা হয়, তার একটি উদ্দেশ্য, অন্যটি বিধেয় (predicate)। বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তা-ই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য এক বা একাধিক পদ নিয়ে গঠিত হতে পারে।

ক. *ছেলেরা মাঠে খেলছে।*

খ. *ওই দৃশ্য দেখে তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।*

ছেলেরা প্রথম বাক্যের এবং *ওই দৃশ্য দেখে তারা একসঙ্গে* দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য।

একসময় 'উদ্দেশ্য' আর 'কর্তা-র মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা হত না। কিন্তু সাম্প্রতিক

ব্যাকরণতত্ত্বে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বলা যেতে পারে কর্তা সক্রিয়ভাবে কিছু করে। সচরাচর মানুষ বা অন্য প্রাণীই কর্তা হতে পারে। অন্য দিকে উদ্দেশ্য হতে পারে মানুষ, অন্য প্রাণী, অজীব বস্তু, প্রাকৃতিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা, ভাবনাচিন্তা ইত্যাদি। সেখানে সক্রিয়কর্ম নাও থাকতে পারে।

গ. *ট্রেনটা হঠাৎ শব্দ করে থেমে গেল*।

ঘ. *বৃষ্টি এতক্ষণে থামল*

এসব বাক্যে উদ্দেশ্য অংশ কর্তা নয়। অথচ ক ও খ বাক্যে উদ্দেশ্য ও কর্তা অভিন্ন।

উদ্দেশ্যস্থানীয় বিশেষণ, attributive adjective

যে বিশেষণ বাক্যের উদ্দেশ্যস্থানীয় বিশেষ্যকে বিশেষিত করে, তা-ই উদ্দেশ্যস্থানীয় বিশেষণ। *বড়ো দোকানটি আজ বন্ধ*—এই বাক্যের *বড়ো* উদ্দেশ্যস্থানীয় বিশেষণ। বিধেয় অংশের বিশেষণকে *বিধেয়* বিশেষণ (predicative adjective) বলে।

উদ্ধৃতি চিহ্ন, quotation marks

কোনো বক্তব্য বা উক্তি সরাসরি উল্লেখ করার জন্য উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। উদ্ধৃতি চিহ্ন বলতে বোঝায় উদ্ধৃত অংশের আগে একটি বা দুটি প্রারম্ভিক ঊর্ধ্বকমা (‘ বা “) এবং উদ্ধৃত অংশের শেষে একটি বা দুটি সমাপ্তিসূচক ঊর্ধ্বকমা (’ বা ”)। ইংরেজিতে এদের যথাক্রমে single quotes ও double quotes বলা হয়। উদ্ধৃতি চিহ্নের প্রয়োগ সম্পর্কে অবহেলা ও অযত্ন এতই বেশি যে কোনো-কোনো বিশেষজ্ঞ উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহারেরই বিরোধী। ভ্যালিন্স (G.H. Vallins) এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, One of the simplest and most beneficial reforms in English usage would be their total abolition. তবে এতটা চরমপন্থী অন্যেরা নন।

উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয় প্রত্যক্ষ উক্তিতে, সাহিত্যকর্ম ইত্যাদির নামের উল্লেখে (‘পথের দাবী’), কোনো শব্দের উপর বিশেষ জোর দিতে, কোনো রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে। কখন একটি উদ্ধৃতি চিহ্ন, আর কখন দুটি? এর উত্তরে বলা যায়, একটি উদ্ধৃতির মধ্যে আর একটি উদ্ধৃতি থাকলে দুটি রীতির যে-কোনোটি অনুসরণ করা চলে। ১. সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি একটি প্রারম্ভিক ও একটি সমাপ্তিসূচক উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখে, ভিতরের উদ্ধৃতিটি দুটি প্রারম্ভিক ও দুটি সমাপ্তিসূচক উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা। ২. ঠিক তার বিপরীত রীতি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি দুটি প্রারম্ভিক ও দুটি সমাপ্তিসূচক উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখে ভিতরেরটি একটি প্রারম্ভিক ও একটি সমাপ্তিসূচক উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা। উল্লেখ্য, প্রথম রীতিটি ইংল্যান্ডে জনপ্রিয়, দ্বিতীয়টি মার্কিন রীতি, আমেরিকানদের লেখায় বেশি ব্যবহৃত।

উপবাক্য, clause

দ্র **খণ্ডবাক্য**

উপভাষা, dialect

ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতাই উপভাষা। একটি দেশে একটি ভাষার যেসব বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ পাওয়া যায়, সেগুলিই মূল ভাষার উপভাষা। একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে পার্থক্য প্রধানত উচ্চারণে এবং অংশত শব্দভাণ্ডারে এবং ব্যাকরণে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলার ভাষায় বিভিন্নতা আছে বলেই সেগুলিকে উপভাষা বলা হয়। ভাষা-অঞ্চল যত বড়ো হবে, উপভাষার সংখ্যাও ততই বেশি হবার কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, উপভাষাগুলির মধ্যে একটি প্রাধান্য অর্জন করে এবং ক্রমে তা মান্য ভাষার মর্যাদা পায়। তবে সাধারণত একটি উপভাষা যে মান্যভাষা হয়ে ওঠে, তা কোনো ভাষিক কারণে নয়, কখনো ভৌগোলিক সুবিধার জন্য, কখনো রাজনৈতিক কারণে, কখনো ঐতিহ্যগত কারণে। তবে মান্য ভাষাকেও ভাষাবিজ্ঞানে একটি উপভাষা বলে মনে করা হয় এবং উপভাষার চেয়ে মান্য ভাষা উন্নততর বা উৎকৃষ্টতর এমন বিবেচনা অসংগত। 'উপভাষা' বলতে কেবল ভাষার আঞ্চলিক (regional) রূপকেই বোঝায় না। সমাজে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি-উপশ্রেণি আছে. সেই স্তর বা শ্রেণি-উপশ্রেণি অনুযায়ীও ভাষার বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এই বিভিন্নতা কখনো ঊর্ধ্বাধ শ্রেণির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, কখনো সমান্তরাল ভিন্নতা অনুযায়ী। উঁচু শ্রেণি, নীচু শ্রেণি, ধনী-দরিদ্র, এসব যেমন আছে, তেমনি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের বিশেষ ভাষাও আছে। এসব নিয়েই সামাজিক উপভাষা বা সমাজভাষা (sociolect)।

উপভাষাতত্ত্ব, dialectology

আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক উপভাষা সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞানসম্মত চর্চারই নাম 'উপভাষাতত্ত্ব'। উপভাষাতত্ত্বের প্রধান ভিত্তি হল উপভাষা-মানচিত্র (dialect atlas) যাতে সমধ্বনিরেখা বা ধ্বনিরেখাচিত্র (isophone), সমরূপরেখা (isomorph) এবং সমশব্দসীমা (isogloss) চিহ্নিত থাকে। উপভাষাতত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল উপভাষা-ভূগোল (dialect geography)। বিংশ শতকে ইংল্যান্ডেই প্রথম উপভাষাতত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে। এ বিষয়ে অন্যতম পথিকৃৎ হলেন ট্রাডগিল (P. Trudgill) এবং ট্রাস্ক (R.L. Trask)।

উপভাষা-ভূগোল, dialect geography

কোনো একটি উপভাষা-অঞ্চলের উচ্চারণভঙ্গি, ব্যবহৃত শব্দ ও তার বারংবারতা ইত্যাদির রূপরেখা তৈরি করাকেই উপভাষা-ভূগোল বলা হয়। এই ভূগোল উপভাষার গতিপথ ও প্রবণতা বুঝতে সাহায্য করে, সমস্ত পরিবর্তনকে চিহ্নিত ক'রে সেই উপভাষার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সহায়ক হয়।

উপভাষা-মানচিত্র, dialect atlas

কোনো একটি উপভাষা-অঞ্চলে উচ্চারণ, শব্দব্যবহার প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যকে এলাকার ভিত্তিতে চিহ্নিত ক'রে একটি মানচিত্র রচিত হলে তাকেই বলা হবে উপভাষা-মানচিত্র। উপভাষা-মানচিত্রে সমধ্বনিরেখা (isophone), সমরূপরেখা (isomorph), সমশব্দসীমা (isogloss) প্রভৃতি চিহ্নিত করতে হয়।

উপশব্দ

দ্র **অর্থান্তভুক্তি**

উপমান কর্মধারয়

যে কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয় এই দুইয়ের মধ্যে একটি সাধারণ (common) গুণ বা ধর্ম কল্পনা করে নিয়ে সেই সাধারণ গুণ বা ধর্মের সঙ্গে উপমানের সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় বলে। যথা তুষারশুভ্র, শশব্যস্ত, ইস্পাতকঠিন। এসব ক্ষেত্রে তুষার, শশ, ইস্পাত উপমান এবং শুভ্র, ব্যস্ত, কঠিন সাধারণ গুণ। লক্ষণীয় যে, উপমান কর্মধারয় সমাসে সাধারণ গুণটির উল্লেখ থাকে।

উপমিত কর্মধারয়

উপমিত কর্মধারয়ে দুটি বিশেষ্যের সমাস হয়, একটি উপমান, অন্যটি উপমেয়। উপমেয় পূর্বপদ হয়, এবং সাধারণ গুণ বা ধর্মের উল্লেখ থাকে না। উপমিত কর্মধারয়ে তুল্য, সদৃশ, মতো ইত্যাদি অর্থ বোঝায়। যথা মুখচন্দ্র, চরণপদ্ম, করকমল, করপল্লব ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে মুখ, চরণ, কর ইত্যাদি উপমান এবং চরণ, পদ্ম, কমল, পল্লব উপমেয়।

উপসর্গ, prefix

কিছু অব্যয়জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশ ধাতু বা শব্দমূলের আগে ব'সে ধাতু বা শব্দের অর্থকে বদলে দেয়। এগুলিকেই উপসর্গ বলে। উপসর্গ একদলীয় বা বহুদলীয় হতে পারে। সংস্কৃতের কুড়িটি উপসর্গ যথা প্র, পরা, অপ, সম্, নি, দুর্, অধি, প্রতি ইত্যাদি বাংলায়ও ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বাংলা ভাষার নিজস্ব উপসর্গও আছে, যথা অনা—(অনামুখো)। বিদেশি উপসর্গও বাংলায় ব্যবহৃত হয়, যথা বে (বেআদপ, বেটাইম, বেবন্দোবস্ত), আম (আমজনতা), বর (বরখাস্ত)।

প্র, সম্, নি, বে একদলীয় (monosyllabic) উপসর্গ। আবার পরা, অপ, অধি, প্রতি দ্বিদলীয় উপসর্গ। উপসর্গকে আদ্যপ্রত্যয়ও বলা হয়।

উপাদান, constituent, component

ভাষাবিজ্ঞানে 'উপাদান' হল সেইসব শব্দ ও রূপমূল যা কোনো বৃহত্তর গঠন (construction) বা বিন্যাসের (arrangement) অংশ। The small boy who came here yesterday is my brother—এই বাক্যের The small boy, the small boy who came here এগুলি উপাদান, আবার The, small, boy এর প্রত্যেকটিই উপাদান। প্রথাগত ব্যাকরণের বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া-বিশেষণ যেমন উপাদান-পদবাচ্য তেমনি আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গও উপাদান হতে পারে। সঞ্জননী ব্যাকরণে (generative grammar) component কথাটিকে একটু অন্যভাবে দেখা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সঞ্জননী ব্যাকরণে চারটি component বা উপাদান থাকবেই। প্রথমটি এক সেট শব্দ (lexicon), দ্বিতীয়টি সেই শব্দসমূহকে বাক্যে ব্যবহারের নিয়ম বা সূত্র (syntax), তৃতীয়টি তাদের ধ্বনিচরিত্র (phonology) এবং চতুর্থটি তাদের অর্থব্যাখ্যা (semantics)।

উপাদান-বদল পরীক্ষণ, substitution test

ভাষা শিক্ষায় উপাদান-বদল পরীক্ষণ একটি নিয়ত-ব্যবহৃত প্রকৌশল। একটি বাক্যকে তিন চারটি খোপে অর্থাৎ কর্তৃপদ, প্রসারক, ক্রিয়াপদ, মুখ্য ও গৌণ কর্ম ইত্যাদি ভাগে রাখা হয়। শিক্ষার্থীকে এক-একটি উপাদান বদলে সেই খোপে অন্য শব্দ-উপাদান বসাতে বলা হয়। এইভাবে শব্দ-উপাদান বদলে বদলে নতুন নতুন বাক্য তৈরি করতে শেখে শিক্ষার্থী। এই পরীক্ষণেরই ভিন্নতর জটিলতর রূপ চমস্কির পুনর্লিখন সূত্র।

the boy	is	standing	near	the door
the office	”	situated	”	the tower
my brother	”	sitting	”	the field

এই পাঁচটি খোপের উপাদানগুলির বদল ঘটিয়ে অসংখ্য বাক্য তৈরি করা যায়। একেই বলে উপাদান-বদল পরীক্ষণ।

উভলিঙ্গ, common gender

যে শব্দে পুরুষ বা স্ত্রী যেকোনো লিঙ্গই বোঝায়, তার লিঙ্গই উভলিঙ্গ। শিশু, কবি, বন্ধু, সন্তান প্রভৃতি উভলিঙ্গের দৃষ্টান্ত। ইংরেজিতে teacher, student, child প্রভৃতি common-gender-এর দৃষ্টান্ত।

উর্দু ভাষা

উর্দু একটি ভারতীয়-আর্য ভাষা। উর্দুর উদ্ভব উত্তর ভারতে এবং বর্তমানে এটি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসাবেও স্বীকৃত উর্দু। এটি একটি মিশ্র ভাষা। এর লিপি ও বর্ণমালাকে বলা হয় Perso-Arabic. মূলত আরবি ও ফারসির বর্ণমালাই উর্দুতে গৃহীত, কেবল তিন-চারটি বর্ণ উর্দু গ্রহণ করেনি। উর্দুর

শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ প্রায় সম্পূর্ণতই হিন্দি থেকে নেওয়া। তাই একে 'হিন্দুস্তানি' বা 'হিন্দি-উর্দু'ও বলা হয়। এই ভাষার মূল কাঠামো হিন্দির 'খড়িবোলি' উপভাষা-আশ্রিত।

উলটো কমা, inverted commas

দ্র **উর্ধ্ব কমা**

উল্লেখ রূপ, citation form

Citation কথাটির নানান অর্থ। তবে ভাষাতত্ত্বে ও ব্যাকরণে এর একটা বিশেষ অর্থ আছে। কোনো একটি শব্দের মূল রূপই citation form বা উল্লেখ রূপ। বাংলায় ক্রিয়ারূপ দেখাতে ক্রিয়াটির সঙ্গে হওয়া বা করা ইত্যাদির উল্লেখ থাকে—অবহেলা (করা), অবজ্ঞা (করা), অমনোযোগী (হওয়া)। ইংরেজিতে verb-এর citation form দেখাতে অনেক সময় তার আগে infinitive যোগ করা হয়—(to) go, (to) sit, (to) eat, (to) munch ইত্যাদি। ফরাসিতে মূল ক্রিয়াটির শেষে -er যোগ হয়—manger (মাঁজে) অর্থাৎ to eat, dévoiler (দেভোয়ালে) অর্থাৎ to unveil. ফরাসিতে শব্দশেষের -er বস্তুতপক্ষে infinitive-ই। আবার লাতিনে ক্রিয়াটির citation form দেখাতে তার 1st person singular (উত্তমপুরুষের একবচন) রূপটি দেওয়া হয়—amo (আমো) অর্থাৎ, I love, edo (এদো) অর্থাৎ I eat কাজে-কাজেই উল্লেখ রূপ কীভাবে দেখানো হবে সে বিষয়ে ভাষায় ভাষায় বিস্তর পার্থক্য। বিষয়টা অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মবদ্ধ নয়।

উষ্ম ধ্বনি, উষ্ম ব্যঞ্জন, fricatives, spirants

ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু গলনালি থেকে ঠোঁট পর্যন্ত আসে। কোনো-কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় সেই পথ সংকীর্ণ হয়ে গেলে একরকম শিস্‌জাতীয় ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এইরকম ধ্বনিই উষ্ম ব্যঞ্জন (fricatives)। শিষ্ট কথ্য বাংলায় শ্ স্ হ্ এই তিনটি উষ্ম ধ্বনি। এক সময় উষ্মব্যঞ্জনকে sibilant বা spirant বলা হত। এখন সাধারণভাবে fricatives-ই বলা হয় এবং তা-ই সংগত, কেননা সংকীর্ণ বায়ুপথের জন্য যে-ঘর্ষণ হয় তারই ফলে এই ধ্বনির সৃষ্টি। শ্ ও স্ নিশ্চয় sibilant বা spirant অর্থাৎ শিস্‌ধ্বনি। কিন্তু হ্ শিস্‌ধ্বনি নয়। তাই উষ্ম ধ্বনিকে শিস্‌ধ্বনি না-বলাই সংগত।

উষ্মীভবন, spirantization

স্পৃষ্টধ্বনি যদি উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় তবে তাকেই বলা হয় উষ্মীভবন। স্পৃষ্ট ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর অবরোধ যদি আংশিক হয় তবেই উষ্মীভবন ঘটে। উষ্মীভবনের ফলে সৃষ্ট হয় /z/ বা জ়্, /ʒ/ বা জ়্, /f/ ফ্, /v/ বা ভ় ইত্যাদি।

উ

উনভাষা, প্রায়ভাষা, paralanguage

ইংরেজিতে যা paralanguage, বাংলায় তাকে উনভাষা বা প্রায়ভাষা বলা যায়। কথা বলার সময় আমরা শুধু ভাষিক শব্দই যে ব্যবহার করি তা নয়, মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো সুর চড়ে যায়, চোখ বড়ো হয় বা কুঁচকে যায়, হাত ও মাথা নেড়ে বক্তব্য ভালো করে বোঝাতে চেষ্টা করি। এইরকম নানান অভিব্যক্তি বা ভঙ্গিই paralanguage বা উনভাষা বা প্রায়ভাষা। কোনো-কোনো ভাষাবিজ্ঞানী একে paralinguistic features বলেছেন।

উর্ধ্বকমা, apostrophe

ইংরেজিতে যা apostrophe, বাংলায় তারই নাম উর্ধ্বকমা। ইংরেজিতে possessive case-এ apostrophe-র ব্যাপক প্রয়োগ হয়। বাংলায় সে-প্রশ্ন ওঠে না। বাংলায় শব্দের অন্তর্গত কোনো ধ্বনি বা বর্ণ লুপ্ত হলে বা উহ্য থাকলে উর্ধ্বকমা ব্যবহার করে সেই উহ্য বা লুপ্ত ধ্বনি বা বর্ণের আভাস দেবার রীতি ছিল, কিছুটা আজও আছে। ক'রে, ব'লে এসব শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে কোরে ও বোলে তা বোঝা যায় উর্ধ্বকমার জন্য।

উর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি, highmid vowel

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নীচে নামে তার উপর ভিত্তি করে স্বরধ্বনিগুলিকে উর্ধ্ব, মধ্য ও নিম্ন বলা হয়। এছাড়াও আছে উর্ধ্বমধ্য ও নিম্নমধ্য। বাংলায় 'এ' /e/ এবং 'ও' /o/ এই দুটি উর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি কেননা এদের উচ্চারণে জিভ উপরে উঠে যায় বটে, তবে একেবারে উপরে নয়। জিভের অবস্থান উঁচু ও নীচুর মাঝামাঝি। তাই ওগুলি উর্ধ্বমধ্য বা উচ্চমধ্য। আবার 'এ' স্বরধ্বনিটি সম্মুখও বটে। 'ও' স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ মাঝামাঝি অবস্থানে আসে এবং পিছিয়ে যায়। তাই 'এ' উর্ধ্বমধ্য সম্মুখ এবং 'ও' উর্ধ্বমধ্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

উর্ধ্ব-পশ্চাৎ স্বরধ্বনি

দ্র **উর্ধ্ব-সম্মুখ, উর্ধ্ব-পশ্চাৎ**

উর্ধ্ব-সম্মুখ, উর্ধ্ব-পশ্চাৎ high front, high back

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ উপরে উঠে যায় এবং সামনে এগিয়ে আসে তা-ই উর্ধ্ব-সম্মুখ স্বরধ্বনি, যেমন বাংলার 'ই' /i/। আবার যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ উপরে ওঠে এবং পিছিয়ে যায়, তা-ই উর্ধ্ব-পশ্চাৎ স্বরধ্বনি, যেমন 'উ' /u/।

ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি high vowel

মুখবিবরে জিহ্বার উচ্চতার দিক থেকে স্বরধ্বনিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—উচ্চ বা ঊর্ধ্ব, মধ্য ও নিম্ন। যে স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় জিহ্বা সর্বাধিক উচ্চতায় থাকে তাকেই ঊর্ধ্ব বা উচ্চ স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় 'ই' এবং 'উ' এই দুটি ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি। অনুরূপভাবে, ইংরেজিতে /i/ ও /i:/ এই দুটি এবং /u/ ও /u:/ এই দুটি high vowel বা ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি।

ঋ

ঋণ, ভাষাঋণ, loan, borrowing

কোনো ভাষায় অন্য ভাষা থেকে গৃহীত শব্দকে ঋণশব্দ বলা হয়। ভাষামাত্রেই ঋণগ্রহণ করে। এই ঋণ নানা রকমের হতে পারে। কখনো কখনো অন্য ভাষার শব্দ হুবহু নেওয়া হয়, যেমন বাংলার ক্ষেত্রে পেনসিল, স্ট্রিট, ম্যানেজার, অ্যাসিড, অ্যাটর্নি, বল, ফ্যাশন ইত্যাদি। কখনো-বা মূলের উচ্চারণকে ঈষৎ বদলে নিয়ে গ্রহণ করা হয়, যেমন পুলিশ, ইঞ্জিন, নম্বর, প্যাকেট, হ্যান্ডেল, লাগেজ ইত্যাদি। আবার মূলের সঙ্গে প্রচুর তফাত ঘটে যাওয়া ঋণশব্দও আছে, যেমন ইস্কি, বেঞ্চি, প্লাস (pliers), ডাক্তার, জাঁদরেল (< general) ইত্যাদি।

আরও একরকম ঋণ হল অনুবাদ ঋণ। অন্য ভাষার শব্দকে গ্রহীতা-ভাষার রীতি অনুসারে অনুবাদও করে নেওয়া হয় অনেক সময়। এইভাবেই বাংলায় এসেছে সুবর্ণসুযোগ, উড়ালপুল, কালোবাজার, ঝরনা কলম, কাগুজে বাঘ, যানজট (traffic jam) ইত্যাদি।

এ, ঐ

এককালীন ভাষাবিজ্ঞান

দ্র কালানুক্রমিক/বিবর্তনমূলক ভাষাবিজ্ঞান

একদলীয়, একাক্ষর, monosyllabic

একটি শব্দ যেমন একাধিক সিলেবল বা ধ্বনিদল বা অক্ষর নিয়ে গঠিত হতে পারে, তেমনি একটিমাত্র ধ্বনিদল নিয়েও শব্দ গঠিত হতে পারে। মা, দে, নে, খা, শো (শুয়ে পড়্) এই শব্দগুলি একদলীয় বা একাক্ষর। আবার যাও, খাও, নাও, দই এসব শব্দও একদলীয়। জাও্, খাও্, নাও্, দোই্, এই শব্দগুলির শেষে অর্ধস্বর আছে বটে, তবে অর্ধস্বর পৃথক সিলেবল গঠন করে না। কাজেই যা এবং যাও দুই-ই একদলীয় শব্দের দৃষ্টান্ত।

একবচন, singular number

ব্যক্তি বা বস্তু ইত্যাদির সংখ্যাবোধক ব্যাকরণ-প্রকরণই বচন। যে শব্দে বা বাক্যস্থিত যে পদে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু ইত্যাদির একটিকে বোঝায় তা-ই একবচন। একবচন বোঝাতে বাংলায় শব্দের শেষে প্রায়ই -টি বা -টা, -খানি বা -খানা যুক্ত হয়—বইটি, ছেলেটা, বইখানা। আবার শব্দের আগে একটি বা একটা, একখানি বা একখানা ব্যবহার করা হয়। একবচনের বিভক্তিও আলাদা—মায়ের, মাকে, ছেলের, আমাকে।

এক শব্দের বাক্য, holophrase

কোনো একটি প্রশ্নের উত্তরে মাত্র একটি শব্দের ব্যবহার বাক্যের ভূমিকা পালন করতে পারে। 'তুমি কোথায় গিয়েছিলেন?' 'বাজারে'। কিন্তু আর এক ধরনের এক শব্দের বাক্য হতে পারে। তাকেই holophrase বলে। শিশুরা দশ থেকে আঠারো মাস বয়সের মধ্যে একটিমাত্র শব্দ ব্যবহার করে মনোভাব ব্যক্ত করে, তাকেই holophrase বলে—gone, more, hereইত্যাদি শব্দ তাদের ক্ষেত্রে বাক্যসম। বাংলায় শোনা যায়—খাইখাই (খিদে পেয়েছে), ওখানে(ওখানে যেতে চাই), ওপরে (ওপরে যাব) ইত্যাদি। ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয়, এইভাবেই শিশুর ব্যাকরণগত বিকাশ ঘটে। ক্রমশ দুই শব্দের বাক্যও সে ব্যবহার করতে শুরু করে।

একস্বরীভবন, monophthongization

ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে কখনো-কখনো বহুদলীয় শব্দ একদলীয় শব্দে পরিণত হয়। বাংলায় মধু একটি দ্বিদলীয় শব্দ—মো-ধু। কিন্তু সেটি যখন মৌ বা মউ হয়ে যায় তখন দুটি

ধ্বনিদল আর থাকে না, একটি ধ্বনিদলে পরিণত হয়ে যায়— ম্ + ও + উ্ = মোউ্। শেষেরটি অর্ধস্বর। কাজে কাজেই দল একটিই।

একো, উম্বের্তো, Umberto Eco (b. 1932)

বিখ্যাত ইতালীয় ঔপন্যাসিক, জন্ম ১৯৩২ সালে আলেস্সান্দ্রিয়া নগরে। পেশায় ইতালির বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের semiotics বা চিহ্নবিজ্ঞানের অধ্যাপক। বিংশ শতকের এক বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক তিনি। The Name of the Rose, Foucault's Pendulum, The Island of the Day Before প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। ঔপন্যাসিক হিসাবে বরণীয় বটে, তবে ভাষাবিজ্ঞান ও চিহ্নবিজ্ঞানের জগতেও একোর অসামান্য অবদান আছে। তাঁর The Open Work (1989) একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। যখন ১৯৭৪ সালে চিহ্নবিজ্ঞানের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন মিলান শহরে অনুষ্ঠিত হয়, তখন একো তার সেক্রেটারির দায়িত্ব লাভ করেন। সম্মেলনের কার্যবিবরণীর মুখবন্ধে (Preface to the Proceedings) A Semiotic Landscape নামে এক নিবন্ধে তিনি যা বলেন তাতে সারা বিশ্বে আলোড়ন ওঠে। তিনি রোমান ইয়াকপসনের তত্ত্বের উল্লেখ করে বলেন যে, দর্শনকে চিহ্নবিজ্ঞানের থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। এ বিষয়ে তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে আছে A Theory of Semiotics (1975), Semiotics and the Philosophy of Language (1984), Kant and the Platypus (2000) ইত্যাদি। চিহ্ন ও জ্ঞাপন-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে একো ইঙ্গিত, অর্থ প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। চার্লস পেয়ার্সের (Charles S Peirce)-তত্ত্বই যদিও তাঁর আলোচনার উৎস, তবে পরে ক্রমে ক্রমে টমাস সেবিয়ক (Thomas A. Sebeok), রলাঁ বার্ত্ (Roland Barthes) প্রভৃতির তত্ত্বে উজ্জীবিত হয়ে তিনি চিহ্ন, পরিকল্প বা paradigm, সংকেত বা code, বয়ান বা text প্রভৃতিকে তাঁর আলোচনার বৃত্তে নিয়ে এসেছেন। একোর আর একটি প্রধান কীর্তি হল ভাষাদর্শনের ইতিহাস (History of the Philosophy of Language) নিয়ে গবেষণা।

এত্রুস্কান, Etruscan

ইতালির এত্রুনিয়ার (আধুনিক তুস্কানি বা টাস্কানি) প্রাচীন ভাষা। এই ভাষার বর্ণমালাকে এত্রুস্কা বলা হয়, যাতে ছিল ছাব্বিশটি বর্ণ, লেখা হত ডান দিক থেকে বাঁদিকে। এত্রুস্কান বর্ণমালা এসেছে গ্রিক থেকে, আবার এত্রুস্কান থেকে এসেছে রোমান বর্ণমালা। এই ভাষার আজ আর অস্তিত্ব নেই। কেবল একটি-দুটি লাতিন বা রোমান স্থাননামে এর অবশেষ রয়েছে, যেমন 'রোমা' নামটিতে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে লাতিন ভাষাই এত্রুস্কানকে হটিয়ে দিয়েছে।

এনকুইস্ট, নিলস এরিক, Nils Eric Enkvist (1925-2009)

ফিনল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানী, জন্ম হেলসিঙ্কিতে। হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৬-৪৮ কালপর্বে ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর চর্চার বিষয় ছিল প্রধানত ভাষাবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞান।

এম্পসন, উইলিয়াম, William Empson (1906-84)

ইংরেজ সাহিত্যসমালোচক, ভাষাবিদ, কবি। পড়াশোনা উইনচেস্টার ও কেমব্রিজে। প্রথমে তাঁর বিষয় ছিল গণিত। পরে স্যার আইভর রিচার্ডস-এর তত্ত্বাবধানে ইংরেজি ভাষা অধ্যয়ন করেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে প্রকাশিত Seven Types of Ambiguity (1930) তাঁকে বিপুল খ্যাতি এনে দেয়। ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ এবং তার ত্রুটিবিচ্যুতি বিষয়ে তাঁর মতামত সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে Some Versions of Pastoral (1935), The Structure of Complex Words (1951) ইত্যাদি।

এসপেরান্তো, Esperanto

এসপেরান্তো একটি নির্মিত কৃত্রিম ভাষা যার জনক লুডভিক ল্যাজারাস জ়ামেনহফ (১৮৫৯-১৯১৭) নামে জনৈক পোলিশ চিকিৎসক। ১৮৮৭ সালে জ্যামেনহফ রুশ ভাষায় এসপেরান্তোর প্রথম খসড়া প্রকাশ করেন। তিনি এই ভাষার স্রষ্টা হিসাবে একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেন—'দক্তরো এসপেরান্তো' অর্থাৎ 'ডাক্তার আশাবাদী', তা থেকেই এই নতুন কৃত্রিম ভাষাটির নাম হয়ে যায় 'এসপেরান্তো'। ১৯০৫ সালে এসপেরান্তোকে নিয়ে আলোচনার জন্য ও তার প্রচারের জন্য একটি বিশ্ব কংগ্রেস আহূত হয়। ওই কংগ্রেসে প্রকাশিত হয় *Fundamento de Esperanto* যাতে এসপেরান্তোর শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ বিবৃত হয়। ১৯৬৬ সালে এসেপেরান্তোর স্বীকৃতির জন্য কয়েক লক্ষ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি দাবিপত্র রাষ্ট্রসংঘে পেশ করা হয়, যদিও তা গৃহীত হয়নি। বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দবিদ্যার নির্যাস নিয়ে তৈরি হয়েছিল এসপেরান্তো। কিন্তু অদ্যাবধি এসপেরান্তো বিশ্বভাষা হিসাবে গৃহীত হয়নি।

এস্কিমো ভাষা

এস্কিমো ভাষা প্রধানত এস্কিমোদের ভাষা। এই ভাষায় কথা বলে গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা, উত্তর মেরুপ্রদেশ, আইসল্যান্ড, পশ্চিম সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশের ও অঞ্চলের মানুষ। এস্কিমো-আলিউট ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই এস্কিমো ভাষা। এস্কালিউট, এস্কিমিশ এবং ইন্উইট উনাংগান নামেও পরিচিত এস্কিমো ভাষা।

এস্তোনীয় ভাষা, Estonian

ফিনো-উগ্রিক গোষ্ঠীর ভাষা, ব্যবহৃত হয় এস্তোনিয়ায়। এই ভাষায় কথা বলে দশ লক্ষাধিক মানুষ। এই ভাষার সঙ্গে ফিনিশ ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব

দ্র কালানুক্রমিক-বিবর্তনমূলক ভাষাবিজ্ঞান

ও, ঔ

ওয়েলশ, Welsh

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কেলতীয় গোষ্ঠীর ভাষা ওয়েলশ ভাষা। ওয়েলশ ভাষা কেবল ওয়েলসেই ব্যবহৃত হয়। এই ভাষায় কথা বলে দশ লক্ষাধিক মানুষ। ওয়েলশ-ভাষার অন্য নাম গুইনেড (Gwynedd)

ওয়েবস্টার, নোয়া, Noah Webster (1758-1843)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেটিকাটের অন্তর্গত হার্টফোর্ড শহরে জন্ম। ওয়েবস্টার পেশায় ছিলেন স্কুলশিক্ষক। একসময় আইনব্যাবসায়ও যোগ দিয়েছিলেন। কোনোটিতেই তেমন সাফল্য পাননি। ১৭৮৩-৫ সালে A Grammatical Institute of the English Language লিখে প্রথম কিছুটা পরিচিতি অর্জন করেন। পরে ১৭৮৮ সালে The American Spelling Book তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। তবে যার জন্য তাঁর জগৎজোড়া ও চিরস্থায়ী খ্যাতি সেটি হল ১৮২৮ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত An American Dictionary of the English Language. এই অভিধানে ৭০,০০০ মুখশব্দ (entry word) ছিল। পরে অবশ্য এই অভিধানটির রূপ ও স্বরূপ দুই-ই বদলে যায়। বর্তমানে এটি The Third New International Dictionary (Merriam) নামে পরিচিত।

ওষ্ঠ আকুঞ্চন, ওষ্ঠ বর্তুলন, lip-rounding

স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটের আকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিশেষত প্রসৃত বা প্রসারিত (spread) এবং আকুঞ্চিত বা বর্তুল (rounded) এই দু-রকম আকৃতি ধারণ করে ঠোঁট। বাংলায় উ, ও, অ এই তিনটি স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটদুটি গোল বা আকুঞ্চিত বা বর্তুল আকার ধারণ করে। এই পদ্ধতিকেই বলা হয় lip-rounding বা ওষ্ঠ-আকুঞ্চন। ইংরেজিতে দীর্ঘ উ বা /u:/ (school, spool) একটি rounded vowel. একই রকম lip-rounding বা ওষ্ঠ আকুঞ্চন হয় ফরাসি /y/ উচ্চারণে।

ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন, labials, bilabials

যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে অধর ও ওষ্ঠ অর্থাৎ দুটি ঠোঁটই প্রথমে রুদ্ধ হয়ে তারপর খুলে যায়, তা-ই ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। ধ্বনিতত্ত্বের ভাষায় রুদ্ধ ঠোঁট ধ্বনিবাহী বায়ুর পথও রুদ্ধ করে বলেই ব্যঞ্জনটির নাম ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। বাংলা ভাষায় প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ এই পাঁচটি ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। ইংরেজিতে b, m, p এই তিনটি labial consonant. Labial শব্দটি লাতিন লাবিয়া (labia) থেকে আগত, যার অর্থ lip বা ঠোঁট।

ওষ্ঠ্য শীৎকার

দ্র **শীৎকার**, click

ঔপভাষিক মানচিত্র

দ্র **উপভাষা মানচিত্র**

ঔষ্ঠ্যীভবন, labialization

অনেকসময় বিশেষত ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় lip-rounding বা ওষ্ঠ আকুঞ্চনের ফলে দুটি ঠোঁট কাছাকাছি চলে আসে। ইংরেজি *shoe* উচ্চারণে /ʃ/ যেমন হয়। এই ধ্বনিপ্রক্রিয়াকেই ঔষ্ঠ্যীভবন বলা হয়।

ক

ককেসীয় Caucasian

ককেসাস অঞ্চলের ভাষাগোষ্ঠী। এর মধ্যে পড়ছে জর্জিয়ান বা জর্জীয়, আবখাজ়, পশ্চিম সার্কেসীয় (West Circassian), পূর্ব সার্কেসীয়। ককেসীয় গোষ্ঠী দক্ষিণ, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-মধ্য এই কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত। ভৌগোলিক অঞ্চলের হিসাবে উত্তর-পূর্ব ককেসাসই বৃহত্তম।

কর্জিব্স্কি, আলফ্রেড, Korzybsky, Alfred (1879-1950)

জন্মসূত্রে পোলিশ হলেও কর্জিব্স্কি ছিলেন মার্কিন নাগরিক। বিজ্ঞানী ও দার্শনিক তাঁর প্রধান পরিচয় হলেও ভাষাবিদ হিসাবেও খ্যাতি ছিল তাঁর। সাধারণ বাগর্থবিজ্ঞান বা general semantics বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও চর্চার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য দেখা গেছে। Science and Sanity (1933) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। কর্জিব্স্কির মতামতকে অনেকটাই প্রচার করেছেন এবং জনপ্রিয় করেন The Tyranny of Words-এর লেখক স্টুয়ার্ট চেজ়।

কণ্ঠনালিপথ, glottis

দুটি ধ্বনিদ্বারের (vocal folds) মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকৃতি অংশ। একে স্বররন্ধ্রও বলা হয়।

কণ্ঠনালীয়, glottal

কণ্ঠনালি বা স্বররন্ধ্রের পথে বাধা পেয়ে উচ্চারিত ধ্বনির নাম। বস্তুতপক্ষে দুটি ধ্বনিদ্বারের মাধ্যমে উচ্চারিত ধ্বনিই কণ্ঠনালীয় ধ্বনি।

কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন, glottals

ফুসফুস থেকে আগত ধ্বনিবাহী বাতাস কণ্ঠনালির সংকীর্ণ পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নির্গত হলে যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তা-ই কণ্ঠনালীয় ধ্বনি। বাংলায় হ্ /ɦ/ এর দৃষ্টান্ত। এটি একটি কণ্ঠনালীয় উষ্ম (glottal fricative) ব্যঞ্জন।

কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, glottal stop

কণ্ঠনালিপথ প্রথমে অবরুদ্ধ ক'রে পরে হঠাৎ উন্মুক্ত ক'রে বাতাস ছেড়ে দিলে যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। বাংলায় এ-ধ্বনি নেই, আছে কয়েকটি আফ্রিকান ভাষায়।

কণ্ঠ্য ধ্বনি, কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন velars

যে-ধ্বনির উচ্চারণে জিভের পিছনভাগ উঁচু হয়ে আলজিভের কাছে কোমল তালু স্পর্শ ক'রে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে কণ্ঠ্য ধ্বনি বলে। বাংলায় শাক /ʃak/, নখ /nɔkh/, দাগ /dag/, বাঘ /bagɦ/, রং বা রঙ /rɔŋ/ এই শব্দগুলির যথাক্রমে ক্ (শাক), খ্ (নখ) ; গ্ (দাগ), ঘ্ (বাঘ) এবং ঙ্ (রঙ) কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

কণ্ঠ্যীভবন, velarization

কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার সময় জিভের পিছন অংশ উঁচু হয়ে যদি কোমল তালুর কাছাকাছি যায় বা তাকে স্পর্শ করে তবে সেই ব্যঞ্জনধনির কণ্ঠ্যীভবন ঘটে। ইংরেজি ভাষার কতকগুলি শব্দে এটি ঘটে, বিশেষত শব্দশেষের l-এর উচ্চারণে।

কণ্ঠৌষ্ঠ্য, labio-velar

যে-ধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটদুটি বর্তুল বা আকুঞ্চিত হয় এবং জিভের পিছন দিক উঁচু হয়ে কোমল তালুতে সংলগ্ন হয়, তাকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। ঠোঁট আকুঞ্চিত (lip-rounding) হচ্ছে বলেই একে ওষ্ঠ্য বা labio বলা হয়।

কন্নড়

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর চারটি প্রধান ভাষার অন্যতম। প্রধানত কর্ণাটকেই এই ভাষার প্রচলন। কন্নড় ভাষার বয়স প্রায় দেড় হাজার বছর। তবে এই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য-নিদর্শন কমই পাওয়া গেছে। শ্রীবিজয়-রচিত 'কবিরাজ-মার্গ' নামে কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থটিই তার মধ্যে প্রধান। এটির রচনাকাল আনুমানিক ৮৪০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি। কমবেশি তিন কোটি মানুষ কথা বলে কন্নড় ভাষায়। কন্নড় ভাষার প্রাচীন বা প্রত্ন রূপের সঙ্গে আধুনিক কন্নড়ের মিল খুবই কম। কন্নড় লিপির সঙ্গে তামিলের চেয়ে তেলুগু লিপির সাযুজ্য বেশি, যদিও ভাষাগতভাবে কন্নড় তামিলেরই কাছাকাছি।

কথনক্রিয়া, speech act

পারস্পরিক জ্ঞাপনেই (communication) হোক বা সংলাপেই হোক, 'কথনক্রিয়া' সম্পর্কে একটি তত্ত্ব আছে যাকে speech act theory বলা হয়। বলা হয় যে, প্রত্যেক কথনের (utterance) দুই ধরনের অর্থ হতে পারে। এক, propositional বা locutionary meaning বা আক্ষরিক অর্থ, এবং দুই, illocutionary meaning বা ব্যঞ্জিত অর্থ। 'আমার তেষ্টা পেয়েছে'—এই উক্তির আক্ষরিক অর্থ শারীরিক তৃষ্ণার কথা জানানো। অন্য দিকে, শ্রোতা এর বিভিন্ন অর্থ করতে পারেন। এর অর্থ হতে পারে, বক্তা জল চাইছেন, কিংবা বক্তা মদ্যপান করতে চাইছেন। এই দ্বিতীয় অর্থই illocutionary meaning.

Speech act হতে পারে নানারকম—অনুরোধ করা, আমন্ত্রণ জানানো, অভিযোগ বা নালিশ, প্রশ্ন করা, প্রতিবাদ জ্ঞাপন, অস্বীকার ইত্যাদি। ভাষাশিক্ষায় speech act এর বিভিন্ন ধরন এবং তার propositional অর্থ এবং illocutionary অর্থ বিচার করা হয় এবং শিক্ষার্থীকে তা শেখানো হয়।

কথ্য ভাষা, colloquial language

প্রত্যেক ভাষারই দুটি রূপ থাকে, একটি তার কথ্য রূপ, অন্যটি লেখ্য রূপ। এই দুই রূপের মধ্যে শব্দগত (lexical) পার্থক্য তো থাকেই, এমনকি পদক্রমগত এবং বাক্যবিন্যাসগত পার্থক্যও থাকতে পারে। কথ্য ভাষায় প্রায়ই শব্দের অনাচারিক (informal) রূপ ব্যবহৃত হয়। বাংলায় জুতো, চান (স্নান), গেরো (ঝামেলা), মিত্তির (মিত্র) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। লেখ্য বাংলায় এগুলি ব্যবহৃত হয় না এমন নয়, তবে কেবল কথ্য ভঙ্গির লেখাতেই তা দস্তুর।

কথ্য ভাষায় বাক্যসুর (intonation), স্বরগ্রাম (pitch) ইত্যাদির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বাচন বা utterance-এর অর্থ প্রকাশে এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কথ্য ভাষার বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায় উপভাষার মধ্যে। বাংলা উপভাষার অশেষ বৈচিত্র। ভৌগোলিক দিক থেকে কাছাকাছি মানুষের ভাষায় মিল যত, দূরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের ভাষায় মিল তার চেয়ে কম। উপভাষাগুলির মধ্য থেকে একটি বিশেষ কারণে বেশি প্রাধান্য পেয়ে যেতে পারে। সেটি হয়ে দাঁড়ায় মান্য কথ্য ভাষা। কখনো-বা একাধিক উপভাষার মিশ্রণে গড়ে উঠতে পারে একটি মান্য কথ্য ভাষা।

কপ্‌টিক, Coptic

প্রাচীন মিশরের কপ্‌ট্‌ উপজাতির ভাষা। মিশরে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারিত হলে এই ভাষা বিশেষভাবে চালু হয় এবং খ্রিস্টীয় চার্চে উপাসনারীতিতে কপ্‌টিক সর্বাত্মকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে নবম শতকে ইসলামের অভিঘাতে কপ্‌টিকের ব্যবহার কমে যায় এবং চার্চের বাইরে এর ব্যবহার উঠে যায়।

কমা, comma

বাক্যে স্বল্প বিরামের জন্য 'কমা' ব্যবহৃত হয়। বাংলায় কমা তো আছেই, অধিকাংশ রোমান লিপির ভাষাতেও কমার প্রয়োগ আছে। কমার প্রয়োগক্ষেত্রগুলি হল—ক. বাক্যে স্বাভাবিক বিরামস্থানে কমা; খ. পর পর বিশেষ্য বিশেষণ ইত্যাদির বিবৃতিতে কমা; গ. একাধিক বাক্যাংশ বা পদগুচ্ছের বিবৃতিতে কমা; ঘ. প্যারেনথিসিসে কমা; ঙ. বাক্যের শুরুতে ক্রিয়াবিশেষণীয় প্রতিষেধক বা প্রাতিপক্ষিক (adversative) শব্দ বা বাক্যাংশের পরে কমা (*পক্ষান্তরে, তার কথাটাও বিবেচনা করতে হবে*); চ. সম্বোধনে সম্বোধিতের নামের পরে কমা; ছ. দীর্ঘ বাক্যে বাক্যাংশকে পৃথক করতে কমা; জ. সূচক 'যে' এবং বিশেষণ 'যে' এই দুইয়ের পার্থক্য নির্দেশ করতে কমা (*সে বলল যে, যে বইটি হারিয়েছে তা আর পাওয়া যায়নি*); ঝ. ক্রিয়াবিশেষণীয় খণ্ডবাক্যে অনেকসময় কমার প্রয়োজন হয়; ঞ. সংখ্যাশব্দে কমা, (৮০৫, ৪৩১); ট. দিন-তারিখে কমা।

কম্পনজাত ব্যঞ্জন, কম্পিত ব্যঞ্জন trilled consonant, rolled consonant

ফুসফুস থেকে আগত শ্বাসবায়ুর চলাচলের পথে যদি জিভ বারবার বাধা দেয় এবং বায়ু যদি সেই বাধা সরাতে চায় তবে তার ফলে জিভের আগা কম্পিত হয়। কম্পিত জিহ্বাগ্র উচ্চারণস্থান স্পর্শ করলে যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে trilled consonant বা কম্পনজাত ব্যঞ্জন বলে। একে 'রণিত ব্যঞ্জন'-ও বলা যায়। বাংলা র্ /r/ একটি কম্পনজাত ব্যঞ্জন। অনুরূপ ধ্বনি হল ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষার /r/। ফরাসির এই ধ্বনিকে অনেকসময় IPA-তে /R/ লেখা হয়।

করণ কারক, instrumental case

বাক্যে কর্তৃপদ বা কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তা-ই করণ কারক। সাধারণত দ্বারা, দিয়া/দিয়ে, কর্তৃক ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহার করে করণ কারক প্রকাশ করা হয়। তবে অন্যভাবেও করণ প্রকাশিত হতে পারে। **কৌশলে** কাজ হাসিল করা (কৌশলের দ্বারা), **গঙ্গাজলে** গঙ্গাপুজো (গঙ্গাজলের দ্বারা)। করণ কারকের নিজস্ব বিভক্তি নেই। তাই কখনো অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়, কখনো-এ, -র ইত্যাদি বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

করপাস, corpus

সাধারণভাবে করপাস বলতে বোঝায় লিখিত বা মৌখিক ভাষার নমুনার সংগ্রহ। একটি ভাষায় সম্ভাব্য সমস্ত শব্দ নিয়ে তৈরি হতে পারে করপাস। করপাস তৈরি করার সময় নানাভাবে শব্দসজ্জা করা হয়। সমরূপ শব্দ, সমধ্বনি শব্দ, সমার্থক শব্দ, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, বিকল্প বানান, অপ্রচলিত শব্দ, প্রভৃতির পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ বা সম্ভার গড়ে তুললে তাকেই করপাস বলা হয়। অভিধান-প্রণয়নে এবং সাধারণভাবে ভাষাচর্চায় ও ভাষা-গবেষণায় করপাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইংরেজি ভাষায় কম্পিউটার-নির্ভর করপাস অনেকগুলি সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে Brown Corpus, London-Osla-Bergen Corpus, London-Lund Corpus, British National Corpus প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভাষাবিজ্ঞানে করপাসের সাহায্য এখন বিশেষভাবে নেওয়া হচ্ছে, গড়ে উঠেছে Corpus Linguistics.

কর্তা, কর্তৃপদ, nominative

যে বিশেষ্য পদ বা বিশেষ্যোপম পদ বা বিশেষ্য-খণ্ড (noun phrase) বাক্যের উদ্দেশ্য হিসাবে কাজ করে তাকে কর্তা বা কর্তৃপদ বলে। কর্তা ক্রিয়ার উপর 'কর্তৃত্ব' করে বলেই এই নাম। **রাম** *বনে যায়,* **আমি** *তাকে দেখিনি,* **রামের ভাই** *ঘুড়ি ওড়াচ্ছে*—এই বাক্যগুলিতে *রাম, আমি* এবং *রামের ভাই* কর্তা।

কর্তাবিসংগতি, anácoluthon

কোনো বাক্যে বা উক্তিতে হঠাৎ বাধায় এবং অন্বয়গতভাবে সম্পর্কহীন অন্য বাক্য বা উক্তির ব্যবহারই *কর্তাবিসংগতি*। *'আপনার বাড়ির পাশের গলিতে, আচ্ছা আজ কি আপনি অফিসে যাবেন?*—এই উক্তিতে দ্বিতীয় অংশের প্রক্ষেপকে কর্তাবিসংগতি বলা যায়।

কর্তৃকারক, nominative case

বাক্যে ক্রিয়া যাকে আশ্রয় করে সম্পাদিত হয় তাই কর্তা এবং এই কর্তার কারকই কর্তৃকারক। কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তিই দস্তুর—*রাম বনে যায়* (রাম + ০ শূন্য বিভক্তি)। তবে কখনো-কখনো -এ, -য়, -তে বিভক্তিও হয়—*মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া করছে*।

কর্তৃপদ

দ্র **কর্তা**

কর্তৃবাচ্য, active voice

যদি কোনো বাক্যে 'উদ্দেশ্য' ও কর্তৃপদ' অভিন্ন হয় এবং ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃপদ বা কর্তা বা উদ্দেশ্যের সংগতি থাকে, তবে সেটি কর্তৃবাচ্য হবে। *ছেলেটি বই কিনছে, তাঁর নাতিটি মাঠে খেলছে*—এগুলি কর্তৃবাচ্যের বাক্য।

কর্তৃহীন কর্মবাচ্য, agentless passive

ইংরেজি passive voice এর বাক্যে কখনো কখনো কর্তাপদ বা noun phrase অর্থাৎ বিশেষ্য খণ্ড না থাকতেও পারে—He was punished এই বাক্যটিকে active voice-এ রূপান্তরিত করা হলে কোনো কর্তাপদ থাকবে না। কিংবা somebody বা someone ধরনের কোনো শব্দ আনতে হবে।

কর্ম, কর্মপদ, object

যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে কেন্দ্র করে বাক্যের ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকেই কর্ম বা কর্মপদ বলে। *সে বই পড়ছে, তার ভাই এখন কলা খাচ্ছে*—বাক্যদুটিতে যথাক্রমে *বই* ও *কলা হল* কর্ম। কর্ম প্রধানত দুই রকমের, *মুখ্য কর্ম* ও *গৌণ* বা *নিমিত্ত কর্ম*। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে, প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক। অপ্রাণীবাচক কর্মই **মুখ্য কর্ম**—*আমি বইটা তাকে দিলাম* এই বাক্যে *বইটা* মুখ্য কর্ম এবং *তাকে* **গৌণ কর্ম**। গৌণ কর্ম প্রাণীবাচক বিশেষ্য বা বিশেষ্যোপম শব্দ।

কর্মকর্তৃবাচ্য reflexive voice

যে-বাচ্যে কর্ম কর্তার ভূমিকা পালন করে এবং তার ফলে ক্রিয়ার কর্তাকে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। *বাঁশি বাজে, মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে*। এই দুই বাক্যে

আপাতভাবে 'বাঁশি' ও 'ঘণ্টা'-কে কর্তা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে বাঁশি বা ঘণ্টা কোনোটিই নিজে নিজে বাজে না, কেউ তাকে বাজায়। প্রকৃতপক্ষে, বাংলায় কর্মকর্তৃবাচ্যের পৃথক অস্তিত্ব নেই। কর্মকর্তৃবাচ্য আসলে কর্তৃবাচ্যই। যদি ধরে নিই যে, রাম বাঁশি বাজাচ্ছে বলেই বাঁশি বাজছে এবং পূজারি মন্দিরে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন বলে ঘণ্টা বাজছে তাহলে কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তাকে পাওয়া গেল এবং ক্রিয়া সেই 'অনুক্ত' কর্তারই অনুগামী। তাই একে কর্তৃবাচ্য বলাই সংগত।

কর্মকারক, accusative case

কর্তার কাজই কর্ম, অর্থাৎ কর্তা যা সম্পাদন করে তা-ই কর্ম। বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্মপদের সম্পর্কই 'কর্মকারক'। কর্মকারকে -কে, -রে, -এ, -য় এই বিভক্তিগুলিই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে -রে এবং -য় কথ্য ভাষায় ও কবিতায়ই ব্যবহৃত হয়— *'আমারে ডাক দিল কে ভিতরপানে', আমায় ওটা দাও*।

কর্মধারয় সমাস, descriptive compound

যে সমাসে দুটি পদ বিশেষ্য ও বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ ও বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ ও বিশেষণ এবং সমাসে যেখানে পরপদের অর্থই প্রধান, সেখানে সমাসটি হবে 'কর্মধারয়'। বিশেষ্য-বিশেষ্য (ভিক্ষান্ন, সিংহাসন, নয়নপদ্ম) ; বিশেষণ-বিশেষ্য (শ্বেতপদ্ম, ফুলবাবু) ; বিশেষণ-বিশেষণ (কুসুমকোমল, তুষারশুভ্র, হিমশীতল)। কর্মধারয় সমাস নানা রকমের হয়— *সাধারণ কর্মধারয়* (শ্বেতপদ্ম) ; *মধ্যপদলোপী কর্মধারয়* (সিংহাসন) ; *রূপক কর্মধারয়* (মনমাঝি, ভবসাগর) ; *উপমিত কর্মধারয়* (নয়নপদ্ম)।

কর্মপ্রবচনীয়

অনুসর্গের অন্য নাম।

কর্মবাচ্য, passive voice

যে-বাচ্যে ক্রিয়া কর্মের অনুগামী এবং কর্মেরই প্রাধান্য, তা-ই কর্মবাচ্য। কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত হয় কেবল সকর্মক ক্রিয়াই। কর্মবাচ্যে কর্মপদটিতে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না, অন্য দিকে কর্তৃপদের সঙ্গে 'দ্বারা', 'দিয়া', 'কর্তৃক', 'দিয়ে' প্রভৃতি অনুসর্গ কিংবা '-কে', '-রে', '-এর' প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং ক্রিয়াপদটি গঠিত হয় √হ্, √পড়্, √আছ্ প্রভৃতি ধাতু যোগে। কয়েকটি কর্মবাচ্যের বাক্য এইরকম— *ছেলেটি পুরস্কৃত হল, বইটা আমার কেনা হয়েছে।*

কর্মবাচ্য প্রকৃতই কর্মবাচ্য কি না সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো ভাষাবিদ। প্রথম উদাহরণে (*ছেলেটি পুরস্কৃত হল*) 'হল' ক্রিয়া, 'পুরস্কৃত' 'ছেলেটি'র বিশেষণ এখানে 'হল' ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কর্তা 'ছেলেটি'-র দ্বারা। কেউ কেউ সংগতভাবেই বলেছেন যে, ইংরেজিতে যেভাবে passive voice হয়, সেভাবে বাংলায় কর্মবাচ্য হয় না। যেসব বাংলা

বাক্যকে কর্মবাচ্যের উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়, বস্তুতপক্ষে সেগুলির অধিকাংশই কর্তৃবাচ্য কিংবা ভাববাচ্যের দৃষ্টান্ত।

কাইমোগ্রাফ, kymograph

কাইমোগ্রাফ মুখবিবরের পেশির নড়াচড়া এবং বাগ্‌যন্ত্রসমূহের তরঙ্গায়িত গতি রেকর্ড করার যন্ত্রবিশেষ। ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হত। এতে কাগজের উপর বাগ্‌যন্ত্রের গতিবিধি রেকর্ড করা হত। বর্তমানে এই যন্ত্রের ব্যবহার নেই।

কাতালান, Catalan

'কাতালান' একটি রোমান্স গোষ্ঠীর ভাষা। এই ভাষার প্রচলন উত্তর স্পেনের কাতালোনিয়ায়, বার্সেলোনায়, আন্দোরায় (Andorra) এবং বালেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে। এই ভাষায় কথা বলে অন্তত ষাট লক্ষ মানুষ। স্প্যানিশ ভাষার সঙ্গে এর মিল যত, অমিলও ততই। একটি দৃষ্টান্ত—পিতা (father) শব্দটি স্প্যানিশ ভাষায় padre, কাতালানে pare.

কারক, case

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্কই কারক। '*ছেলেটি সকালবেলায় বারান্দায় বাটি থেকে হাত দিয়ে কুকুরকে ভাত খাওয়াছে*'—এই বাক্যের ক্রিয়া হল 'খাওয়াচ্ছে'।

এইবার এই ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য পদগুলির সম্পর্ক দেখা যাক।

কে খাওয়াচ্ছে?—*ছেলেটি* (কর্তৃকারক)

কাকে খাওয়াচ্ছে?—*কুকুরকে* (গৌণ কর্ম-কর্মকারক)

কী খাওয়াচ্ছে?—*ভাত* (মুখ্য কর্ম-কর্মকারক)

কী দিয়ে খাওয়াচ্ছে?—*হাত দিয়ে* (করণ কারক)

কোথায় খাওয়াচ্ছে?—*বারান্দায়* (অধিকরণ কারক)

কখন খাওয়াচ্ছে?—*সকালবেলায়* (কালাধিকরণ—অধিকরণ কারক)

কী থেকে খাওয়াচ্ছে?—বাটি থেকে (অপাদান কারক)

প্রথাগত ব্যাকরণে 'সম্প্রদান' কারকের কথা বলা হলেও বাংলায় সম্প্রদান নেই। 'স্বত্ব ত্যাগ' করে দেওয়া হলেও বাংলায় তা কর্মকারকই। '*রাজা ভিক্ষুককে ধন দিচ্ছেন*'—এই বাক্যের *ভিক্ষুককে* আদৌ সম্প্রদান নয় বাংলায়। তাকে কর্মকারকই বলা সংগত।

কাল বিভক্তি, tense suffix

যে-বিভক্তি দিয়ে কাল অর্থাৎ বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ-কে বোঝানো হয়, তা-ই কাল বিভক্তি। যেমন অতীত কালের -ইত, -ইল ; ভবিষ্যতের -ইব ইত্যাদি কাল বিভক্তির দৃষ্টান্ত। এসব বিভক্তির যোগে ক্রিয়ারূপ দাঁড়ায় বলিত, বলিল, বলিব ইত্যাদি।

কাল সংগতি, sequence of tenses

জটিল বাক্যে আশ্রিত খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার কালটিকে প্রধান খণ্ডবাক্যের (principal clause) ক্রিয়ার কালের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হয়। *He waited there so that I could meet him*, এই বাক্যের আশ্রিত খণ্ডবাক্যের ক্রিয়া *could meet* প্রধান বাক্যের অতীত ক্রিয়া *waited*-এর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করছে। একেই কালসংগতি বলে।

কালানুক্রমিক (বিবর্তনমূলক) ভাষাবিজ্ঞান, diachronic linguistics

ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব শুধু বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক আলোচনাই করে না, ভাষার বিবর্তনও সেই আলোচনার অন্তর্গত। একটি ভাষা কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, কীভাবে শব্দের অবয়ব বা অর্থ বদলে যায়, এসবই ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিষয়। অষ্টাদশ শতকের শেষে স্যার উইলিয়াম জোনস সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক লাতিন প্রভৃতি ভাষার সাযুজ্য আবিষ্কার করেন। তারপর থেকেই ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রসার ঘটে। যে-প্রসার সমগ্র উনিশ শতক ধরেই চলতে থাকে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি ভাষাদার্শনিক ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর তাঁর লাঁগ্ (langue) ও পারোল (la parole) সম্বন্ধীয় তত্ত্বের পাশাপাশি synchronic বা এককালীন ও diachronic বা কালানুক্রমী বা বিবর্তনমূলক ভাষাতত্ত্বের কথা বলেন। তিনি ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চায় আগ্রহী ছিলেন না। ভাষাচর্চার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁর মতে এককালীন ভাষাতত্ত্ব। অর্থাৎ ভাষার পরিবর্তন বা বিবর্তনকে আদৌ গুরুত্ব দেননি তিনি। তিনি বরং একটি ভাষার সমকালীন অবস্থা সম্বন্ধেই আগ্রহী। অর্থাৎ ধ্বনির উচ্চারণ, উচ্চারণপ্রক্রিয়া, রূপমূল ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা ও পর্যালোচনাই তাঁর অভিপ্রেত, ভাষার ধ্বনির বা শব্দের বিবর্তন নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে লাঁগ্-এর কথা বলেছেন। যে-ভাষা মোটামুটি মান্য, নিয়মবদ্ধ এবং সুগঠিত (structured), যার পরিবর্তন চট্ করে হয় না, তা-ই লাঁগ্। এই লাঁগ্ এককালীন ভাষাতত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি। অন্য দিকে পারোল (la parole) জীবন্ত, পরিবর্তনশীল এবং অনিয়মবদ্ধ ভাষা। মানুষের মুখে-মুখে প্রচলিত প্রতিদিনের ভাষাই পারোল। সস্যুর-এর এককালীন ভাষাতত্ত্বে 'লাঁগ্' খাপ খায়, 'পারোল' নয়।

কিউনিফর্ম, cuneiform

দ্র **কীলক লিপি**

কীলক লিপি, cuneiform

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে সুমেরীয়গণ উদ্ভাবন করেছিল কীলকাকৃতি বা বাণমুখ লিপি। পেরেকের মতো মাথাওয়ালা কাঁটা দিয়ে পোড়ামাটির ফলকে বা অন্য কোনো মাধ্যমে লেখা শুরু করে তারা। এই কাঁটাকে wedge বা stylus বলা হয়। এই লিপিকে cuneiform বলা হয়। পরে এই লিপি সেমিটিক জাতি ব্যবহার করে এবং তাকে উন্নতও করে। প্রাচীন হিত্তীয় জাতি ও পারসিকরাও এই লিপি বা তার কোনো মার্জিত রূপ ব্যবহার করত।

কৃৎপ্রত্যয়, primary affix, primary derivative

ধাতুর সঙ্গে যে-প্রত্যয় যুক্ত হয় তা-ই **কৃৎপ্রত্যয়**। কৃৎপ্রত্যয়-যোগে গঠিত শব্দকে **কৃদন্ত** (কৃৎ + অন্ত) **শব্দ** বলে। সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ হতে পারে, আবার বাংলা ধাতুর সঙ্গেও প্রত্যয় যোগ হতে পারে। √কৃ + তব্য = কর্তব্য, √গম্ + তব্য = গন্তব্য, √মৃ + অন = মরণ, √বচ্ + ত = উক্ত, এগুলি সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত। অন্য দিকে, √শোন্ + আ = শোনা, √দে + আ = দেওয়া, √কাঁপ্ + অনি = কাঁপনি > কাঁপুনি—এগুলি বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত। কৃৎপ্রত্যয়কে **ধাতুপ্রত্যয়ও** বলা হয়।

কৃত্রিম ভাষা, artificial language

কৃত্রিম ভাষা একরকম নির্মিত ভাষা (constructed language)। সম্ভবত ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon 1561-1626) এবং জন উইলকিন্স-ই (John Wilkins 1614-72) প্রথম কৃত্রিম ভাষার কথা বলেন। ভাষার বিভিন্নতা বিভিন্ন জাতির মানুষের পারস্পরিক জ্ঞাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই বাধা কিছুটা দূর করে পারস্পরিক সংযোগ সহজতর করবার জন্যই কৃত্রিম ভাষা নির্মাণের কথা ভাবা হয়। উনিশ শতকে ইয়োহান মার্টিন শ্লেইয়ার (Johann Martin Schleyer) নির্মাণ করেন Volapuk (বিশ্বভাষা) নামে একটি কৃত্রিম ভাষা (১৮৮০)। এরপর পোলিশ চিকিৎসক-ভাষাবিদ লুড্ভিগ জ়ামেনহফ (Ludwig Lazarus Zamenhof) নির্মাণ করেন Esperanto (1887) নামে আর একটি কৃত্রিম ভাষা। মানবসমাজকে একসূত্রে বাঁধার লক্ষ্যেই কৃত্রিম ভাষা নির্মাণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া Novial (1928), Interglossa (1943), Interlingua (1951), Glosa (1981) নামে আরও কয়েকটি কৃত্রিম ভাষা উদ্ভাবিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে এসপেরান্তো কিছুটা জনপ্রিয় হলেও অন্যগুলি প্রচলিত হয়নি একেবারেই।

কৃদন্ত শব্দ

দ্র কৃৎপ্রত্যয়

কেন্তুম্, সতম

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা পরিবারের ভাষাগুলিকে ধ্বনিপরিবর্তনের ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। মূল ভাষার ক্-ধ্বনি যেসব ভাষায় শ-বা স-তে পরিণত হয়েছে সেগুলিকে **সতম্** (Satem) এবং যেসব ভাষায় কণ্ঠ্যধ্বনিই থেকে গেছে, সেগুলিকে **কেন্তুম্** (Centum) বলা হয়। এই নামকরণ হয়েছে 'শত' শব্দের লাতিন ও অবেস্তীয় রূপ অনুসারে। দেখা গেছে যে 'শত' শব্দটি রুশ, ভারতীয় প্রভৃতি ভাষায় 'শ' হয়েছে, অন্য দিকে লাতিনে ও আইরিশ ভাষায় 'ক' হয়েছে। তাই রুশ ও ভারতীয় ভাষাগুলিকে 'সতম্' বর্গের এবং লাতিন, গথিক ও আইরিশকে 'কেন্তুম্' বর্গের ভাষা বলা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি, central vowel

ইংরেজি ভাষায় কিছু শব্দের গোড়ায় এবং অন্য কিছু শব্দের শেষে একটি অসম্পূর্ণ 'আ' ধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন, above /əbʌv/ এবং apart /əpa:t/ শব্দের প্রথম ধ্বনিটি /ə/ এবং data /deitə/ শব্দের শেষ ধ্বনি /ə/। একে ইংরেজিতে central vowel বলা হয়। এবং এই ə চিহ্নটির নাম schwa. বস্তুতপক্ষে এটি সম্মুখ ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী।

কেয়ারটেকার ভাষা, caretaker speech, motherese

শিশু যখন প্রথম কথা বলতে শেখে তখন মা সহজ শব্দ ব্যবহার ক'রে, উচ্চারণ সরল ক'রে তার ভাষাশিক্ষাকে সহজ ক'রে তোলেন। একেই কেয়ারটেকার ভাষা বলা হয়। কেউ-কেউ বলেন motherese মাদ্যরিজ বা কেয়ারটেকার ভাষার বৈশিষ্ট্য হল—১. ছোটো ছোটো বাক্যের ব্যবহার ; ২. জটিলতা পরিহরণ ; ৩. সহজ শব্দের ব্যবহার ; ৪. পৌনঃপুনিকতার বহুল ব্যবহার ইত্যাদি। মায়ের ব্যবহৃত এই ভাষা শিশুর পক্ষে সহজবোধ্য এবং শিশুর ভাষাশিক্ষায় বিশেষ সহায়ক।

কেল্‌টিক, কেলতীয়, Celtic

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় কথা-বলা মানবগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেল্ট জাতিই সর্বপ্রথম সমগ্র ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্যেই। গ্রিকরা এদের বলত কেলত্রয় (Keltroi)। কেল্ট জাতি যে-ভাষায় কথা বলত তাকে কেলতীয় (Common Celt) বলা হয়। ক্রমে কেল্ট জাতি কৃষ্ণ সাগর ও এশিয়া মাইনরেও পরিব্যাপ্ত হয়। ফলে ইতালি, গল বা প্রাচীন ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস প্রভৃতি দেশে কেল্ট জাতির ভাষার প্রচলন হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে কেল্টদের ভাষার বিভিন্ন নাম ছিল। ইয়োরোপে চালু ছিল মহাদেশীয় কেলটিক (Continental Celtic), ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে চালু হয় দ্বৈপ কেলটিক (Insular Celtic)। একসময় কেলটিক বলতে সাধারণভাবে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন ভাষাকেই বোঝানো হত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক নাগাদ অ্যাংলো-স্যাক্সন আক্রমণের ফলে ইংল্যান্ডের কেল্টরা বিভিন্ন দিকে সরে যেতে থাকে। সেইসব অঞ্চলে গড়ে ওঠে কেল্ট ভাষার বিভিন্ন রূপ, যথা—ওয়েলশ, কর্নিশ ইত্যাদি। কিন্তু কয়েক শতকের মধ্যেই টিউটনিক বা জার্মানিক ও ইতালিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির প্রসারে ও চাপে কেল্‌টিক ভাষা ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। অবশ্য বিংশ শতকে কেল্‌টিক ভাষার সম্বন্ধে আবার কৌতূহল দেখা যাচ্ছে।

কোইনে, koiné

গ্রিক ভাষার একটি বিশেষ ঔপভাষিক রূপ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে, বিশেষত আলেকজান্ডারের অভিযানের পরে, সমগ্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। এই রূপটিই *কোইনে* যার অর্থ common বা সাধারণ। কোইনে, বলা বাহুল্য, সেকালের কথ্য গ্রিকের একটি রূপ। এই প্রসঙ্গে *koinéization* কথাটির প্রচলন হয়েছে। এর অর্থ ঔপভাষিক

সাধারণীকরণ। কোনো একটি ঔপভাষিক ভাষারূপ যদি প্রসারিত হয়ে ব্যাপক ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রচলিত হয়, তবে সেই ঘটনাটিকেই *koinéization* বলা হয়।

কোঙ্কণি ভাষা

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ভাষাবিশেষ। কোঙ্কণি একটি ভারতীয়-আর্য ভাষা। এটি গোয়া রাজ্যের সরকারি ভাষা এবং কর্ণাটকের অন্যতম গৌণ ভাষা। কোঙ্কণি ভাষায় কথা বলে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ। এই ভাষা লেখা হয় রোমান হরফে ও দেবনাগরী লিপিতে।

কোড, code

'কোড' বলতে বিশেষ কোনো ভাষারূপ বা বুলি বা এমনকী উপভাষাও বোঝায়। 'সংকেত' বললে কোড-এর প্রকৃতি ধরা পড়ে না। তাই তাকে 'কোড' বলাই সংগত মনে হয়। কোডকে 'বুলি'-ও বলা যায়। ভাষাবিজ্ঞানে code selection বা 'কোড-নির্বাচন' বলে একটা কথা আছে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো একটি ভাষারূপ বা ভাষাভঙ্গি বা বুলি গ্রহণীয় মনে হলে তাকে ব্যবহার করাকেই 'কোড নির্বাচন' বলা হয়। আবার 'কোড-বদল'ও (code-switching) হতে পারে। দুই ব্যক্তি একটি বিশেষ উপভাষায় বা বুলিতে কথা বলতে বলতে নিজেরাই কিংবা তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে কথার ভঙ্গি বা বুলি বদলে ফেলতে পারে। একেই code-switching বলা হয়। কোড-বদল ও কোড-মিশ্রণ (code-mixing)-এর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। একই পরিস্থিতিতে একই ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি এক ধরনের ভাষায় কথা বলতে বলতে অন্য ভাষায় কথা বলা শুরু করতে পারে—শ্রোতার সুবিধার জন্য বা নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। একেই কোড-মিশ্রণ বলে।

কোড-নির্বাচন

দ্র **কোড**

কোড-বদল

দ্র **কোড**

কোডা, coda

সিলেবল বা দল বা ধ্বনিদলের অন্ত-ই কোডা। বাংলায় একে *দলান্ত* বলা হয়। দ্র **দলান্ত**।

কোমল তালু, soft palate

মুখগহ্বরে তালুর পিছনের অংশকেই কোমল তালু বলা হয়, বাংলায় পশ্চাত্তালু নামও আছে। নাসিক্য ধ্বনির উৎপাদনে কোমল তালুর বিশেষ গুরুত্ব আছে। কোমল তালুকে উপরে তোলা যায় এবং নীচে নামানো যায়। কোমল তালুকে নীচে নামিয়ে নাসিক্য ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়।

কোমল ব্যঞ্জন, lenis

যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে মুখের পেশির আততি বা চাপ কম লাগে তাকে *lenis* বা কোমল ব্যঞ্জন বলে। এই ধরনের ব্যঞ্জন সচরাচর ঘোষবৎ এবং অল্পপ্রাণ হয়ে থাকে। ইংরেজি ভাষার /b/, /d/, /g/ কে *lenis* বা কোমল ব্যঞ্জন বলা হয়। অন্য দিকে *fortis* বা সবল ব্যঞ্জন হল সেইগুলি যেগুলির উচ্চারণে মুখের পেশির আততি বা চাপ বেশি লাগে এবং যেগুলি কিছুটা মহাপ্রাণিত, যেমন /p/, /t/, /k/। এগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে /p^h/, /t^h/ এবং /k^h/-র মতো।

কোয়ার্ক, র‍্যান্ডল্‌ফ, Randolph Quirk (জ. 1920)

ইংরেজ ব্যাকরণবিদ ও প্রয়োগবিশেষজ্ঞ। সম্পূর্ণ নাম Charles Randolph Quirk. ১৯৬০ সালে তিনি Survey of English Usage নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এতে প্রমিত কথ্য ও লেখ্য ইংরেজির (standard colloqual and written English) এক বিশাল ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য করপাস গড়ে তোলেন। এককভাবে রচনা করেছেন The Use of English এবং গ্রিনবম (S. Greenbaum), জেফ্রি লিচ (Geoffrey Leech) ও সোয়ার্টভিকের (S. Svartvik) সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছেন বিখ্যাত A Grammar of Contemporary English (1972) এবং A Comprehensive Grammar of the English Language (1985)।

কোর, core

দ্র **দলশীর্ষ**

কোরীয় ভাষা

কোরীয় ভাষা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি ভাষা। সহস্রাধিক বছর ধরে প্রধানত চীনা লিপিতে লেখা হয়েছে এই ভাষা। পঞ্চদশ শতকে 'হাংগুল' নামে একটি স্বতন্ত্র লেখনরীতি উদ্ভাবিত হয়, তবে তা বিংশ শতকের আগে তেমন প্রচলিত হয়নি। কোরীয় ভাষা সংশ্লেষাত্মক বা সংযোগাত্মক ভাষা। এই ভাষায় শব্দগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে জুড়ে এমন দাঁড়ায় যে, বাক্যকেই একটা শব্দের মতো দেখায়। পদক্রমে SOV অর্থাৎ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া পরপর আসে।

কোলন, colon (:)

বাক্যের অন্তর্গত একটি ছেদচিহ্ন (:)। শব্দের বা উক্তির ব্যাখ্যায়, প্রশ্ন উপস্থাপনে, উদ্ধৃতি বা উক্তি উপস্থাপনে, তালিকা উপস্থাপনে, গ্রন্থাদির অধ্যায় পরিচ্ছেদ প্রভৃতির উল্লেখে কোলন ব্যবহৃত হয়। কোলনের কয়েকটি প্রয়োগ এইরকম—

ক. মনে পড়ে গেল তাঁর কথা : 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'

খ. কয়েকটি দেশের নাম করা যাক : জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম।

গ. বৃহদারণ্যক ১ : ৫ : ১৬

ক্যান্টনিজ়, Cantonese

দ্র **চীনা ভাষা, চৈনিক ভাষা**

ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ ordinal numerals

দ্র **পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ**

ক্রিয়া, ক্রিয়াপদ verb

বাক্যের অন্যতম প্রধান গঠনগত শাব্দিক উপাদান (lexical unit) হল ক্রিয়া। বাক্যের বিধেয় অংশের প্রধান অংশই ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়াগুচ্ছ (verb phrase)। বাক্যের কর্তৃপদ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তথ্য দেয় ক্রিয়াপদ। বাংলায় ক্রিয়ার মূলকে ধাতু (verb root) বলে। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করে তৈরি হয় ক্রিয়াপদ যা কোনোকিছু করা, ঘটা, হওয়া প্রভৃতি বোঝায়। সাধারণভাবে ক্রিয়াপদ বাক্যে থাকবেই। তবে বাংলায় ক্রিয়াহীন বাক্যও সম্ভব। *'তোমার বাড়ি কোথায়?'*, *'এই আমার গ্রাম'*—এরকম বাক্য বাংলায় খুবই স্বাভাবিক। একে বলা যায় অনুক্ত ক্রিয়া বা উহ্য ক্রিয়া।

ক্রিয়াখণ্ড, verb phrase (VP)

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে verb phrase বলতে বোঝায় এমনই এক ক্রিয়াবিশিষ্ট গুচ্ছ বা খণ্ডকে যার শীর্ষে রয়েছে একটি ক্রিয়া এবং সমগ্র অংশটি predicate বা বিধেয়ের কাজ করে। ক্রিয়াখণ্ডে ক্রিয়াপদ তো থাকবেই, সেই সঙ্গে থাকতে পারে কর্ম, সম্পূরক বা complement এবং ক্রিয়াবিশেষণও। *Charles gave a ball to his son* এই বাক্যে Charles বাদে বাকি সমস্ত শব্দই verb phrase-এর অন্তর্ভুক্ত।

ক্রিয়াজাত বিশেষণ, verbal adjective

ক্রিয়াযোগে গঠিত বিশেষণই ক্রিয়াজাত বিশেষণ। *পড়তি* বেলা, *ছুটন্ত* ট্রেন, *উঠতি* বয়স, *করণীয়* কাজ প্রভৃতি ক্রিয়াজাত বা কৃদন্ত বিশেষণের দৃষ্টান্ত। ক্রিয়াজাত বিশেষণ পাওয়া যায় ধাতুর সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় যোগ ক'রে।

ক্রিয়াপর্যায়, conjugation

কোনো ক্রিয়া কাল, পুরুষ বা পক্ষ ও বচন অনুযায়ী কীভাবে বদলে যায় তা-ই দেখানো হয় ক্রিয়াপর্যায়ে। ইংরেজিতে একে conjugation এবং সংস্কৃতে *ধাতুরূপ* বলা হয়। বাংলায় ক্রিয়াপর্যায় বা ক্রিয়ারূপ বলাই সংগত।

ক্রিয়াবিভক্তি, verbal inflexion

ক্রিয়াকে বাক্যে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য তার সঙ্গে এক বা একাধিক বিভক্তি যোগ করতে হয়। এগুলিকেই ক্রিয়াবিভক্তি বলে। শূন্য বিভক্তি যোগেও ক্রিয়াপদ হতে

পারে। 'তুই যা' এই বাক্যের *যা* ক্রিয়াটির বিভক্তি 'শূন্য'। আবার 'তারা যাবে' বাক্যে দুটি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে—√যা + ব্ + এ = যাবে। ক্রিয়াবিভক্তি নানা রকমের হয়—কালবাচক বিভক্তি অর্থাৎ অতীত বা ভবিষ্যৎ বা বর্তমান সূচক ; পুরুষ বা পক্ষবাচক বিভক্তি।

ক্রিয়াবিশেষণ, adverb

যে-পদ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তা-ই ক্রিয়াবিশেষণ। ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়ার গুণ, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা প্রভৃতি প্রকাশ করে।

তাড়াতাড়ি এদিকে এসো।

হন্‌হনিয়ে চলে গেল লোকটা।

এই দুটি বাক্যে 'তাড়াতাড়ি' ও 'হন্‌হনিয়ে' ক্রিয়াবিশেষণ। ক্রিয়াবিশেষণ হতে পারে নানারকম—একপদী, বহুপদী, প্রকারার্থক (adverb of manner), কালবাচক (adverb of time), স্থানবাচক (adverb of place) ইত্যাদি। উপরের দৃষ্টান্তে 'তাড়াতাড়ি' ও 'হন্‌হনিয়ে' একপদী ক্রিয়াবিশেষণ। '*দেখেশুনে* পা ফেলো'—এই বাক্যে *দেখেশুনে* বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণ। 'হন্‌হনিয়ে' হল প্রকারার্থক ক্রিয়াবিশেষণ এবং 'গতকাল', 'শ্রাবণে' ইত্যাদি কালবাচক এবং 'বাড়িতে কেউ নেই' বাক্যে 'বাড়িতে' স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ।

ক্রিয়াবিশেষ্য, ভাবক্রিয়া, verbal noun

যে বিশেষ্য কোনো ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার বা প্রক্রিয়া প্রকাশ করে তা-ই ক্রিয়াবিশেষ্য। ক্রিয়াবিশেষ্য গঠিত হয় একদলীয় ধাতুর সঙ্গে -আ প্রত্যয় যোগ ক'রে এবং দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় ধাতুর সঙ্গে 'আনো' যোগ ক'রে। *সিনেমা দেখা হল, আমার ওখানে যাওয়া হয়নি, ছেলেকে খাওয়ানো হল?* এই তিনটি বাক্যে যথাক্রমে 'দেখা', 'যাওয়া' ও 'খাওয়ানো' ক্রিয়াবিশেষ্যের উদাহরণ।

ক্রিয়ার কাল

প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগের ফলে ক্রিয়া-সংঘটনের সময় তিনরকম হতে পারে—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। একেই বলে ক্রিয়ার কাল। ক্রিয়ার কাল **মৌলিক** (simple tense) ও **যৌগিক** (compound tense) এই দুইরকম। **মৌলিক** বা **সরলকালে** ক্রিয়ার চারটি রূপ হতে পারে—**সাধারণ** বা **নিত্য বর্তমান** (করে, করি, যায়, যাও, যাই) ; **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত** (গেল, গেলাম, খেল) ; **নিত্যবৃত্ত অতীত** (যেত, খেতাম, করত) ; এবং **সাধারণ ভবিষ্যৎ** (যাব, করব, করবে)।

যৌগিক কালরূপ গঠিত হয় ক্রিয়ার কৃদন্ত -ইতে (চলিত ভাষায় মূলধাতু) কিংবা অসমাপিকা -ইয়া বা -এ প্রত্যয় যোগের পরে √আছ্ ধাতুর মৌলিক রূপ যুক্ত ক'রে। √কর্ + ইতে (-ত) + আছে = করিতে আছে > করিতেছে > করছে—এইভাবে গঠিত হয় যৌগিক কালরূপ।

একই ক্রিয়ার মৌলিক ও যৌগিক কাল এইভাবে দেখানো যায়—করে (মৌলিক) ; করছে (যৌগিক) ; করল (মৌলিক), করছিল (যৌগিক)।

ক্রিয়ালোপ, ক্রিয়াহীনতা, verb deletion

সাধারণভাবে ক্রিয়া না থাকলে বাক্য সুষ্ঠু হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষার একটি বিশেষত্ব হল ক্রিয়ালোপ। অন্তত ক্রিয়ার দৃশ্যমান না হওয়া। ক্রিয়ার এই 'লোপ' বা অনুক্ততা দুই রকমের হতে পারে। এক. ক্রিয়াপদটি সম্পূর্ণ অনুক্ত বা অদৃশ্য হতে পারে, দুই. বাক্যে একই ক্রিয়াপদ দু-বার থাকলে দ্বিতীয়টি উহ্য থাকতে পারে।

তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। ভারতের মুক্তিসাধানায় তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
পরিবর্তনই স্বাভাবিক নিয়ম।

তিনটি বাক্যের কোনোটিতেই ক্রিয়াপদ দৃশ্যমান নয়। বাংলা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য এটা।

দ্বিতীয়ত, বাক্যের দুটি অংশে একই ক্রিয়াপদ থাকলে, দ্বিতীয়টিকে উহ্য রাখা যায়। এ-ধরনের অনুক্ততা ইংরেজিতেও সুপ্রচুর—He is strong but his brother weak. আধুনিক বাংলায়ও ক্রিয়ার আংশিক অনুক্ততা প্রচলিত।

আমার আছে টাকা, তোমার শ্রম। ('আছে' উহ্য)
সে গেল জল আনতে, তার *বোন ফুল* তুলতে। ('গেল' উহ্য)

লক্ষ করতে হবে যে, ক্রিয়া ভিন্ন হলে অনুক্ততা গ্রহণীয় নয়।

আমি গেলাম বাজারে, *আর সে দোকানে*।

('গেলাম' দুবার ব্যবহৃত হতে পারে না, দ্বিতীয় ক্রিয়াটি 'গেল'। কাজেই উহ্যতা এখানে সম্ভব নয়)।

ক্রিয়োল, creole

ক্রিয়োল বা ক্রেয়োল কথাটির নানান অর্থ। তবে এর প্রধান এবং সবচাইতে বেশি প্রচলিত অর্থ হল এমন এক মিশ্র ভাষা যা কোনো এক ইয়োরোপীয় ভাষার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের স্থানীয় ভাষার মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট। ভাষাবিজ্ঞানে কোনো মিশ্র ভাষাকে তখনই ক্রিয়োল বলা হবে যখন সেই মিশ্র ভাষাটি কোনো অঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষা হবে। ক্রিয়োল কথাটি একসময় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত যখন চীনে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের ভাষার সঙ্গে চীনের কোনো-এক উপভাষার মিশ্রণের ফলে এক মিশ্র ভাষা তৈরি হয়েছিল। ক্রিয়োলের সৃষ্টি হয় 'পিজিন' (pidgin) থেকে। পিজিনের শব্দভাণ্ডার স্ফীত হয়ে ব্যাকরণ সংগঠিত হয়ে রূপান্তরিত হয় ক্রিয়োলে। পিজিন থেকে ক্রিয়োলে এই রূপান্তরকে creolization বলে।

ক্রিস্টাল, ডেভিড, David Crystal (b. 1941)

ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্টালের জন্ম আয়ারল্যান্ডে ১৯৪১ সলে। প্রথম জীবনে তিনি র‍্যানডল্‌ফ্ কোয়ার্কের (Randolph Quirk) অধীনে ইংরেজি ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান চর্চা

ও গবেষণা করেন। পরে রেডিং বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়েলসের ব্যাংগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন। তাঁর রচিত অজস্র গ্রন্থের মধ্যে আছে The Cambridge Encyclopaedia of Language, the Cambridge Encyclopaedia of the English Language, Prosodic Systems and Intonation in English, txting : the gr8 db8 ইত্যাদি। তাঁর অধিকাংশ রচনাই যত-না গবেষকদের জন্য তার চেয়ে বেশি অবিশেষজ্ঞ শিক্ষিত পাঠকদের জন্য।

ক্রিস্তেভা, জুলিয়া, Julia Kristeva (b. 1941)

বুলগেরিয়ান চিহ্নবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী। লিখেছেন ফরাসি ও বুলগেরিয়ান ভাষায়। তাঁর Le langage, cest inconnu (1969) ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভাষাদর্শন ও চিহ্নতত্ত্ব বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ আছে। চিহ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে বুলগেরিয়ান ভাষায় লেখা Semiotiké (1969) গ্রন্থে ক্রিস্তেভা মনঃসমীক্ষণে চিহ্নতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন।

ক্লিষ্ট শব্দ

দ্র **ব্যবহারজীর্ণ শব্দ**

ক্লীবলিঙ্গ

যে লিঙ্গে পুরুষ বা স্ত্রী কোনোটিই বোঝায় না, প্রধানত যাতে অজীব বা অপ্রাণীবাচক বস্তু বোঝায় তার লিঙ্গই ক্লীবলিঙ্গ। ইংরেজি শব্দটি (neuter) এসেছে লাতিন থেকে, যার অর্থ neither অর্থাৎ কোনোটিই নয়—পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়।

খ

খণ্ডবাক্য clause

জটিল ও যৌগিক বাক্যে প্রধান বাক্যাংশ (principal clause) ছাড়া অন্য বাক্যাংশগুলিকেই খণ্ডবাক্য বলা হয়। এগুলি বস্তুতপক্ষে ওই প্রধান বাক্যাংশের উপর গঠনগতভাবে এবং অর্থগতভাবে নির্ভরশীল বলে খণ্ডবাক্যকে আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলা হয়।

দ্র **আশ্রিত খণ্ডবাক্য**

খণ্ডবাক্যের সংযোজকহীনতা, parataxis

গ্রিক শব্দ। ব্যাকরণে এর অর্থ জটিল বা যৌগিক বাক্যের সংযোজকহীনতা। কখনো কখনো যৌগিক বাক্য সংযোজক ছাড়াই গঠিত হতে পারে। সুর বা বাক্যসুর (intonation) সেক্ষেত্রে সংযোজকের অভাব পূর্ণ করে। ব্লুমফিল্ড বলেছেন, অনেক সময় একটি কমাই সংযোজকের কাজ করে দেয়—It's ten o'clock [,] I have to go home [.]

খণ্ডিত শব্দ, clipped word

কোনো একটি শব্দের কোনো একটি অংশ ছাঁটাই করে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে **খণ্ডিত শব্দ** বলা হয়। বিদেশি ভাষাতেই শব্দখণ্ডন (clipping) বেশি দেখা যায়। খণ্ডন শব্দের গোড়ার অংশে, মাঝের অংশে বা শেষ অংশে হতে পারে। যেমন omnibus থেকে bus, telephone থেকে phone, aeroplane থেকে plane যখন হয়, তখন মূল শব্দের প্রথম অংশ ছাঁটা হল। আবার photograph থেকে photo, minibus থেকে mini আর hippopotamus থেকে যখন hippo হল, তখন ছাঁটাই হল মূল শব্দের শেষ অংশ। বাংলায়ও এসব শব্দ প্রচলিত হয়েছে। এ ছাড়া 'মাইক'-ও (মাইক্রোফোন থেকে) একটি খণ্ডিত শব্দ।

খাঁজ, groove

কোনো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বাফলকে (blade of the tongue) একটা ঈষৎ গভীর ও সংকীর্ণ খাঁজ বা ভাঁজ তৈরি হয় এবং সেই সংকীর্ণ খাত ধরে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয়ে উৎপন্ন করে উষ্ম (fricative) ব্যঞ্জন এবং ইংরেজি /s/-এর মতো দন্তমূলীয় শিস্‌ধ্বনি। এভাবে উৎপন্ন ধ্বনিকে rill fricative-ও বলা হয়।

খাতক ভাষা, borrowing language

এক ভাষা থেকে অন্য এক ভাষায় ঋণশব্দ গ্রহণ ভাষার ইতিহাসে এক অতি-পরিচিত বিষয়। যে ভাষা ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলা হয় খাতক ভাষা। বাংলা ভাষায় যখন বিদেশি ঋণ নেওয়া হয়, তখন বাংলাকে খাতক ভাষা বলা হবে। অন্য দিকে ইংরেজি ভাষায় যখন guru, pandal, mantra ইত্যাদি ভারতীয় শব্দ গ্রহণ করা হয়, তখন ইংরেজি হবে খাতক ভাষা।

খুর্দিশ ভাষা, Kurdish

খুর্দিশ ভাষা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত ইরানীয় শাখাভুক্ত একটি ভাষা। এর প্রচলন খুর্দিস্তানে এবং পশ্চিম তুরস্ক, উত্তর-পূর্ব ইরাক এবং পারস্য উপসাগরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে।

গ

গঠন, construction

বাক্যে বা উক্তিতে শব্দ-উপাদানগুলির সজ্জা, পরম্পরা ও সংস্থান প্রভৃতিকে construction বা গঠন বলা হয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে, বিশেষত সঞ্জননী বা রূপান্তরমূলক ব্যাকরণে একটি বাক্যের গঠনে দুটি প্রধান অংশ থাকে—বিশেষ্যখণ্ড বা noun phrase (NP) এবং ক্রিয়াখণ্ড বা verb phrase (VP)। The boy flies a kite—এই বাক্যে the boy হল বিশেষ্যখণ্ড এবং flies a kite হল ক্রিয়াখণ্ড। বাক্যের এই গঠনগত বিভাগ অনেকটা প্রথাগত ব্যাকরণের উদ্দেশ্য-বিধেয় বিভাগের মতো বটে, তবে বিশেষ্যখণ্ড-ক্রিয়াখণ্ড পূর্ববর্তী উদ্দেশ্য-বিধেয় বিভাগের তুলনায় স্বচ্ছতর এবং বাক্যে বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক আরও স্পষ্ট করে তোলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ক্রিয়াখণ্ডের মধ্যেও থাকতে পারে আর একটি বিশেষ্যখণ্ড। অন্বয়ের আলোচনায় 'গঠন' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গঠনগত সমরূপতা, constructional homonymity

দুই বা ততোধিক বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্যকে 'গঠনগত সমরূপতা' বলে। ক. 'আমার দেখা সিনেমা' এবং 'বাবার পাওয়া পুরস্কার', খ. 'আমাদের খেলা শেষ' এবং 'তোমাদের দেখা শুরু' গ. 'ছেলেরা মাঠে খেলছে' এবং 'স্নানর্থীরা জলে নামছে'—উপরে ক, খ ও গ-য়ের দুটি দুটি বাক্যই গঠনগতভাবে সমরূপ। ক-তে আমার দেখা এবং বাবার পাওয়া, খ-তে আমাদের খেলা এবং তোমাদের দেখা, গ-তে ছেলেরা মাঠে, এবং স্নানার্থীরা জলে—এই উপাদানগুলির গঠন সমরূপ। 'ক'-এর দুটিই অংশবাক্য, প্রথম দুটি উপাদান যথাক্রমে 'সিনেমা' ও 'পুরস্কার'-এর বিশেষণ ; 'খ'-য়ের দুটি আপাতদর্শনে অংশবাক্য মনে হলেও ও-দুটিকে পূর্ণ বাক্যও বলা যায়। ওখানে verb deletion বা ক্রিয়াবিলোপন ঘটেছে। 'গ'-য়ে দুটিই পূর্ণবাক্য, সরল বাক্য, বহুবচনের কর্তৃপদ, ক্রিয়ার কাল progressive বা ঘটমান।

গণনীয়, countable

বিশেষ্যবাচক শব্দগুলি দু-রকমের হয়—গণনীয় বা গণনযোগ্য (countable) এবং পরিমাপযোগ্য (uncountable)। যে-শব্দ কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী বা বস্তুকে বোঝায় তা হল গণনীয় বা গণনসাধ্য বিশেষ্য। মানুষ, টেবিল, বই, গাছ, কলম, ফল প্রভৃতি গণনীয় বিশেষ্য। অন্য দিকে দুধ, জল প্রভৃতি পরিমাপযোগ্য বিশেষ্য।

গতি ক্রিয়া, dynamic verb

দ্র **চলৎ ক্রিয়া**

গথিক, Gothic

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকে গথ নামের যে জার্মান জাতি রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল, গথিক তাদেরই ভাষা। এই ভাষা স্বভাবতই জার্মানিক ভাষাবংশের সদস্য।

গথিক বলতে দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে পশ্চিম ইয়োরোপে প্রচলিত স্থাপত্য শিল্পেরও নাম। এই রীতির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছুঁচোলো খিলান, শিরতোলা গম্বুজ ও স্তম্ভ।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের এক বিশেষ সাহিত্যরীতিকেও গথিক বলা হয়, যাতে কুসংস্কার, আতঙ্ক ইত্যাদির পরিবেশ প্রাধান্য পেত।

গথিক শব্দের আরও একটি অর্থ পুরোনো জার্মান লিপির ছাঁদের 'আদলে' তৈরি মোটা হরফ। একেও গথিক বলে।

গর্ভিত, embedded

দ্র **আধারণ, বিগর্ভণ**

গলবিল, pharynx

জিভের মূলদেশ (epiglottis) থেকে ফুসফুস পর্যন্ত প্রসারিত একটি নলাকার প্রত্যঙ্গই **গলবিল**। একে **গলনালিও** বলা হয়। মুখগহ্বরের যেখান থেকে নাসাপথ ও স্বরনালিপথ পৃথক হয়ে গেছে তা-ই গলবিল। বাগ্‌যন্ত্রের অংশ হিসাবে গলবিলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গলবিল থেকে উচ্চারিত ধ্বনিকে pharyngeal sound বা **গলবিলীয় ব্যঞ্জন** বলে। এই ধ্বনি উচ্চারিত হয় যখন জিহ্বামূল গলবিলের দিকে চলে যায় বা তাকে স্পর্শ করে। ফুসফুস থেকে আগত বায়ু প্রথমে অবরুদ্ধ হয়ে পরে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হতে পারে, কিংবা ঈষৎ ঘর্ষণসহ মুক্ত করা হতে পারে। এইভাবেই উৎপন্ন ধ্বনির নাম pharyngeal fricative বা ঘৃষ্ট গলবিলীয় ব্যঞ্জন বা উষ্ম গলবিলীয় ব্যঞ্জন। এ-ধরনের ধ্বনি কোনো কোনো আরবি উপভাষায় শোনা যায়।

গার্ভিন, পল Paul Garvin (1919-94)

বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী এবং শৈলীবিজ্ঞানী। স্নাতকস্তর পর্যন্ত পড়াশোনা চেকোস্লোভাকিয়ায়। উনিশ বছর বয়সে ১৯৩৮ সালে চলে যান আমেরিকায়। রোমান ইয়াকপসন ও হাব্রানেকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শৈলীবিজ্ঞান ছড়াও তাঁর গবেষণার অন্যতম বিষয় ছিল আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের ভাষা। তাঁর সম্পাদিত A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure and Style প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে।

গুচ্ছ, cluster

স্বরধ্বনির আগে, মধ্যে বা পরে পরপর ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থানকে cluster বা গুচ্ছ বলে। একে ব্যঞ্জনগুচ্ছও বলা হয়। Strike শব্দের str আদ্য ব্যঞ্জনগুচ্ছ, Austria নামের str হল মধ্য ব্যঞ্জনগুচ্ছ এবং carts শব্দের rts অন্ত্য ব্যঞ্জনগুচ্ছ। বাংলায় 'স্ত্রী' শব্দের স্‌ত্‌র্‌ আদ্য ব্যঞ্জনগুচ্ছ, 'ইষ্টক' শব্দের ষ্‌ট্‌ মধ্য ব্যঞ্জনগুচ্ছ এবং বন্‌ধ্‌ শব্দের ন্‌ধ্‌ অন্ত্য ব্যঞ্জনগুচ্ছ। বাংলা ভাষায় অন্ত্য ব্যঞ্জনগুচ্ছের দৃষ্টান্ত খুব কম। আছে কেবল কিছু বিদেশাগত শব্দে।

গুটেনবার্গ, Johannes Gutenberg (1390-1468)

জার্মান উদ্‌ভাবক। মধ্য-পঞ্চদশ শতকে সচল ধাতব টাইপের উদ্‌ভাবক। হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্রের ক্ষেত্রে এই সচল টাইপ এক বিরাট অগ্রগতি। গুটেনবার্গ তাঁর মুদ্রাযন্ত্রে ৪২-পঙ্‌ক্তির যে বাইবেল ছেপেছিলেন তার কাজ শেষ হয় ১৪৫৬ সালে।

গেইলিক, Gailic

কেলটিক বা কেলতীয় ভাষাগোষ্ঠীর শাখা হিসাবে উদ্ভূত ও বিবর্তিত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কেলটিক থেকে যে গইডেলিক (Goidelic) ভাষার সৃষ্টি হয়, পরবর্তীকালে তাই হয়ে দাঁড়ায় গেইলিক। আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের ভাষাকে গেইলিক বলা হয়। তবে আয়ারল্যান্ডের গেইলিককে Irish Gaelic এবং স্কটল্যান্ডের গেইলিককে Scottish Gaelic বলা হয়। এই দুইয়ের মধ্যে ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে বিস্তর পার্থক্য এসে গেছে।

গৌণ কর্ম, indirect object

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি ক্রিয়ার মধ্যে একটি গৌণ কর্ম, অন্যটি মুখ্য কর্ম। সচরাচর প্রাণীবাচক কর্মই গৌণ কর্ম। গৌণ কর্মে বিভক্তি যোগ করা হয় সচরাচর। *রাম লক্ষ্মণকে ধনুকটি দিলেন'*—এই বাক্যে *লক্ষ্মণ* গৌণ কর্ম। ব্যাকরণগতভাবে বলা হয় যে, যে-কর্ম ক্রিয়াকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে, তা-ই indirect object বা গৌণ কর্ম।

গৌণকর্ম কারক, dative case

যে-কর্ম ক্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত নয়, জড়িত পরোক্ষভাবে তা-ই গৌণ কর্ম। এই গৌণ কর্মের কারকই গৌণকর্ম কারক। গৌণ কর্মে -কে বিভক্তির যোগ হয়। *'রাম কলমটা শ্যামকে দিয়েছে'*—এই বাক্যে গৌণকর্ম 'শ্যামকে'। এবং তার কারকত্বও গৌণকর্মের।

গৌণ প্রস্বর, গৌণ শ্বাসাঘাত, secondary stress

বহুদলীয় শব্দে যে ধ্বনিদলটির উচ্চারণ অন্য ধ্বনিদলগুলির তুলনায় স্পষ্টতর ও সবচেয়ে

বেশি ঝোঁকযুক্ত, সেটিতেই primary stress বা প্রধান প্রস্বর পড়ে। যে-ধ্বনিদলটি প্রধান প্রস্বরযুক্ত ধ্বনিদলের মতো স্পষ্ট না হলেও কিছুটা স্পষ্ট, তার ঝোঁককে secondary stress বা গৌণ প্রস্বর বলে। Dedication শব্দে primary stress পড়ে তৃতীয় ধ্বনিদলে ˌded.i.ˈkei.ʃn এবং গৌণ প্রস্বর পড়ে প্রথম ধ্বনিদলে। বাংলা শব্দে অবশ্য প্রস্বর একটিই— বাংলায় যেহেতু কেবল শব্দের প্রথম ধ্বনিদলে প্রস্বর পড়ে, তাই এক্ষেত্রে গৌণ প্রস্বরের প্রশ্ন নেই।

গ্রাইস, হার্বার্ট পল, Herbert Paul Grice (1913-88)

ইঙ্গ-মার্কিন দার্শনিক ও বাগর্থবিজ্ঞানী। বাক্যের অর্থ ও বাক্যাতিরিক্ত অর্থের মধ্যবর্তী এলাকাটিকে চিহ্নিত করেন তিনি। সেই দিক থেকে আধুনিক ব্যঞ্জনাতত্ত্বের (pragmatics) অন্যতম পথিকৃৎ মনে করা হয় তাঁকে। ১৯৬৭ সালে তাঁর Logic and Conversation বক্তৃতামালায় শব্দার্থ ও শব্দাতিরিক্ত অর্থের কথা বলেছিলেন। তাঁর তত্ত্ব তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় Studies in the Way of Words (1989) গ্রন্থে।

গ্রাসমান সূত্র, Grassmann's Law

জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক গ্রাসমান ১৮৬২ সালে ইন্দো-ইয়োরোপীয় মূল ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের যে-নিয়ম আবিষ্কার করেন, তা-ই Grassmann's Law নামে পরিচিত। কোনো মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের পরে স্বরধ্বনি থাকলে এবং তার পরে আর একটি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন থাকলে প্রথম মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনটি মহাপ্রাণতা হারিয়ে অল্পপ্রাণ হয়ে যায়—সংক্ষেপে এই হল গ্রাসমানের সূত্র। গ্রাসমান তাঁর সূত্র প্রয়োগ করেছেন প্রধানত প্রাচীন গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে।

গ্রিক ভাষা, Greek

গ্রিক (অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিক) ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারের অন্যতম ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতক থেকে এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ক্রিট দ্বীপের অন্তর্গত নস্‌সোসে (Knossos) এবং আরও কোনো কোনো স্থানে প্রাচীন গ্রিক ভাষার লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই লেখগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল মাটির ফলকে। যে লিপিতে এগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল তাকে পণ্ডিতরা syllabic script বলেছেন। এই ভাষাকে প্রত্ন-গ্রিক বা মাইসিনীয় গ্রিক বলা হয়েছে। গ্রিক ভাষার এই রূপ ধ্রুপদি গ্রিক (Classical Greek) ভাষারও পূর্ববর্তী। ধ্রুপদি গ্রিক বর্ণমালায় রচিত নমুনার সময় ধরা হয় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক। পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে প্রচলিত হয় গ্রিক ভাষার একটি সর্বজনীন রূপ যাকে 'কোইনে' বলা হয়।

গ্রিমের সূত্র, Grimm's Law

জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক ইয়াকপ গ্রিম (Jacob Grimm 1785-1863) প্রধানত রাসমুস রাস্ক-এর (Rasmus Rask) ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মকে ব্যাখ্যা করেন এবং তাকে সূত্রের আকারে প্রকাশ

করেন। মূল সূত্রটি রাস্কের হলেও গ্রিমের নামের সঙ্গে তা জড়িয়ে গেছে। গ্রিমের সূত্রটিকে বলা হয় sound shift. গ্রিমের সূত্রটি এইরকম—ইন্দো-ইয়োরোপীয় 'মূল ভাষার বর্গের চতুর্থ, তৃতীয় ও প্রথম ধ্বনি জার্মানিক শাখায় যথাক্রমে বর্গের তৃতীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় (উষ্ম) ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্গের (সম্ভবত তৃতীয় বর্গেরও) ধ্বনিগুলি স্পৃষ্ট নয়, উষ্ম।' (সুকুমার সেন)। এই সূত্রের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। সেই সীমাবদ্ধতা অনেকটাই দূর করেছেন এবং তার ত্রুটি সংশোধন করেছেন গ্রাসমান ও ফের্নের (K. Verner) নামে দুই পণ্ডিত।

গ্রিয়ারসন, জন আব্রাহাম, John Abraham Grierson (1851-1941)

গ্রিয়ারসন ব্রিটিশ সরকারের সিভিলিয়ান হিসাবে দীর্ঘকাল ভারতে ছিলেন। এ দেশের কয়েকটি ভাষাতেও তাঁর পারংগমতা ছিল। তাঁর একটি গ্রন্থ Seven Grammars of the Dialect and Sub-dialect of Bihari Language (1887)। তবে যেজন্য এদেশে তাঁর বিশেষ খ্যাতি তা হল এগারো খণ্ডের সুবৃহৎ Linguistic Survey of India (1927)। এই গ্রন্থের সম্পাদনা নিঃসন্দেহে এক মহাকীর্তি। এর পঞ্চম খণ্ডটি বাংলা ভাষাকে নিয়ে রচিত। বাংলা উপভাষার আলোচনায় এবং বর্গীকরণে অন্যতম পথিকৃৎ তিনি।

গ্রেইমাস, আলজির্দাস জ্যুলিয়াঁ Algirdas Julien Greimas (1917-92)

ফরাসি বাগর্থবিজ্ঞানী ও চিহ্নতাত্ত্বিক। জন্ম রাশিয়ায়, শিক্ষা লিথুয়ানিয়ায় ও ফ্রান্সে। অধ্যাপনা করেন আলেকজান্দ্রিয়া, আংকারা ও ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। আলেকজান্দ্রিয়াতেই সাক্ষাৎ হয় রলাঁ বার্ত্-এর সঙ্গে। বিংশ শতকের ষাটের দশকে ফ্রান্সে ফিরে চিহ্নতত্ত্বে অধ্যাপনা করেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থ On Meaning : Selected Writings in Semiotic Theory (1987)।

গ্লসম্যাটিক্স, glossematics

ডেনীয় ভাষাতাত্ত্বিক লুইস ইয়েল্‌ম্‌স্লেভ ১৯৩৫ সাল নাগাদ glossematics-এর তত্ত্ব প্রচার করেন। Glosseme-হল 'smallest meaningful linguistic unit.' ব্লুমফিল্ডও ব্যবহার করেছেন কথাটি। গ্লসম্যাটিকস হল glosseme বা ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থানের (distribution) চর্চার নাম।

ঘ

ঘটমান অতীত, progressive past

অতীত কালে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছিল অর্থাৎ অতীতে কোনো ক্রিয়ার কাজ চলছিল, এইরকম বোঝালে তাঁর কালকে **ঘটমান অতীত** বলা হয়। *গোপাল সন্ধ্যে অবধি খেলছিল, রাম ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল* ঘটমান অতীতের দৃষ্টান্ত। সাধুভাষায় খাইতেছিল, উড়াইতেছিল, খেলিতেছিল রূপ হয়। এগুলি যৌগিক কালরূপ দিয়ে গঠিত।

ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত অতীত, progressive habitual

কোনো ক্রিয়ার সংঘটন অতীতে কখনো কখনো হত এইরকম বোঝালে **ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত** কাল বোঝায়। এর দৃষ্টান্ত—*সে তখন কাজটা করতে থাকত, কাল থেকে জল পড়তে থাকত*। এখানে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার হয়। প্রথম বাক্যে (করতে থাকত) করা ও থাকা, দ্বিতীয় বাক্যে (পড়তে থাকত) পড়া ও থাকা। প্রথমটি অসমাপিকা, দ্বিতীয় ক্রিয়াটি সমাপিকা।

ঘটমান বর্তমান, present progressive

বর্তমানে কোনো ক্রিয়ার সংঘটন চলছে এমন বোঝালে তার কালরূপ হবে **ঘটমান বর্তমান**। তার দৃষ্টান্ত—*ছেলেরা মাঠে খেলছে, মেয়েটি একা একা চলেছে*। এখানে যৌগিককাল ব্যবহৃত হয়—খেলছে = খেলিতে আছে, চলেছে = চলিতে আছে।

ঘটমান ভবিষ্যৎ, progressive future

কোনো ক্রিয়ার সংঘটন ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে এমন বোঝালে সেই ক্রিয়ার কালরূপ হবে **ঘটমান ভবিষ্যৎ**। তার দৃষ্টান্ত—*আমি সন্ধ্যা অবধি খেলতে থাকব, তিনি কালও কাজটা করতে থাকবেন*। এখানে ক্রিয়াটির যৌগিক কাল হয়।

ঘাটতিতত্ত্ব, deficit theory

দ্র **বার্নস্টাইন, বেজিল**

ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি, affricates

যে-ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু প্রথমে স্পৃষ্টধ্বনির (stop) মতো সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয় এবং তার কিছু পরে কিছুটা ঘর্ষণের মতো অর্থাৎ উষ্ম ধ্বনির মতো আওয়াজ করে বেরোয় তা-

ই ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন। বাংলায় চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঘৃষ্ট ধ্বনি। ইংরেজিতে /tʃ/ (batch, child), dʒ (jam, jeans) ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন বা affricate consonant এর দৃষ্টান্ত।

ঘোষণামূলক বাক্য, declarative sentence

যে-বাক্যে কোনো বিবৃতি প্রকাশ করা (making a statement) হয় তাকে ঘোষণামূলক বা বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। বস্তুতপক্ষে ঘোষণামূলক বাক্য বলতে assertive sentenceকেই বোঝায়। কখনো কখনো ঘোষণামূলক বাক্যে নির্দেশ বা আদেশও প্রকাশিত হতে পারে। যদি বলা হয় You must go there now তাহলে এই বাক্যের গঠন declarative বটে, তবে এতে একটা আদেশের ভাব প্রকাশ পায়।

ঘোষ ধ্বনি, voiced consonant

যে-ধ্বনির উচ্চারণে vocal cord অর্থাৎ স্বরপল্লব কম্পিত হয় তাকেই ঘোষ ধ্বনি বলা হয়। ঘোষ ধ্বনির উচ্চারণে একটা 'গাম্ভীর্য' থাকে বলেই তার এই নাম। ঘোষ ধ্বনির প্রকারভেদ আছে—পূর্ণ ঘোষতা ঘটলে তাকে **সঘোষ ধ্বনি** বলা হয়, বাংলায় তার দৃষ্টান্ত ঙ্ ন্ ম্ ল্। যেসব ধ্বনির উচ্চারণে স্বরপল্লবের কম্পন আংশিক বা সংক্ষিপ্ত সেগুলিকে বলা হয় **ঘোষবৎ ধ্বনি** (half-voiced), বাংলায় গ্ ঘ্ জ্ ঝ্ ড্ ঢ্ দ্ ধ্ ব্ ভ্ র্ ড়্ ঢ়্ হ্ ঘোষবৎ ধ্বনি। ইংরেজিতে সবই voiced, সেখানে voiced ও half-voiced ভাগ করা হয় না।

চ

চতুরাক্ষরিক, চতুর্দল, tetrasyllabic

চারটি ধ্বনিদল বা সিলেবল নিয়ে গঠিত শব্দকে 'চতুরাক্ষরিক' বা 'চতুর্দল' শব্দ বলে। 'দিনানুদিন' (দি.না.নু.দিন্), 'পথপাশে' (প.থো.পা.শে), 'স্বাজাত্যবোধ' (শা.জাৎ.তো.বোধ্) এই শব্দগুলি চতুরাক্ষরিক বা চতুর্দল। ইংরেজিতে aspiration (æs.pə.rei.ʃn) একটি tetrasyllabic শব্দ।

চমস্কি, নোয়াম, Noam Avram Chomsky (1928-)

নোয়াম আব্রাম চমস্কির (পারিবারিক উচ্চারণ 'নোম') জন্ম ১৯২৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার এক সম্পন্ন ইহুদি পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন হিব্রু ভাষার বিশিষ্ট অধ্যাপক। তাঁদের প্রথম ভাষা ইদ্দিশ (Yiddish)হলেও তাঁদের পরিবারে কেউই ওই ভাষা বলতেন না। বিশ্ববিদ্যলয়ের পাঠে গোড়ার দিকে তাঁর খুব মনোযোগ ছিল না। সেই সময় চমস্কি নাৎসি-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে নিজেকে বেশি জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর শিক্ষক বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী জেলিগ হ্যারিস (Zellig Harris) এইসময় তাঁকে বিশেষ উৎসাহ দেন এবং দর্শন ও গণিত পড়তে বলেন। পরে হ্যারিসেরই প্রেরণাতে চমস্কি ভাষাবিজ্ঞানে গবেষণা করতে প্রবৃত্ত হন। হার্ভার্ডে ফেলোশিপ পেয়ে গবেষণা করেন এবং এই ঘটনাকে তাঁর জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে। ১৯৫৫ সালে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তিনি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (MIT) চলে যান অধ্যাপনার কাজ নিয়ে এবং তাঁর যাবতীয় পরবর্তী গবেষণা ওখান থেকেই। ওই প্রতিষ্ঠানেই বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞানের Professor Emeritus নিযুক্ত আছেন। ১৯৫৭ সালে চমস্কির Syntactic Structures নামের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় হেগ থেকে। ইতিপূর্বে তাঁর হিব্রুভাষার রূপধ্বনিতত্ত্ব (morphophonemics) বিষয়ক বই এবং The Logical Structure of Linguistic Theory প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে চমস্কির যুগান্তকারী Aspects of the Theory of Syntax প্রকাশিত হয় MIT Press থেকে। এই বইয়ে তিনি Syntactic Structure-এ প্রকাশিত মত কিছুটা বদল করেছেন। চমস্কির বিশ্বজোড়া খ্যাতি Transformational Generative Grammar বা সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ নামক তত্ত্বের জন্য। বাক্যের রূপান্তর ও সঞ্জননের ধারণাটি তিনি পেয়েছেন অবশ্যই হ্যারিসের কাছ থেকে, যদিও তাকে বহুদূর প্রসারিত করেছেন তিনি। চমস্কির তত্ত্বের অন্য বৈশিষ্ট্য হল সার্বিক ব্যাকরণ (Universal Grammar)। তাঁর মতে ভাষার নিয়ম শিশুর জন্মগতভাবেই জানা থাকে। চমস্কি বলেন যে, ভাষায় ভাষায় পার্থক্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেসব পার্থক্য

অগভীর এবং উপরিস্তরগত (superficial)। কিন্তু সমস্ত ভাষাতেই আছে কতকগুলি মৌলিক ঐক্য। সেই ঐক্যের জন্যই সমস্ত শিশুর পক্ষে ভাষা-অর্জন সহজ হয়। চমস্কির তত্ত্বে অন্তর্গঠন (deep structure) এবং বহির্গঠনের (surface structure) এক বিশেষ মাত্রা। ভাষা-অর্জন এবং ভাষায় অনন্ত বাক্য সঞ্জননের এমন ব্যাখ্যা আর কোনো ভাষাবিজ্ঞানীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। সেইজন্য তাঁকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া হয়। একদা শিকাগো ট্রিবিউন তাঁকে the most cited living author বলেছিল।

চমস্কির ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক মতও উল্লেখযোগ্য। ছাত্রবয়সে যিনি নাৎসি-বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়েছিলেন, সেই তাঁকেই দেখা গেল ভিয়েতনাম যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করতে। মার্কিন বিদেশনীতি ও যুদ্ধনীতির প্রবল বিরোধিতা করার জন্য কোনো-কোনো সমালোচক তাঁকে anarchist বলেছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই বিদ্রোহের জন্য বরং তাঁকে political dissident বলা যায়।

চলৎ ক্রিয়া, dynamic verb, process verb

যে-ক্রিয়ায় কোনো ক্রিয়া (action) বা ক্রমিক গতি (process) সূচিত হয়, তাকে dynamic verb বা process verb বা চলৎ ক্রিয়া বলে। Earn, buy এই দুটি dynamic verb বা চলৎ ক্রিয়া। এর বিপরীতে আছে stative verb বা 'স্থিতিক্রিয়া' যাতে স্থিতি প্রকাশ পায়। স্থিতিক্রিয়ার সচরাচর ঘটমান (progress) রূপ হয় না। ইংরেজিতে cost, belong, own প্রভৃতি stative verb. কেউ কেউ চলৎ ক্রিয়াকে গতি ক্রিয়া বলেন।

চলিত ভাষা

বাংলা লেখ্য ভাষার দুটি রূপ—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। সাধু ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তৎসম শব্দের বহুলতা, ক্রিয়াপদের পূর্ণ (সাধু) রূপ, সর্বনামের পূর্ণ রূপ, প্রাচীনতর অনুসর্গের ব্যবহার এবং সন্ধিসমাসের বাহুল্য। অন্য দিকে চলিত বাংলায়—যা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে প্রচলিত হয়—ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়, তৎসম শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃতভাবে কম হয় এবং তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রয়োগ তুলনায় বেশি করা হয়, পদক্রমে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার প্রয়োগে হেরফের করা হয়।

সম্প্রতি 'চলিত' ভাষাকে কেউ কেউ 'কথ্য ভাষা' বলে থাকেন। চলিত ভাষা যে বাঙালির কথ্য ভাষায় উপর ভিত্তি করেই গঠিত তাতে ভুল সেই। তবে চলিত ভাষা মূলত লেখ্য ভাষা। 'কথ্য' ভাষা কথ্যই। বরং মান্য কথ্য ভাষা বা মান্য চলিত (বা প্রমিত) ভাষার কথা এই প্রসঙ্গে আনা যেতে পারে। বাঙালির শিষ্ট বা মান্য বা প্রমিত ভাষা বললে standard colloquialকেই বোঝায়। সেক্ষেত্রে 'চলিত' ভাষা বললে লেখ্য ভাষা বোঝায়।

চিত্রপ্রতীকলিপি, hieroglyphics

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ নাগাদ মিশরে উদ্ভব হয়েছিল hieroglyphics বা চিত্রপ্রতীকলিপির। স্মারকস্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ হত এগুলি। যেসব চিত্র উৎকীর্ণ হত সেগুলি সরাসরি কোনো বস্তু বা ভাবকে বোঝাত না, সেগুলি বোঝাত নামবাচক শব্দকে বা ধ্বনিকে। এইজন্য এগুলিকে চিত্রলিপি (pictogram) না বলে চিত্রপ্রতীকলিপি বলা হয়। এই হাইয়েরোগ্লিফিক্স বা চিত্রপ্রতীকলিপি মিশরে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্তও ব্যবহৃত হয়েছে।

চিত্রলিপি, pictogram

আদিমতম লিপিরই নাম চিত্রলিপি। প্রাচীন পৃথিবীর যেসব জায়গায় আদিম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে সেইসব জায়গায় পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় আনুমানিক ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের চিত্রলিপি পাওয়া গেছে। চীনের চিত্রলিপিগুলি অবশ্য তত প্রাচীন নয়। গাছ, পাখি, শিকারচিত্র, জীবজন্তুর মাথা ও অবয়ব, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বহু চিত্র উৎকীর্ণ করত আদিম মানুষ। এর দ্বারা তাদের মনোভাব যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি চিত্রগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য জ্ঞাপিত করা গেছে।

চিহ্ন, চিহ্নতত্ত্ব, চিহ্নবিজ্ঞান, signs, semiotics

যেকোনো অর্থপূর্ণ বস্তুই চিহ্ন। কলম, বই, কালি এগুলি যেমন চিহ্ন, তেমনি দৃঢ়মুষ্টি, সুউচ্চ মিনার, স্তম্ভ প্রভৃতিও চিহ্ন। প্রতিটি বস্তুই কোনো-না-কোনো অর্থ বা তাৎপর্য বহন করে। সে-হিসাবে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বা রূপমূলও চিহ্ন। আধুনিক চিহ্নতত্ত্ব বা চিহ্নবিজ্ঞানের মতে ভাষা চিহ্নবিজ্ঞানেরই অংশ। মার্কিন বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও দার্শনিক চার্লস স্যান্ডার্স পেয়ার্সকেই (1839-1914), আধুনিক চিহ্নবিজ্ঞানের উদ্গাতা বলা হয়। এক অর্থে চিহ্নবিজ্ঞান অর্থতত্ত্বের (the science of meaning) সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। পেয়ার্সের এবিষয়ে একটি মৌলিক উক্তি হল—A sign must stand to somebody for something. ক্রমে ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর, সেবিয়ক, রলাঁ বার্ত্ প্রভৃতি দার্শনিক ও তাত্ত্বিক চিহ্নের ধারণাকে সম্প্রসারিত করেছেন। এঁদের সকলের রচনায় গড়ে উঠেছে চিহ্নবিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপ। উল্লেখযোগ্য যে, semiotics ও semiology-র মধ্যে বড়ো কোনো তফাত নেই। কেবল বলা যায় যে, পেয়ার্স ও তাঁর অনুগামীরা semiotics বলা পছন্দ করতেন, অন্য দিকে, সস্যুর ও স্যসুরপন্থীরা ফরাসি রীতিতে semiologie বলতে অভ্যস্ত। বিংশ শতকে চিহ্নের তত্ত্বটিকে ঋদ্ধ ও প্রসারিত করেছেন বিখ্যাত ইতালীয় ঔপন্যাসিক অধ্যাপক উম্বের্তো একো (জন্ম 1932)। তাঁর বিখ্যাত তাত্ত্বিক গ্রন্থ The Open Work (1989) ইতালীয় ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে (Opera Aperta)। এই গ্রন্থে চিহ্ন ও ভাষাদর্শনের সম্পর্কের আলোচনায় শব্দ, অর্থ, চিহ্ন, ইঙ্গিত প্রভৃতি সম্পর্কে একো গভীর

বিশ্লেষণ করেছেন। বিষয়টিকে একো নতুন মাত্রা দিয়েছেন ১৯৯২ সালে প্রকাশিত তাঁর Interpretation and Overinterpretation গ্রন্থে।

চিহ্নিত বন্ধনীকৃতি, labelled bracketing

কোনো একটি বাক্য বা বাক্যাংশের আন্বয়িক বা সংগঠনগত অংশকে চিহ্নিত করার জন্য তাকে square brackets বা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রেখে চিহ্নিত করা হয় ভাষাবিজ্ঞানে। Tall trees-কে এইভাবে দেখানো হয়—

$_{NP}[_{A}[\text{tall}]\ _{N}[\textbf{trees}]\ ]$

সমগ্র অংশটি noun phrase বা NP, **tall** হল adjective (A), trees হল noun (N)। একেই চিহ্নিত বন্ধনীকৃতি বলা হয়।

চীনা ভাষা, চৈনিক ভাষা

চীনা ভাষা চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan) ভাষাবংশের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। চীনা ভাষার প্রধান উপভাষাগুলি হল **ম্যান্ডারিন, হক্কিয়েন, ক্যান্টনিজ** প্রভৃতি। এই উপভাষাগুলির উচ্চারণ এতই আলাদা যে এগুলি ভিন্ন ভাষা বলে বোধ হতে পারে। চীনা লিখনরীতি অত্যন্ত জটিল। এই লিপিপদ্ধতিকে logographic বলা হয়। যে লিপিতে একটি অক্ষরই একটি শব্দকে দ্যোতিত করে তাকেই logographic script বলা হয়। সেইজন্য চীনা ভাষার অক্ষরকে logograph বা logogram বলা হয়। অষ্টাদশ শতকে সংকলিত কাংজি-র (kāngxi) চীনা অভিধানে পঞ্চাশ হাজার অক্ষর ছিল। তবে আধুনিক চীনা ভাষায় মোটামুটি ভাবে দু-হাজার অক্ষর আছে। ১৯৫০-এর দশকে চীনে ব্যাপক ভাষা-সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। রোমানীয় লিপি (পীন-ঈন) এবং বেজিং-কেন্দ্রিক কথ্য ভাষাকে মান্য কথ্য ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা এই সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

চেক ভাষা

চেক বা চেখ ভাষা স্লাভিক বা স্লাভোনিক ভাষাবংশের সদস্য। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে চেক ভাষা পশ্চিম স্লাভিক (West Slavic) শাখার ভাষা। চেক হল চেক প্রজাতন্ত্রের ভাষা। স্লোভাক ভাষার সঙ্গে এর মিল প্রচুর। চেক ভাষার লিপির নাম সিরিলিক, যদিও বিভিন্ন সময়ের সংস্কারের ফলে চেক ভাষার লিপি মূল সিরিলিক থেকে অনেকটা সরে এসেছে। এখন রোমান লিপির সঙ্গে এর মিল যথেষ্ট, যদিও এতে আছে বহুসংখ্যক ডায়াক্রিটিক চিহ্ন। চেক ভাষায় বাংলার মতোই শব্দের প্রথম সিলেবলে প্রস্বর পড়ে।

চ্যাটম্যান, সেমুর, Seymour Chatman (b. 1928)

মার্কিন সাহিত্যসমালোচক, সাহিত্যতাত্ত্বিক ও ভাষাবিজ্ঞানী। আখ্যানতত্ত্ব (narratology) এবং শৈলীবিজ্ঞান তাঁর গবেষণা ও চর্চার প্রধান বিষয়। ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর ঝোঁক

সংগঠনবাদের দিকে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ হল The Later Style of Henry James (1972), Story and Discourse : Narrative Structure in Fiction and Film (1978), Reading Narrative Fiction (1993), এবং সম্পাদিত গ্রন্থ Literary Style, a Symposium (1971)।

চ্যুতি, deletion

উচ্চারণদ্রুতির জন্য বা অসতর্কতাহেতু শব্দের কোনো অংশ, কোনো ধ্বনি ইত্যাদি বাদ পড়ে যায় কখনো কখনো। একেই deletion বা চ্যুতি বলে। Hands /hændz/ কখনো কখনো /hænz/ হয়ে যায়। ইংরেজিতে প্রস্বরহীন শব্দে অন্ত্যব্যঞ্জন কখনো কখনো বাদ পড়ে—a good friend of mine হয়ে যায় a good friend o' mine.

ছ

ছদ্ম প্রশ্ন, pseudo interrogative

কোনো বাক্য 'প্রশ্নবাক্য' কি না তা বোঝা যায় প্রশ্নচিহ্ন দেখে। কখনো কখনো প্রশ্নচিহ্ন ছাড়াই রচিত হতে পারে প্রশ্নবাক্য। সেসব ক্ষেত্রে বাক্যের সুর শুনে বুঝে নিতে হয় বাক্যটি প্রশ্নবাক্য কি না। এই ধরনের বাক্য খাঁটি প্রশ্নবাক্য নয় নিশ্চয়। এগুলিকে ছদ্ম-প্রশ্নবাক্য বলাই সংগত। একে আলংকারিক প্রশ্ন বা rhetorical question-ও বলা হয়।

'টেম্পেস্টে এ ভাবটি নাই। কেনই বা থাকিবে'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য।

এই বাক্যটি যে প্রশ্নের ভঙ্গিতে রচিত তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন নেই বলে একে ছদ্ম-প্রশ্নবাক্য বলা যায়। আরও একটি বাক্য দেখা যাক—

সবই ঈশ্বরের হাত। আমরা কীই বা করতে পারি।

বলাবাহুল্য, এসব বাক্যে প্রশ্নের একটা নঞর্থক উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই যেন নিহিত রয়েছে।

জ

জটিল শব্দ, complex word

যে শব্দ বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত, যে শব্দে মূল শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি ইত্যাদি যুক্ত হয় তাকে জটিল বা সাধিত শব্দ বলে। ধিঙ্গিপনা, পাগলামি, আষাঢ়ে, বৈশাখী ইত্যাদি জটিল বা সাধিত শব্দ। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে complex word বলতে অবশ্য সেই শব্দকেই বোঝানো হয় যাতে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপ (bound form) থাকে।

জটিল বাক্য, complex sentence

বাক্যে একটি স্বাধীন সরল বাক্য এবং এক বা একাধিক আশ্রিত বা অধীন বাক্য থাকলে সেই বাক্যকে জটিল বাক্য বলে। জটিল বাক্যে স্বাধীন বাক্যটিরই প্রাধান্য থাকে, অন্য আশ্রিত বাক্যখণ্ডগুলি তুলনায় অপ্রধান। অপ্রধান বাক্য সচরাচর 'যে', 'যেহেতু', 'যে-সে', 'যারা-তারা', 'যেহেতু-তাই' ইত্যাদি সংযোজক দিয়ে যুক্ত থাকে। আবার সংযোজকহীন জটিল বাক্যও হতে পারে। জটিল বাক্য গঠনের দিক থেকে তিন রকমের হয়—বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্যযুক্ত (noun clause), বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্যযুক্ত (adjective clause) এবং সাপেক্ষ খণ্ডবাক্যযুক্ত বা ক্রিয়াবিশেষণীয় খণ্ডবাক্যযুক্ত (adverbial clause)।

ক. *আমি জানি তুমি কোথায় যাবে*। (বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্যযুক্ত)

খ. *যে ছেলেটি কাল এসেছিল সে আমারই ভাই*। (বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্যযুক্ত)

গ. *সে দ্রুত বেরিয়ে গেল, কারণ তাকে ট্রেন ধরতে হবে* (ক্রিয়াবিশেষণীয় খণ্ডবাক্যযুক্ত)

জটিল বাক্যকে কেউ কেউ মিশ্র বাক্য বলেন।

জাপানি ভাষা, Japanese

জাপানের ভাষা জাপানি। এ ভাষার লিখিত নিদর্শন পাওয়া গেছে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে। বহুকাল পর্যন্ত জাপানি ভাষা লেখা হত চৈনিক লিপিতে। প্রায় নয় কোটি মানুষের ভাষা জাপানি। কোরীয় ভাষার সঙ্গে এর দৃশ্যত মিলের জন্য একসময় ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করতেন যে, জাপানি ভাষা ও কোরীয় ভাষা একই ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। বর্তমানে জাপানিকে অন্য কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। জাপানি লিপি বর্তমানে দুই রকম—**কানা** ও **কান্‌জি**। কানা হল মূল জাপানি, কান্‌জি চৈনিক লিপির অনুকৃতি। *কান্‌জিকে* বলা যায় ideogram বা ভাবলিপি, অন্য দিকে, *কানা* হল সিলেবিক লিপি, তার প্রতিটি বর্ণে একটি দল বা সিলেবল বোঝায়।

জাভানিজ়, Javanese

অস্ট্রোনেশিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা, মূলত জাভার মানুষের ভাষা। ইন্দোনেশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষ কথা বলে জাভানিজ় ভাষায়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে বিভিন্ন স্থানের লেখতে এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রায় দু-কোটি মানুষ প্রথম ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে এই ভাষা। পঞ্চদশ শতকে জাভায় মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে জাভানিজ় ভাষায় ইসলামীয় উপাদান এসে গেছে। আরও পরে ওলন্দাজ অধিকারের ফলে ডাচ ভাষার মিশ্রণও ঘটেছে।

জ়ামেনহফ, লুডভিগ, Ludwig Lazarus Zamenhof (1859-1917)

পোলিশ চিকিৎসক ও ভাষাবিদ। কৃত্রিম ভাষা এসপেরান্তো-র উদ্ভাবক। ভাষার বিভিন্নতার জন্য মানুষে মানুষে আদানপ্রদানের যে বাধা পর্বতপ্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়, জ়ামেনহফ তা অতিক্রম করে আদানপ্রদানকে সহজ করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন করেন Esperanto নামে এক কৃত্রিম ভাষা। তিনি প্রথমে রুশ ভাষায় তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন (১৮৮৭)। নিজে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন—Doktoro Esperanto অর্থাৎ Doctor Hopeful-এ থেকেই তাঁর প্রস্তাবিত ভাষাটির নাম দাঁড়িয়ে যায় Esperanto. লাতিন ইংরেজি ফরাসি ইত্যাদি কতকগুলি ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ ও অন্যান্য উপাদান নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই ভাষা। এর ব্যাকরণকে সরল করে গঠন করা হয়।

জারগন, jargon

'জারগন' কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রধান অর্থ হল বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ ভাষা বা শব্দ। জারগন একধরনের টেকনিক্যাল ভাষা। উকিলি ভাষা, কলের মিস্ত্রির ভাষা, ডাক্তারি ভাষা প্রভৃতি এক ধরনের জারগন। জারগনের মধ্যে অশিষ্ট শব্দও থাকতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ, শিশুর অবোধ্য ভাষা।

জ়িফ, জর্জ কিংসলি, George Kingsley Zipf (1902-50)

মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক, ভাষায় পরিসংখ্যানের প্রয়োগের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর আবিষ্কৃত সূত্রকে বলা হয় Zipf's law বা জ়িফের সূত্র। কোনো একটি পাঠবস্তুতে (text) একটি শব্দের ব্যবহারের বারংবারতা (f = frequency) এবং শব্দটির তাৎপর্য বা প্রয়োগযোগ্যতা (r = rank) এই দুইয়ের গুণফল সর্বদাই স্থির (constant) হবে—এই হল সূত্রটির সার কথা। জ়িফ আরও বলেন যে, একটি শব্দ যত দীর্ঘ হবে ততই তার পৌনঃপুনিকতা কমবে।

জিহ্বাগ্রজ, জিহ্বাশিখরীয়, apical, coronal

জিভের ডগা দাঁতে লাগিয়ে উচ্চারিত ধ্বনিকে জিহ্বাগ্রজ বা জিহ্বাশিখরীয় বলা হয়। বাংলা ত্ থ্ দ্ ধ্ এবং ইংরেজি (thunder) /θ/ ও the /ð/ জিহ্বাগ্রজ বা জিহ্বাশিখরীয় দন্ত্য ধ্বনি (apico-dental)।

জিহ্বামূলীয় ধ্বনি, velars

জিভের মূল উঁচু করে কোমল তালু বা পশ্চাত্তালুর সামনের দিকে স্পর্শ করে যে-ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তাকেই জিহ্বামূলীয় ধ্বনি বলে। বাংলায় ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ এর উদাহরণ।

জোড়কলম, portmanteau

দুটি শব্দের কিছু অংশ জুড়ে একটি তৃতীয় শব্দ গঠিত হলে তাকে portmanteau word বা জোড়কলম শব্দ বলে। সম্ভবত লুইস ক্যারল-ই প্রথম এ-জাতীয় শব্দ গঠন করেন। ইংরেজিতে slithy (slimy + lithe), Oxbridge (Oxford + Cambridge), smog (smoke + fog), বাংলায় বাংহ (বাঘ + সিংহ), সিংঘ্র (সিংহ + ব্যাঘ্র), ধোঁয়াশা (ধোঁয়া + কুয়াশা) এই ধরনের শব্দ।

জোনস, স্যার উইলিয়াম, Sir William Jones (1746-94)

বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ। আইনজ্ঞ হিসাবে ভারতে আসেন। পরে ১৭৮৩ সালে কলকাতায় বিচারপতি হন। ১৭৮৬ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক বক্তৃতায় সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক লাতিন প্রভৃতি ভাষার সাযুজ্য দেখে এই দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেন যে, এই ভাষাগুলি এক অভিন্ন আদি ভাষা থেকে বিবর্তিত হয়েছে। তিনি এও প্রসঙ্গত বলেন যে, গ্রিক বা লাতিনের তুলনায় সংস্কৃতের ব্যাকরণ অনেক বেশি সংগঠিত ও সুসম্বদ্ধ।

জোনস, ড্যানিয়েল, Daniel Jones (1881-1967)

বিশিষ্ট ইংরেজ ধ্বনিবিজ্ঞানী। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি বা International Phonetic Alphabet (IPA)-এর অন্যতম উদ্ভাবক। Phoneme বা স্বনিম বা ধ্বনিমূল তত্ত্ব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে তাঁর। Cardinal vowel বা মৌলিক স্বরধ্বনি তাঁর অন্যতম আবিষ্কার। মৌলিক স্বরধ্বনি বলতে জোনস বুঝেছেন সেই স্বরধ্বনিগুলি যেগুলি জিভের অগ্রপশ্চাৎ ও উচ্চনীচ গতির দিক থেকে সবচেয়ে সামনে-পিছনে বা উঁচুতে-নীচুতে অবস্থিত সেগুলিকে। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের শিষ্ট উচ্চারণের উপর ভিত্তি করে ইংরেজি ভাষার Received Pronunciation (RP)-কে সংহত রূপ দেন তিনি। আর তারই উপর ভিত্তি করে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত English Pronuncing Dictionary. এ ছাড়া তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ Outline of British Phonetics (1914)।

জ্ঞাতিবাচক শব্দ, kinship terms

যে-শব্দে কোনো ব্যক্তির আত্মীয় বা জ্ঞাতিকে বোঝানো হয় তাকে জ্ঞাতিবাচক শব্দ বলে। ভাই, বোন, মামা, ভাগ্নে ইত্যাদি এই ধরনের শব্দ।

জ্ঞানীয় ভাষাবিজ্ঞান, cognitive linguistics

চিন্তাপ্রক্রিয়া এবং তারই মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হল cognitive science এর মূল কথা। এবং এই চিন্তাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানকে যুক্ত করতে চায় ভাষাবিজ্ঞানের যে-শাখা, তা-ই জ্ঞানীয় ভাষাবিজ্ঞান। চমস্কি cognitive psychology-কে তাঁর তত্ত্বে ব্যবহার করলেও তাঁর ব্যাকরণকে cognitive বলেননি। জ্ঞানীয় ভাষাবিজ্ঞান সংগঠবাদকে অস্বীকার করে। চমস্কির দুই শিষ্য লেকফ (G.P. Lakoff) এবং ল্যাংগাকার (R.W. Langackar) জ্ঞানীয় ভাষাবিজ্ঞানের প্রবক্তা।

চমস্কির তত্ত্বের ভিত্তি যদিও জ্ঞানতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান, তবু তাঁর পদ্ধতিটি একান্তই ভাষাবিজ্ঞানগত। অন্য দিকে, আর একদল পণ্ডিত (যাঁদের মধ্যে আছেন পূর্বোক্ত লেকফ ও ল্যাংগাকার) চিন্তন ও ভাষার মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়ে চালিয়েছেন তাঁদের অনুসন্ধান।

জ্ঞাপন, communication

রুশ ভাষাবিজ্ঞানী রোমান ইয়াকপসন (Roman Jakobson, 1896-1982) এবং অন্য কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী সাম্প্রতিক কালে ভাষার কাজ ও ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনায় একটি সাবেক তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে ভাষার অন্যতম প্রধান কাজ জ্ঞাপন বা communication. জ্ঞাপন বলতে বোঝায় তথ্য জানানো বা তার আদানপ্রদান। জ্ঞাপনাত্মক ভাষা সংবাদ বা তথ্য জানায়, তাতে আবেগাদির কোনো যোগ থাকে না। ফলে নিছক তথ্যজ্ঞাপন ছাড়া সে-ভাষায় কোনো বাড়তি ব্যঞ্জনা থাকে না।

ট

ট্যাগ্‌মিম, tagmeme

'ট্যাগ্‌মিম' পরিভাষাটি লেনার্ড ব্লুমফিল্ডের উদ্‌ভাবন। ট্যাগ্‌মিম কথাটির দুটি অর্থ বা প্রয়োগক্ষেত্র। প্রথমত, ট্যাগ্‌মিম হল ব্যাকরণের ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ। এই অর্থে একে রূপমূলকণা বলা যায়। দ্বিতীয় অর্থ হল ব্যাকরণের একটি বিন্যাস—উদ্দেশ্য-বিধেয়, বিশেষ্যগুচ্ছ-ক্রিয়াগুচ্ছ, actor-action ইত্যাদি।

ট্রেগার, জর্জ লেনার্ড, George Leonard Trager (1906-92)

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী, জন্ম ১৯০৬ সালে আমেরিকার নিউ জার্সিতে। দীর্ঘকাল ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেছেন। সেই সময় বহু বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁর, যাঁদের মধ্যে ছিলেন এডওয়ার্ড সাপির, হোঅর্ফ, লেনার্ড ব্লুমফিল্ড ও চার্লস হকেটের মতো ভাষাবিজ্ঞানীরা। ১৯৬১ সালে ট্রেগার Linguistic Society of America-র প্রেসিডেন্ট হন। ফোনিমের আলোচনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব যোগ করেন। রুশ ভাষায় তাঁর বিশেষজ্ঞতা ছিল বিস্ময়কর। Phonemes of Russian, The Phonemic Treatment of Semi-vowels প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র।

ঠ

ঠোঁট, the lips

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি দুইয়েরই উচ্চারণে ঠোঁটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতে উপরের ঠোঁটকে ওষ্ঠ এবং নীচের ঠোঁটকে অধর বলা হলেও ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় এই বিভাজন করা হয় না। দুটি ঠোঁটই ঠোঁট, দুটি ঠোঁটই ওষ্ঠ। ইংরেজিতেও upper lip ও lower lip বলা হয়।

দুটি ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনিকে ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন বা bilabial consonant বলা হয়। বাংলায় প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ এবং ইংরেজির /p/ /b/ /m/ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। এছাড়া আংশিক ঠোঁট ও দাঁত মিলিয়ে উচ্চারিত হয় কিছু ব্যঞ্জন। সেগুলিকে দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জন বা dentilabial consonant বলা হয়। স্বরধ্বনির উচ্চারণেও আছে ঠোঁটের ভূমিকা। ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী অর্থাৎ ঠোঁট গোলাকার না প্রসারিত তার উপর স্বরধ্বনির রকমফের হয়।

ড

ডাচ ভাষা, ওলন্দাজ ভাষা

হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডস-এর ভাষা। এই ভাষা পশ্চিম জার্মানিক গোষ্ঠীর সদস্য। বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও বহু মানুষ ডাচ ভাষায় কথা বলে। বর্তমানে প্রায় দু-কোটি মানুষের মাতৃভাষা ডাচ এবং আরও প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ ডাচ দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান্‌স ভাষা উদ্ভূত হয়েছে ডাচ থেকে। ডাচ ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহৃত হয়।

ডিসকোর্স, discourse

দ্র **সন্দর্ভ, অধিবাচন**

ডানমুখী লোপ, right-headed elision

বাক্যে একই ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তি ঘটলে একটিকে উহ্য রাখা শৈলীসম্মত। এই উহ্যতা বা লোপ দু-রকমের হতে পারে—ডানমুখী ও বামমুখী। একই ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির অর্থাৎ পরেরটির বা ডান দিকেরটির লোপকে ডানমুখী লোপ বলা হবে—

বাবা বাজারে যাবে, ভাই অফিসে (যাবে)।

শান্তনু কুকুর পুষতে চায়, বিমল বিড়াল (পুষতে চায়)।

দুই ক্ষেত্রেই ডানদিকের পুনরাবৃত্ত ক্রিয়াপদটি লুপ্ত বা উহ্য থেকেছে। অন্য দিকে যদি প্রথম অর্থাৎ বাঁ-দিকের ক্রিয়াপদ লুপ্ত বা উহ্য হয়, তা হবে 'বামমুখী লোপ'—

তোমার ভাই নয়, আমার ভাই খেলতে নামবে।

তাঁর কলম নয়, আমার কলম হারিয়েছে।

ড্যাশ চিহ্ন (—)

ইংরেজিতে 'ড্যাশ' যা, তাকে বাংলায় রেখাচিহ্ন বলা হয়। ড্যাশ দুটি হাইফেনের সমান, মুদ্রাকরের ভাষায় M-dash বলা হয়। বাংলায় ড্যাশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে উনিশ শতক থেকে। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রভৃতি লেখকের রচনায় ড্যাশ ব্যবহৃত হয়েছিল। ড্যাশ সচরাচর ব্যবহৃত হয় ১. বক্তব্য বা উক্তি ব্যাখ্যা করতে ; ২. প্রত্যক্ষ উক্তি উপস্থাপন করতে ; ৩. উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতে ; ৪. তালিকা উপস্থাপন করতে ; ৫. বক্তব্য অসম্পূর্ণ রাখতে ; ৬. কমা ও বন্ধনীর বিকল্প হিসাবে।

ণ

ণত্ববিধান

ধ্বনিতত্ত্বের ভাষায় দন্ত্য ন্ বা dental /n/ যে-নিয়মে মূর্ধন্য-ণ্ বা cerebral |ṇ| তে পরিণত হয়, তাকেই সংস্কৃত ব্যাকরণে ণত্ববিধান বলে। দু-একটি নিয়মের উল্লেখ করা যায়। ১. ঋ র্ ষ্ এই কটির পরে একই পদের দন্ত্য-ন্ মূর্ধন্য-ণ্ হয়। এই নিয়মে বিস্তীর্ণ, বিকীর্ণ, প্রকীর্ণ। ২. ট্-বর্গের পরে দন্ত্য-ন্ মূর্ধন্য-ণ্ হয়—কণ্ঠ, গণ্ড, ষণ্ড। ৩. প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারটি উপসর্গের পরে এবং অন্তর শব্দের পরে নম্, নশ্, অন্ প্রভৃতি ধাতুর ন্ মূর্ধন্য-ণ্ হয়—নির্ণয়, পরিণাম, প্রণাম, প্রণিধান। ৪. প্র, পূর্ব, অপর শব্দের পরবর্তী অহ্ন শব্দের দন্ত্য-ন্ মূর্ধন্য-ণ্ হয়—অপরাহ্ণ, প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, ইত্যাদি।

দীর্ঘকাল যাবৎ সংস্কৃত ব্যাকরণের এই নিয়ম বাংলা ব্যাকরণেও প্রযুক্ত হয়েছে। এমনকি, অসংস্কৃত অর্থাৎ অতৎসম শব্দেও। ফলে বহুকাল পর্যন্ত কর্ণওয়ালিস, আর্ণল্ড, কর্ণার প্রভৃতি নামে ও শব্দে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্বের নিয়মে এভাবে অসংস্কৃত শব্দে ণত্ব-বিধানের প্রয়োগ অহেতুক এবং অন্যায্য। এখন এই অহেতুক প্রয়োগ বন্ধ হয়েছে।

ণিজন্ত ক্রিয়া, causative verb

দ্র প্রযোজক ক্রিয়া

ত

তৎপুরুষ সমাস, determinative compound

পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে পরপদের সঙ্গে যে-সমাস হয় তা-ই তৎপুরুষ সমাস। তৎপুরুষ সমাসে সাধারণত পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায়। ব্যাসবাক্যের কারক অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণিবিভাগ হয়, যথা কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ, নিমিত্ত তৎপুরুষ, সম্বন্ধ তৎপুরুষ, অপাদান তৎপুরুষ, অধিকরণ তৎপুরুষ। এছাড়া আছে নঞ্ তৎপুরুষ, উপপদ তৎপুরুষ, অলুক্ তৎপুরুষ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—দেশত্যাগ, পদচ্যুত, বনবাস, নিরলস, ভোটাধিকার ইত্যাদি। সমাসের নামকরণ বিভক্তি অনুযায়ীও হয়, যথা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ

যেসমস্ত সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাংলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে তৎসম শব্দ বলা হয়। চন্দ্র সূর্য, অর্থ, লেখনী, পশ্চাৎ, অনুসর্গ, আলোক, প্লাবন, উদয়, অস্ত, আড়ম্বর ইত্যাদি। তৎসম শব্দের তৎসমত্ব সম্বন্ধে দুটি কথা স্মরণীয়। প্রথমত, সংস্কৃতাগত তৎসম শব্দগুলি কেবল বানানেই তৎসম এবং উচ্চারণ বাংলায় এসে বদলে গেছে। 'উদয়' শব্দটিই ধরা যাক। সংস্কৃতে উচ্চারণ /udɔĕɔ/, বাংলায় /udɔĕ/। 'দল' শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃতে /dɔlɔ/, বাংলায় /dɔl/। 'অনুসর্গ' সংস্কৃতে /ɔnusɔrgɔ/, বাংলায় /onuʃɔrgo/। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি ক্ষেত্রে সংস্কৃত নিয়ম বাংলায় এসে বদলে গেছে। সম্রাট্, জ্যোতিঃ, চক্ষুঃ, হনুমান্ এসব শব্দের হস্‌চিহ্ন এবং বিসর্গ বাংলায় বিলুপ্ত হয়েছে। কাজেই এসব ক্ষেত্রে তৎসমত্ব আংশিক মাত্র।

তদ্ধিত প্রত্যয়, secondary suffix

বিশেষ্য জাতীয় শব্দের সঙ্গে যে-প্রত্যয় যোগ করা হয়, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তদ্ধিত প্রত্যয় তিনরকম—সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশি। সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত—বৈজ্ঞানিক (বিজ্ঞান + ইক), মহত্ত্ব (মহৎ + ত্ব), কৃতজ্ঞতা (কৃতজ্ঞ + তা) ইত্যাদি। বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত—ঢাকাই (ঢাকা + আই), গুজরাতি (গুজরাত + ই), সর্বনেশে (সর্বনাশ + ইয়া > সর্বনাশিয়া > সর্বনেশে) ইত্যাদি। বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত—কোচোয়ান (কোচ (coach) + ওয়ান), বৈঠকখানা (বৈঠক + খানা), আফিংখোর (আফিং + খোর)।

তদ্ভব শব্দ

যেসমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়। বাংলা ভাষার শব্দ হিসাবেই বিবেচনা করা হয় এগুলিকে। অনেকসময় তদ্ভব শব্দের উৎসটিকে চেনা যায় না। গাঁ (গ্রাম), আজ (অদ্য), সাঁঝ (সন্ধ্যা), বছর (বৎসর), তামা (তাম্র), জামাতা (জামাতৃ), দিঘি (দীর্ঘিকা) ইত্যাদি সুপরিচিত তদ্ভব শব্দ।

তরল ব্যঞ্জন, liquid consonant

প্রাচীন গ্রিক ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের প্রসঙ্গে /r/ ও /l/ এই দুটিকে liquid consonant বলা হয়। প্রাচীন গ্রিকে এই দুটি ধ্বনি তাই তরল ব্যঞ্জন। সাম্প্রতিক কালে মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিকগণ /r/ ও /l/ কে তরল ব্যঞ্জন বা liquid consonant বলেছেন। Light-এর /l/ এবং red-এর /r/ এর দৃষ্টান্ত। বস্তুতপক্ষে তরল ব্যঞ্জন বলতে ঘর্ষণহীন প্রবাহী ধ্বনিকে (frictionless continuant) বোঝায়।

তাই ভাষা, থাই ভাষা, Tai, Thai

তাই বা থাই লাওস ও তাইল্যান্ডের ভাষা। এটি চীনা-তিব্বতি (Sino-Tibetan) গোষ্ঠীর একটি উপশাখা। ভিয়েতনাম ও চীনেও বহু মানুষ তাই ভাষায় কথা বলে।

তাগালগ, Tagalog

ফিলিপিন্‌সের ভাষা। এটি অস্ট্রোনেশীয় গোষ্ঠীর সদস্য ভাষা। প্রধানত ফিলিপিনসের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের ভাষা তাগালগ। প্রায় এক কোটি মানুষ কথা বলে এই ভাষায়। তাগালগেরই পরিমার্জিত রূপ হল পিলিপিনো (Pilipino) যা এখন (১৯৪৬ সাল থেকে) ফিলিপিন্‌সের রাষ্ট্রভাষা।

তাড়নজাত ধ্বনি, flaps

তাড়নজাত বা তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিভের ডগা কিছুটা 'মুচড়ে গিয়ে' (মহম্মদ আবদুল হাই) উপরপাটি দাঁতের গোড়া স্পর্শ ক'রে ক্ষণকাল অপেক্ষা করে এবং তার ফলে শ্বাসবায়ুর নির্গমপথ রুদ্ধ হয় কিছু সময়ের জন্যে। বাংলায় ড় ও ঢ় এই দুটি তাড়নজাত বা তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনি। লক্ষণীয় যে, তাড়িত ব্যঞ্জনে একটা sliding motion বা গড়ানে গতি আছে। কেউ কেউ একে বিকল্পে tapped sound বলেছেন বটে, তবে flapped sound ও tapped sound সমার্থক নয়। Tapped sound-এ গড়ানে গতির ভাব থাকে না।

তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনি

দ্র তাড়নজাত ধ্বনি।

তামিল ভাষা

তামিল দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ভাষা। তামিল একটি সুপ্রাচীন ভাষা। অন্তত দু-হাজার বছর আগেকার তামিল সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। তামিলের আধুনিক রূপ গড়ে উঠেছে দুই শতক আগে। তামিল বর্ণমালার একটা বিশিষ্ট চরিত্র আছে। এই ভাষার বর্ণমালায় সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ নেই। প্রত্ন-তামিলে সঘোষ ব্যঞ্জন ছিলই না। তামিলে এবং তৎসহ অন্য তিনটি দ্রাবিড়ীয় ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির প্রাচুর্য দেখা যায় ; দুটি ব্যঞ্জনের মধ্যে মাঝে মাঝেই স্বরধ্বনি প্রবিষ্ট হয় (vowel insertion)। যৌগিক ক্রিয়ার প্রাচুর্য তামিলের আর একটি বৈশিষ্ট্য। তামিল ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ রক্ষিত আছে।

তালব্য ব্যঞ্জন, palatals

জিভের প্রসারিত সম্মুখভাগ অগ্রতালু বা কঠিনতালুতে স্পর্শ করিয়ে উচ্চারিত ধ্বনির নাম তালব্য ধ্বনি। বাংলা ভাষায় চ্ ছ্ জ্ ঝ্ শ্ এই পাঁচটিই প্রকৃত তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনি। ইংরেজি ভাষায় /j/ অর্থাৎ ইয়্ একটি palatal sound যা পাওয়া যায় yes (/jes/) শব্দে।

তালব্য শীৎকারধ্বনি, palatal click

জিভের মধ্যভাগ অগ্রতালু বা কঠিন তালুতে চেপে যে-শীৎকার উচ্চারিত হয়, তা-ই তালব্য শীৎকারধ্বনি। গোরু মোষ ইত্যাদি পশুকে তাড়াতে বা ধাবিত করতে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

তালব্য স্বরধ্বনি, palatal vowel

যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ সামনে এগিয়ে আসে এবং তালুর সংলগ্ন হয়, তা-ই তালব্য স্বরধ্বনি। বাংলা ভাষার ই, এ, অ্যা এই তিনটি তালব্য স্বরধ্বনি। এর মধ্যে 'ই' ঊর্ধ্ব 'এ' ঊর্ধ্বমধ্য এবং 'অ্যা' নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি।

তালব্যীভবন, palatalization

জিভের আগার উপরাংশ অগ্রতালু বা কঠিন তালুর নিকটবর্তী হয়ে ধ্বনি উচ্চারণ করলে তাকে তালব্যীভবন বলে। দ্বিদলীয় শব্দের দ্বিতীয় দলের শুরুতে তালব্য চ্ ছ্ জ্ ঝ্-এর অব্যবহিত আগে প্রথম দলের অন্ত্য ন্-এর তালব্যীভবন ঘটে। পঞ্চ, চঞ্চল, বাঞ্ছা প্রভৃতি শব্দে /n/ পরিণত হয় /ɲ/-এ। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে দন্ত্য-ন্ হয়ে যায় তালব্য ন্। একেই তালব্যীভবন বলে।

তালুদন্তমূলীয়, palato-alveolar

সম্মুখ জিহ্বাফলক অগ্রতালু বা কঠিন তালু ও দন্তমূল দুই-ই স্পর্শ করলে উৎপন্ন হয় তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি। এই ধ্বনির প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংরেজি /ʃ/ এবং বাংলা শ্ (সব, সাত, বিষ প্রভৃতি শব্দে)।

তিব্বতি-বর্মি, Tibeto-Burman

ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan) ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা। একে ভোট-বর্মিও বলা হয়। তিব্বতি-বর্মির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলি হল—তিব্বতি-হিমালয়ান, আরাকান-বর্মি, লোলো-কাচিন ইত্যাদি।

তির্যক বিভক্তি, oblique inflection (suffix)

কোনো কোনো বিভক্তি একাধিক কারকে প্রযুক্ত হয়, যেমন -এ, -কে, -তে। এগুলিকেই তির্যক বিভক্তি বলা হয়। -এ বিভক্তি কর্তৃকারকে (বাঘে ছাগল খেয়েছে), অধিকরণ কারকে (বনে যায়) ; -কে কর্মকারকে (রামকে দাও), অপাদান কারকে (বিপদকে ভয় পেয়ো না),-তে কর্তৃকারকে (গোরুতে ধান খেয়েছে), অধিকরণ কারকে (নদীতে স্নান করে) ব্যবহৃত হয়।

তীব্রক, তীব্রতাবোধক, intensifier

বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণকে intensifier বা 'তীব্রক' বা 'তীব্রতাবোধক' বলে। *'কাজটা খুব ভালোভাবেই শেষ হয়েছে'*, *'খুব জোরে ছুটছে'*, *'ছেলেটি দারুণ ভালো খেলে'* এই বাক্যগুলিতে যথাক্রমে 'খুব', 'খুব', 'দারুণ' এই শব্দগুলি তীব্রক।

তুর্কি ভাষা, Turkish

তুরস্কের সরকারি ভাষা। সাইপ্রাস ও বলকান অঞ্চলের বহু মানুষ তুর্কি ভাষা ব্যবহার করে। তুর্কির সঙ্গে আজেরবাইজানির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তুর্কি একটি বিভক্তিপ্রধান সংশ্লেষাত্মক ভাষা। ত্রয়োদশ শতক থেকে এই ভাষায় আরবি লিপি ব্যবহার করা হত। ১৯২০ সালের পর থেকে, প্রধানত কামাল আতাতুর্কের প্রবর্তনায় রোমক লিপি ব্যবহার করা হচ্ছে।

তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান

দ্র **কালানুক্রমিক-বিবর্তনমূলক ভাষাবিজ্ঞান**

ত্রিস্বর, triphthong

একই সিলেবলে বা ধ্বনিদলে স্বরের যদি তিনবার ধ্বনিগুণের পরিবর্তন হয় তবে তাকেই ত্রিস্বর বলা হবে। ইংরেজি ভাষায় ত্রিস্বর পাওয়া যায় fire /faiəʳ/ শব্দে, entire শব্দের দ্বিতীয় ধ্বনিদলে /in-taiəʳ/। বাংলা ভাষায় ত্রিস্বর খুবই কম। সচরাচর যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়

সেগুলি বস্তুত এক সিলেবলের নয়, দুই সিলেবলের শব্দ। 'পাইয়ে' শব্দটিতে ত্রিস্বর আছে মনে করা হয়—paie। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে ধ্বনিদল একটি নয়, দুটি। তাই এটি প্রকৃত ত্রিস্বরের দৃষ্টান্ত নয়।

ত্রুবেৎস্কয়, নিকোলাই সের্গেইভিচ, Nikolaj Sergeevič Trubetzkoy, (1890-1938)

রুশ ভাষাবিজ্ঞানী। ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বিখ্যাত। তাঁর Grundzilge der Phonologie (1939) গ্রন্থটি ধ্বনিবিজ্ঞানের মূলনীতি সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত আলোচনা। Distinctive features অর্থাৎ ভাষায় স্বাতন্ত্র্যবাচক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও ত্রুবেৎস্কয়ের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তিনি ও তাঁর বন্ধু ও সহযোগী রোমান ইয়াকপসন প্রাগ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন।

থ

থাই

দ্র তাই, থাই

থিসরাস, thesauras

'থিসরাস' একটি ইংরেজি শব্দ, এসেছে গ্রিক ভাষার thēsauros থেকে। মূল শব্দটির অর্থ 'ভাণ্ডার'। ইংরেজি শব্দটির অর্থ সমার্থ শব্দকোশ। থিসরাস প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দের কোশগ্রন্থ। প্রাচীন ভারতে অমরসিংহ রচিত 'অমরার্থচন্দ্রিকা' বা 'অমরকোষ' প্রকৃতপক্ষে একটি থিসরাস। আধুনিক কালে পিটার মার্ক রজে-র (Peter Mark Roget) থিসরাস পৃথিবীবিখ্যাত। থিসরাসে শব্দ ভাব বা অর্থ অনুসারে সাজানো হয়, বর্ণানুক্রমিকভাবে নয়।

দ

দন্তমূল, teethridge, alveolar ridge

দাঁতের উপরপাটি ও কঠিন তালুর মধ্যবর্তী ঈষৎ উঁচু অংশই দন্তমূল। জিভের আগা এই দন্তমূলে ঠেকিয়ে যে-ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তাকে দন্তমূলীয় (alveolar) ধ্বনি বলে।

দন্তমূলীয়, alveolar

দন্তমূলে জিভের আগা ঠেকিয়ে যে-ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে দন্তমূলীয় ধ্বনি বলে। বাংলায় ন্ র্ ল্ শ্ এই চারটিই প্রকৃতপক্ষে দন্তমূলীয় ধ্বনি। ইংরেজি ভাষার tin-এর /t/, dawn-এর /d/ alveolar consonant. এই দুটি হল alveolar stop বা দন্তমূলীয় স্পৃষ্টধ্বনি। অন্যদিকে, so-এর /s/, zoo-এর /z/ হল alveolar fricative বা দন্তমূলীয় উষ্ম ধ্বনি।

দন্তমূলীয় তালব্য ধ্বনি

দ্র তালুদন্তমূলীয়

দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনি, alveolar-nasal

অনুনাসিক দন্তমূলীয় ধ্বনিকেই দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনি বলে। বাংলা ন্ /n/ একটি দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনি। এই ধ্বনির অবস্থান হতে পারে শব্দের আদিতে (নাম, নয়), মধ্যে (অন্ত, বাণী) এবং অন্তে (বন, মান)।

দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত, alveolar retroflex

যে ধ্বনির উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ দন্তমূল ও মূর্ধা অর্থাৎ কঠিন তালুর মধ্যবর্তী অংশকে স্পর্শ করে তাকে দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলে। এই ধ্বনির উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ একটু উলটে যায়। বাংলায় ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ এই ধরনের ধ্বনি।

দন্ত্য ধ্বনি, দন্ত্য ব্যঞ্জন, dentals

জিভের আগা উপরপাটি দাঁতের পিছনের অংশে ঠেকিয়ে শ্বাসবায়ুর প্রবাহে বাধাসৃষ্টি করলে যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তা-ই দন্ত্য ধ্বনি। বাংলায় ত্ থ্ দ্ ধ্ এই চারটি দন্ত্য ধ্বনি। ফরাসি ভাষায় table (তাব্‌ল্)-এর t বাংলা ত্-এরই মতো দন্ত্য ধ্বনি। ইংরেজিতে thumb-এর th /θʌm/একটি dental sound.

দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি, denti-labials

যে-ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে নীচের ঠোঁট উপরের দন্তপাটিকে স্পর্শ করে কিংবা প্রায় স্পর্শ করে, তা-ই দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি। ইংরেজি flower, full, fat প্রভৃতি শব্দের /f/ এবং voucher, van প্রভৃতি শব্দের /v/ denti-labial consonant. একে labio-dental-ও বলা হয়। প্রমিত বাংলায় দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি নেই। তবে উপভাষায় আছে। বাংলাদেশের বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ফুল-কে 'ফুল্' বলা হয়। এটি একটি দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি।

দন্ত্য শীৎকার, dental click

দ্র **শীৎকার**

দল, ধ্বনিদল, সিলেবল, syllable

শব্দ গঠিত হয় এক বা একাধিক বাগ্ধ্বনি (speech sound) নিয়ে। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় শব্দকে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করা হয়। অসচেতন এই ভাঙার ফলে যে ভাগগুলির সৃষ্টি হয়, তাকেই দল বা অক্ষর বা সিলেবল বলে। ধ্বনিতত্ত্বের ভাষায় সিলেবল হল সেই ভাষিক একক (linguistic unit) যা আমাদের **নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয়**। বিষয়টা অবশ্য এত সহজ নয়। সিলেবল-ভাগ ও তার শনাক্তকরণ বিষয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিকদের প্রায়ই মতান্তর হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ক **'বাগ্যন্ত্রগুলির একবারের প্রয়াসে উচ্চারিত স্বরধ্বনিকেন্দ্রিক ভাষাখণ্ড-ই** দল বা সিলেবল (পবিত্র সরকার) ; খ. **সিলেবলে অন্তত একটি স্বরধ্বনি থাকবেই**। একটি সিলেবলে একটির বেশি স্বরধ্বনি থাকতে পারে না। একটির বেশি স্বরবর্ণ থাকতেই পারে, থাকবে না একটির বেশি স্বরধ্বনি। 'আমি' শব্দে দুটি দল (আ + মি), মাথা শব্দেও দুটি দল (মা + থা)। ভিন্নভাবে গঠিত এই সিলেবলগুলি—আমি (আ। ম্ + ই), মাথা (ম্ + আ। থ্ + আ)।

শব্দ হতে পারে একদলীয়, দ্বিদলীয় বা বহুদলীয়। আম, মা, দই—এগুলি একদলীয় ; মাথা, পাকা, ঝাড়ন দ্বিদলীয়; মশারি, প্রেয়সী ত্রিদলীয় ; কলুষিত, রমণীয় চারদলীয় শব্দ।

দলকেন্দ্র

দ্র **দলশীর্ষ**

দলধৃতি, onset

সিলেবল বা দলের শুরুর অংশই onset বা দলধৃতি। ইংরেজি *red* শব্দের *r*-হল *onset* বা দলধৃতি। Onset বা দলধৃতি এক বা একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে গঠিত হতে পারে। ইংরেজি *stream* শব্দে *str*-হল onset. অনুরূপভাবে, বাংলা 'স্ত্রী' শব্দে স্, ত্, র্ এই তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। আবার একটিমাত্র ব্যঞ্জন নিয়েও হতে পারে দলধৃতি। বাংলায় 'মান' শব্দের (ম্ + আ + ন্) ম্ হল onset বা দলধৃতি।

দলবিভাজন, অক্ষরবিভাজন, syllabification

একটি শব্দ এক বা একাধিক সিলেবল বা দল বা অক্ষরে বিভক্ত। অক্ষরগুলিকে বিভক্ত করে দেখানোই অক্ষরবিভাজন। ইংরেজি *examination* শব্দটিতে আছে পাঁচটি সিলেবল বা দল। সেগুলির বিভাজন এইরকম—ig-zæ-mi-nei-ʃn বাংলা *সফলকাম* শব্দের অক্ষরবিভাজন এইরকম—শ-ফোল্-কাম্। বানানের ভাগ এবং সিলেবলের ভাগ একরকম না হতেই পারে। ধ্বনি অনুযায়ী examination-এর প্রথম দুটি সিলেবল হল *ig-zæ*, অথচ বানানে আছে *exa.*

দললিপি, syllabary, syllabic script

যে লিপি বা লিখন-পদ্ধতিতে প্রতিটি অক্ষর বা বর্ণই এক-একটি দলকে দ্যোতিত করে। অর্থাৎ একটি বর্ণই একটি দল। দললিপিতে দলই বর্ণের কাজ করে। জাপানি 'হিরাগানা' ও 'কাতাকানা' লিপি syllabary বা দললিপির দৃষ্টান্ত।

দলশীর্ষ, দলকেন্দ্র, peak

সিলেবল বা দলের কেন্দ্রীয় অংশকে peak বা nucleus বা দলশীর্ষ বলে। একে দলকেন্দ্র-ও বলা যায়। Bed শব্দের e হল peak বা দলশীর্ষ। অর্ধস্বরও দলশীর্ষ হতে পারে।

দলাত্মক, syllabic

কোনো ধ্বনি যদি দল বা ধ্বনিদল গঠনের যোগ্যতাসম্পন্ন হয় তবে তাকে দলাত্মক বলা হয়। পূর্ণ স্বরধ্বনির এই যোগ্যতা বা ক্ষমতা আছে বলে স্বরধ্বনিকে দলাত্মক ধ্বনি বলা হয়। অর্ধস্বর দল বা সিলেবল গঠন করতে পারে না। কাজেই তার দলাত্মকতা বা ধ্বনিদলীয়তা (syllabicity) নেই। বস্তুতপক্ষে একক স্বর বা পূর্ণ স্বর দলশীর্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে বলেই তার দলাত্মকতা আছে।

দলান্ত, coda

ধ্বনিদল বা সিলেব্‌লের শেষ অংশই coda বা দলান্ত। নিউক্লিয়াস বা দলশীর্ষের পরে যে ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনগুচ্ছ থাকে, তা-ই coda বা দলান্ত। 'কান' ও 'চাল' শব্দদুটিতে একটি করে ধ্বনিদল। ধ্বনিবিশ্লেষণ এইরকম—

কান—ক্ + আ + ন্

চাল—চ্ + আ + ল্

এই দুই শব্দে যথাক্রমে ন্ ও ল্ দলান্ত। সব শব্দে যে দলান্ত থাকবেই এমন নয়। মা, দেখা এসব শব্দে কোডা নেই।

দলীয়তা, ধ্বনিদলীয়তা, syllabicity

একটি শব্দকে সিলেবল বা দলে বা ধ্বনিদলে বিভক্ত করার নামকে বা প্রক্রিয়াকে দলীয়তা

বা ধ্বনিদলীয়তা বলা হয়। কেউ-কেউ একে আক্ষরিকতা বলেন। এই প্রসঙ্গে কোন্ ধ্বনি বা ধ্বনিগুলি দল গঠন করে না, তাও বিচার্য। লক্ষণীয় যে, দুই শ্রেণির ধ্বনির দলীয়তা নেই। প্রথমত, অধিধ্বনি বা শ্রুতিধ্বনি (glide)—যেগুলিকে অবিভাজ্য ধ্বনি (suprasegment) বলা হয় সেগুলি দল গঠন করে না। দ্বিতীয়ত, অর্ধস্বর দল গঠন করে না। বই, বউ, নয় প্রভৃতি শব্দের শেষে ই্, উ্, য়্ আছে। এগুলি অর্ধস্বর। কাজে কাজেই ওই শব্দগুলি দ্বিদলীয় হতে পারেনি, একদলীয় হয়েছে।

দলীয়তা লোপ desyllabification

অর্ধস্বর বা semivowel দল বা সিলেবল গঠন করে না। বাংলায় ই্ উ্ এ্ ও্ এই চারটি semivowel বা অর্ধস্বর। যাই, বউ, খায়, খাও এই চারটি শব্দের শেষে আছে যথাক্রমে ই্ উ্ এ্ (য়্) এবং ও্ এই অর্ধস্বরগুলি। এই চারটি শব্দই একদলীয় বা একাক্ষরিক (monosyllabic) এই চারটি শব্দেই আছে দ্বিস্বরধ্বনি।

কখনো কখনো একটি ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় তার syllabicity বা দলীয়তা হারাতে পারে। বধূ শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে বউ হয়েছে এইভাবে—বধূ > বহু > বউ (বোউ্)। অতএব বলা যায় ধু ধ্বনিটি উ্-তে পরিণত হয়ে অর্থাৎ অর্ধস্বরে পরিণত হয়ে তার দলীয়তা বা আক্ষরিকতা হারিয়েছে। একইভাবে 'বহি' (পুস্তক) শব্দটি যখন বো.হি. থেকে বোই্ হয়ে যায়, তখন দুই দল থেকে এক দলে পরিণত হয়।

দীর্ঘীভবন, lengthening

অনেকসময় সংযুক্ত বা যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি একক ব্যঞ্জনে পরিণত হলে তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘতাপ্রাপ্ত হয়। একে দীর্ঘীভবন বা পূরক দীর্ঘীভবন (compensatory lengthening) বলে। সংস্কৃত ভক্ত > প্রাকৃত ভত্ত > বাংলা ভাত ; সং. পঞ্চ > বাং. পাঁচ।

দিসকোলুস, আপল্লোনিয়ুস, Apollonius Dyscolus

আপল্লোনিয়ুস দিসকোলুস খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত গ্রিক বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদ। তাঁর জন্ম আলেকজান্দ্রিয়ায়, জীবনও সম্ভবত কেটেছে ওই শহরেই। তিনি রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ানের সমসাময়িক ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। প্রায় ত্রিশটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে মাত্র চারটি পাওয়া গেছে। Syntax বা অন্বয়, semantics বা বাগর্থবিজ্ঞান, morphology বা রূপতত্ত্ব এবং dialectology বা উপভাষাতত্ত্ব তাঁর অধ্যয়ন ও চর্চার প্রধান ক্ষেত্র। দিসকোলুসকে ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্ব চর্চার অগ্রপথিক মনে করা হয়।

দীর্ণ উষ্ম, slit fricative

যে উষ্ম ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু প্রশস্ত ফাঁক দিয়ে প্রবাহিত হয়, তা-ই দীর্ণ উষ্ম। ইংরেজি thirst-এর th /θ/ একটি দীর্ণ উষ্ম ধ্বনি।

দুর্বল ব্যঞ্জনধ্বনি, lenis

দ্র **কোমল ব্যঞ্জন**

দুর্বল প্রস্বর, weak stress

দ্র **গৌণ প্রস্বর**

দূর-নির্দেশক, far demonstrative

নির্দেশক সর্বনামের যে-রূপটিতে বক্তার কাছ থেকে কোনোকিছুর দূরত্ব নির্দেশ করে তাকেই **দূর-নির্দেশক** বলে। ও, ওরা, ওগুলো, ওটা—এগুলো দূরত্ববোধক সর্বনাম বলে এদের দূর-নির্দেশক বলে। এর বিপরীতে আছে **নিকট-নির্দেশক**। যথা এ, এরা, এটি ইত্যাদি।

দূরস্থিত উপাদান, discontinuous constituent

দ্র **বিচ্ছিন্ন উপাদান**

দেরিদা, জ়াক, Jacques Derrida (b. 1930)

ফরাসি দার্শনিক। জন্ম আলজেরিয়ায়, শিক্ষা মূলত প্যারিসের École Normale Supérieure প্রতিষ্ঠানে। সেখানে দীর্ঘকাল অধ্যাপনাও করেছেন তিনি। প্রথম তিনি প্রচারে আসেন ১৯৬৭ সালে তাঁর বিখ্যাত Of Grammatology প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। পরে একে একে প্রকাশিত হয় Margins of Philosophy and Positions (1972), Glas (1974), The Post Card (1980)। দেরিদার খ্যাতি প্রধানত তাঁর deconstruction বা অবিনির্মাণ বা বিনির্মাণ তত্ত্বের জন্য। প্রতিটি পাঠবস্তু (text) বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়, পড়া যায়। এই বিভিন্ন পাঠই deconstruction-এর মূল কথা। এভাবেই দেরিদা ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর এবং অস্টিনের (J.L. Austin) তত্ত্বকে বিনির্মাণ করেছেন।

দেহভঙ্গির ভাষা, body language

মুখনিঃসৃত ভাষিক উপাদানের বাইরে জ্ঞাপনের যেসব মাধ্যম আছে তার অন্যতম হল 'দেহভঙ্গির ভাষা'। মূক-বধিরদের পারস্পরিক আদান-প্রদানে হাত, আঙুল প্রভৃতির অর্থপূর্ণ সঞ্চালনে বক্তব্য বোঝানো হয়ে থাকে। একেই দেহভঙ্গির ভাষা বলে।

দোনাতুস, Donatus

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের রোমান বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদ। রোমান ব্যাকরণ তাঁর অন্যতম প্রধান রচনা। দোনাতুসের ব্যাকরণ পরবর্তীকালের বৈয়াকরণদের প্রভূতভাবে প্রভাবিত করেছে।

দ্বন্দ্ব সমাস

দুটি বা তার বেশি বিশেষ্য পদ সংযোজকহীনভাবে যুক্ত হয়ে নতুন পদ গঠন করলে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলি ভিন্নার্থক বা সমার্থক বা প্রায় সমার্থক হতে পারে। মা-বাবা, নদীনালা, জীবনমৃত্যু, পথঘাট, গ্রহনক্ষত্র, হাসিকান্না প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমাসের দৃষ্টান্ত।

দ্বি-ঔপভাষিকতা, bidialectalism

দুটি ঔপভাষিক সমাজের মধ্যে বাস-করা মানুষ দুটি উপভাষাতেই সাবলীলভাবে কথা বলতে পারে। খুলনায় যে জন্মেছে এবং বড়ো হয়েছে সে যেমন খুলনার উপভাষায় স্বচ্ছন্দ, তেমনি তার মাতুলালয় যদি ঢাকায় হয়, তবে ঢাকাই উপভাষাতেও তার স্বচ্ছন্দ হবার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের ব্যক্তিকে দ্বি-ঔপভাষিক (bidialectal) বলা যেতে পারে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া, ditransitive verb

কোনো-কোনো সকর্মক ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে, তার একটি **মুখ্য কর্ম**, অন্যটি **গৌণ কর্ম**। এই ধরনের ক্রিয়াই দ্বিকর্মক ক্রিয়া। *রামের বাবা রামকে কলম দিয়েছেন*—এই বাক্যে দুটি কর্ম—*রামকে, কলম*। প্রাণীবাচক কর্ম গৌণ কর্ম, অপ্রাণীবাচক কর্ম মুখ্য কর্ম। এই বাক্যে *রামকে* গৌণ কর্ম, *কলম* মুখ্য কর্ম। *মুখ্য কর্মে* সচরাচর বিভক্তি-যোগ হয় না।

দ্বিগু সমাস

যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক এবং সম্পূর্ণ সমাসবদ্ধ পদটিতে সমষ্টি বোঝায়, তা-ই *দ্বিগু সমাস*। *পঞ্চবটী, ত্রিপদী, ত্রিভুবন, ত্রিফলা, চৌমাথা* প্রভৃতি দ্বিগু সমাসের দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় ভাষা, second language

কোনো ব্যক্তি মাতৃভাষা ব্যতীত একটি অন্য ভাষা আয়ত্ত করলে এবং ব্যবহার করলে সেই ভাষাটিই তাঁর দ্বিতীয় ভাষা। সচরাচর বিষয়টি দ্বিভাষিক সমাজেই দেখা যায়। ভারতে বহু মানুষের দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি। কেউ-বা হিন্দিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ব্যবহার করেন। কোনো বিশেষ প্রতিবেশে একটি শিশুর ক্ষেত্রে পিতামাতার দ্বিতীয় ভাষাই তার প্রথম ভাষা হয়ে উঠতে পারে। ইংল্যান্ডে যে ভারতীয় শিশুটির জন্ম এবং বড়ো হওয়া, তার ক্ষেত্রে ইংরেজিই তার প্রথম ভাষা (মাতৃভাষা না হলেও) হতে পারে।

দ্বিতীয় স্বরলোপ, দ্বিমাত্রিকতা, bimorism

বাংলা ভাষার উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট প্রবণতার নাম। 'দ্বিমাত্রিকতা' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দুইয়ের বেশি দল বা সিলেবলযুক্ত শব্দের দুই সিলেবলে পরিণত হবার একটা ঝোঁক বাংলা ভাষায় দেখা যায়।

গামোছা (গা. মো. ছা) > গাম্‌ছা
ভাবনা (ভা. বো. না) > ভাব্‌না
ভাগিনা (ভা. গি. না) > ভাগ্‌না

এইভাবে তিনটি দল বা ধ্বনিদলের শব্দকে বাংলায় দুই দলে পরিণত করা হচ্ছে। পবিত্র সরকার এই 'দ্বিমাত্রিকতা' পরিভাষাটিকে যথাযথ মনে করেন না। তাঁর মতে অধিকাংশ এই ধরনের শব্দে চার বা তিন সিলেবলের শব্দ দুটি-দুটির গুচ্ছে বিন্যস্ত হচ্ছে এবং তার ফলে দ্বিতীয় সিলেবলে একটি স্বরধ্বনি লুপ্ত হচ্ছে। তাই তিনি একে 'দ্বিমাত্রিকতা' না বলে 'দ্বিতীয় স্বরলোপ' বলেন।

দ্বিত্ব, দ্বৈততা, reduplication

কোনো শব্দের বা শব্দের কোনো অংশের বা কোনো রূপমূলের অংশের পর পর পুনরুক্তি হলে তাকে দ্বিত্ব বা দ্বৈততা বলে। *This pen is very very good* এই বাক্যে adverb very-র দ্বিত্ব ঘটেছে। মালয়ি ভাষায় 'আনাক' অর্থ শিশু। এই শব্দটির দ্বিত্ব ঘটিয়ে বহুবচন পাওয়া যায়—'আনাক আনাক' অর্থ শিশুরা। বাংলা ভাষায় *দ্বৈততা* বা *দ্বিরুক্তি* একটি বৈশিষ্ট্য। *লাল লাল ফুল, থোকা থোকা জাম, ভালো ভালো কথা* এসব দ্বিরুক্ত শব্দে বহুবচনের দ্যোতনা প্রকাশ পায়। আবার কখনো দ্বিরুক্ত শব্দে 'প্রায়' অর্থ প্রকাশ পায়—*ঘুম ঘুম চোখে, শীত শীত করছে* এসব প্রয়োগে 'প্রায়' অর্থ বোঝায়।

দ্বিনিষেধ, double negative

কোনো-কোনো ভাষায় নঞর্থক ভাব প্রকাশে দুটি নঞর্থক উপাদান ব্যবহৃত হয়, যেমন স্পেনীয়, সার্বো-ক্রোয়াট প্রভৃতি ভাষায়। প্রধানত বক্তব্যে জোর দেবার জন্যই 'দ্বিনিষেধ' ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে *'I didn't say nothing'* বা *'I have not seen nothing* এই ধরনের বাক্য শিষ্ট বা standard ইংরেজিতে গ্রাহ্য নয়। বাংলায়ও দ্বিনিষেধ অস্বীকৃত। তবে এক ধরনের দ্বি-নিষেধে অসুবিধা নেই—*আমি না খেয়ে যাব না*।

দ্বিবাচন, diglossia

দ্র **দ্বিভাষারীতি**

দ্বিভাষারীতি, diglossia

চার্লস ফার্গুসন (Charles Ferguson) ১৯৫৯ সালে দ্বিভাষারীতি বা diglossia-র তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত কারণে একই ভাষায় দুটি ভিন্নরীতির উদ্ভব হতে পারে, হয়ে থাকে। এই দুই রীতি সাধারণভাবে High বা উচ্চ এবং Low বা নিম্ন নামে অভিহিত হয়। বাংলায় এই দুই রীতি যথাক্রমে সাধু ও চলিত ভাষা নামে পরিচিত। ফার্গুসনের diglossia-র ব্যাখ্যায় কোনো-কোনো ভাষাবিজ্ঞানী কিছুটা অন্য কথা বলেছেন। শিক্ষিত মানুষের পরিমার্জিত ভাষা এবং শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের অপরিশীলিত

ভাষা—এই দুটি ভাষারূপই diglossia-র মূল কথা বলে মনে হয়। যা-ই হোক, একই ভাষিক সমাজে দুটি ভাষারূপ উদ্ভূত হলে তাকেই দ্বিভাষারীতি বলা হবে।

দ্বিভাষিক, bilingual

যে-ব্যক্তি দুটি ভাষাতেই দক্ষতা অর্জন করেছে এবং দুটি ভাষাই ব্যবহার করে, সে-ই দ্বিভাষিক। ওয়েলস-এর বহু মানুষ ওয়েলশ ভাষা ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। ভারতে বহু মানুষ মাতৃভাষা ও ইংরেজি এই দুটি ভাষায় কথা বলে।

একটু ভিন্নভাবেও বলা যায়, যে সমাজে দুটি ভাষা সমানভাবে চালু বা ব্যবহৃত, সেই ভাষিক সমাজ 'দ্বিভাষিক'।

দ্বিমাত্রিকতা, bimorism

দ্র **দ্বিতীয় স্বরলোপ**

দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য, দ্বিসম্ভব বৈশিষ্ট্য binary feature

একটি ধ্বনিমূল থেকে আর একটি ধ্বনিমূলের পার্থক্য দেখাবার সুবিধার্থে binary feature বা দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যের তত্ত্ব উদ্‌ভাবন করেছেন রোমান ইয়াকপসন। যে ধ্বনিলক্ষণ কোনো ধ্বনিমূলের আছে তার পাশে [+], এবং যে-লক্ষণ অনুপস্থিত তার পাশে [–] চিহ্ন দেওয়া হয়। বাংলায় ত্ ও দ্ এই দুটি ধ্বনিমূলের লক্ষণ দেখাবার ক্ষেত্রে দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এভাবে করা যেতে পারে—

$$\text{ত্}\begin{bmatrix}-\text{ঘোষ}\\-\text{প্রাণিত}\end{bmatrix}$$

$$\text{দ্}\begin{bmatrix}+\text{ঘোষ}\\-\text{প্রাণিত}\end{bmatrix}$$

অর্থাৎ ত্ হল অঘোষ অল্পপ্রাণ এবং দ্ হল সঘোষ অল্পপ্রাণ। এইভাবে বলা যায় ওই দুটি ধ্বনিমূলের সম্পর্কে রয়েছে binary opposition বা দ্বিমুখী বা দ্বিসম্ভব বৈপরীত্য। ধ্বনিবিজ্ঞানের মতো ব্যাকরণেও দ্বিমুখী সম্পর্কের ধারণা আছে। ঘোষ ও অঘোষ, একবচন ও বহুবচন-এর মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। দ্বিমুখিতার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বা প্রকট নঞর্থকতা কাজ করে।

দ্বিরালাপ dialogue

Dialogue শব্দটির সাবেক অর্থ (সংলাপ, কথোপকথন) ছাড়াও তাকে একটি ভিন্নতর অর্থে ব্যবহার করেছেন মার্কিন দার্শনিক চার্লস পেয়ার্স ও রুশ সাহিত্যতাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন। তাঁরা dialogue (দ্বিরালাপ) বলতে বোঝেন চিন্তাচর্যার পদ্ধতি। তাঁদের মতে দ্বিরালাপ এক ধরনের অধিবাচন বা সন্দর্ভ (discourse)। বাখতিন 'দ্বিরালাপ'-কে ব্যবহার করেছেন বিশেষভাবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে। তাঁর বক্তব্য হল, যেকোনো discourse-ই

দ্বিরালাপের মাধ্যমে এগিয়ে চলে, সত্তা ও অপরতার (otherness) দ্বিরালাপ, লেখক ও উদ্দিষ্ট পাঠকের দ্বিরালাপ, ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার সম্পর্কজনিত দ্বিরালাপ।

দ্বিসম্ভব বৈপরীত্য, binary opposition

দ্র **দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য**

দ্বিস্বরধ্বনি, diphthong

দ্বিস্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বরধ্বনিও বলা হয়। একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি ও একটি অর্ধস্বর একই সঙ্গে একই সিলেবলে উচ্চারিত হলে তাকেই দ্বিস্বরধ্বনি বলে। পূর্ণ স্বরধ্বনি সিলেবল গঠন করতে পারে। কিন্তু অর্ধস্বর সিলেবল গঠন করে না। তাই বলা হয়, অর্ধস্বর অ-সিলেবীয় (non-syllabic)। যাই (জাই্), পাও (পাও্), দিই (দিই্) প্রভৃতি শব্দে আছে দ্বিস্বরধ্বনি—/jaĭ/, /paŏ/, /diĭ/ ইত্যাদি। এসব শব্দে প্রথম স্বরধ্বনিটি পূর্ণ, দ্বিতীয়টি অর্ধস্বর। কাজেই এগুলি এক সিলেবলের শব্দ, যেহেতু অর্ধস্বর অ-সিলেবীয়। ইংরেজিতে shy /ʃai/ শব্দের /ai/, mouse /maus/ শব্দের /au/ দ্বিস্বর বা diphthong-এর দৃষ্টান্ত।

প্রমিত বাংলা ভাষায় কতগুলি দ্বিস্বরধ্বনি আছে তা একটি বিতর্কিত বিষয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ আবদুল হাই প্রমুখ এ-বিষয়ে একমত নন। সুনীতিকুমার পঁচিশটি এবং মুহম্মদ আবদুল হাই একত্রিশটি দ্বিস্বরধ্বনির কথা বলেছেন। দুজনেই এমন কয়েকটির উল্লেখ করেছেন যেগুলি প্রমিত বা মান্য বাংলায় নেই। বাংলায় সতেরো-আঠারোটি দ্বিস্বরধ্বনি পাওয়া যায়। সেগুলি যথাক্রমে ইই্, ইউ্, উই্, এই্, এউ্, ওই্, ওউ্, ওয়্, ওও্, আই্, আউ্, অ্যাও্, অ্যায়্, আয়্, আও্, অয়্, অও্, অ্যাই্ (অ্যাই ছেলে, এদিকে এসো)।

দ্বিস্বরীভবন, diphthongization

কোনো একস্বর (monophthong) যদি দ্বিস্বরে পরিণত হয় তবে তাকেই বলা হবে দ্বিস্বরীভবন। দ্বিস্বরের একটি প্রধান উপাদান হল শ্রুতিধ্বনি বা glide যার syllabicity নেই, অর্থাৎ যা দলীয়তাহীন। কিন্তু সেই glide বা শ্রুতিধ্বনি কোনো-কোনো ভাষায় একস্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বিস্বরীভূত হয়। এই প্রবণতারই নাম দ্বিস্বরীভবন।

দ্বৈত বিন্যাস, duality of patterning

ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই এই দ্বৈত বিন্যাস দেখা যায়। সহজ কথায় বলা যায়, প্রতিটি অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয় অর্থহীন ধ্বনিখণ্ড জুড়ে বা ফোনিম বা ধ্বনিমূল জুড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, /p/ ধ্বনিমূলের কোনো অর্থ নেই, /æ/ বা /t/ এদেরও অর্থ নেই। কিন্তু এই তিনটি phoneme জুড়ে তৈরি হয় pat, tap, apt এইসব শব্দ। একেই duality of patterning বলে।

দ্ব্যর্থকতা, ambiguity

দুই বা ততোধিক অর্থের সম্ভাবনাজনিত অস্পষ্টতাকে দ্ব্যর্থকতা বলে। কোনো শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ থাকলে তাকে দ্ব্যর্থক (ambiguous) বলে। দ্ব্যর্থকতা দুইরকম—lexical বা শব্দগত এবং grammatical বা syntactic অর্থাৎ ব্যাকরণগত বা আন্বয়িক। 'আমি পছন্দ করি ভালো চা এবং চাল'—এই বাক্যে 'ভালো' বিশেষণ কি 'চা' এবং 'চাল' দুটির সম্পর্কেই প্রযোজ্য? না কি শুধু 'চা'-য়ের সম্পর্কে? একে আন্বয়িক দ্ব্যর্থকতা বলা হবে। অন্য দিকে—'সে আমাকে চাল দেখিয়ে গেল' এই বাক্যের 'চাল' শব্দের দুটি সম্ভাব্য অর্থ—চাউল (rice) এবং চালিয়াতি। কাজেই অর্থ স্পষ্ট হচ্ছে না, অর্থাৎ এটি lexical ambiguity-র দৃষ্টান্ত।

দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠী

দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলি দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। এই গোষ্ঠীর প্রধান চারটি ভাষা হল তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম। মূলত যথক্রমে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও কেরলেই এই চারটি ভাষার ব্যবহার। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের প্রায় ১১ কোটি মানুষ কোনো-না-কোনো দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথা বলে। পরে সংখ্যাটা নিশ্চয় অনেক বেড়েছে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি সাধারণভাবে agglutinating বা সংশ্লেষাত্মক। এইসব ভাষায় প্রত্যয় বিভক্তি ইত্যাদি উপাদানগুলি মূল শব্দের সঙ্গে মিশে যায় না। কেবল পাশে বা আগে-পিছনে অবস্থান করে। একসময় মনে করা হত যে, দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলি উরালো-আলতাই (Uralo-Altaic) বংশের অন্তর্ভুক্ত। এখন অবশ্য এই মত পরিত্যক্ত হয়েছে। ভারতের বাইরেও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন আছে। বেলুচিস্তানের কোনো-কোনো অঞ্চলে দ্রাবিড়ীয় ব্রাহুই ভাষার প্রচলন আছে। শ্রীলঙ্কার বহু মানুষ তামিল বলে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর চারটি প্রধান ভাষা ছাড়াও আছে কয়েকটি অপ্রধান ভাষা। সেগুলি হল কোডাগু, টোডা, গোন্ডি প্রভৃতি।

ধ

ধাতু, verb root

ক্রিয়ার মূল অংশই ধাতু। ধাতুর সঙ্গে কাল, প্রকার, ভাব, পুরুষ প্রভৃতির বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ তৈরি হয় এবং তা বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী হয়। ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে ধাতু দু-রকম—একদলীয় (monosyllabic) এবং বহুদলীয় (polysyllabic)। √খা, √যা, √দে, √বল্ ইত্যাদি একদলীয় ধাতু। এবং √যাওয়া, √খাওয়া, √দেখা, √শোনা ইত্যাদি বহুদলীয় ধাতু। আবার আর এক দিক থেকে ধাতু দু-রকম—স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ধাতু। √খা, √যা প্রভৃতি স্বরান্ত এবং √দেখ্, √খেল্, √বল্ ব্যঞ্জনান্ত ধাতু।

ধাতুরূপ

দ্র **ক্রিয়াপর্যায়**

ধ্বনি, sound

দ্র **বাগ্‌ধ্বনি**

ধ্বনিখণ্ড, segment

বাক্‌প্রবাহ যেসব ধ্বনি নিয়ে গঠিত তার যে অংশগুলি স্পষ্টভাবে বিভাগযোগ্য, তাকেই segment বা segmental sound অর্থাৎ ধ্বনিখণ্ড বলে। 'কলমটি' শব্দটিতে আছে ক্ + অ + ল্ + ও + ম্ + ট্ + ই এই ধ্বনিখণ্ডগুলি। সাধারণভবে বলা যায় যে ফোনিম বা স্বনিম বা ধ্বনিমূলগুলি হল ধ্বনিখণ্ড।

ধ্বনিতত্ত্ব, phonology

সাধারণভাবে, বিশেষ কোনো ভাষার ধ্বনির অর্থাৎ বাগ্‌ধ্বনির প্রকৃতি, সংস্থান-সংগঠন ও ধ্বনিতে ধ্বনিতে সংযোগ, ধ্বনির পরিবর্তন প্রভৃতির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনিতত্ত্বের একটি প্রধান অবলম্বন স্বনিম বা ধ্বনিমূলের বিচার ও বিশ্লেষণ। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এবং প্রবণতাগুলি কিছুটা বদলে গেছে।

ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানকে যথাক্রমে phonology ও phonetics বলা হয়েছে। ধ্বনিবিজ্ঞান কোনো একটি বিশেষ ভাষার ধ্বনির বিশ্লেষণ নয়, ধ্বনিবিজ্ঞান হল সামগ্রিকভাবে ধ্বনির আলোচনা। কেউ কেউ phonetics-কে বলেন স্বনন-বিজ্ঞান।

ধ্বনিতরঙ্গবিজ্ঞান, acoustic phonetics

দ্র **শ্রুতিধ্বনিবিজ্ঞান**

ধ্বনিদল, syllable

দ্র **দল, ধ্বনিদল, সিলেবল**

ধ্বনিদল লোপ, disyllabification

দ্র **দলীয়তা লোপ**

ধ্বনিদ্বার, vocal folds

ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তরে ধ্বনিদ্বারের অবস্থান। ধ্বনিদ্বার বস্তুতপক্ষে দুটি সমান্তরাল cord বা তন্ত্রী। এইজন্য আগে vocal folds পরিভাষাটির পরিবর্তে vocal cords বা স্বরতন্ত্রী পরিভাষাটি প্রচলিত ছিল। ১৯৬৭ সলে ভষাবিজ্ঞানী পিটার ল্যাডেফোগেড (Peter Ladefoged) vocal cords-এর বদলে vocal folds পরিভাষা প্রয়োগের প্রস্তাব করেন। যেহেতু এই cord গুলি খোলে এবং বন্ধ হয়, সেইহেতু এর ধ্বনিদ্বার নামটিই উপযুক্ত মনে হয়। যখন আমরা নীরবে কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস চালাই তখন ধ্বনিদ্বার নিষ্ক্রিয় ও উন্মুক্ত থাকে। ধ্বনিদ্বার বন্ধ হলে ফুসফুসবাহিত বায়ু সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়, সঘোষ ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বাগ্‌ধ্বনির উৎপাদনে ধ্বনিদ্বার একবার খোলে, একবার বন্ধ হয়। স্বরধ্বনির উৎপাদনে ধ্বনিদ্বারে কম্পনের সৃষ্টি হয়।

ধ্বনি পরিবর্তন, sound change

ভাষামাত্রেরই বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত থাকে ধ্বনির পরিবর্তন। ঐতিহাসিক (historical) বা কালানুক্রমিক (diachronic) ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনিপরিবর্তনের কতকগুলি কারণের কথা বলা হয়, যেমন ভৌগোলিক কারণ, শারীরবৃত্তীয় কারণ, লিপিবিভ্রাট, সাদৃশ্য, উচ্চারণদ্রুতি ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞনে এ-ছাড়াও কতকগুলি কারণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেগুলি হল প্রস্বর বা শ্বাসাঘাতের জন্য পরিবর্তন, ঔপভাষিক কারণ, লোকনিরুক্তিঘটিত কারণ ইত্যাদি। আমরা লক্ষ করি যে, বাংলায় 'মত' /mɔt/, কিন্তু 'মতি' /moti/ এই পরিবর্তনের কারণ হল দ্বিতীয় ধ্বনিদলে ই /i/ বা উ /u/ ধ্বনি থাকা। অনেকসময় শব্দের সঙ্গে কোন্ প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ হচ্ছে, তার উপরও ধ্বনির পরিবর্তন নির্ভর করে।

ধ্বনিবিজ্ঞান, phonetics

দ্র **ধ্বনিতত্ত্ব**

ধ্বনি বিপর্যয়, metathesis

শব্দের অন্তর্গত দুটি ধ্বনির পরস্পর স্থানবদল ঘটলে তাকে ধ্বনিবিপর্যয় বলা হয়। রিক্‌সা > রিশ্‌কা, বাক্‌সো > বাস্‌কো, পিশাচ > পিচাশ, ট্যাক্সি > ট্যাস্‌কি ইত্যাদি পরিবর্তনকে metathesis বলে। প্রতিটি শব্দেই দুটি করে সিলেবল বা ধ্বনিদল রয়েছে। দেখা গেছে যে বাংলায় প্রধানত দুই ধ্বনিদলের শব্দেই বিপর্যয় ঘটে। এবং এই পরিবর্তন লেখায় রূপান্তরিত হয় বানানে বা বর্ণে। তখন তাকে বলা হয় বর্ণবিপর্যয়। এই বিপর্যয়কে বিপর্যাসও বলা হয়। দ্র **ধ্বনির বিপর্যাস**।

ধ্বনিমূল, স্বনিম, phoneme

দুটি শব্দ যে ধ্বনিগুলি নিয়ে গঠিত, তাদের মধ্যে একটি ছাড়া অন্যগুলি যদি অভিন্ন হয়, তবে যে-ধ্বনিটির পার্থক্যের জন্য শব্দদুটি আলাদা হয়ে যাচ্ছে, সেই ধ্বনিটিই phoneme অর্থাৎ ধ্বনিমূল বা স্বনিম। সংক্ষেপে বলা যায়, যে-ক্ষুদ্রতম ধ্বনিখণ্ড দুটি শব্দকে পৃথক করে দেয়, তা-ই ধ্বনিমূল। ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর ধ্বনিমূলকে বলেছেন—the fundamental unit of sound in any language. ইংরেজি tan ও pan শব্দদুটিকে পৃথক করে দিচ্ছে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি, /t/ ও /p/ আবার stamp ও stump এই দুটি শব্দ আলাদা হচ্ছে দুটি স্বরধ্বনির জন্য, যথাক্রমে /æ/ এবং /ʌ/। অতএব উপরোক্ত উদাহরণে t এবং p আর æ এবং ʌ এগুলিই ধ্বনিমূল। বাংলায় 'কাল' ও 'খাল' শব্দদুটি আলাদা হচ্ছে ক্ ও খ্ এইদুটি ধ্বনিমূলের জন্য। দুটি ধ্বনিমূলের এই পার্থক্যকে প্রাগ-স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভাষাবিজ্ঞানী ক্রবেৎস্কয় বলেছেন phonetic contrast যা অন্যান্য বাগ্‌ধ্বনি থেকে ধ্বনিমূলকে পৃথক করে দেয়।

ধ্বনিমূলতত্ত্ব, phonemics

ভাষার ধ্বনিমূল বা স্বনিমকে চিহ্নিত করে তাকে বিশ্লেষণ করা হয় ধ্বনিমূলতত্ত্বে। তবে phonemics কথাটি মার্কিন সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানীরাই বেশি ব্যবহার করেন। আমেরিকার বাইরে একেই phonology বা সাধারণ ধ্বনিতত্ত্ব বলা হয়।

ধ্বনির বিপর্যাস , inversion

শব্দের অভ্যন্তরস্থ দুটি ধ্বনির পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তন ঘটলে তাকেই 'ধ্বনির বিপর্যাস' বলে। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি দুইয়েরই বিপর্যাস হতে পারে। বাক্স > বাস্‌কো, রিকশা > রিশ্‌কা, পিশাচ > পিচাশ—এগুলি ব্যঞ্জনধ্বনির বিপর্যাসের দৃষ্টান্ত। কালি > কাইল, রাতি > রাইত হল স্বরধ্বনির বিপর্যাস। স্বরধ্বনির বিপর্যাস প্রকৃতপক্ষে অপিনিহিতি-জনিত পরিবর্তন।

ধ্বনির স্বলক্ষণ, distinctive feature

দুটি ধ্বনিমূল বা স্বনিমের পার্থক্যের জন্যই দুটি শব্দ পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু উক্ত ধ্বনিমূল দুটিও সব দিক থেকে পৃথক নয়। তাদের মধ্যে মিল ও অমিল দুই-ই থাকতে পারে। যদি দেখা যায় যে, দুটি ধ্বনিমূলের মধ্যে উচ্চারণস্থান বা উচ্চারণের প্রকৃতির দিক থেকে মিল থাকলেও একটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, তবে সেই পার্থক্যটিকেই বলা হবে তাদের distinctive feature বা 'ধ্বনির স্বলক্ষণ' বা 'স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য'। ধরা যাক, sip আর zip শব্দদুটি। এদের ধ্বনিগুলি হল যথাক্রমে /s, i, p/ এবং /z, i, p/। তফাত হচ্ছে /s/ ও /z/ এই দুটি ধ্বনিমূলের জন্য। এদের ধ্বনিচরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, s একটি voiceless (অঘোষ), alveolar (দন্তমূলীয়), fricative (উষ্ম) ধ্বনি। অন্য দিকে z হল voiced (সঘোষ), alveolar (দন্তমূলীয়) fricative (উষ্ম) ধ্বনি। অতএব দেখা গেল সব দিকে মিল থাকলেও একটি সঘোষ ও অন্যটি অঘোষ। এই পার্থক্য তাদের স্বলক্ষণ। অনুরূপভাবে, বাংলার 'কালা' ও 'খালা' এই দুটি শব্দ নেওয়া যাক। কালা-র ধ্বনি হল ক্ + আ + ল্ + আ এবং খালার হল খ্ + আ + ল্ + আ। ক্ ও খ্ এই দুটি ধ্বনিমূলের বৈশিষ্ট্য কী? ক্ কণ্ঠ্য, অল্পপ্রাণ, অঘোষ ধ্বনি ; খ্ কণ্ঠ্য মহাপ্রাণ, অঘোষ ধ্বনি। অতএব তফাত এদের প্রাণতায়। সেটাই এদের স্বলক্ষণ।

ধ্বনিরেখা, contour

বাক্যসুরের বিভিন্ন স্তরের বিন্যাসকে ধ্বনিরেখা বলে। একটি বাক্য উচ্চারিত হলে তাতে high falling contour (উচ্চ-অবরোহী ধ্বনিরেখা), level contour (সমতল ধ্বনিরেখা), low rising contour নিম্ন-অবরোহী ধ্বনিরেখা ইত্যাদি স্তর পাওয়া যায়। এক-এক ভাষায় ধ্বনিরেখা এক-এক রকম। বাংলা ভাষার রীতিতে সাধারণভাবে সুর চড়া থেকে খাদের দিকে নামে। অবশ্য অর্থ অনুসারে ধ্বনিরেখার বদলও হয়।

ধ্বনিলিপি, phonetic script

ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। তাকে চোখে দেখা যায় না। বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার উদ্ভব যদিও হয়েছিল ধ্বনির দ্যোতক হিসাবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, কোনো বর্ণমালাই সেই ভাষার ধ্বনির যথাযথ প্রতিরূপ নয়। ধ্বনিকে যথাযথভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য যে চিহ্ন (symbols) বা সংকেতাবলি উদ্ভাবিত হয়, তা-ই ধ্বনিলিপি। ধ্বনিলিপিতে প্রতিটি চিহ্ন একটি নির্দিষ্ট ধ্বনির সংকেত। বাংলা 'শ্রাবণ' শব্দটি রোমক লিপিতে shrāvaṇa বা śrāvaṇa লেখা হয়। কিন্তু যেহেতু বাংলায় মূর্ধন্য-ণ দন্ত্য-নয়েরই মতো উচ্চারিত হয় তাই রোমক লিপি বাংলা ধ্বনির দ্যোতক হতে পারে না। 'শ্রাবণ' কথাটি ধ্বনিলিপিতে এইরকম [srabon]। ইংরেজি pin শব্দের ধ্বনিলিপি এইরকম [p^hin] উঁচুতে তোলা h মহাপ্রাণতার দ্যোতক।

ধ্বনিলোপ, elision

বিভিন্ন কারণে শব্দের আদ্য মধ্য বা অন্ত্য ধ্বনি লোপ পেলে তাকে ধ্বনিলোপ বলে। উচ্চারণের সৌকর্য বা সুবিধা, উচ্চারণদ্রুতি, অসতর্কতা, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি নানা কারণেই ধ্বনি লোপ পায়। ধ্বনির লোপ প্রকাশিত হয় বর্ণলোপের মাধ্যমে। ধ্বনির লোপ তিন রকমের হতে পারে—স্বরধ্বনির লোপ, ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ, সমাক্ষর লোপ। অলাবু > লাউ, অতসী > তিসি, নাতিনী > নাত্‌নি, আজি > আজ, কালি > কাল—এগুলি স্বরধ্বনির লোপের দৃষ্টান্ত। স্থান > থান, শ্রাবণ > শাওন, কার্পাস > কাপাস, দধি > দই ব্যঞ্জনলোপের দৃষ্টান্ত। বড়দাদা > বড়্‌দা, মেজদাদা > মেজদা, মুখখানি > মুখানি—সমাক্ষর লোপের দৃষ্টান্ত।

ধ্বনিসংযোগবিধি, phonotactics

প্রত্যেক ভাষায় ধ্বনির অবস্থান (distribution) এবং ধ্বনির সমবায়ের (combination) নিয়ম আছে। ধ্বনির অবস্থান, সমন্বয় প্রভৃতির নিয়ম বা সীমাবদ্ধতা ধ্বনিতত্ত্বের যে-শাখায় আলোচিত হয়, তারই নাম ধ্বনিসংযোগবিধি। বাংলা ভাষায় ড়্, ঢ়্, ঙ্ প্রভৃতি ধ্বনি শব্দের শুরুতে থাকতে পারে না। আবার সংযুক্ত বা যুগ্ম ব্যঞ্জন শব্দের শেষে থাকতে পারে না। ইংরেজিতে [str] এই ব্যঞ্জনগুচ্ছ শব্দের শুরুতে থাকতে পারে—strong, string, strike ইত্যাদি শব্দে যেমন। কিন্তু [sb] কোনো শব্দের শুরুতে থাকতে পারে না। ধ্বনির এই সংযোগের বা সমন্বয়ের নিয়মকেই phonotactics বলে।

ধ্বনিসংস্থিতি, distribution of sounds

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের তিনটি অবস্থানে থাকতে পারে—শব্দের আদিতে, মধ্যে, অন্তে। বাংলা ক্ ধ্বনিটির অবস্থান এইরকম—আদিতে 'কথা' [ক্ + অ + থ্ + আ]; মধ্যে 'বকুল' [ব্ + ও + ক্ + উ + ল্] এবং অন্তে 'যাক' [জ্ + আ + ক্] কিন্তু সব ভাষায় সব ধ্বনি এই তিনটি অবস্থানে থাকতে পারে না। এ বিষয়ে এক-এক ভাষায় এক-এক নিয়ম। বাংলা ভাষায় /ŋ/ অর্থাৎ ঙ্ ধ্বনিটি শব্দের শুরুতে থাকে না, তবে মধ্যে ও শেষে থাকতে পারে—'ব্যাঙাচি' শব্দে মধ্যে এবং ব্যাং/ব্যাঙ শব্দে শেষে। এইরকম নিয়ম বা বিধিনিষেধ সব ভাষাতেই আছে। একেই ধ্বনিসংস্থিতি বলে।

ধ্বন্যাগম, insertion of sound

ধ্বনি পরিবর্তনের অন্যতম প্রকরণ। উচ্চারণে সরলতা সম্পাদনের জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের গোড়ায় বা মধ্যে বা অন্তে অন্য ধ্বনির আগম ঘটে অনেকসময়। তাকেই ধ্বন্যাগম বলে। ধ্বন্যাগমের দুটি প্রধান প্রকারভেদ আছে—স্বরধ্বনির আগম ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগম। স্বরধ্বনির আগম আবার তিন ধরনের হতে পারে—আদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম, অন্ত্য স্বরাগম। স্টেশন > ইস্টেশন, স্কুল > ইস্কুল আদি স্বরাগমের দৃষ্টান্ত। শক্তি > শকতি, মূর্তি > মুরতি, বর্ণ > বরন, মধ্য স্বরাগমের দৃষ্টান্ত এবং কায় > কায়া, বেন্‌চ্ > বেন্‌চি, সত্য > সত্যি হল অন্ত্য স্বরাগমের দৃষ্টান্ত।

অনুরূপভাবে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমও তিন অবস্থানে হতে পারে—আদি ব্যঞ্জনাগম (ওঝা > রোজা), মধ্য ব্যঞ্জনাগম (অম্ল > অম্বল), অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম (জমি > জমিন)।

ধ্বন্যাত্মক ধাতু

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হলে তাকেই ধ্বন্যাত্মক ধাতু বলা হয়। √চন্‌মনা, √টন্‌টনা, √ভন্‌ভনা, প্রভৃতি ধাতু এসেছে যথাক্রমে চনমন, টনটন, ভনভন শব্দ থেকে। কাজেই পূর্বোক্ত ধাতুগুলিকে বলা হবে ধ্বন্যাত্মক ধাতু।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ, onomatopoeia

কোনো ধ্বনির অনুকরণে যে-শব্দ তৈরি হয় তাকেই ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। বাংলা ভাষায় অজস্র ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে। এই ধরনের শব্দের ব্যুৎপত্তি হয় না। **সাঁ** করে তির ছুটল, মাছি **ভন্‌ভন্‌** করে, পিঠটা **সুড়সুড়** করছে, **ঢং ঢং** করে ঘণ্টা বাজছে, **ক্যাট্‌কেটে** রং, **কুচকুচে** কালো, **দড়াম** করে দরজা বন্ধ হল—এগুলি নানা ধরনের ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ একপদী বা দ্বিরুক্ত হতে পারে—**ফিক্‌** করে হাসল, **ঠাস** করে চড়—এগুলি একপদী। অন্য দিকে **ঢং ঢং, ঘ্যান ঘ্যান, টাপুর টাপুর** দ্বিরুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি পদে ব্যবহৃত হতে পারে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইংরেজি ভাষাতেও আছে বহু onomatopoeia বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ। Babble, croak, sizzle ইত্যাদি বহু শব্দ তার দৃষ্টান্ত।

ন

নঞ্ তৎপুরুষ

সংস্কৃতে না-বাচক উপসর্গ পূর্বপদ হিসাবে বসে একটি শব্দকে নঞর্থক করে তোলে এবং তার ফলে যে-সমাসটি নিষ্পন্ন হয়, তা-ই নঞ্ তৎপুরুষ সমাস। অনুচিত, অনভ্যাস, অপ্রাপ্ত, অনর্জিত প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। বাংলায়ও অনুরূপভাবে শব্দ গঠিত হয়—অমিল, অচেনা, অনাসৃষ্টি ইত্যাদি।

নঞর্থক অব্যয়, negative particle

দ্র **নিষেধাত্মক অব্যয়**

নঞর্থক উপসর্গ, negative prefix

যে-উপসর্গে নঞর্থকতা সূচিত হয়, তা-ই নঞর্থক উপসর্গ। নঞর্থক উপসর্গ তিন শ্রেণির—সংস্কৃত, বাংলা, বিদেশি। নিঃ-, নি- সংস্কৃত উপসর্গ ; অ-, অন-, অনা- বাংলা উপসর্গ ; বে-, গর- বিদেশি উপসর্গ।

নঞর্থকতা, negation

কোনো শব্দে বা বাক্যে কোনো কিছুর অনুপস্থিতি বা নেতিবাচক অর্থ বোঝালে তাকেই নঞর্থকতা বলে। নঞর্থকতা ক্রিয়ার হতে পারে, বিশেষণের হতে পারে। 'আমি খাইনি' বাক্যে ক্রিয়াটি নঞর্থক। আবার 'আজ তিনি অনুপস্থিত' বাক্যে বিশেষণটি নঞর্থক। সচরাচর অ-, অন-, অনা-, ন-প্রভৃতি নঞর্থক উপসর্গ-যোগে তৎপুরুষ সমাসের নঞর্থকতা তৈরি হয়।

নবাগত শব্দ, neologism

ভাষায় আগত যে-কোনো নতুন শব্দকেই neologism বলা হয়। সচরাচর নবসৃষ্ট শব্দই neologism. এই ধরনের শব্দ প্রচলনের অপেক্ষায়। অর্থাৎ এখনও তেমনভাবে প্রচলিত হয়নি এমন নবসৃষ্ট শব্দকেই neologism বলে।

নব্য ব্যাকরণ, Junggrammatiker

উনিশ শতকের শেষ দিকে, ১৮৭০-এর দশকে জার্মানির লাইপ্‌সিগ শহরে নব্য ব্যাকরণপন্থী ভাষাবিজ্ঞানীদের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে লেসকিন (A. Leskien), ব্রুগমান (Brugmann), পল (Paul) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নব্য ব্যাকরণপন্থীরা

বিশ্বাস করতেন যে, ধ্বনির আচরণের বা পরিবর্তনের নিয়মগুলির মধ্যে ব্যত্যয় বা অনিয়ম নেই। এইজন্য একে Regularity Principle বা 'নিয়মনির্দিষ্ট নীতি' বলা হয়।

নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা, New Indo-Aryan

ভারতীয়-আর্য ভাষার (Indo-Aryan) তিনটি পর্যায়ের কথা বলেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ। সেগুলি হল ক. প্রাচীন ভারতীয়-আর্য (যার দুটি রূপ, প্রাচীনতম রূপ হল বৈদিক ভাষা এবং নবীনতর রূপ সংস্কৃত), খ. মধ্য ভারতীয়-আর্য অর্থাৎ প্রাকৃত এবং গ. নব্য ভারতীয়-আর্য। এই নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা হল প্রাকৃত ও অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত বহু আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যার মধ্যে আছে হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, পাঞ্জাবি, মারাঠি, গুজরাতি, ইত্যাদি।

নরওয়েজীয়, Norwegian

উত্তর জার্মানিক গোষ্ঠীর ভাষা, নরওয়ের মানুষের ভাষা। উনিশ শতকে নরওয়ের ঐক্যসাধনের আগে এই ভাষার একটি রূপ Bokmál মূলত ডেনীয় ভাষা থেকে আহৃত ছিল। ঐক্যের পর নরওয়ের বিভিন্ন উপভাষা থেকে আহৃত একটি শিষ্ট রূপ (Nynorsk) গড়ে ওঠে। Bokmál আজও প্রধানত লেখ্য ভাষার রূপ হিসাবে ব্যবহৃত।

নাম অনুসর্গ, nominal postposition

অনুসর্গ দুই শ্রেণির হয়ে থাকে। কতকগুলি অনুসর্গ নাম-জাত অর্থাৎ বিশেষ্যজাত এবং অন্য কতকগুলি ক্রিয়াজাত। নামজাত অনুসর্গ বিশেষ্য ছাড়াও অব্যয় থেকেও তৈরি হয়ে থাকে। নাম অনুসর্গের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, অভিমুখে, কর্তৃক, কারণে, দিকে, পশ্চাতে, সম্মুখে, সঙ্গে, মধ্যে, কাছে, বিনা, দ্বারা, দরুন, বাবদ, মাঝে ইত্যাদি।

নামধাতু

নাম বা বিশেষ্য বাচক বা বিশেষণবাচক বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ যদি ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকেই নামধাতু বলে। এসব শব্দের সঙ্গে আ,-আনো ইত্যাদি-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে সাধিত ধাতু গঠিত হয়, তা-ই নামধাতু। √জুতা, √ঘামা, √বেতা, √ভন্‌ভনা ইত্যাদি নামধাতুর দৃষ্টান্ত। এইসব নামধাতুর সঙ্গে -আনো যোগ করলে পাওয়া যায় নামধাতুজ ক্রিয়া—√জুতা + আনো = জুতানো, √ঘামা + আনো = ঘামানো (মাথা ঘামানো), √বেতা + আনো = বেতানো, √ভন্‌ভনা + আনো = ভন্‌ভনানো (মাছি ভন্‌ভনায়)।

নামপদীয় মূল, nominal root

নাম বা বিশেষ্যবাচক শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে বা বিভক্তি-প্রত্যয়াদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন একটি শব্দ গঠন করলে মূল নামপদটিকে নামপদীয় মূল বা nominal root বা nominal base বলা হয়। শিশুসুলভ, জলীয়, মৌলিক—এই তিনটি শব্দে যথাক্রমে শিশু, জল ও মূল হল নামপদীয় মূল।

নামরোধ, নামস্মৃতি লোপ, anomia

মস্তিষ্কের ত্রুটির কারণে নাম মনে করতে না-পারার নাম 'নামরোধ' বা 'নামস্মৃতি লোপ'। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের স্মৃতি অটুট থাকলেও, ব্যক্তির নাম বা বস্তুর নামের স্মৃতি লোপ পায়।

নাসিক্য ব্যঞ্জন, nasal consonant

কোনো-কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে কোমল তালু বা পশ্চাত্তালু নীচু হয়ে শ্বাসবায়ুকে নাসাপথে প্রবাহিত করে। ফলে সেই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে নাসিক্যতা আসে। বাংলা ভাষায় ঙ্, ন্, ম্ এই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি নাসিক্য ব্যঞ্জন। এর মধ্যে ঙ্ হল কণ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জন, ন্ হল দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জন এবং ম্ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জন।

নাসিক্যীভবন, nasalization

কখনো-কখনো নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে যায়। পঞ্চ > পাঁচ, পঙ্ক > পাঁক, বংশ > বাঁশ, দন্ত > দাঁত, ষণ্ড > ষাঁড়, পঞ্জর > পাঁজর। এই প্রক্রিয়ারই নাম নাসিক্যীভবন। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য আর একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, যার নাম স্বতোনাসিক্যীভবন (spontaneous nasalization)। নাসিক্যব্যঞ্জন না-থাকা সত্ত্বেও কোনো-কোনো সময় শব্দে অনুনাসিকতা এসে যেতে পারে। তাকেই স্বতোনাসিক্যীভবন বলে—

পেচক > প্যাঁচা, পিপীলিকা > পিঁপড়ে, শস্য > শাঁস, অক্ষি > আঁখি।

নিকট-নির্দেশক সর্বনাম, near demonstrative pronoun

নির্দেশক সর্বনাম দুই রকম হতে পারে—নিকট-নির্দেশক এবং দূর-নির্দেশক। এ, এই, ইনি, এঁর, এঁরা ইত্যাদি নিকট-নির্দেশক সর্বনাম। এই ধরনের সর্বনামে নিকটস্থ ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয়। নিকট-নির্দেশক সর্বনাম প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক দুই-ই হতে পারে।

নিত্যবৃত্ত অতীত, habitual past

যে অতীত কালে ক্রিয়ার সংঘটন নিয়ত বা নিয়মিত হত, তা-ই নিত্যবৃত্ত অতীত কাল। যেত, খেত, খেলতাম, শুতাম প্রভৃতি নিত্যবৃত্ত অতীত কালের দৃষ্টান্ত। দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে ধাতুমূলের সঙ্গে -ত্ যোগ হয়ে একটি ধাতু গঠিত হয় এবং তার সঙ্গে পক্ষ বা পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার রূপ তৈরি হয়—√যা + -ত্ + ও = যেত ; খেল্ + ত্ + আম = খেলতাম ইত্যাদি।

নিত্য সমাস

যে-সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা ব্যাসবাক্য ব্যবহার করতে গেলে অন্য কোনো পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে নিত্য সমাস বলে, যেমন দেশান্তর, দ্বীপান্তর, যুগান্তর, লেশমাত্র।

নিত্য সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদই পরপর বিবৃত হয়। কখনো-কখনো এই সমাসে একটি পদের বদলে অন্য একটি পদ ব্যাসবাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নিত্যসম্বন্ধী পদ, correlatives

যেসব শব্দ সবসময়ই জোড়ায়-জোড়ায় ব্যবহৃত হয়, একটি থাকলে অন্যটি থাকবেই, সেগুলিকেই নিত্যসম্বন্ধী পদ বলে—যে-সে, যত-তত, যখন-তখন, যদি-তবে, ইত্যাদি নিত্যসম্বন্ধী পদের দৃষ্টান্ত।

নিবিড় পাঠ, close reading

'নিবিড় পাঠ' শৈলীবিজ্ঞানসম্মত সাহিত্যতত্ত্বের অন্তর্গত বিষয়। একটি 'বয়ানকে' (text) মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই তাকে নিবিড় পাঠ বলা যাবে না। নিবিড় পাঠ হল শৈলীর নিরিখে পাঠ। অর্থাৎ একটি রচনার ভাষাকে ভিতরে-বাইরে পর্যবেক্ষণ করলে পাঠকৃতি অন্য মাত্রা পেয়ে যায়, রচনার চরিত্র নতুন রূপে ধরা দেয়, পাঠক রচনাকে পুনরাবিষ্কার করেন। নিবিড় পাঠের তত্ত্ব দেরিদার অবিনির্মাণ তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত।

নিভাষা, idiolect

কোনো ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের নিজস্ব ভঙ্গি বা স্টাইল থাকতেই পারে। শব্দ নির্বাচন, উচ্চারণের ভঙ্গি এবং বাক্যসুর ব্যবহারের রীতিতে কিছু নিজস্বতা থাকতে পারে, স্বরভঙ্গিও আলাদা হতে পারে। এই সব নিয়েই ব্যক্তির নিজস্ব ভাষা, যাকে idiolect বা নিভাষা বলা হয়। এই নিভাষা দিয়েই ব্যক্তির বাচনক্রিয়াকে অন্যের বাচনক্রিয়া থেকে আলাদা করে চেনা যায়।

নিম্ন স্বরধ্বনি, low vowel

মুখের মধ্যে জিহ্বার উপরে ওঠা বা নীচে নামার উপর স্বরধ্বনির উচ্চতা বা নিম্নতা নির্ভর করে। যে স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় জিহ্বা সবচাইতে নীচে অবস্থান করে, তাকে নিম্ন স্বরধ্বনি বলে। বাংলায়, আ /a/ নিম্ন স্বরধ্বনি। 'আ' শুধু নিম্নই নয়, 'আ' একটি নিম্ন, বিবৃত (open) ও কেন্দ্রীয় (central) স্বরধ্বনি।

নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি, lowmid vowel

জিহ্বার উচ্চতা অনুসারে তার অবস্থানকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়। যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা উপর থেকে তৃতীয় স্তরে অবস্থান করে, তাকেই নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি বলে। বাংলায় অ্যা /æ/ এবং অ /ɔ/ এই দুটি নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি। এর মধ্যে 'অ্যা' হল নিম্নমধ্য সম্মুখ প্রসৃত স্বরধ্বনি এবং 'অ' হল নিম্নমধ্য পশ্চাৎ বর্তুল স্বরধ্বনি।

নিরুক্তি, register

দ্র **রেজিস্টার**

নির্দিষ্টতাজ্ঞাপন, deixis

কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে সময়, কাল বা ব্যক্তির প্রতি নির্দেশ করা বা তার সঙ্গে অন্বিত করা হলে তাকেই deixis বা নির্দিষ্টতাজ্ঞাপন বলে। ইংরেজিতে here/there, he/she/they, বাংলায় এই/ওই, এখানে/ওখানে, আমি/তুমি/সে/তারা ইত্যাদি এর দৃষ্টান্ত। এই শব্দগুলির (যেমন এই/ওই বা here/there) একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

নির্দেশক[১] definitive enclitic

দ্র **পদাশ্রিত নির্দেশক**

নির্দেশক[২], relativizer

সম্বন্ধবাচক খণ্ডবাক্যে (relative clause) যে সম্বন্ধসূচক সর্বনাম স্বাধীন খণ্ডবাক্যকে আশ্রিত খণ্ডবাক্যের সঙ্গে জুড়ে দেয়, তা-ই নির্দেশক বা relativizer. 'তুমি বলেছিলে যে, কাজটা কঠিন নয়'—এই বাক্যে 'যে' একটি নির্দেশক।

নির্দেশক[৩], অভিনির্দেশক, demonstrative

যে শব্দ দিয়ে কোনো ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদিকে নির্দেশ করা হয়, তাকে নির্দেশক বলে। এই নির্দেশকগুলি সাধারণভাবে সর্বনাম হলেও প্রায়ই বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। নির্দেশক দুই শ্রেণির হয়—নিকট-নির্দেশক (near demonstrative) এবং দূর-নির্দেশক (far demonstrative)। এ, এই, ইনি, এর, এঁর, এরা, এটি, এইটি, এগুলি—এগুলি নিকট-নির্দেশকের দৃষ্টান্ত। ও, ওই, ওটা, সেটা, ওগুলো সেগুলো ইত্যাদি দূর-নির্দেশকের দৃষ্টান্ত।

নির্দেশক প্রত্যয়

দ্র **পদাশ্রিত নির্দেশক**

নির্দেশক সর্বনাম

দ্র **নির্দেশক**[৩]

নির্দেশমূলক, prescriptive

ব্যাকরণে প্রাচীন লাতিন রীতি ছিল নির্দেশমূলক। তাতে শুদ্ধতা সম্পর্কে নির্দেশ থাকত। ভাষার চালচলন কেমন হবে তার নির্দেশ থাকত। এই ব্যাকরণকে নির্দেশমূলক ব্যাকরণ বলা

হত। এই নীতি অভিধানেও অনুসৃত হতে থাকে। আধুনিক কালে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে উদ্ভব হয় বর্ণনামূলক (descriptive) রীতির।

নির্বাচন, choice

শৈলীবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শৈলীবিজ্ঞানীরা বলেন style বা শৈলীর মূল কথাই নির্বাচন, বিভিন্ন বিকল্পের ভিতর থেকে পছন্দমতো প্রকাশভঙ্গির নির্বাচন। নিলস এরিক এঙ্কুইস্ট-এর ভাষায় 'style is the choice between alternative expressions..' নানান শাব্দিক উপাদান (lexical element), ব্যাকরণগত বিন্যাস (grammatical pattern), ইত্যাদির ভিতর থেকে নির্বাচনই শৈলীর বৈশিষ্ট্য। নির্বাচন সচেতন হতে পারে, অসচেতনও হতে পারে।

নির্বাহণ, ভূমিকা, function

Function কথাটি ভাষাতত্ত্বে নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, কোনো একটি ভাষিক উপাদান বা একক (linguistic unit) বৃহত্তর সংগঠনে অর্থাৎ বাক্যে বা বাক্যাংশে যে-ভূমিকা পালন করছে। আবার Would you come please? Yes, এখানে yes একটি answer বা উত্তরের ভূমিকা পালন করছে।

দ্বিতীয়ত, ভাষায় একই বাক্য-প্রকার নানান ভূমিকা পালন করতে পারে। কয়েকটি imperative বা অনুজ্ঞা বাক্য দেখা যাক—

বইটা দাও। (আদেশ বা নির্দেশ)
জানলাটা খুলে দাও না। (অনুরোধ)
এটা খেয়ে দেখো। (প্রস্তাব)
কাল আমার বাড়ীতে আসুন। (আমন্ত্রণ)

তৃতীয়ত, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তাদের শ্রেণিগত অবস্থান অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করে। তাদের ভাষাব্যবহারে পাওয়া যায় নানান বৈচিত্র, শ্রেণিগত বৈচিত্র, বৃত্তিগত বৈচিত্র। এগুলিকে functional variety বা বৃত্তিগত বৈচিত্র বলে। এখানেই social function বা সামাজিক ভূমিকা বা বৃত্তির কথা এসে পড়ে।

নিষিদ্ধ শব্দ, taboo-word

শিষ্ট ভাষায় ব্যবহার নিষেধ এমন শব্দকেই নিষিদ্ধ শব্দ বলে। ভদ্রতা, সৌজন্য, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতিকে আঘাত করে এমন শব্দ নিষিদ্ধ শব্দের এলাকায় পড়ে। যৌনপ্রক্রিয়া বা যৌনাঙ্গ সম্পর্কিত শব্দও taboo-word বলে বিবেচিত হয়। এবং ভদ্র সমাজ সচরাচর সেগুলিকে এড়িয়ে চলে।

নিষেধাত্মক অব্যয়, negative particle

যে অব্যয়পদে নিষেধ, অসম্মতি ইত্যাদি বোঝায় তারই নাম নিষেধাত্মক অব্যয়। না, আদৌ নয়, -নি প্রভৃতি নিষেধাত্মক অব্যয়। 'যেয়ো না', 'ওটা ভালো নয়', 'গানটা ভালো

হয়নি'—এসব বাক্যে আছে নিষেধাত্মক অব্যয়ের দৃষ্টান্ত। একে নঞর্থক অব্যয়ও বলা হয়।

নিষ্ঠান্ত পূর্বক্রিয়া, perfective participle

'নিষ্ঠান্ত' বলতে বোঝায় নিষ্ঠাপ্রত্যয়জাত অর্থাৎ 'ত' বা 'ইত' প্রত্যয়ান্ত। পূর্বক্রিয়া হল অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ। 'হয়ে যেত', 'চলে যেত', 'হেঁটে আসত' এই ধরনের গঠনকে নিষ্ঠান্ত পূর্বক্রিয়া বলা যায়।

নিহিত স্বরধ্বনি, inherent vowel

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে হলে তাতে একটি স্বরধ্বনি যুক্ত করে তবে উচ্চারণ করা হয়। ক্, গ্, ত্ এসব ব্যঞ্জন উচ্চারণ করতে হলে /kɔ/, /gɔ/, /tɔ/ অর্থাৎ ক্ + অ, গ্ + অ, ত্ + অ, এইভাবে একটি স্বরধ্বনি আসে। এই অদৃশ্য স্বরধ্বনিটিই নিহিত স্বরধ্বনি। বাংলা শব্দের শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও তাতে একটি নিহিত স্বরধ্বনি থাকার কথা। যথাক্রমে প্ + অ + থ্ + অ, ন্ + অ + ব্ + ঈ + ন + অ, ম্ + আ + ন্ + উ + য্ + অ। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই শেষের নিহিত 'অ' ধ্বনিটি লোপ পায়। ফলে উচ্চারণ দাঁড়ায় যথাক্রমে—পথ্ /pɔθ/, নোবিন্ /nobin/ এবং মানুশ্ /manuʃ/

নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান, anthropological linguistics

ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা। সমাজভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্কই এই শাখার আলোচ্য। গোষ্ঠীগুলির প্রথা, বিশ্বাস, পারিবারিক সংগঠন সেসবও আলোচিত হয় নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানে। নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানী লক্ষ করেন বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদান করে, কীভাবে এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। বলা বাহুল্য, এই শাখার কোনো কোনো অংশ সমাজভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

নেক্সাস, nexus

অটো ইয়েসপের্সেন-এর উদ্ভাবিত পরিভাষা। বাক্যে বিভিন্ন উপাদানের পরস্পর-নির্ভরতার ভিত্তিতে ইয়েসপের্সেন তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন—primary, secondary ও tertiary. *Very hot water* এই উক্তিতে water হল primary, hot হল secondary, এবং very হল tertiary. তাঁর মতে secondaryকে primary-র সঙ্গে যুক্ত করারই একটি উপায়ের নাম nexus. *The red door* উক্তিকে সম্পূর্ণ subject ও predicate-যুক্ত বাক্যে পরিণত করলে *The door is red* বাক্যটি তৈরি হবে। অনুরূপভাবে, *very hot water*-কে বাক্যে পরিণত করলে primary *water* subject হবে এবং secondary *hot* predicate হবে। *The water* is *very hot*—একেই ইয়েসপের্সেন নেক্সাস বলেছেন।

ন্যূনতম মুক্তরূপ, minimal free form

লেনার্ড ব্লুমফিল্ড বলেছেন যে, যে-শব্দ অন্য শব্দের সহায়তা ছাড়াই এককভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে, তা-ই মুক্তরূপ। বই, আম, টেবিল—মুক্তরূপ। কিন্তু-টা,-গুলি মুক্ত নয়, বদ্ধ রূপ। যে রূপ অন্য কোনো মুক্ত বা বদ্ধ রূপের সঙ্গে যুক্ত নয়, তা-ই ন্যূনতম মুক্ত রূপ। বইটা, ছেলেরা—এগুলি একাধিক রূপমূল নিয়ে গঠিত। কিন্তু বই, ছেলে—এগুলি একটিমাত্র মুক্ত রূপমূল নিয়ে গঠিত।

ন্যূনতম শব্দজোড়, minimal pair

দুটি শব্দের মধ্যে সব দিক থেকে মিল থাকলেও যদি একটি ধ্বনির পার্থক্য থাকে এবং সেই পার্থক্যের জন্যই যদি শব্দদুটির অর্থ পৃথক হয়ে যায়, তবে সেই শব্দদুটিকেই বলা হবে ন্যূনতম শব্দজোড় বা minimal pair. 'চাল' ও 'ছাল' এই দুটি শব্দের পার্থক্য কেবল চ্ ও ছ্ ধ্বনিতে এবং এর জন্য দুটি শব্দ অর্থের দিকে থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এই দুটি শব্দকে বলা হবে ন্যূনতম শব্দজোড়। এই পার্থক্য এইভাবে দেখানো যায়—চ্ + আ + ল্ এবং ছ্ + আ + ল্।

প

পক্ষ, পুরুষ, person

দ্র পুরুষ

পক্ষবাচক প্রত্যয়, personal suffix

দ্র পুরুষবাচক প্রত্যয়

পঠনক্ষমতা লোপ, alexia

Alexia শব্দের অর্থ মস্তিষ্কে আঘাত বা রোগের কারণে কোনোকিছু পাঠ করার ক্ষমতার লোপ। এর সঙ্গে dyslexia-র পার্থক্য সূক্ষ্ম কিন্তু স্পষ্ট। Dyslexiaতেও পঠনক্ষমতা লোপ পায়। কিন্তু তার কারণ কোনো বিশেষ রোগ বা আঘাত না হতেও পারে।

পতঞ্জলি

প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট বৈয়াকরণ ও টীকাকার। তাঁর 'মহাভাষ্য' নামক গ্রন্থে তিনি পাণিনির ব্যাকরণকে সোচ্চারভাবে সমর্থন করেন। এই সমর্থনের প্রয়োজন হয়েছিল কাত্যায়নের পাণিনি-বিরোধিতার জবাব দেবার জন্য। 'মহাভাষ্য' মূলত টীকাগ্রন্থ হলেও এটি ব্যাকরণ হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ।

পদ, শব্দ, word

শব্দ যখন লগ্নক (affix) বা বিভক্তিযুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহারোপযোগী হয়, তখন সেই শব্দকেই বলা হয় পদ। সহজ ভাষায় বিভক্তিযুক্ত শব্দই পদ। শব্দের অবস্থান অভিধানে কিন্তু পদ অভিধানে স্থান পায় না। গাছ, আম, প্রকৃতি, সূর্য, নির্মাণ এগুলি শব্দ। কিন্তু গাছের, আমগুলি, প্রকৃতির, সূর্যের, নির্মাণের শব্দ নয়, পদ। প্রশ্ন উঠতে পদ তো বিভক্তিচিহ্নহীনও হতে পারে ; তখনও তাকে কি পদই বলা হবে? *আমি বই পড়ছি*, এই বাক্যে 'বই' বিভক্তিচিহ্নহীন হয়েও পদ, কেননা এখানে 'বই' শব্দে শূন্য বিভক্তি হয়েছে বলা হবে। সাধারণত পদ বিভক্তিযুক্ত হয় বলে ইংরেজিতে পদকে inflected word বলা হয়।

পদক্রম, word order

বাক্যে পদগুলি কী ক্রমে পরপর আসবে তার নিয়মকেই পদক্রম বলা হয়। সব ভাষায় পদক্রমের নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে না। সংশ্লেষাত্মক (synthetic) ভাষায় প্রতিটি পদই বিভক্তিযুক্ত। এবং বিভক্তিযুক্ত হওয়ার জন্য সেখানে পদক্রমের কোনো গুরুত্ব থাকে না।

সংস্কৃত একটি সংশ্লেষাত্মক ভাষা। এর প্রতিটি পদই একাধিক বিভক্তি বহন করে। সংস্কৃতে তাই পদক্রমের কোনো নিয়ম নেই। যেকোনো পদ যেকোনো অবস্থানে থাকতে পারে। ইংরেজি একটি বিশ্লেষাত্মক (analytic) ভাষা। ইংরেজি ভাষায় পদক্রম অতি গুরুত্বপূর্ণ। Two boys were playing in the field : এই বাক্যের word গুলিকে স্থানান্তরিত করা কঠিন। বড়জোর বলা যায় In the field two boys were playing তার বেশি কিছু নয়। বাংলাকে কেউ-কেউ মুক্তপদক্রমযুক্ত ভাষা বা language with free word order বলেন। কিন্তু এই বিবেচনা সঠিক নয়। বাংলা ভাষা মূলত বিশ্লেষাত্মক ভাষা হলেও তাতে সংশ্লেষাত্মক ভাষার কিছু লক্ষণ দেখা যায়। তাই বাংলা ভাষায় পদক্রম যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

নবীন একটু আগে থলি নিয়ে বাজারে গেল। এই বাক্যটিকে এভাবেও লেখা যায়।

নবীন থলি নিয়ে একটু আগে বাজারে গেল।

একটু আগে থলি নিয়ে নবীন বাজারে গেল।

কিন্তু এমন বাক্যও প্রচুর হতে পারে যেখানে পদক্রম নির্দিষ্ট।

এখানে এখন আলোচনা চলছে।

এই বাক্যটিকে যদি এভাবে লেখা হয়

এখন এখানে আলোচনা চলছে।

কিংবা, *এখন আলোচনা চলছে এখানে।* তাহলে এই ক্রমবিপর্যয় তেমন মারাত্মক না হলেও অর্থের কিছুটা ইতরবিশেষ হয়ে যায়। যেহেতু 'আলোচনা-র চেয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় ক্ষেত্রে জোরটা পড়ে 'এখানে'-র উপর।

বাংলা সরল বাক্যের পদক্রম সাধারণভাবে sov অর্থাৎ কর্তৃপদ, কর্মপদ, ক্রিয়াপদ। বাক্য সংক্ষিপ্ত নাও হতে পারে। বাক্যে কর্তৃপদের প্রসারক থাকতে পারে, ক্রিয়াবিশেষণ থাকতে পারে, গৌণ কর্ম ও মুখ্য কর্ম থাকতে পারে। তাহলে কী দাঁড়াবে পদক্রম? আমরা সাধারণভাবে বাংলা সরল বাক্যের ৮টি উপাদান দেখতে পাই। তাদের ক্রম হবে এইরকম—

নবীনের ছোটো ভাই শেখর প্রতিদিন সকালে বারান্দায় তার পোষা পাখিটাকে ছোলা খাওয়ায়।

১. কর্তার প্রসারক (নবীনের ছোটো ভাই) ; ২. কর্তৃপদ (শেখর) ; ৩. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (প্রতিদিন সকালে) ; ৪. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (বারান্দায়) ; ৫. গৌণ কর্মের প্রসারক (তার পোষা) ৬. গৌণ কর্ম (পাখিটাকে) ; ৭. মুখ্য কর্ম (ছোলা) ; ৮. ক্রিয়াপদ (খাওয়ায়)।

বাক্যে পদক্রমের বদল ঘটা বা ঘটানোর শৈলীগত (stylistic) কারণ থাকে। কখনো বাক্যে কোনো পদে বিশেষ ঝোঁক দেবার জন্য বা বাক্যের কোনো অংশকে focus করার জন্য তাকে আগে নিয়ে আসতে হয়। বাংলায় এই বদল প্রায়ই ঘটে।

পদক্রমের বিপর্যাস, extraposition, inversion

বাক্যে পদক্রমের নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে ভুলক্রমে কিংবা ইচ্ছাক্রমে। ইচ্ছাক্রমে অর্থাৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্যে। বাক্যের বক্তা বাক্যস্থ পদের কোনো একটি-দুটির

উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইলে সেগুলিকে সামনে নিয়ে আসতে পারেন। শৈলীবিজ্ঞানে একে focussing বা foregrounding বলে। একেই পদক্রমের বিপর্যাস বলে। এই বিপর্যাস কবিতার একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। গদ্যেও দেখা যায় বিপর্যাস। যখন বলা হয়—

ছেলেটা ছাদেই ছিল সারারাত।

তখন স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণটি (ছাদেই) সময়বাচক পদের (সারারাত) পরে না বসে আগেই বসল। এখানে 'ছাদে' শব্দে গুরুত্ব দেবার জন্যই এই বিপর্যাস। কখনো কখনো মুখ্য কর্মও গৌণ কর্মের আগে চলে আসতে পারে—

প্রতুলবাবু সেদিন বইখানা আমাকেই দিয়েছিলেন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে পদক্রমের বিপর্যাসের কারণ বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ পদে গুরুত্ব দেওয়া ছাড়াও বাক্যপ্রস্বরও (sentence stress) একটা কারণ হতে পারে। বিশেষত বাংলা বাক্যের প্রথম অংশে প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত পড়ায় শেষ দিকে গুরুত্ব যেন একটু কমে যায়।

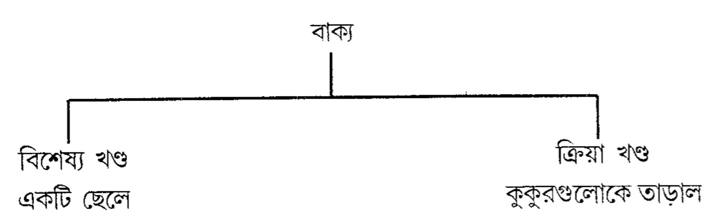
পদগঠন, formation of inflected words

শব্দগঠন ও পদগঠন দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া। একটি শব্দের সঙ্গে উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ গঠিত হয়। শুধু প্রত্যয় দিয়েও শব্দ গঠিত হতে পারে। তবে পদগঠন ভিন্ন প্রক্রিয়া। পদ হল inflected word, শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে পদ তৈরি করা হয়। 'রাম' একটি শব্দ, 'রামের' একটি পদ। কখনো কখনো অনুসর্গ যোগ করেও পদ নির্মাণ করা হয়। বাংলা ভাষায় কারকবিভক্তি, অনুসর্গ ও ক্রিয়াবিভক্তি শব্দকে পদে পরিণত করে।

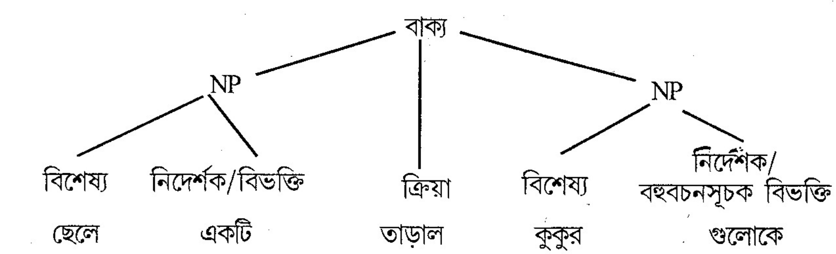
পদগুচ্ছের সংগঠন, phrase structure

মার্কিন সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানের প্রবক্তা লেনার্ড ব্লুমফিল্ড অন্বয়ের ব্যাখ্যায় অব্যবহিত উপাদান বা immediate constituents-এর প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। নোয়াম চমস্কি সেই তত্ত্বের ত্রুটি লক্ষ করে অন্বয়ের ব্যাখ্যায় পদগুচ্ছের সংগঠনকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তার সূত্রও বিবৃত করেছেন।

পদগুচ্ছের সংগঠনে দেখা যায় যে, NP (noun phrase) বা বিশেষ্য খণ্ডে বিশেষ্য ছাড়াও থাকে determiner বা নির্দেশক সংকেত বা পদাশ্রিত অর্থাৎ 'ছেলেটি'-র '-টি' বা 'একটি মেয়ে'-র 'একটি'। এর মধ্যে বহুবচনসূচক বিভক্তিও থাকতে পারে। আবার VP (verb phrase) বা ক্রিয়া খণ্ডের মধ্যেও একটা NP বা বিশেষ্য খণ্ড থাকতে পারে। একটি বাক্য নেওয়া যাক—*একটি ছেলে কুকুরগুলোকে তাড়াল।*

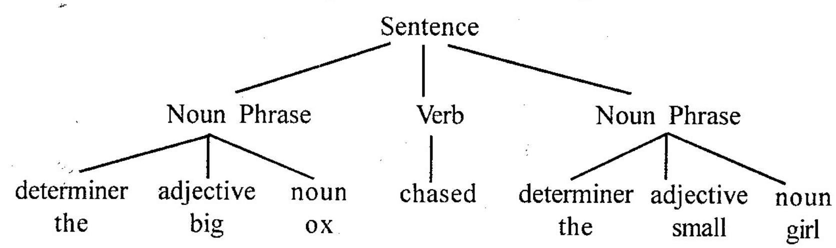


এই বাক্যটিকে অন্যভাবেও ভাগ করা যায়—



একটা ইংরেজি বাক্য নিয়ে বিষয়টাকে আরও স্পষ্ট করা যায়।

The big ox chased the small girl



এই বাক্যের আলোকে পদগুচ্ছের সংগঠনবিধিকে দেখে নেওয়া যেতে পারে—

S (sentence)	→	NP + VP
VP	→	V + NP
NP	→	Determiner + A + N
V	→	chased
Determiner	→	the, the
N	→	ox, girl
A	→	big, small

সূত্র ১ : একটি বাক্যে থাকবে একটি বিশেষ্য খণ্ড ও একটি ক্রিয়া খণ্ড।

সূত্র ২ : ক্রিয়া খণ্ডে থাকবে একটি ক্রিয়া ও একটি বিশেষ্য খণ্ড।

সূত্র ৩ : বিশেষ্য খণ্ডে থাকবে নির্দেশক, বিভক্তি বা প্রত্যয়, বিশেষণ এবং একটি বিশেষ্য।

এই সূত্র অনুসারে বহু বাক্যকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কীভাবে অসংখ্য বাক্য generate করা বা তৈরি করা যায় তা দেখা যাক—

V → chased, got, lost, put, loved .....
Det → the, a, an
N → boy, girl, man, ox, cow, horse ......

এইভাবে আমরা বলতে পারি—

The girl saw a cat ....
The girl saw two cats....
The boy saw a tiger....
The ox chased a girl....
The big ox chased a boy...ইত্যাদি।

পদশ্রেণি, শব্দশ্রেণি, word class

শব্দ বা পদ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। ইংরেজিতে noun, pronoun, verb, adjective, adverb, pronoun এই কয়টির কথাই প্রধানত বলা হয়। এ ছাড়াও আধুনিক ব্যাকরণে demonstrative, conjunction, article, interjection প্রভৃতিও word class এর মধ্যে আসে। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলিকে parts of speech বলা হয়।

বাংলায় প্রথাগত ব্যাকরণে সংস্কৃতের অনুসরণে সমস্ত বাংলা শব্দকে পাঁচটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়—বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া ও অব্যয়। কেউ কেউ বিশেষ্য ও সর্বনামকে একত্রে নামশব্দ বলেন। বাংলায় প্রকৃত অব্যয়ের সংখ্যা কম। 'দ্বারা', 'হইতে', এগুলিকে অব্যয় বলা সংগত নয়। বাংলায় প্রকৃত অব্যয় হল—বাঃ, নাঃ, বরং, নইলে, তো ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে শব্দশ্রেণিতে আছে—বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, অনুসর্গ, ক্রিয়াবিশেষণ, সংখ্যাশব্দ, নির্দেশক, অনুকার শব্দ প্রভৃতি।

পদসজ্জাবিধি

দ্র **পদগুচ্ছের সংগঠন**

পদাশ্রিত, পদাশ্রিত নির্দেশক, enclitic

বাংলায় নির্দেশক বলতে বোঝায় -টি, -টা, -টো, -টে ; -খান, -খানা, -খানি; -গাছ,-গাছা—এইগুলিকে। এইসব নির্দেশক স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। অন্য কোনো পদকে আশ্রয় করে ব'লে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এগুলিকে বলেছেন পদাশ্রিত নির্দেশক। কেউ কেউ এগুলিকে প্রত্যয় বলেছেন। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ দেখিয়েছেন যে, এগুলি আদৌ প্রত্যয় নয়। তিনি বলেন নির্দেশক সংকেত।

পরম গঠন, absolute construction

কোনো বাক্যে আশ্রিত বাক্যাংশ মূল বা প্রধান বাক্যাংশের সঙ্গে কোনো সংযোজক দিয়ে যুক্ত না-হলে সেই গঠনকে পরম গঠন বা absolute construction বলা হয়। সচরাচর ক্রিয়া-বিশেষণীয় খণ্ডবাক্যকেই এভাবে জোড়া হয়। এই অনন্বয়ী সংযোগবিশিষ্ট গঠনই পরম গঠন। *'যতদূর জানি, তার তেমন কোনো অভাব নেই'* এই বাক্যে 'যতদূর জানি' এই অংশটি পরম গঠন। আবার *'বৃষ্টি কমলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম'* এই বাক্যে 'বৃষ্টি কমলে' একটি পরম গঠন।

পরাগত সমীভবন, regressive assimilation

পরপর অবস্থিত বা পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনির একই রকম হওয়ার নাম সমীভবন। সমীভবনের প্রক্রিয়ায় যদি পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তবে সেই সমীভবনকেই বলা হয় পরাগত সমীভবন। কর্ম > কম্ম, ধর্ম > ধম্ম প্রভৃতি শব্দে পরাগত সমীভবন ঘটেছে।

পরিপূরক, complement

সাধারণভাবে ক্রিয়ার পূরক হিসাবে যা বাক্যে ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যকে সম্পূর্ণ করে, তা-ই পরিপূরক বা পূরক।

তিনি *একজন ডাক্তার*।

আমরা তাঁকে *সভাপতি মনোনীত করলাম*।

এই দুটি বাক্যে ইটালিকস বা বক্রাক্ষরে মুদ্রিত অংশই পরিপূরক।

পরিপূরক অবস্থান, complementary distribution

পূরকধ্বনি বা সহধ্বনির (allophone) পারস্পরিক সম্পর্ক পরিপূরক (complementary)। ইংরেজি p-এর দুটি উচ্চারণ। শব্দের গোড়ায় /p^h/। এই প্রায় মহাপ্রাণিত উচ্চারণ শোনা যায় policy, pen প্রভৃতি শব্দে। আবার spin, sport, span প্রভৃতি শব্দে শুধুই /p/ অর্থাৎ অল্পপ্রাণ (unaspirated) ধ্বনি। কাজেই p^h হল p-এর পূরক ধ্বনি (allophone)। একটি কখনো অন্যটির স্থানে একই প্রতিবেশে উচ্চারিত হতে পারে না। বাংলায় দন্তমূলীয় বা দন্ত্য-ল পাওয়া যায় আলতা, লতা, বিল, বলদ প্রভৃতি শব্দে। অন্যদিকে উল্‌টো, বিল্‌টু প্রভৃতি শব্দে ল্‌ট্‌ একটি মূর্ধন্য ধ্বনি। কাজেই এ-দুটি পরিপূরক অবস্থানে রয়েছে।

পরিপূরক দীর্ঘীভবন, compensatory lengthening

দ্র **দীর্ঘীভবন**

পরিমাণবাচক বিশেষ্য, uncountable noun

যে বিশেষ্যবাচক শব্দের সংখ্যা-গণনা হয় না, পরিমাণ হয় কেবল, তাকেই পরিমাণবাচক বিশেষ্য বলে। একে পরিমাপবাচক বিশেষ্যও বলা যায়। দুধ, জল, তেল, চিনি প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধ্বনি, post-alveolars

জিহ্বার প্রান্তদেশ দন্তমূলের পশ্চাতের শেষ অংশকে অর্থাৎ কঠিন তালুকে স্পর্শ করলে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকেই পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধ্বনি বলে। এই ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বাপ্রান্ত পিছনে

অর্থাৎ স্বররন্ধ্র বা glottis-এর কাছে চলে যায়। ইংরেজি /r/ এই শ্রেণির ধ্বনি। আবার /rt/ এই যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণেও পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধ্বনি পাওয়া যায়।

পশ্চাৎ স্বরধ্বনি, back vowel

স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সম্মুখ-পশ্চাৎ গতির গুরুত্ব কম নয়। জিহ্বা কখনো সামনে এগিয়ে আসে, কখনো পিছনে যায়। যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা পিছনে সরে যায়, তাকেই পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে। বাংলায় উ, ও, অ এই তিনটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় জিহ্বার ঊর্ধ্বতম অংশ যখন মুখগহ্বরের পিছন দিকে সরে যায়। ইংরেজিতে /u:/ একটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

পশ্চাদ্‌গঠন, back formation

ভাষার রূপতত্ত্বে পশ্চাদ্‌গঠন শব্দনির্মাণের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। কোনো একটি প্রচলিত শব্দের প্রথম অংশ বা উপসর্গ কিংবা শেষাংশ অর্থাৎ affix বর্জন করলে যা দাঁড়ায় তা বস্তুতপক্ষে একটি নতুন শব্দ। এই নতুন শব্দই পশ্চাদ্‌গঠনের ফল। Television (বিশেষ্য) থেকে ক্রিয়াপদ televise, pedlar থেকে peddle পশ্চাদ্‌গঠনের প্রক্রিয়ায় নির্মিত শব্দ।

পাইক, কেনেথ, Kenneth Pike (1912-2000)

মার্কিন ধ্বনিবিজ্ঞানী, সম্পূর্ণ নাম Kenneth Lee Pike. দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন The Summer Institute of Linguistics-এর সঙ্গে। Vocoid (স্বরক) ও contoid (ব্যঞ্জনক) এই দুটি পরিভাষার তিনিই উদ্‌ভাবক। এই পরিভাষার সৃষ্টি করে তিনি phonetics (ধ্বনিতাত্ত্বিক) ও phonemics (ধ্বনিমূলতত্ত্ব)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

পাঠবস্তু, text

দ্র **বয়ান**

পাণিনি

ভারতেব, সম্ভবত পৃথিবীর, শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ, বিখ্যাত 'অষ্টাধ্যায়ী'-র রচয়িতা। পাণিনির জন্মকাল সন্দেহাতীত নয়। কেউ বলেন তিনি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকের মানুষ। কেউ বলেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকের। তৎকালীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী সালাতুর নামে একটি স্থানে জন্ম তাঁর, সালাতুরকে লাহোর বলে মনে করেছেন কানিংহাম। পাণিনির ব্যাকরণে চার হাজারেরও বেশি সূত্র আছে। বিষয়ানুসারে আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন তিনি। তাই তাঁর ব্যাকরণের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। সংজ্ঞা ও পরিভাষা ; কারক-বিভক্তি ও সমাস; কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় ; স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি ও ধ্বনিপরিবর্তন ; সন্ধি—এই হল অষ্টাধ্যায়ীর মোটামুটি বিন্যাস। এছাড়া পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে অতিরিক্ত চোদ্দোটি 'প্রত্যাহার' সূত্রের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণের একটি বৈশিষ্ট্য এবং উল্লেখযোগ্য গুণ হল তাঁর

'ধাতুপাঠ' অংশ যাতে সংস্কৃত ধাতুগুলির বর্গীকরণ করেছেন। সেগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে দশটি গণে। শব্দের প্রসঙ্গে ক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। ক্রিয়াই অন্য সব শব্দের মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস ছিল তাঁর। যাবতীয় শব্দকে তিনি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন—সুবন্ত (সুপ্ + অন্ত), তিঙন্ত ও নিপাত। সুবন্ত ভাগে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম আছে, তিঙন্ত ভাগে ক্রিয়া এবং নিপাত ভাগে অব্যয়। আজ যাকে রূপতত্ত্ব বলা হয় তার প্রথম ব্যাখ্যাতা তিনিই। সংস্কৃত ভাষায় যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল তা দূর করে তাকে 'সংস্কৃত' করেন তিনি।

পারংগমতা, competence

চমস্কি প্রবর্তিত সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পারংগমতা (competence)। চমস্কির পারংগমতা বা সামর্থ্য কথাটির অর্থ ব্যক্তির নিজস্ব ভাষাবোধ, যে বোধের জন্য সে বাক্য বোঝে এবং বাক্য সৃষ্টি করে। ব্যক্তি যে এমন বাক্য তৈরি করতে পারে, যেমন বাক্য সে আগে কখনো শোনেনি, সে কেবল তার এই পারংগমতা বা ভাষাবোধের জন্য। কোনটি বাক্য, কোনটি নয়, তা সে বুঝতে পারে তার অন্তর্নিহিত ভাষাবোধের জন্য। একেই চমস্কি competence বলেছেন।

পারল, parole

দ্র **লাঁগ্** langue

পারসিক, Persian

পারসিক ভাষা ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা, ব্যবহৃত হয় প্রধানত ইরানে। পারসিকের তিনটি রূপ—প্রত্ন-পারসিক, মধ্য-পারসিক ও নব্য বা আধুনিক পারসিক। পারসিক ভাষার বর্তমান নাম ফারসি। এই ভাষা লেখা হয় আরবি লিপিতে, দু-চারটি পরিবর্তনসহ। এই ভাষার একটি পরিবর্তিত রূপ—'দরি' ব্যবহৃত হয় আফগানিস্তানে।

পারস্পরিক সর্বনাম, reciprocal pronoun

দুইয়ের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যে-সর্বনাম, তা-ই পারস্পরিক সর্বনাম। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে বিকল্পে বলেছেন ব্যতিহারিক সর্বনাম। নিজেরা-নিজেরা, আপনা-আপনি ইত্যাদি এই ধরনের সর্বনামের মধ্যে পড়ে।

পার্শ্বিক ব্যঞ্জন, lateral consonant

যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সম্মুখভাগ তালু বা দন্তমূল স্পর্শ করে বলে ধ্বনিবাহী বায়ু জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় তার নাম পার্শ্বিক ব্যঞ্জন। উদাহরণ ল্ /l/। প্রমিত বা মান্য বাংলায় অন্য কোনো পার্শ্বিক ব্যঞ্জন নেই।

পালি ভাষা

সংস্কৃত ভাষা লৌকিক বিবর্তনের ধারায় যে পরিবর্তিত ভাষায় রূপলাভ করে তার নাম প্রাকৃত। প্রাকৃতের নানান আঞ্চলিক রূপভেদ ছিল। পালি ভাষা প্রাকৃতের একটি প্রত্নরূপ। প্রাচীন মগধ ও কোশলের কথ্য ও লেখ্য ভাষা ছিল পালি। বুদ্ধদেব পালি ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করেছিলেন। থেরবাদী বৌদ্ধগণ পালিকেই বৌদ্ধ ধর্মের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' পালিতেই লেখা। এছাড়া জাতক, অবদান, মহাবংশ, দীপবংশ প্রভৃতি গ্রন্থও পালিতে রচিত হয়েছিল। পালিভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা বা লিপি ছিল না। বিভিন্ন লিপিতে লেখা হয়েছে এই ভাষার নমুনা। শ্রীলঙ্কায় সিনহালা লিপিতে, মায়ানমারে বর্মী লিপিতে, আর ব্রাহ্মীতে তো ছিলই।

পাসি, পল, Paul Passey (1859-1946)

ফরাসি ধ্বনিবিজ্ঞানী এবং ১৮৮৬ সালে যে International Phonetic Association গঠিত হয়েছিল তার প্রতিষ্ঠাতা।

পিজিন, pidgin

দুটি ভিন্ন ভাষার সংযোগে অর্থাৎ এক ভাষিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য এক ভাষিক সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালীন সংযোগের ফলে ভাষায় পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনেরই ফল *পিজিন*। পিজিন প্রধানত ইয়োরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তারের পরিণাম। তবে ইয়োরোপীয় নয় এমন পিজিনও আছে, যেমন চিনুক জারগন (Chinook Jargon)। মূলত ব্যাবসার জন্য ইংরেজ ফরাসি ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতি এশিয়ায় ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে বসতি করলে বিভিন্ন পিজিনের সৃষ্টি হয়—পিজিন ইংলিশ, ফরাসি পিজিন, ডাচ পিজিন ইত্যাদি। পিজিনের শব্দসংখ্যা সীমিত, ব্যাকরণ সরল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিজিন সহায়ক ভাষার (auxiliary language) মর্যাদা পেয়ে যায়।

পিয়াজে, জ্যাঁ Jean Piaget (1896-1980)

ফরাসিভাষী সুইস মনোভাষাবিজ্ঞানী। বিশেষত শিশুর জ্ঞান বা বোধের বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিখ্যাত তিনি। কীভাবে বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শিশুর মানসিক ও বৌদ্ধিক উন্মীলন ঘটে তা তাঁর গবেষণায় প্রকাশিত। তিনি আরও বলেছেন যে, শিশুর ভাষা-অর্জন তার মানসিক বিকাশের উপরও নির্ভরশীল।

পুনর্গঠিত ভাষা, reconstructed language

বর্তমানে প্রচলিত ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন ও রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে তার পূর্বরূপ বা প্রত্নরূপ গড়ে তোলাকে ভাষার পুনর্গঠন বলা হয়। ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয়

প্রভৃতি ভাষার ধ্বনিরূপ বা রূপতত্ত্ব তুলনা করে যেমন লাতিন বা প্রত্নলাতিন সম্বন্ধে জানা যায়, তেমনি ইংরেজি ও জার্মান ভাষার কোনো কোনো শব্দ পর্যালোচনা করে জার্মান গোষ্ঠীর ভাষার প্রত্নরূপের হদিশ পাওয়া যায়। এভাবেই জানা গেছে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার কথা, বা Proto Indo-European ভাষার কথা। এভাবে পুনর্গঠিত ভাষারূপের আগে বা পুনর্গঠন সূত্রের সাহায্যে জানা শব্দের আগে তারকাচিহ্ন **(*)** দেওয়াই রীতি।

পুনর্লিখন সূত্র, rewriting rule

নোয়াম চমস্কির সঞ্জননী ব্যাকরণের (generative grammar) একটি সূত্র। বাক্যের একটি উপাদানসূত্রের (string of elements) বদলে অন্য একটি ব্যবহারের সূত্র এটি। সহজ কথায় $x \rightarrow y$, অর্থাৎ x-এর বদলে y-কে আনা। এই সূত্র ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করে নতুন নতুন বাক্য উৎপাদন ব্যাখ্যা করা যায়। পুনর্লিখন সূত্র ব্যবহার করে বৃক্ষ-নকশার (tree diagram) সাহায্যে বাক্যকে বিশ্লেষণও করা যায়।

পুরাঘটিত অতীত, pluperfect, past perfect

কোনো ক্রিয়া ঘটে গেছে এই অর্থ বোঝালে ক্রিয়ার পুরাঘটিত অতীত রূপ হয়। হইয়াছিল, করিয়াছিল, দেখেছিল, খেয়েছিল ইত্যাদি পুরাঘটিত অতীত কালের রূপ। বলা বাহুল্য, এখানে যৌগিক কালের রূপ পাওয়া যাচ্ছে। √হ + √আছ্ + ইল, √বল্ + √আছ্ + ইল।

পুরাঘটিত ক্রিয়া, perfective verb

যে-ক্রিয়ার রূপে ক্রিয়া-সংঘটন আগে ঘটেছে বা ঘটেছিল এমন বোঝায় তা-ই পুরাঘটিত ক্রিয়া। যেমন *হয়েছে* (পুরাঘটিত বর্তমান), *হয়েছিল* (পুরাঘটিত অতীত)।

পুরাঘটিত বর্তমান, completive present

ক্রিয়ার সংঘটন কিছুকাল আগে সম্পন্ন হয়েছে এবং তার রেশ এখনও চলছে, এইরকম বোঝাতে ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমান রূপ হয়। দেখেছে, এসেছে, পড়েছে, গেয়েছে ইত্যাদি এর উদাহরণ। এতে যৌগিক কাল ব্যবহৃত হয়—√দেখ্ + √ইয়াছ্ + এ = দেখিয়াছে > দেখেছে ; √আস্ + √ইয়াছ্ + এ = আসিয়াছে > এসেছে।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ, perfective future

পুরাঘটিত ভবিষ্যতে ক্রিয়া-সংঘটনের একটা সম্ভাবনা, সংশয় বা অনিশ্চয়তার অর্থ প্রকাশিত হয়। *গিয়ে থাকবে, করে থাকবে* ইত্যাদি ক্রিয়ারূপে যাওয়া বা করা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশিত হচ্ছে। করে থাকবে = √কর্ + ইয়া + √থাক্ + ইব + এ = করিয়া থাকিবে > করে থাকবে।

পুরুষ, পক্ষ, person

ইংরেজিতে ব্যাকরণের যে প্রকরণটির নাম person, বাংলায়, বিশেষত প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে তারই নাম 'পুরুষ', যদিও ইংরেজি person এবং বাংলা পুরুষ সর্বার্থে সমার্থক নয়। বাংলা 'পুরুষ' সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে আহৃত প্রকরণ। বক্তা নিজে, বক্তার সামনে উপস্থিত ব্যক্তি বা শ্রোতা এবং দূরে অবস্থান করছে এমন ব্যক্তি—এই তিন পক্ষকে বোঝাতেই 'পুরুষ' অভিধাটি ব্যবহৃত হয়। বাংলায়, সংস্কৃতেরই মতো, উত্তমপুরুষ (আমি, আমরা), মধ্যমপুরুষ (তুমি, তোমরা) এবং প্রথমপুরুষ (সে, তারা) এই তিন 'পুরুষ' আছে। প্রথম পুরুষে শুধু সর্বনাম নয়, বিশেষ্য বা নামশব্দও হয়ে থাকে—রাম, যদু, রবীন্দ্রনাথ—সবই প্রথমপুরুষের দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে, 'পুরুষ' অভিধাটি লিঙ্গগন্ধী, এবং শব্দটির একাধিক অর্থ। কাজেকাজেই তার পরিবর্তে 'পক্ষ' অভিধাটি প্রস্তাবিত হয়েছে। উত্তমপুরুষ-এর বদলে 'আমি-পক্ষ', মধ্যমপুরুষ-এর বদলে 'তুমি-পক্ষ' এবং প্রথমপুরুষ-এর বদলে 'সে-পক্ষ'। এমন অনেক শব্দই ভাষায় আছে যা দ্ব্যর্থক। দল, অক্ষর, বর্ণ, বংশ, প্রভৃতি শব্দের একাধিক অর্থ। 'পুরুষ' শব্দেরও একাধিক অর্থ। অন্তত সেই কারণে 'পুরুষ'-কে বর্জন করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বরং দেখা দরকার, ব্যাকরণে 'পক্ষ' শব্দটি 'পুরুষ'-এর চেয়ে সংগততর কি না। 'পুরুষ'-কে লিঙ্গগন্ধী মনে হতেই পারে। কিন্তু পুরুষ তো একটা ব্যাকরণগত ধারণা মাত্র। ক্রিয়াবিভক্তির সঙ্গে যা যুক্ত হয়ে তুমি-সে-আমি-র ধারণা দেয় তা-ই পুরুষ। একে 'স্ত্রী-পুরুষ'-এর পুরুষ বলে ভেবে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্য দিকে, 'পক্ষ' শব্দটিতে সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। 'পক্ষ'-র বহু অর্থ—side (পক্ষযুক্ত), fortnight (পক্ষকাল), wing (পক্ষোদ্‌গম) ইত্যাদি। আরও একটা কথা, 'পক্ষ' অভিধায় সম্ভ্রমাত্মক (আপনি, তিনি) ও তুচ্ছার্থক (তুই, তোরা) পক্ষ-পুরুষ-এর বিষয়টি স্পষ্টতা পায় না। 'পক্ষ' শব্দটির প্রচলন মনে হয় সহজ হবে না।

পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি, personal verbal suffix

ক্রিয়াবিভক্তির সঙ্গে উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ, বা প্রথমপুরুষ বোঝাতে যে বিভক্তি যোগ করা হয়, তাই পুরুষবাচক বিভক্তি। দেখিব, করিব, দেখিবে ইত্যাদি ক্রিয়ার পূর্ণরূপ যথাক্রমে √দেখ্ + ইব, √কর্ + ইব, √দেখ্ + ইবে। প্রথম দুটিতে উত্তমপুরুষের বিভক্তি যুক্ত হয়েছে, তৃতীয়টিতে প্রথম বা মধ্যমপুরুষের।

পুরুষ বিভক্তি, personal suffix

যে-বিভক্তি পুরুষকে অর্থাৎ উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ বা প্রথমপুরুষকে ইঙ্গিত করে, তা-ই পুরুষ বিভক্তি। -আম্ (বললাম), -এ (বললে), -ই (বলি), -ও (বল বলো) ইত্যাদি বিভক্তি তার উদাহরণ। পুরুষ-কে সম্প্রতি 'পক্ষ' বলা হচ্ছে। 'পক্ষ'-র পক্ষে যুক্তি থাকলেও এখনও তা প্রচলিত হয়নি।

পুরোগত front

দ্র **সম্মুখ**

পূরকধ্বনি, সহধ্বনি, allophone

ফোনিম বা ধ্বনিমূলের রূপভেদের নাম। পূরকধ্বনির সঙ্গে ধ্বনিমূলের তফাত খুবই স্পষ্ট, কিন্তু পূরকধ্বনি শব্দের অর্থকে বদলে দেয় না। একই শব্দে একটি ধ্বনিমূল ও তার পূরকধ্বনি থাকতে পারে। স্পেনীয় শব্দ dedo (finger, আঙুল) এর উচ্চারণ ডেদো [deðo] এই ð d-এর পূরকধ্বনি। বাংলায় আলতা-র ল্ একটি ধ্বনিমূল, উলটো-র ল্ একটি পূরকধ্বনি। সহজ ভাষায় বলা হয়, একই ধ্বনির ঈষৎ রূপভেদই পূরকধ্বনি বা সহধ্বনি। একে বিস্বনও বলা হয়। মূলধ্বনি বা phoneme-এর সচরাচর কতকগুলি পূরকধ্বনি থাকে।

পূরণবাচক (ক্রমবাচক) সংখ্যাশব্দ, ordinal number

সংখ্যাশব্দের ক্রম বা ক্রমাগত অবস্থান নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয় পূরণবাচক বা ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, চতুর্দশ, ষোড়শ ইত্যাদি তার উদাহরণ। এগুলি বিশেষণ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। খাঁটি বাংলায় সংস্কৃত পূরণবাচক সংখ্যার বদলে অন্যভাবে শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন পাঁচের পৃষ্ঠা, ছয়ের অধ্যায়। আবার পূরণবাচক শব্দের বদলে নম্বর, সংখ্যক প্রভৃতি শব্দ সহযোগে সংখ্যাশব্দটি ব্যবহৃত হয়—ত্রিশ-সংখ্যক কবিতা, ৪০ নম্বর কামরা ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দের বদলে চলিত বাংলায় ক্রমবাচক বা পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ বেশিদূর পর্যন্ত বর্ণনা করা যায় না। সেসব ক্ষেত্রে উপরোক্ত পন্থাগুলি গৃহীত হয়।

পূর্ণ ক্রিয়া, complete verb

যে ক্রিয়ার পর্যায় (conjugation) সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ক্রিয়াপর্যায়ের সব রূপই যাতে প্রকাশ পায়, সেই ক্রিয়াকে পূর্ণ ক্রিয়া বলে।

পূর্ণ রোধন, complete closure

বাগ্‌যন্ত্রের কোনো অংশের সম্পূর্ণ অবরোধের জন্য ফুসফুস থেকে আগত শ্বাসবায়ুর প্রবাহ সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত হলে তাকেই পূর্ণ রোধন বলে। ব্ /b/ ও ম্ /m/ এ-দুটির ক্ষেত্রে পূর্ণ রোধন ঘটে।

পূর্বক্রিয়া, past active participle

ক্রিয়ার যে-রূপে ক্রিয়াসংঘটন আগে ঘটে যাবার অর্থ বোঝায় তাকে পূর্বক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়া পূর্ব-ক্রিয়া-সংঘটনের অসমাপিকা রূপ। বলিয়া > বলে (বোলে), করিয়া > করে, দেখিয়া > দেখে, গিয়া > গিয়ে ইত্যাদি পূর্বক্রিয়ার রূপ। এসব অসমাপিকা ক্রিয়া বোঝায় যে, সমাপিকা ক্রিয়ার আগেই ক্রিয়াসংঘটন হয়ে গেছে।

পূর্বপদ, antcedent

ব্যাকরণে যে শব্দ বা শব্দবন্ধের প্রতি বাক্যের পরবর্তী অংশের অন্য কোনো শব্দ নির্দেশ করে বা উল্লেখ করে তাকেই পূর্বপদ বলা যায়। বাক্যে কোনো বিশেষ্যপদের প্রতি পরে অবস্থিত কোনো সর্বনাম যদি নির্দেশ করে বা উল্লেখ করে, তবে পূর্ববর্তী অবস্থানের বিশেষ্যপদটিকে পূর্বপদ বা antecedent বলা হবে। আবার বাংলায় প্রথাগত ব্যাকরণে দুটি শব্দের সমাস বা সন্ধি হলে প্রথমটিকে পূর্বপদ বলা হয়।

পেয়ার্স, চার্লস, Charles Sanders Peirce (1839-1914)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিক, বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ। ভাষাবিজ্ঞানে, বিশেষত চিহ্নতত্ত্বে তাঁর অবদানের জন্য জগদ্‌বিখ্যাত। শুধু চিহ্নতত্ত্বই নয়, abduction theory এবং pragmatics বা ব্যঞ্জনাতত্ত্বেও তাঁর অবদান স্বীকৃত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাবার পর একে একে জন্স হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, লাওয়েল ইনস্টিটিউট, হার্ভার্ড ও কেমব্রিজে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন। তাঁর রচনা প্রকাশিত হয় বহুকাল পরে, প্রথম ১৯৩১ সালে (Collected Papers) তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁকে এবং ফর্দিনাঁ দ্য সস্যুরকে আধুনিক চিহ্নতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়।

পোলিশ ভাষা

পশ্চিম স্লাভীয় ভাষা। পোল্যান্ডের অধিকাংশ মানুষের ভাষা। পোলিশ ভাষার লেখ্য রূপ পাওয়া যায় চতুর্দশ শতক থেকে। এই ভাষায় কথা বলে পৃথিবীর প্রায় তিন কোটি মানুষ। পোলিশ ভাষার বহু ব্যঞ্জন ইংরেজির মতো উচ্চারিত হয়। তবে c (উচ্চারণ /ts/), ci (উচ্চারণ /si/), j (/j/), f (/w/), w (/bh/), cz (/tʃ/), rz (/z/) প্রভৃতি ব্যঞ্জনের উচ্চারণ ভিন্ন।

পৌনঃপুনিকতা, frequency

কোনো একটি ভাষিক একক বা উপাদান কোনো একটি বয়ানে (text) বা সন্দর্ভে (discourse) কতবার উল্লিখিত বা ব্যবহৃত হয়েছে তার হিসাবই হল 'পৌনঃপুনিকতা'-র হিসাব। দেখা যায় যে, সাধারণত content word বা full word এর তুলনায় অর্থাৎ পূর্ণ শব্দের তুলনায় function word বা empty word অর্থাৎ রিক্ত শব্দ (অর্থাৎ, a, the, an, to) ব্যবহৃত হয় অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষায়, সংলাপ-বিশ্লেষণে, শৈলী বিশ্লেষণে এই পৌনঃপুনিকতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ভাষিক উপাদানের (lexical item) ব্যবহার কেউ বেশি করতে পারেন। কেউ কম। ব্যক্তিভেদে পৌনঃপুনিকতার হেরফের হয়।

পৌনঃপুন্য সূত্র, recursive rule

একটি বাক্য থেকে অনেক বাক্য গঠনের একটি সূত্র। বাক্যে ক্রমাগত প্রসারক যোগ করে নতুন নতুন বাক্যসৃষ্টির সূত্র—

রাম মাঠে খেলছে → শ্যামের ভাই রাম মাঠে খেলছে → শ্যামের ছোটোভাই

রাম বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে খেলছে ইত্যাদি। এইভাবে ক্রিয়াগুচ্ছে (Verb Phrase) এবং বিশেষ্যগুচ্ছে (Noun Phrase) ক্রমাগত শব্দ যোগ করে নতুন নতুন বাক্য গঠন করার সূত্রই 'পৌনঃপুন্য সূত্র'।

প্রকরণ, paradigm

শব্দ বা পদের নানান রূপভেদ হয়, কখনো বর্তমান কাল থেকে অতীত কালের রূপান্তরে, কখনো একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরে, কখনো পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে। বিভিন্ন রূপান্তরের বিন্যাস বা তালিকাই প্রকরণ।

man → men
একবচন থেকে বহুবচন— table → tables
girl → girls
আবার girls (বহুবচন) → girls' (বালিকাদের)
তুমি → তোমরা
আপনি → আপনারা
খেলছে → খেলত → খেলবে

এইভাবে দেখা যায় যে, paradigm বা প্রকরণ হল শব্দ বা পদের বিভক্তিযুক্ত রূপ বা তার তালিকা।

প্রকার, ক্রিয়াপ্রকার, aspect

ক্রিয়ার সংঘটনের কাল বা tense-এর পর্যায়গুলিরই নাম প্রকার। *'সে খেলছে'* এই বাক্যে ক্রিয়ার কাল হল বর্তমান, এবং ক্রিয়ার কাজ এখনও চলছে বোঝাচ্ছে। অতএব ক্রিয়ার 'প্রকার' হল ঘটমান বা progressive বা continuous. এইভাবে verb বা ক্রিয়ার progressive, habitual, perfect ইত্যাদি এবং বাংলায় ঘটমান, নিত্যবৃত্ত, পুরাঘটিত প্রভৃতি হল ক্রিয়ার প্রকার।

প্রকৃতিপ্রত্যয়

শব্দমূল বা ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়-বিভক্তি যোগ করে নতুন শব্দ গঠিত হয়। কাজেই কোনো শব্দের 'প্রকৃতিপ্রত্যয়' অর্থ সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি। ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের দ্বারা শব্দবিশেষের প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ণীত হয়।

প্রগত সমীভবন, progressive assimilation

প্রগত সমীভবন হল পরাগত সমীভবন-এর বিপরীত প্রক্রিয়া। পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি বদলে সমীভূত হলে বা একরকম হলে সেই সমীভবনই প্রগত সমীভবন। এর দৃষ্টান্ত পদ্ম > পদ্দ, ছদ্ম > ছদ্দ, চন্দন > চন্নন ইত্যাদি। মান্য বা প্রমিত বাংলায় প্রগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত বেশি নেই।

প্রতিনির্দেশক বাক্য, correlative coordinate sentence

এক ধরনের যৌগিক বাক্যে either....or. ব্যবহার করে একটি বিকল্প প্রস্তাব নির্দেশ করা হয়। সেই বিকল্পের মধ্য থেকে একটিকে গ্রহণ বা নির্বাচন করতে হয়। একেই correlative coordinate sentence বা প্রতিনির্দেশক বাক্য বলা হয়। Either you come into the room or leave the place এই বাক্যে either .... or এই প্রতিনির্দেশক গঠন ব্যবহার করার ফলে দুটির মধ্যে একটিকে নির্বাচন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বাংলায় অনুরূপভাবে বলা হবে—হয় তুমি এখানে এসে দাঁড়াও, নয়তো চলে যাও। এই হয় .... নয় বা হয় .... নয়তো গঠন বাক্যটিকে প্রতিনির্দেশক করে তুলছে।

প্রতিফলিত অর্থ, reflected meaning

প্রতিফলিত অর্থ বাগর্থতত্ত্বের বিষয়ীভূত। যেকোনো ভাষাতেই শব্দের প্রতিফলিত শব্দ থাকে। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের এলাকা অতিক্রম করে শব্দ বা শব্দবন্ধ প্রায়ই ভিন্ন অর্থ ও দ্যোতনা পরিগ্রহ করে। প্রতিফলিত অর্থ শব্দের গৌণ অর্থ, যা কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অধিকাংশ বাগ্‌ধারা এই শ্রেণির। কানপাতলা, ডুমুরের ফুল, অমাবস্যার চাঁদ ইত্যাদি শব্দবন্ধের শব্দগুলি বা সম্পূর্ণ শব্দদুটি প্রতিফলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়, শব্দার্থে বা আক্ষরিক অর্থে নয়।

প্রতিবর্ণীকরণ, transliteration

এক ভাষার বর্ণমালায় তথা লিপিতে লিখিত শব্দ-বাক্যাদি অন্য এক ভাষার বর্ণমালায় ও লিপিতে লেখনকে প্রতিবর্ণীকরণ বলা হয়। English কথাটিকে যখন 'ইংলিশ' লেখা হয়, তখনই বলা হয় শব্দটির প্রতিবর্ণীকরণ হল। প্রতিবর্ণীকরণ ও লিপ্যন্তরণ-এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এক লিপি থেকে অন্য লিপিতে পরিবর্তন হল লিপ্যন্তরণ। English কে 'ইংলিশ' লেখার ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণীকরণ ও লিপ্যন্তরণ দুটি প্রক্রিয়াই রয়েছে।

প্রতিবেশ, প্রসঙ্গ, context

'প্রতিবেশ' বা 'প্রসঙ্গ' বাগর্থতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। প্রতিবেশ বা প্রসঙ্গ কোনো শব্দ বা শব্দবন্ধের অর্থবোধে বিশেষ সহায়ক হয়। একটি শব্দ কোন্ প্রতিবেশে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর শব্দটির বিশেষ অর্থ নির্ভর করে। Loud music এ loud অর্থ জোরালো বা চড়া। আবার loud colour অর্থ চটকদার, ক্যাটকেটে। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী বা বাগর্থবিজ্ঞানী বলেছেন যে, 'প্রতিবেশ' একটা জটিল ধারণা। এর মধ্যে আছে বক্তা (sender), শ্রোতা (receiver), বক্তব্য বিষয়ের চরিত্র (message form), বিষয় (topic), মাধ্যম (channel) ইত্যাদি। এমনকী নির্দিষ্ট সময়ে বক্তার মানসিক অবস্থাও শব্দপ্রয়োগকে প্রভাবিত করে।

প্রত্ন-ইংরেজি, Old English

ইংরেজি ভাষার আদিপর্বের নাম। এর বিকল্প নাম Anglo-Saxon. সাধারণভাবে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত পর্বকে প্রত্ন-ইংরেজি ভাষাপর্ব বলা হয়। কেউ-কেউ ১০৬৬ সালে নর্ম্যান অভিযানের সময় পর্যন্ত প্রত্ন-ইংরেজির পর্ব বলেন।

প্রত্ন ইন্দো-ইয়োরোপীয়, Proto Indo-European

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের উৎসভাষা হিসাবে অনুমিত ভাষাই প্রত্ন ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা। অনুমান করা হয়, এই আদি ভাষাটি ৬০০০ বছর আগে পশ্চিম এশিয়ায় বা পূর্ব ইয়োরোপে প্রচলিত ছিল।

প্রত্ন-নর্স, Old Norse

প্রত্ন-আইসল্যান্ডিক বা প্রত্ন-স্ক্যান্ডিনেভিয়ান-এর অন্য নাম। প্রত্ন-নর্স বা প্রত্ন-আইসল্যান্ডিক এক লুপ্ত ভাষা, যদিও এই প্রত্নভাষার কিছু লিখিত নিদর্শন একাদশ শতক নাগাদ পাওয়া গেছে। ডেনীয় ভাষাবিজ্ঞানী রাসমুস রাস্ক (Rasmus Rask)প্রত্ন-নর্স নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর Investigation on the Origin of Old Norse or Icelandic Language.

প্রত্যয়, affix

শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যে-উপাদান যুক্ত হলে নতুন শব্দাদি গঠিত হয়, তারই নাম প্রত্যয়। একে কেউ কেউ বলেন লগ্নক। প্রত্যয় তিনরকম—আদ্যপ্রত্যয় বা অনুসর্গ বা prefix, মধ্যপ্রত্যয় (infix) এবং অন্ত্যপ্রত্যয় (suffix)। সাধারণভাবে অন্ত্যপ্রত্যয়কেই প্রত্যয় বলা হয়ে থাকে। এই অন্ত্যপ্রত্যয় দু-রকম—কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয়। ধাতুর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে কৃৎপ্রত্যয় এবং শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত প্রত্যয়কে তদ্ধিতপ্রত্যয় বলে। কর্তব্য (√কৃ + তব্য), চলন্ত (√চল্ + অন্ত) কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ। পৌত্র (পুত্র + অ), মাসিক (মাস + ইক) তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় ছাড়াও আছে স্ত্রীপ্রত্যয় যার সাহায্যে পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা যায়। আছে বিদেশি প্রত্যয়। বিদেশি প্রত্যয়ের মধ্যে ফারসি প্রত্যয়ই প্রধান—অংশীদার (দার প্রত্যয়), বৈঠকখানা (খানা প্রত্যয়) ইত্যাদি।

প্রত্যয়কল্প অব্যয়, enclitic

পদাশ্রিত নির্দেশক-এর অন্য নাম।

প্রথাগত ব্যাকরণ, traditional grammar

লাতিন ব্যাকরণের আদর্শ ছিল 'নির্দেশ'। ভাষার শুদ্ধ রূপ কী, কীভাবে ভাষা ব্যবহার করতে হবে তা দেখিয়ে দেওয়াই ব্যাকরণের কাজ বলে মনে করতেন প্রাচীন লাতিন ব্যাকরণের

রচনাকর্তারা। এইজন্য লাতিন ব্যাকরণকে বলা হত নির্দেশমূলক ব্যাকরণ। নির্দেশমূলক ব্যাকরণের নীতি মেনে চলা হত প্রাচীন গ্রিসেও এবং সংস্কৃত ব্যাকরণেও। এই নির্দেশমূলক ব্যাকরণের নীতি আধুনিক কালেও বিশেষত উনিশ শতকেও অনুসৃত হত। উনিশ শতকে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এই নির্দেশমূলক ব্যাকরণের নীতি মেনে চলা হত বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায়। একেই বলা হয় প্রথাগত ব্যাকরণ। প্রথাগত ব্যাকরণে প্রধানত ভাষার লিখিত রূপের নিয়ম ও সূত্রই ব্যাখা করা হয় বা হত। ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথাগত ব্যাকরণের দাপট কমতে থাকে।

প্রবাহী ব্যঞ্জন, continuant

যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে দুটি উচ্চারক কাছাকাছি থাকলেও শ্বাসবায়ুকে সম্পূর্ণ বাধা দেয় না এবং তার ফলে ধ্বনিটি ক্রমাগত উচ্চারিত হতে পারে, সেই ব্যঞ্জনকে প্রবাহী ব্যঞ্জন বলে। ল /*ℓ*/ এমনই একটি ধ্বনি। ন্ /n/, ম্ /m/ এই নাসিক্য ধ্বনিও এই শ্রেণির। একে প্রলম্বিত ধ্বনিও বলা হয়।

প্রমিত ভাষা

দ্র **মান্য ভাষা**

প্রমুখণ, সম্মুখন, foregrounding

শৈলীবিজ্ঞানে ব্যবহৃত foregrounding-কে বাংলায় প্রমুখণ বা সম্মুখন বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী হাব্রানেক (B. Havránek) এই foregrounding পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন। শৈলীগত কারণে বক্তব্যের কোনো অংশ-কে বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনে তাকে 'সামনে নিয়ে আসা' বা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট বা লক্ষণীয় করে তোলারই নাম প্রমুখণ। বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়াটি সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত হয় কবিতায়। কবিতাতেই যাকে বলা হয় maximum foregrounding তা-ই ব্যবহৃত হয়। কোনো লেখক বা বক্তা তাঁর বক্তব্যের কোনো অংশকে পাঠক বা শ্রোতার কাছে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করার লক্ষ্যে 'প্রমুখণ'-এর সাহায্য নিয়ে থাকেন। তাতে অবশ্য প্রায়ই বিষয়টা কিছুটা আড়ালে চলে গিয়ে স্টাইলই এগিয়ে আসে।

প্রযোজক কর্তা, causative nominative

প্রযোজক ক্রিয়ার কর্তা-ই প্রযোজক কর্তা। খাওয়াল, দেখাল, শেখাচ্ছে প্রভৃতি প্রযোজক ক্রিয়ার কর্তাই প্রযোজক কর্তা। *মা তাঁর ছেলেকে পড়াচ্ছেন*—এই বাক্যে 'মা' প্রযোজক কর্তা।

প্রযোজক ক্রিয়া, causative verb

যে ক্রিয়ায় অন্যের দ্বারা ক্রিয়া-সংঘটন বা করানো বোঝায়, তা-ই প্রযোজক ক্রিয়া। সংস্কৃতে একে ণিজন্ত (ণিচ্ + অন্ত) ক্রিয়া বলে। ভাসানো, হাসানো, চালানো, খাওয়ানো প্রভৃতি প্রযোজক

ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। ধাতুর সঙ্গে + আ + নো যোগ করে পাওয়া যায় প্রযোজক ক্রিয়া। √হাস্‌ + আ + ল = হাসাল ; কাঁদ + আ + বে = কাঁদাবে এইভাবেই গঠিত হয় প্রযোজক ক্রিয়া।

প্রলম্বিত ব্যঞ্জন, continuant
দ্র **প্রবাহী ব্যঞ্জন**

প্রশ্ন, প্রশ্নবাক্য, interrogation, interrogative sentence

বাক্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তা-ই প্রশ্নবাক্য। প্রশ্ন-বাক্যের শেষে প্রশ্নচিহ্ন থাকা আবশ্যিক না হলেও সাধারণ নিয়ম। প্রশ্নবাক্যে সাধারণত প্রশ্নবাচক সর্বনাম বা প্রশ্নবাচক অব্যয় থাকবে।

কে এসেছিল গতকাল?
কোন্‌ বইটা তোমার?

এসব ক্ষেত্রে কে, কোন্‌ ব্যবহার করে বাক্যকে প্রশ্নাত্মক করা হয়েছে।

কীভাবে পড়ে গেল?

এও আর এক উপায়।
প্রশ্নবাক্য দু-রকমের হতে পারে। এক হল, যাতে প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলতে হয়—

তুমি কি কাল আসবে?

দ্বিতীয় আর এক রকম হল, যাতে কোনো তথ্য জানতে চাওয়া হয়—

তোমাদের কাব্যতত্ত্ব কে পড়ান?

প্রশ্নবাক্য হতে পারে প্রশ্নচিহ্নহীন—

কী আর করা যাবে।
তুমি চলে এলে যে!

এগুলিকে pseudo-interrogative বা ছদ্মপ্রশ্ন বলা হয়।
কখনো কখনো এমন প্রশ্নবাক্য তৈরি হতে পারে যেখানে প্রশ্নের মধ্যেই যেন একটা নঞর্থক উত্তর নিহিত থাকে—

ও কি আর আমার কথা শুনবে?
এমন মানুষকে কি কেউ কটু কথা বলতে পারে?

এ-ধরনের প্রশ্নকে বলা হয় আলংকারিক প্রশ্ন।

প্রসঙ্গ, context
দ্র **প্রতিবেশ, প্রসঙ্গ**

প্রসারক, adjunct

বাক্যে বা বাক্যাংশে কখনো কখনো ক্রিয়াবিশেষণ জাতীয় শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়। এগুলি ক্রিয়ার কাল, স্থান, বারংবারতা, মাত্রা, প্রকার বা ধরন ইত্যাদি অর্থ বহন করে। এগুলিকেই adjunct বা প্রসারক বলা হয়।

I will bring the book tomorrow.
তিনি সাইকেলে চড়ে বাড়ি গেছেন।

এই দুটি বাক্যে *tomorrow* এবং 'সাইকেলে চড়ে' এই দুটি শব্দ বা শব্দবন্ধ প্রসারক। একে সম্প্রসারকও বলা যায়।

প্রসৃত, spread

স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট কখনো হয় গোলাকৃতি বা বর্তুল (rounded), কখনো ছড়িয়ে যায় বা প্রসৃত হয় (spread)। ই /i/, এ /e/, অ্যা /æ/ এই স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণের সময় দুটি ঠোঁট ছড়িয়ে যায় অর্থাৎ প্রসৃত হয়। এগুলিকেই প্রসৃত স্বরধ্বনি বলে।

প্রস্বর, শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, accent

একাধিক দল বা সিলেবল নিয়ে গঠিত শব্দে কোনো-একটি দল বা সিলেবলের উচ্চারণে অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে। সেই অতিরিক্ত ঝোঁকই প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত। বাংলা শব্দে সচরাচর শব্দের প্রথম দলে প্রস্বর পড়ে। *আমরা* শব্দে দুটি দল, আম্ + রা। এই শব্দে আম্ অংশে প্রস্বর পড়েছে। একে এইভাবে দেখানো যায়—আর্ম্-রা

ইংরেজি শব্দে প্রস্বর কোন সিলেবলে পড়বে তা নির্দিষ্ট নয়। শব্দ অনুযায়ী প্রস্বর বা accent পড়ে। Crafty শব্দের সিলেবল-ভাগ এইরকম—

krá:f ti

এই শব্দে প্রস্বর প্রথম সিলেবলে। আবার *fallacious* শব্দের সিলেবল-ভাগ এইরকম—

fə-léi-ʃes

এই শব্দে দ্বিতীয় সিলেবলে accent বা প্রস্বর পড়েছে। কখনো-কখনো ইংরেজিতে একই শব্দের ভিন্ন পদে প্রস্বর বদল হয়ে যায়। Perfect যখন noun, তখন সিলেবলভাগ ও প্রস্বর এইরকম—þə́:-fikt. আবার যখন verb তখন এইরকম—þə-fékt অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে একই শব্দে প্রস্বরস্থান বদলে যায় ইংরেজিতে, বাংলায় তা কখনো হয় না।

প্রস্থাপন, displacement

মানব ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষ ভাষা ব্যবহার ক'রে দূরের, অতীতের এবং ভবিষ্যতের কথা বলতে বা বোঝাতে পারে। এমনকী, ভাষা দিয়ে মানুষ অবাস্তব কল্পনা করতে পারে। একেই ভাষাবিজ্ঞানে displacement বলা হয়।

প্রাকৃত

ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ভাষার শাখা হিসাবে গড়ে উঠেছিল ভারতীয়-আর্য। এই ভারতীয়-আর্য ভাষার তিনটি স্তর—প্রাচীন ভারতীয়-আর্য, মধ্য ভারতীয়-আর্য এবং নব্য ভারতীয়-আর্য। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষারই অন্য নাম হল প্রাকৃত। বলা বাহুল্য, প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষারই বিবর্তিত সহজ-হয়ে-আসা রূপ। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রাকৃত রূপলাভ করে।

সংস্কৃত ভাষার কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ ছিল না। মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে সংস্কৃত ভাষায় অনিবার্যভাবে কিছু পরিবর্তন এসে যায়। পরিবর্তন ক্রমে এতই ব্যাপক হয়ে ওঠে যে, তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তা সংস্কৃত বলে চেনাই যেত না। ফলে সৃষ্ট হল নতুন একটি ভাষা, প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা বলে এর নাম হল প্রাকৃত। ক্রমে প্রাকৃতের নিয়মকানুনও বিধিবদ্ধ হয়, তার সাহিত্যিক রূপও গড়ে ওঠে। সংস্কৃত চন্দ্র, পুত্র, কৃষ্ণ ও চিত্র প্রাকৃতে হল যথাক্রমে চন্দ পুত্ত কহ্ন ও চিত্ত। প্রাকৃত কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সেগুলি হল শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্ধমাগধী ও পৈশাচী। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির অনেকগুলিই প্রাকৃত থেকে তদ্ভব রূপের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। হিন্দি, বাংলা, গুজরাতি প্রভৃতি ভাষা প্রাকৃত থেকেই এসেছে।

প্রাগ স্কুল, Prague School

আজ যা প্রাগ স্কুল নামে পরিচিত তার নাম শুরুতে ছিল The Prague Linguistics Circle (PLC)। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাগ স্কুল। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন মাথেসিয়াস (V. Mathesius), মুকারোভ্স্কি (J.Mukařovský), রোমান ইয়াকপসন (R. Jakobson) প্রভৃতি। প্রাগ স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল স্লাভ ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, এবং কাব্যতত্ত্ব (poetics), ধ্বনিবিজ্ঞান, রূপতত্ত্ব প্রভৃতির চর্চা। সম্ভবত ইয়াকপসনই এই গোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রথম সংগঠনবাদ বা অবয়ববাদ (structuralism) নামটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৩০ সালের একটি বিবৃতি অনুসারে প্রাগ গোষ্ঠীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল 'to work on the basis of functional-structural method toward progress in linguistic research.' নাৎসিদের চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩৯ পর্যন্ত ইয়াকপসন এই গোষ্ঠীর সহ-সভাপতি ছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য, Old Indo-Aryan

দ্র ভারতীয়-আর্য

প্রাণহীন, unaspirated

দ্র অল্পপ্রাণ ধ্বনি

প্রাণীবাচক নাম শব্দ, animate nouns

যে বিশেষ্য শব্দ প্রাণীকে বোঝায়, যে আপন ক্ষমতায় ক্রিয়া করে, তাকেই animate noun বলা হয়। মানুষ, পাখি, হাতি ইত্যাদি প্রাণীবাচক নাম শব্দ।

প্রাতিপক্ষিক, adversatives

নানা ধরনের connective বা সংযোজকের অন্যতম। প্রাতিপক্ষিক সংযোজক দুটি বাক্যের

সংযোগ ঘটালেও প্রথম বাক্যের বক্তব্যকে সংশোধন করে অথবা বিরোধ নির্দেশ করে। একে বিরোধাত্মক যোজকও বলা হয়। সচরাচর 'কিন্তু', 'তবু' 'অথচ' ইত্যাদি সংযোজক ব্যবহৃত হয়।

প্রায় ভাষা, paralanguage

চোখের ইশারা, হাত, আঙুল প্রভৃতির সঞ্চালন প্রভৃতি দেহভঙ্গির ভাষাকেই paralanguage বলা হয়। প্রায় ভাষা মৌখিক ভাষার সহায়ক বা আনুষঙ্গিক ভাষা হতে পারে, আবার মূক-বধিরদের ক্ষেত্রে সেটাই সংকেত ভাষার ভূমিকা পালন করে। এই প্রায় ভাষার বিজ্ঞানসম্মত চর্চাকে বলা হয় paralinguistics. মাথা নেড়ে সম্মতি বা অসম্মতি-জ্ঞাপন, চোখের ইশারায় অশ্লীল ইঙ্গিত, আঙুলের ইশারায় বস্তু-নির্দেশ ইত্যাদি paralinguistic features বা প্রায়ভাষা-সংকেতের অর্থ বা ব্যঞ্জনা বিশ্লেষণ করা হয় প্রায়-ভাষা চর্চায়।

প্রাদি সমাস, prepositional determinative compound

'অব্যয়ীভাব' সমাসেরই অন্য নাম। এই নাম হবার কারণ অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদে যে অব্যয় থাকে তা বাংলায় উপসর্গেরই কাজ করে। 'প্র' আদি উপসর্গ যোগে অর্থাৎ 'প্র' এবং অন্যান্য উপসর্গযোগে এই সমাস হয় বলে এর নাম প্রাদি।

প্রান্তিক দল, final syllable

একাধিক দল বা অক্ষরযুক্ত শব্দের শেষ দলের নাম প্রান্তিক দল বা প্রান্তিক অক্ষর।

ক. প্রান্তিক—প্রান্ + তিক্

খ. মহাসাগর—ম + হা + শা + গোর্

গ. normative—nɔː-mə-tiv

এই তিনটি উদাহরণে ক-তে তিক্, খ-তে গোর্ এবং গ-তে tiv হল প্রান্তিক দলের দৃষ্টান্ত। প্রান্তিক দল মুক্ত বা open এবং বদ্ধ বা closed হতে পারে। এক্ষেত্রে তিনটিই বদ্ধ দিল। [দ্র মুক্ত দল ও বদ্ধ দল]

প্রিস্কিয়ানুস, Priscianus (5th-6th-cent. AD)

প্রিস্কিয়ানুস (ইংরেজিতে Priscian) কনস্ট্যান্টিনোপলের অধিবাসী। লাতিন ব্যাকরণের এক বিশিষ্ট রূপকার। তিনি অবশ্য আপল্লোনিয়ুস দিস্কোলুস-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রিস্কিয়ানুসের প্রধান গ্রন্থ ইনস্তিতুশিয়নেস গ্রাম্মাতিকাই (Institutiones Grammaticae), ইংরেজি অনুবাদে Principles of Grammar. লাতিন বিভক্তি-প্রকরণ, পদ-প্রকরণ, অন্বয় প্রভৃতি তাঁর ব্যাকরণে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তীকালের ব্যাকরণচিন্তায় প্রিস্কিয়ানুসের প্রভাব ছিল যথেষ্টই।

ফ

ফরাসি ভাষা, French

রোমান্স গোষ্ঠীর ভাষা, লাতিন থেকে উদ্ভূত। প্রধানত ব্যবহৃত ফ্রান্সে, দক্ষিণ বেলজিয়ামে, সুইটজ়ারল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চলে এবং উপনিবেশ বিস্তারের কারণে ক্যানাডা এবং আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে। ফরাসি ভাষার লিখিত নিদর্শন পাওয়া গেছে একাদশ শতক থেকে।

ফর্টিস fortis

দ্র **সবল ব্যঞ্জন**

ফলিত ভাষাবিজ্ঞান, applied linguistics

ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বের প্রয়োগঘটিত বিদ্যার নাম। ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে তাকেই ফলিত ভাষাবিজ্ঞান বলা হয়। এমনকী, এই বিদ্যা প্রয়োগ করা হয় ভাষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও। অভিধান-পরিকল্পনা, পরিভাষা-নির্মাণ প্রভৃতিতেও ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সূত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত তাও।

ফারসি ভাষা, Persian

দ্র **পারসিক**

ফার্গুসন, চার্লস, Charles A. Ferguson (1921-98)

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস অ্যালবার্ট ফার্গুসন (১৯২১-৯৮) বিংশ শতকের এক বিশিষ্ট তাত্ত্বিক। অধ্যাপনা করেছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁকে আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। ১৯৫৯ সালে একটি গবেষণাপত্রে diglossia সংক্রান্ত তত্ত্বটি উপস্থাপন করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। TOEFL (Test of English as a Foreign Language) নামক পরীক্ষার তিনিই প্রবর্তক।

ফার্থ, জন রুপার্ট, John Rupert Firth (1890-1960)

জন রুপার্ট ফার্থ (১৮৯০-১৯৬০) ইংরেজ ভাষাবিজ্ঞানী, জন্ম ইয়র্কশায়ারে। কিছুকাল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজ় (SOAS)-এ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানে

(General Linguistics) অধ্যাপনা করেন। অবসর নেন ১৯৫৬ সালে। ছন্দতত্ত্ব, রূপমূলতত্ত্ব এবং বিভাজিত ধ্বনিমূল (segmental phoneme) নিয়ে তাঁর গবেষণা জগদ্‌বিখ্যাত। ফার্থ লন্ডন স্কুল অব লিংগুইস্টিকস-এর সদস্য। The Tongues of Men (1937), Speech (1930) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

ফিডব্যাক, feedback

বক্তার কথনক্রিয়া শেষ হলে শ্রোতার প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় ফিডব্যাক। শ্রোতার বা শিক্ষার্থীর মনোভাব কেমন, সাড়া কেমন তা জানা প্রায়ই জরুরি হয়ে পড়ে। ভাষাশিক্ষার্থীর মুখভাব বা সংকেত শিক্ষককে বুঝিয়ে দেয় শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে কি না, কিংবা কতদূর করছে। অনেকসময়, উচ্ছ্বাসবাচক শব্দ, মৃদুহাসি, মাথা দোলানো প্রভৃতির দ্বারা শ্রোতা বা শিক্ষার্থী মনোভাব জ্ঞাপন করে। সেটাও ফিডব্যাক।

ফিনিশ ভাষা, Finnish

ফিনিশ ভাষা ফিনো-উগ্রিক (Finno-Ugric) ভাষাবংশের সদস্য। এই ভাষা ব্যবহৃত হয় প্রধানত ফিনল্যান্ডে এবং তৎসহ সুইডেন, নরওয়ে, এস্তোনিয়া, ক্যানাডা ও রাশিয়ায়। বহুকাল পর্যন্ত ফিনল্যান্ড সুইডেনের অংশ ছিল বলে সুইডিশ ভাষাই ছিল ফিনল্যান্ডের সরকারি ভাষা। ১৮৬৩ সাল থেকে সুইডিশের পাশাপাশি ফিনিশও ফিনল্যান্ডে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে ফিনল্যান্ডে এই দুটি ভাষাই সরকারি ভাষা। ফিনিশ লেখা হয় মূলত রোমান হরফে। কেবল অতিরিক্ত তিনটি ডায়াক্রিটিক চিহ্নযুক্ত বর্ণ আছে—Å, Ä এবং Ö।

ফিনিশীয়, Phoenician

ফিনিশীয় একটি প্রাচীন সেমিটিক ভাষা। আজ যে দেশটির নাম লেবানন, সেই দেশেরই প্রাচীন ভাষা ফিনিশীয়। ব্যাবসাবাণিজ্যের সুবাদে এই ভাষা ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে পাশের দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। এমনও মনে করা হয় যে, গ্রিক বর্ণমালা এসেছে ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে।

ফিনো-উগ্রিক, Finno-Ugric

হাঙ্গেরীয়, ফিনিশ, এস্তোনীয় প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ভাষা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ভাষাগুলিকে একত্রে ফিনো-উগ্রিক গোষ্ঠীর ভাষা বলে। এর মধ্যে হাঙ্গেরীয় ভাষা উগ্রিক-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এস্তোনীয় ও ফিনিশ ভাষা ফিনো-র (Finno) অন্তর্ভুক্ত।

ফ্রিজিয়ান ভাষা, Frisian

জার্মানিক ভাষাবংশের পশ্চিম শাখার সদস্য-ভাষা, প্রধানত নেদারল্যান্ডস-এর এবং ডেনমার্কের কোনো-কোনো অঞ্চলে প্রচলিত। এই ভাষার সঙ্গে ইংরেজির আত্মীয়তা স্পষ্ট।

ফ্রিজিয়ান ভাষা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিশেষ্যবাচক শব্দ বড়ো হাতের (capitals) হবে না কি ছোটো হাতের (lower case) হবে তা নিয়ে বিতর্ক। জার্মান ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা জার্মান ভাষার মতো ফ্রিজিয়ান ভাষার যাবতীয় বিশেষ্য শব্দকে বড়ো হাতের অক্ষরে লেখার পক্ষপাতী। কিন্তু অন্য অনেকেই তার বিরোধিতা করেছেন। এই বিতর্কের নিরসন এখনও হয়নি। কাজেই ফ্রিজিয়ানে দুই রীতিই চলে।

ফ্লেমিশ, Flemish

বেলজিয়ামে ব্যবহৃত ডাচ ভাষাকেই ফ্লেমিশ বলা হয়।

ব

বচন, number

ব্যাকরণের যে-প্রকরণে প্রাণী, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির সংখ্যা নির্দেশ করা হয় তাকেই বচন বলে। সংস্কৃতে বচন তিন শ্রেণির (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) হলেও বাংলায় দুটি বচনশ্রেণি আছে—একবচন ও বহুবচন। একবচন প্রকাশের উপায় দুটি-তিনটি—শুধুই বিশেষ্য বা সর্বনাম বাচক শব্দের ব্যবহার—এক. ছেলে, গাছ, মাস, রমেশ। দুই. শব্দের আগে একটি, একটা, একজন ইত্যাদি শব্দ যোগ করা। তিন. শব্দের শেষে -টি, -টা ইত্যাদি নির্দেশকের ব্যবহার—ছেলেটি, গাছটা।

অন্য দিকে, বহুবচন নির্দেশ করতে এক. শব্দের শেষে -রা, -গুলি, -গুলো ইত্যাদি ব্যবহার করে বহুবচন নির্দেশ করা হয় ; দুই. শব্দের শেষে -গণ, -দল, -বৃন্দ, -রাজি (বৃক্ষরাজি) প্রভৃতি ব্যবহার করে বহুবচন নির্দেশ করা হয় ; তিন. শব্দের আগে সংখ্যাবাচক (দুটো, দশটি, একশো) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে বহুবচন নির্দেশ করা হয়।

বদ্ধ দল, closed syllable

যে দল বা ধ্বনিদলের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি বা অর্ধস্বর থাকে,তা-ই বদ্ধ দল বা বদ্ধ ধ্বনিদল। একে রুদ্ধ দলও বলা যায়। শ্রাবণ (শ্রা-বোন্), পাগল (পা-গোল্), সর্বস্ব (শর্ + বোশ্ + শো) এই শব্দগুলির যথাক্রমে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দল বদ্ধ। আবার নেওটা (ন্যাও্ + টা) শব্দের প্রথম দলও বদ্ধ।

বদ্রিলার, জ়াঁ Jean Baudrillard (1929-2007)

বিখ্যাত ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক। জন্ম ফ্রান্সের র‍্যাঁস অঞ্চলে ১৯২৯ সালে। ফ্রান্সের এক কৃষক পরিবারের তিনিই প্রথম সদস্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েছিলেন। রলাঁ বার্ত্-এর প্রভাবে চিহ্নবিজ্ঞানে উৎসাহী হন। একসময় তাঁর মনে হয়েছিল সস্যুরীয় চিহ্নতত্ত্বকে মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার কথা। সেইসময় মার্কসের তত্ত্ব তাঁকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল। পরে অবশ্য মার্কসীয় সমাজবাদ সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েন, চিহ্নবিজ্ঞান তাঁর পরবর্তী জীবনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। তাঁর যাবতীয় চর্চার বিষয় ছিল সমাজতত্ত্ব, দর্শন, চিহ্নবিজ্ঞান। একসময় তাঁকে মনে করা হত উত্তর-আধুনিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা। সেই পর্যায়ে জাতিতত্ত্ব, লিঙ্গবৈষম্য, সংস্কৃতির উপর শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রচুর নিবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেছেন। বিংশ শতকের আশির দশকের পর থেকে উত্তর-আধুনিকতার প্রতিও বিশ্বাস হারান বদ্রিলার। তাঁর দর্শন বা চিন্তাচর্যা ক্রমশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এইজন্য কেউ-কেউ তাঁর দর্শনকে

provocative philosophy বলেছেন। সমাজজীবনে প্রযুক্তি, গণমাধ্যম প্রভৃতির প্রভাব নিয়েও ভেবেছেন এইসময়। তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে রলাঁ বার্ত্, মার্শাল ম্যাকলুহান, লেভি-স্ত্রোস, এমিল দ্যুরক্যাঁ, জ্যাঁ-পল সার্ত্র্ প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ করা গেছে। তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থগুলি হল The System of Objects (1988), For a Critique of the Political Economy of the Sign (1972), Consumer Society (1970), The Illusion of the End (1992) অন্যতম।

বদ্ধ বয়ান, closed text

বদ্ধ বয়ান বা **বদ্ধ** পাঠবস্তুর বিষয়টি রলাঁ বার্ত্ ও উমবের্তো একো-র রচনায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। একো-র মতে যে বয়ান বা পাঠবস্তু একেবারেই নির্দিষ্ট ও সংবদ্ধ, যা নিয়ে আলোচনা বা ভিন্ন মত প্রকাশের সুযোগই নেই, তা-ই বদ্ধ বয়ান। এর বিপরীতে রয়েছে মুক্ত (open) বয়ান যেখানে রচনার বিষয় ও রচনারীতি আলোচনার উর্ধ্বে নয় বরং যেখানে আলোচনার পথ উন্মুক্ত। যে সাহিত্যের বিষয় বা শৈলীকে একটা স্থায়ী অপরিবর্তনীয় রূপ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে, তা-ই বদ্ধ বয়ানের দৃষ্টান্ত। বদ্ধ বয়ানের রচয়িতা পাঠককে স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ দিতে চান না। বদ্ধ বয়ান পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যায়। বাস্তবে দেখা যায় যে, মূলত তথ্যমূলক রচনাতেই বদ্ধ বয়ানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একোর The Limits of Interpretations (1990) গ্রন্থে বদ্ধ বয়ানের বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

বদ্ধ যতি, closed juncture

যতি বলতে বোঝায় পাশাপাশি দুটি ধ্বনি বা ধ্বনিমূলের মধ্যবর্তী সংযোগকে। দুটি ধ্বনির অবস্থানগত সম্পর্ক যদি অতিনিকট হয় তবে তাকে বলা হয় বদ্ধ যতি, সেই সম্পর্কে যদি কিছুটা ফাঁক থাকে তবে তাকে মুক্ত যতি (open juncture) বলা হয়। *তোমার বসরা* (bossরা) *কী বলেছেন?* এবং *বস্‌রার গোলাপ* এই দুটি বাক্যে bossরা উচ্চারণে boss এবং -রা এই দুইয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে, *বসরার (গোলাপ)* শব্দে তা নেই। প্রথমটি মুক্ত যতির এবং দ্বিতীয়টি বদ্ধ যতির দৃষ্টান্ত।

বন্ধন, binding

বাক্যে বা বাক্যাংশে কোনো একটি শব্দ-উপাদান (lexical element) বাক্যে পূর্ববর্তী বা পূর্বোক্ত আর একটি শব্দ-উপাদানকে উল্লেখ করলে এই দুইয়ের সম্পর্ককে বন্ধন বলে। বলা হয় একটি অন্যটির সঙ্গে বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ (bound)। 'তারা পরস্পরকে চেনে'—এই বাক্যে 'তারা' এবং 'পরস্পর' এই দুটি শব্দ বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ। John adores himself এই বাক্যে John এবং himself-এর মধ্যে binding হয়েছে।

বন্ধনী, brackets

ইংরেজিতে brackets চাররকম—round brackets বা প্রথম বন্ধনী, square brackets বা তৃতীয় বন্ধনী, angled brackets বা কৌণিক বন্ধনী, braces বা second brackets, বাংলায় দ্বিতীয় বন্ধনী। বাংলা ভাষায় বন্ধনীর ব্যবহার প্রধানত ইংরেজি থেকেই এসেছে। বক্তব্যের ব্যাখ্যায়, অতিরিক্ত তথ্য জানাবার জন্য, সংখ্যা তারিখ প্রভৃতি নির্দেশে বন্ধনীর ব্যবহার হয়। এছাড়া গণিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহৃত হয়। ভাষাবিজ্ঞানে grapheme বা বর্ণমূল দেখানোর জন্য কৌণিক বন্ধনী ব্যবহৃত হয়।

বন্ধনীকৃতি, bracketing

বাক্যের অন্তর্গত উপাদান বা শাব্দিক এককগুলিকে (lexical unit) আন্বয়িক (syntactic) নৈকট্যের সূত্র অনুসারে বন্ধন করার নাম bracketing. বন্ধন করা হয় বন্ধনীচিহ্ন দিয়ে। এর দৃষ্টান্ত—(The boy) (has found) (a pen)। আন্বয়িক নৈকট্য অনুযায়ী শব্দগুলিকে বন্ধনীভুক্ত করে বন্ধন করা হল।

বপ, ফ্রানৎস, Franz Bopp (1791-1867)

জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক ফ্রানৎস বপ (১৭৯১-১৮৬৭) ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারের গবেষণার জন্য বিখ্যাত। তিনি এবং রাসমুস রাস্ক প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, জার্মানিক প্রভৃতি ভাষার সাযুজ্য বিশ্লেষণ করেন। বপ ১৮১২ সাল থেকেই সংস্কৃত চর্চা শুরু করেন। ১৮১৬ সালে তিনি সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন ও জর্মানিক ভাষাসমূহের ক্রিয়ারূপ (verbal forms) নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৩৩ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে বপ প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Vergleichende Grammatik অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যাকরণ। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারের ভাষাগুলির তুলনামূলক-ঐতিহাসিক চর্চার ক্ষেত্রে ফ্রানৎস বপকে পুরোধা বলে মনে করা হয়।

বয়ান, পাঠবস্তু, text

ভাষাবিজ্ঞানে, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে শৈলীবিজ্ঞানে text বলতে বোঝায় রচনা বা গ্রন্থের বিশেষ ভঙ্গি। উমবের্তো একো text বা পাঠবস্তু বা বয়ানকে মুক্ত (open) এবং বদ্ধ (closed) এই দুইভাবে দেখেছেন। তাঁর The Open Work (1989) গ্রন্থে তিনি এই মুক্ত বয়ান ও বদ্ধ বয়ানের কথা বলেছেন। যে রচনার বয়ান পাঠককে ভিন্ন ধারণা গড়ে তোলার বা নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করবার সুযোগই দেয় না, অর্থাৎ গ্রন্থকার যদি এমনভাবে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন যাতে বক্তব্য আলগা নয় বরং সংবদ্ধ এবং যাকে বলা যেতে পারে একটি fixed system, তাহলে সেই বয়ানকে বদ্ধ বয়ান বা closed text বলা হবে। অন্য দিকে, যদি গ্রন্থের বয়ানে পাঠক বা সমালোচক নানান ব্যাখ্যার সুযোগ পান, যদি রচনার বয়ানে ambiguity বা অনির্দিষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা থাকে তবে সেই বয়ানকে মুক্ত বয়ান বা open text বলা হবে। এই

মত কিছুটা রলাঁ বার্তেরও। আবার এই মুক্ত বয়ানের সঙ্গে দেরিদার অবিনির্মাণের (deconstruction) তত্ত্বও কোনো-একটা জায়গায় মিলে যায়। তাহলে বলা যায় দেরিদারই অনুসরণে যে, যে-বয়ান পুনর্নির্মাণ-সম্ভব, যে-বয়ান নিঃসংশয়িত নয়, যে-বয়ান আমাদের প্রশ্নশীল করে তোলে, উৎসাহিত করে পুনর্বিবেচনাকে, তা-ই মুক্ত বয়ান। আর, যে-বয়ান প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন জাগায় না, তা-ই বদ্ধ বয়ান।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, descriptive linguistics

ভাষাবিজ্ঞানের দুটি পদ্ধতি হল কালানুক্রমিক বা বিবর্তনমূলক (diachronic) এবং এককালিক বা সমকালীন (synchronic)। কোনো ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনের চর্চাকেই কালানুক্রমিক পদ্ধতি বলে। অন্য দিকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি ভাষার অবস্থার চর্চাকে সমকালীন বা এককালিক পদ্ধতি বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাবিজ্ঞানীরা এই এককালিক বা synchronic linguistics-কেই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলেন। অতএব বর্ণনামূলক বা বর্ণনাপন্থী ভাষাবিজ্ঞান হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি ভাষার অবস্থার চর্চা। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার অবস্থা বর্ণনা করে, নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করে। নিয়ম নির্দেশ করে না। কাজে কাজেই নির্দেশমূলক (prescriptive) নীতি থেকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান অনেকটাই আলাদা।

বর্ণবিপর্যয়

দ্র **ধ্বনিবিপর্যয়,** metathesis

বর্ণভেদ, বর্ণরূপভেদ, allograph

লেখার ক্ষেত্রে অর্থাৎ লিপিতে বা বানানে অনেক সময় বর্ণভেদ বা বর্ণরূপভেদ দেখা যায়। রু/রু, ষ্ণ/ষ্ণ, শ্রু/শ্রু, ক্ত/ক্ত ইত্যাদি বর্ণরূপভেদের দৃষ্টান্ত।

বর্ণমালা, alphabet

গ্রিক ভাষার alpha ও beta এই দুটি বর্ণনাম থেকে এসেছে alphabet শব্দটি। বাংলায় বলা হয় বর্ণমালা। ভাষার লিখিত রূপে যে বর্ণগুলি ব্যবহৃত হয় তারই তালিকা হল বর্ণমালা। কোনো কোনো ভাষায় এই বর্ণমালা সাজানো থাকে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ এই দুইভাগে—যেমন, বাংলায় ও সংস্কৃতে। আবার ইংরেজিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ একই সঙ্গে সাজানো থাকে। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ আছে এগারোটি—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ। এবং ব্যঞ্জনবর্ণ আছে তেত্রিশটি—ক খ গ ঘ ঙ ; চ ছ জ ঝ ঞ ; ট ঠ ড ঢ ণ ; ত থ দ ধ ন ; প ফ ব ভ ম ; য র ল (ব) শ ষ স হ। অনুস্বার (ং), বিসর্গ (ঃ) ও চন্দ্রবিন্দু (ँ) আছে চিহ্ন হিসাবে। বাংলা বর্ণমালার প্রথম পাঁচটির গুচ্ছকে 'বর্গ' বলা হয়—ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ। যতদূর জানা যায় পৃথিবীর প্রাচীনতম বর্ণমালা হল North Semitic বা উত্তর সেমীয়

বর্ণমালা, যার বিকাশ ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আশেপাশে। পালেস্তাইন ও সিরিয়ায় প্রচলিত হয় এই বর্ণমালা। হিব্রু, আরবি ও ফিনিশীয় বর্ণমালার উদ্ভব এ থেকেই।

বর্ণমূল, grapheme

বর্ণমালার লিখিত রূপের ক্ষুদ্রতম এককের নাম। ভাষাবিজ্ঞানে বর্ণমূলকে দেখানো হয় দুটি কৌণিক বন্ধনীর মধ্যে < ক >, < গ >, < জ > ইত্যাদি। ইংরেজি fix শব্দে তিনটি বর্ণমূল বা grapheme আছে— ⟨f⟩, ⟨i⟩, ⟨x⟩ । এগুলি তিনটি ধ্বনিমুলের সঙ্গে সম্পর্কিত, যথাক্রমে /f/, /i/, /k^{s}/

বর্ণরূপভেদ, allograph

দ্র **বর্ণভেদ**

বর্ণানুক্রম, alphabetic order

বর্ণমালায় বর্ণগুলির সজ্জার ক্রমকেই বর্ণানুক্রম বলে। সচরাচর অভিধান ইত্যাদিতে শব্দ বিবৃত করার ক্ষেত্রে বর্ণের এই ক্রমকে মেনেই তা করা হয়—ক আগে খ পরে, গ আগে ঘ পরে ইত্যাদি। শুধু তাই নয়—আ-কার, ই-কার, ঈ-কার ইত্যাদিও সেই ক্রম অনুসারে লেখা বা সাজানো হয়। একে বলা হয় বর্ণানুক্রমিক শব্দসজ্জা।

বর্তুল, rounded

ধ্বনিতত্ত্বে rounded বা বর্তুল কথাটির ব্যবহার ঠোঁটের আকৃতির প্রসঙ্গে। যেসব স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে দুটি ঠোঁট গোলাকৃতি হয় সেগুলিকেই বর্তুল ধ্বনি বলে। বাংলায় উ, ও এবং অ এই তিনটি বর্তুল স্বরধ্বনি। বলাবাহুল্য, এগুলি পশ্চাৎ স্বরধ্বনিও।

বর্মি ভাষা, Burmese

ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়ানমার)-এর প্রধান ও সরকারি ভাষা। ভোটচীনীয় (Sino-Tibetan) পরিবারের শাখা ভোটবর্মি (Tibeto-Burman) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই বর্মি ভাষা। এই ভাষার লিখিত নিদর্শন পাওয়া গেছে একাদশ শতক থেকে।

বল, accent

প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত-এর বিকল্প নাম।

বলটিক, Baltic

বলটিক ভাষাগোষ্ঠী ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারের শাখা যার অন্তর্গত দুটি সচল ভাষা হল লাতভীয় ও লিথুয়ানীয়। স্লাভ গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে এর সাযুজ্যহেতু এই গোষ্ঠীর বিকল্পনাম বলতো-স্লাভিক।

বলতো-স্লাভীয়, Balto-Slavic

বলটিক ভাষাগোষ্ঠীর বিকল্প নাম। ভাষাতাত্ত্বিকরা এই নামটি উদ্ভাবন ক'রে লিথুয়ানীয়, বলটিক, পোলিশ, চেক, বুলগারীয় প্রভৃতি ভাষাকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমান বা দাবি করেছেন। এই শাখার অন্তর্গত প্রাচীন লেটিস (Lettish) ভাষা আজ লুপ্ত।

ব-শ্রুতি, w-glide

বাংলা ভাষায় দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে ফাঁক পূরণের জন্য কিংবা একটি স্বরধ্বনি থেকে আর একটি স্বরধ্বনিতে স্বচ্ছন্দভাবে যাবার জন্য শ্রুতিধ্বনি বা glide আসে। যা + আ = যা আ উচ্চারণ অস্বাভাবিক বলে মাঝখানে ও্ আসে, হয়ে যায় 'যাও্য়া' এই 'ও' ও নয়, অন্তঃস্থ্ ব /w/। একেই ব-শ্রুতি বলে। আরও দৃষ্টান্ত পাও্য়া, নাও্য়া।

বস্তুবাচক বিশেষ্য, concrete noun

বস্তুজগতের কোনো বস্তুকে বোঝায় বস্তুবাচক বিশেষ্য। কোনো ভাব, অবস্থা, গুণ ইত্যাদিকে বোঝায় না এইজাতীয় বিশেষ্য। টেবিল, কলম, বই, যন্ত্র—এগুলিই বস্তুবাচক বিশেষ্য।

বহিঃসন্ধি, external sandhi, external juncture

বাংলায় সংস্কৃতের মতো সন্ধি হয় না সচরাচর। তবে দুটি ধ্বনির সংস্পর্শ ঘটলে নানা ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তন হয়, তাকেও সন্ধিই বলা চলে। দুটি ধ্বনির সংস্পর্শ-হেতু শব্দসীমার বাইরে পরিবর্তন ঘটলে তাকে বহিঃসন্ধি বা বহির্বর্তী সন্ধি বলে। সমীভবন বহিঃসন্ধির প্রধান ধরন—ঘোড়ার + ডিম > ঘোড়াড্ডিম, রথ + দেখা > রদ্দ্যাখা, মার + চড় > মাচ্চড়। সমীভবনে কোথাও প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনির অল্পপ্রাণীভবন ঘটে, কোথাও ঘৃষ্টতা আসে, কোথাও স্পৃষ্টতা আসে।

বহির্গামী, egressive

বহির্গামী বা egressive কথাটি ব্যবহৃত হয় শ্বাসবায়ু সম্বন্ধে। ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু বাইরে বেরিয়ে এলে তাকে egressive বা বহির্গামী বলা হয়। এবং যে বাগ্ধ্বনি এই বহির্গামী বায়ুর দ্বারা উচ্চারিত হয় তাকে বহির্গামী ধ্বনি বলে। অধিকাংশ ভাষায় অধিকাংশ ধ্বনিই বহির্গামী। বাংলায় ক্ খ্ গ্ ঘ্ চ্ ছ্ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনি এবং অ আ প্রভৃতি স্বরধ্বনি বহির্গামী বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন। দ্র **অন্তর্গামী ধ্বনি**।

বহির্বিন্যাস, বহির্গঠন surface structure

অধিগঠন-এর অনুরূপ। দ্র **অন্তর্গঠন**

বহুদলীয়, polysyllabic

যে শব্দে দুই বা তার বেশি সিলেবল বা দল বা ধ্বনিদল থাকে তাকে বহুদলীয় বলে। বাংলায় *প্রতিযোগিতা* (প্রো-তি-জো-গি-তা), *রবীন্দ্রনাথ* (রো-বিন্-দ্রো-নাথ্), *উদ্ধারকার্য* (উদ্-ধার্-কার্-জো) প্রভৃতি শব্দে চারটি-পাঁচটি করে ধ্বনিদল আছে। এগুলিই বহুদলীয় শব্দ।

বহুবচন

দ্র **বচন**

বহুব্রীহি সমাস, secondary descriptive compound

যে সমাসে সমস্যমান পদ দুটির একটিরও অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো অর্থ বোঝায়, তাকেই বহুব্রীহি সমাস বলে। চন্দ্রমুখী, পঞ্চানন, হাতাহাতি ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ। বহুব্রীহি সমাস সাধারণত গঠিত হয় একটি বিশেষণ ও একটি বিশেষ্য মিলে, এবং প্রকাশিত অর্থটি বিশেষণ হয়। বহুব্রীহির কয়েকটি শ্রেণি হল মধ্যপদলোপী (কমলাক্ষ, চন্দ্রমুখী), ব্যতিহার (হাতাহাতি, লাঠালাঠি) ইত্যাদি।

বহুভাষিকতা, multilingualism

ভাষায় ভাষায় সংস্পর্শ থেকেই আসে দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা। দ্বিভাষিক ব্যক্তির জানা দুটি ভাষার মধ্যে একটি তার মাতৃভাষা, অন্যটি তার পছন্দের দ্বিতীয় কোনো ভাষা। বহুভাষিকতা হল একই ব্যক্তির দুটির বেশি ভাষার ব্যবহারক্ষমতা। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় দুইয়ের বেশি ভাষা শেখে, আবার কারও উপর বহুভাষিকতা চাপিয়েও দেওয়া হয়। ডেভিড ক্রিস্টাল (David Crystal) বলেছেন—Often the situation is of the people's own choosing; but it may also be forced upon them by other circumstances. রাজনৈতিক কারণ, ধর্মগত কারণ, শিক্ষাগত কারণ, সাংস্কৃতিক কারণ প্রভৃতি বহুভাষিকতার জন্য দায়ী হতে পারে। বহুভাষিকতা হতে পারে ব্যক্তির বা দেশের। 'বহুভাষিক' কথাটির আরও একটি অর্থ আছে। একটি দেশে বহুরকমের ভাষাভাষী মানুষের সহাবস্থান ঘটলে সেই দেশকে বহুভাষিক দেশ বলা যায়, যেমন ভারত, রাশিয়া, ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর।

বহুশাব্দিকতা, heteroglossia

Heteroglossia শব্দটির উদ্ভাবক রুশ তাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন। এটি অবশ্য তাঁর ব্যবহৃত রুশ শব্দের ইংরেজি অনুবাদ। ইংরেজি শব্দটির উৎস গ্রিক। গ্রিক heteros (other) + glossa (tongue, language)। Heteroglossia মনে করিয়ে দেয় ফার্গুসনের diglossia শব্দটিকে। বহুশাব্দিকতা অবশ্যই বহুস্বরকতা (polyphony) বা বহুধ্বনিময়তা থেকে আলাদা।

বহুশাব্দিকতা হল একটি সন্দর্ভে (discourse) বা কথনক্রিয়ায় নানান কোডের বা বুলির ব্যবহার। বহুশাব্দিকতার কারণ হিসাবে বাখতিন বলেছেন যে, একই ভাষার মধ্যে নানান ভিন্ন রূপ বা ভিন্ন ধরনের উপাদান থাকে, ভাষার মধ্যেই থাকে ভাষিক ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য। তারই প্রকাশ heteroglossia,যা বাখতিনের মতে সবচেয়ে প্রকট উপন্যাসে।

বহুস্বরকতা, polyphony

রুশ দার্শনিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন উপন্যাস-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে polyphony কথাটি ব্যবহার করেছেন। Polyphony বা বহুস্বরকতার একটা বিশেষ অর্থ আছে। তাঁর মতে উপন্যাস একটি বহুধ্বনিময় শিল্প, যেহেতু বহু মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় উপন্যাসে। এই বিভিন্ন কণ্ঠের ধ্বনির দ্বন্দ্ব-সারূপ্য উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যায়, রচিত হয় জটিল এক উপন্যাসকৃতি।

বহ্বর্থকতা, polysemy

দ্র অনেকার্থতা

বাংলা ভাষা

ভারতীয়-আর্য গোষ্ঠীর ভাষা, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান ও রাষ্ট্রভাষা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা। এছাড়া বিহার, অসম প্রভৃতি রাজ্যে এবং ভারতের বাইরে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাষা। পৃথিবীর দশটি সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষার অন্যতম বাংলা। বাংলার প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন দশম-একাদশ শতকে পাওয়া গেছে, যা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ নামে পরিচিত। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্ব পর্যন্ত সময়কে বাংলা ভাষার মধ্যযুগ বলা হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্ব থেকে শুরু আধুনিক বাংলার।

বাংলা প্রধানত একটি বিশ্লেষাত্মক (analytic) ভাষা। এই ভাষায় বদ্ধ রূপ (bound form) কম ; বিভক্তির ব্যবহারও সংশ্লেষাত্মক (synthetic) ভাষার চেয়ে কম। তাই বাংলায় পদক্রমের গুরুত্ব খুবই বেশি। তবে বাংলা সম্পূর্ণ বিশ্লেষাত্মক নয়, তাতে সংশ্লেষাত্মক বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হয়েছে।

বাক্‌প্রবাহ, connected speech

ছাড়াছাড়াভাবে বাগ্‌ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করলে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাক্যে ব্যবহৃত হলে সেই ধ্বনিগুলির চরিত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটে। দেখা যায় যে, একটি ধ্বনি তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ধ্বনির সংস্পর্শে তাদের কিছু গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্‌প্রবাহে ধ্বনির উচ্চারণে কিছু পার্থক্য এসে যায়, কখনো শ্রুতিধ্বনি আসে, কখনো সমীভবন ঘটে। তাই ধ্বনিতত্ত্বে পৃথক ধ্বনির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌প্রবাহজনিত ধ্বনিপরিবর্তনও বিশেষ চর্চার যোগ্য।

বাক্-শোধন, repair

সংলাপ-বিশ্লেষণে (conversation analysis) ব্যবহৃত শব্দ। সংলাপে বক্তা নিজের ভুল বা অনভিপ্রেত উক্তি ইত্যাদি সংশোধন করার জন্য কিছু শব্দ বা ইশারা-ইঙ্গিত ব্যবহার করে। তাকেই repair বা self-repair বলা হয়। যেমন—

ক. *আপনি তো সবই জানেন।*

খ. *অ্যাঁ?*

ক. *মানে, আমার অভাবের কথা তো সবই জানেন।*

খ-এর প্রতিক্রিয়ায় ক তাঁর উক্তিকে স্পষ্ট করলেন।

বাক্য, sentence

সাধারণভাবে, বাক্য হল ব্যাকরণের বৃহত্তম একক (largest unit of grammar)। কয়েকটি ধ্বনির সংযোগে গঠিত হয় 'রূপ', কয়েকটি 'রূপ' যুক্ত হয়ে তৈরি করে 'পদ', এবং কয়েকটি পদের সমাহারই বাক্য। তবে সংগঠনগতভাবে একটিমাত্র শব্দ বা পদ নিয়েও বাক্য হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ডেভিড ক্রিস্টাল যেমন বলেছেন, এক পদের বাক্য পূর্ববর্তী কোনো বাক্যের উপর অর্থগতভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণ দেখা যাক—

—Do you hear me?

—Yes.

কিংবা বাংলায়—

—*তুমি খেয়েছ?*

—*হ্যাঁ।*

দুটি ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়টিও বাক্য। কেবল বলা যায়, দ্বিতীয় বাক্যটি dependent on a previous sentence.

বাক্য দীর্ঘ হতে পারে হ্রস্ব হতে পারে। এবং যেমন দেখা গেল, একটিমাত্র শব্দেরও হতে পারে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে বাক্য হল কতকগুলি নির্বাচিত ভাষিক উপাদানের নিয়মবদ্ধ বিন্যাস যার অবশ্যই একটা অর্থ থাকবে।

বাক্যতত্ত্ব, syntax

দ্র **অন্বয়**

বাক্যনোঙর, complementizer

পরিভাষাটি ভাষাবিজ্ঞানী প্রবাল দাশগুপ্তের। বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোজক হিসাবে ভূমিকা পালনকারী অব্যয়ই বাক্যনোঙর। He says *that* he won't come tomorrow এবং '*আমি জানতে চাই তুমি কাল আসবে কি না*'—এই দুটি বাক্যে যথাক্রমে that ও *কি না* শব্দদুটি complementizer তথা বাক্যনোঙর। Complementizer এর ধারণাটি প্রথাগত ব্যাকরণে ছিল না, এটি সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণে প্রথম ব্যবহৃত হয়।

বাক্যপ্রস্বর, sentence stress

বাক্যপ্রস্বর শব্দের প্রস্বর থেকে আলাদা। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ অনুসারে বিশেষ বিশেষ জায়গায় প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত পড়ে। প্রতিটি বাক্যকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। সেই পর্বের (অর্থগতভাবে) গুরুত্বপূর্ণ শব্দের প্রথম সিলেবলে শ্বাসাঘাত পড়াই বাংলা ভাষার নিয়ম। *ছেলেরা এখনও বাড়ি আসেনি*—এই বাক্যটির তিনটি পর্ব—

ছেঁলেরা | এঁখনও | বাঁড়ি আসেনি

প্রতিটি পর্বের প্রথম শব্দের প্রথম দলে শ্বাসাঘাত পড়ছে। অবশ্য বিশেষ কোনো শব্দে ঝোঁক দিতে হলে শ্বাসাঘাত বদলে যেতেই পারে।

বাক্যসুর, স্বরভঙ্গি, intonation

কণ্ঠের pitch বা স্বরগ্রামের ওঠা-নামায় যে সুরের সৃষ্টি হয় তাকেই intonation বা বাক্যসুর বলে। কেউ একে বলেন স্বরভঙ্গি, কেউ বলেন স্বরতরঙ্গ। একটি শব্দের উচ্চারণে যে সুরের সৃষ্টি হয় তাকে tone বা সুরগ্রাম বলা যায়, এবং সেই সুর যখন সম্পূর্ণ উক্তি (utterance) বা বাক্যের উপর ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে বাক্যসুর বা intonation বলা হয়। কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর দীর্ঘ সময় একই স্তরে থাকে না। তা থাকলে কথনক্রিয়ার মধ্যে কোনো বৈচিত্র থাকত না, বক্তব্যে সুর লাগত না। ড্যানিয়েল জোনস বাক্যসুরের সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বলেছেন—'The variations which take place in the pitch of the voice in connected speech.' Connected speech বা একটানা উক্তিতে শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর (stress) একটা ছন্দস্পন্দ (rhythm) সৃষ্টি করে, আর এই ছন্দস্পন্দই সৃষ্টি করে বাক্যসুর। কাজে কাজেই বাক্যসুরের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত বিষয়গুলি হল tone বা সুরগ্রাম, pitch বা স্বরগ্রাম, stress বা শ্বাসাঘাত এবং rhythm বা ছন্দস্পন্দ।

বাক্যসুরের গতি তিন রকমের হতে পারে—অনুভূমিক, নিম্নমুখী বা অবরোহী এবং ঊর্ধ্বমুখী বা আরোহী অর্থাৎ যথাক্রমে horizontal, falling এবং rising intonation.

বাগ্‌ধারা, idioms

ভাষার বিশেষার্থক প্রয়োগই বাগ্‌ধারা। ভাষার সংগঠনের উপাদানগুলির সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশক একধরনের শব্দবন্ধই বাগ্‌ধারা। ইংরেজিতে যা idiom, বাংলায় তা-ই বাগ্‌ধারা। সাতপাঁচ, টানাপোড়েন, ঝাঁকের কই, হাঁড়ির খবর, ছুঁচোর কেত্তন, ধর্মের ষাঁড়, নবমীর পাঁঠা, মগের মুলুক—এগুলিই বাগ্‌ধারার দৃষ্টান্ত। কেউ-কেউ প্রবাদপ্রবচনকেও বাগ্‌ধারার অন্তর্ভুক্ত করেন। বস্তুতপক্ষে প্রবাদপ্রবচন ও বাগ্‌ধারা ঠিক সমার্থক নয়, যদিও উভয়েই আক্ষরিক অর্থ ছাড়িয়ে বিশেষ অর্থ-কে সূচিত করে। বাগ্‌ধারার নানাবিধ সংগঠন হতে পারে। বিশেষ্য + বিশেষ্য (গাছপাথর, নামডাক), বিশেষণ + বিশেষ্য (অকালকুষ্মাণ্ড), ক্রিয়াবন্ধ (জলে ফেলা, গত্তি লাগা) প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন দেখা যায় বাংলা বাগ্‌ধারায়।

বাগ্‌ধ্বনি, speech sound

ফুসফুস থেকে বেরিয়ে-আসা বায়ুর দ্বারা বা তার সাহায্যে এবং স্বরযন্ত্রের বাধায় যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তা-ই বাগ্‌ধ্বনি। এই বাগ্‌ধ্বনির সমবায়েই ভাষার অর্থবোধক শব্দাদি তৈরি হয়।

বাগ্‌ধ্বনি-সৃজন, phonation

ধ্বনিদ্বারের সহযোগিতায় ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্র ধ্বনি সৃজন ও নিয়ন্ত্রণ করে। ফুসফুস থেকে আসা শ্বাসবায়ুর প্রবাহকে শ্রবণযোগ্য বাগ্‌ধ্বনি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে স্বরযন্ত্রই। এই প্রক্রিয়ারই নাম phonation.

বাগ্‌যন্ত্র, speech organ

মানবশরীরের যেসমস্ত প্রত্যঙ্গ বাগ্‌ধ্বনি বা ধ্বনির উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত, সেগুলিকেই বাগ্‌যন্ত্র বলা হয়। ফুসফুস ও শ্বাসনালি থেকে বাইরের দিকে ঠোঁট পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গই এক-একটি বাগ্‌যন্ত্র। এতে আছে ফুসফুস, শ্বাসনালি, স্বরযন্ত্র (larynx), জিহ্বা, অধিজিহ্বা, ধ্বনিদ্বার (vocal folds) স্বররন্ধ্র, মধ্যচ্ছদা (diaphragm), আলজিভ, গলবিল (pharynx), তালু, দাঁত, দন্তমূল—এ সবই মিলিতভাবে বাগ্‌যন্ত্র।

বাগ্‌রোধ, aphasia

মস্তিষ্কের রোগ বা আঘাতের ফলে বাক্‌শক্তির দুর্বলতাহেতু কথা বলার ত্রুটিই বাগ্‌রোধ। এই ত্রুটি আংশিক হতে পারে, সম্পূর্ণ হতে পারে। বাক্‌শক্তির রোধ বলতে অপরের কথা বোঝার অসুবিধাকেও ধরা হয়। অর্থাৎ বাগ্‌রোধ হল কথা বলার আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষমতালোপ এবং অপরের কথা বোঝার ক্ষমতালোপ।

বাগর্থতত্ত্ব, semantics

Semantics বা 'বাগর্থতত্ত্ব' বলতে বোঝায় ব্যবহৃত ভাষার অর্থকে। একে শব্দার্থতত্ত্বও বলা হয়। শব্দের বা উচ্চারিত ধ্বনিসমবায়ের অর্থকে দেখা হয় নানাভাবে। ভাষার নানান 'কাজ' বা ভূমিকা (function)। জ্ঞাপন (communication), আবেগসঞ্চার (emotive function), সৌজন্যপ্রকাশ (phatic expression) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজে ভাষাকে ব্যবহার করা হয়। শ্রোতা বা পাঠকদের উপর ভাষা কাজও করে বিভিন্নভাবে। কাজেই ভাষার অর্থকেও সেই অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়। শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থ, ব্যঞ্জিত অর্থ, দূরকল্পিত অর্থ—সবই বাগর্থতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ কীভাবে বদলে যায়, তাও বাগর্থতত্ত্বের এলাকাভুক্ত বিষয়।

বাচ্য, voice

বাক্যে ক্রিয়ার অন্বয় বা সম্বন্ধ কার সঙ্গে এবং ক্রিয়ার কর্তা কে তারই উত্তর হল বাচ্য।

সংস্কৃতের অনুসরণে দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলায় চারটি বাচ্যের কথা বলা হয়েছে—কর্তৃবাচ্য (যে-বাচ্যে ক্রিয়াকে কর্তাই নিয়ন্ত্রণ করে), কর্মবাচ্য (যে-বাক্যে কর্মই নিয়ন্ত্রণ করে ক্রিয়াকে), ভাববাচ্য (যে-বাক্যে ক্রিয়াই কর্তৃপদ লাভ করে) এবং কর্মকর্তৃবাচ্য (যাতে 'কর্মই নিজের উপর ক্রিয়া করে')।

সাম্প্রতিক কালের ভাষাবিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় বাচ্যের ধারণা বদলে গেছে অনেকটাই। কর্তৃবাচ্য নিয়ে কোনো সংশয় নেই। '*ছেলেরা মাঠে বল খেলছে*'—এটি যে কর্তৃবাচ্যের দৃষ্টান্ত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্মবাচ্য হিসাবে যেসমস্ত বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হয়, তার অধিকাংশই কর্মবাচ্য নয়। '*ছেলেটিকে খাওয়ানো হল*', '*পাখিটাকে গুলি করে মারা হল*'—এই দুটি বাক্যে 'ছেলেটি' এবং 'পাখিটা' কর্মপদ। এই কর্মপদ প্রাধান্য পেলেও তা উদ্দেশ্যপদে পরিণত হয়নি। যে-বাচ্যে কর্তা বা কর্মের বদলে 'ভাব' বা ক্রিয়ারই প্রাধান্য, তা-ই ভাববাচ্য। '*কী করা হচ্ছে?*' এই বাক্যটিকে ভাববাচ্যের বাক্য বলা হয়ে থাকে। কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মই নিজের উপর ক্রিয়া করে। '*মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজছে*'—একেই কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ মনে করা হয়। বাচ্যের মূল কথা হল ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বা অন্বয়। কিন্তু এই বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় হয়েছে কর্তাপদের—কাঁসরঘণ্টা-র। তাই বস্তুতপক্ষে এটি কর্তৃবাচ্যের দৃষ্টান্ত।

বাংলায় কর্তৃবাচ্য আর ভাববাচ্যই দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। প্রকৃত কর্মবাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য বিরল।

বানানানুগ উচ্চারণ, spelling pronunciation

'উচ্চারণ' কথাটির অর্থ ধ্বনির বা ধ্বনিসমবায়ের উৎপাদনরীতি। শব্দের উচ্চারণ অর্থ বিভিন্ন বাগ্‌ধ্বনির সমবায়ে গঠিত শব্দ-উপাদানের উচ্চারণ। উচ্চারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ধ্বনিপ্রবাহের, শব্দপ্রস্বরের, বাক্যসুরের। কিন্তু কখনো কখনো লিখিত বানান উচ্চারণকে প্রভাবিত করে। 'শ্রাবণ' শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ স্রাবোন্ [srabon]। কিন্তু বানানানুগ উচ্চারণ শ্রাবোন্ [ʃrabon]। সচরাচর দেখা যায় আবৃত্তিকার, রেডিয়ো-টেলিভিশনের ঘোষক প্রভৃতি বানানানুগ উচ্চারণের প্রবণতাযুক্ত, যদিও তা স্বাভাবিক নয়।

বামমুখী লোপ, left-headed elision

দ্র **ডানমুখী লোপ**

বান্টু, Bantu

বান্টু কোনো একটি ভাষা নয়, এটি একটি ভাষাপরিবার। প্রধানত আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচলিত এই ভাষাপরিবার। ক্যামেরুন, জাইরে, উগান্ডা, কিনিয়া প্রভৃতি দেশে এই ভাষার প্রচলন। বান্টু গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও বিভিন্নতাও আছে। বহু উপভাষাও আছে। কিন্তু যা লক্ষণীয়, তা হল ভাষা-সংগঠনের (structure) মিল।

বায়ুপ্রবাহ, airstream

বাগ্‌ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর প্রবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রবাহ ছাড়া বাগ্‌ধ্বনির

উচ্চারণ সম্ভবই নয়। বায়ুপ্রবাহের গতি দ্বিমুখী। যে বায়ু ফুসফুস থেকে নির্গত হয়ে বাইরে বেরোবার সময় নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বাগ্‌ধ্বনি সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় egressive airstream বা বহির্গামী বায়ু। এবং বাইরে থেকে যে প্রবাহ ভিতরে প্রবেশ করে তাকে বলা হয় ingressive airstream. অধিকাংশ ভাষায় বহির্গামী বায়ুর দ্বারাই অধিকাংশ ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অন্তর্গামী বায়ু কেবল কিছু click বা শীৎকার ধ্বনি সৃষ্টি করে।

বার্ত্, রলাঁ, Roland Barthes (1915-1980)

ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক ও চিহ্নবিজ্ঞানী, সাহিত্যতত্ত্বেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। প্রথম জীবনে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ফরাসি ভাষার শিক্ষকরূপে কাজ করার সময়ে সস্যুর ও ইয়াকপসনের তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর চর্চা ও গবেষণার নানা দিক। এক দিকে যেমন অবয়ববাদ (structuralism) ও উত্তর-অবয়ববাদ (post-structuralism)-এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সংযোগ লক্ষ করা যায়, অন্য দিকে তেমনি তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন চিহ্নবিজ্ঞানে । তাঁর মতে ভাষার আলোচনা চিহ্নবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে হতেই পারে না। চিহ্ন তাঁর মতে প্রণোদিত বা উদ্দেশ্যমূলকই শুধু নয়, তা স্বতোৎসারিতও হতে পারে। বার্তের সাহিত্য-সমালোচনাতেও চিহ্নবিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর মতে চিহ্নের একটা সীমাতিরিক্ততা ('transgressive character') আছে।

যদিও একসময় অবয়ববাদের সঙ্গে বার্তের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তবে তাঁর মুক্ত বয়ানের (open text) আলোচনায় অবয়ববাদকে তিনি ত্যাগ করেছেন বলেই মনে হয়। বয়ানের বহু অর্থ ও বহু ব্যাখ্যার সম্ভাবনা (plurality of meaning) সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তাতে অবয়ববাদ বা সংগঠনবাদ নয়, বরং দেরিদার অবিনির্মাণের তত্ত্বই যেন জোর পেয়েছে। কেননা, বার্ত্ বলেছেন যে, বয়ান বা text বহু পাঠকের পঠনে ও বিশ্লেষণে নতুন অর্থ পরিগ্রহ ক'রে নতুনভাবে নির্মিত হয়।

বার্নস্টাইন, বেজ়িল, Basil Bernard Bernstein (জন্ম ১৯২৪)

ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী, সমাজভাষাতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিতর্কিত অবদানের জন্য সুপরিচিত। শিক্ষায়, বিশেষত দরিদ্র জনগণের শিক্ষায় ভাষিক উপাদান ও তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। একসময় লন্ডনের ইস্ট এন্ড অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সমাজসেবামূলক কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন যে, সমাজের উচ্চনীচভেদ শিক্ষার ক্ষেত্রে কতখানি বাধার সৃষ্টি করে। বয়স্ক শিক্ষা বা adult education ছিল তাঁর অন্যতম চর্চার বিষয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বনিতত্ত্ব বিভাগে এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন-এ শিক্ষকতার সূত্রে বিভিন্ন সময়ে সাপির, হোঅর্ফ, হ্যালিডে প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হন। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেছেন যে, তাদের মধ্যে একরকম আড়ষ্টতা বা দ্বিধা কাজ করে, যাকে তিনি 'hesitation phenomenon' বলেছেন। এবং এই সূত্রেই ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর বিখ্যাত code বা বুলির তত্ত্ব। পরবর্তী কালে আরও বিশদ করেন এই বুলির ধারণাকে তাঁর elaborated ও

restricted code এর মাধ্যমে, যাকে আমরা যথাক্রমে *বিশদ* বা *বিস্তারিত* ও *সীমিত* বুলি বলতে পারি। বার্নস্টাইন বলতে চেয়েছেন যে, দরিদ্র মানুষেরা যেহেতু সচরাচর শিক্ষাবঞ্চিত এবং তাদের মেলামেশাও সীমিত গণ্ডির ভিতর, তাই তাদের ভাষা-অর্জনের পরিধিও সীমিত, সীমিত তাদের শব্দভাণ্ডার। অন্য দিকে, উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মানুষের ভাষার বিস্তার অনেক ব্যাপক। তাদের শব্দভাণ্ডারও বিপুলতর। বার্নস্টাইনের আর একটি তত্ত্বের কথাও এই প্রসঙ্গে বলতে হয়। সেটি হল ভাষার ঘাটতিতত্ত্ব (linguistic deficit)। বলা বাহুল্য, এই ঘাটতি কেবল দরিদ্র মানুষের ভাষাশিক্ষা সম্পর্কেই বলেছেন তিনি। বার্নস্টাইনের elaborated ও restricted code সম্পর্কে বিতর্ক ততটা না থাকলেও তাঁর deficit-এর তত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানী মহলে তেমন সমাদৃত হয়নি।

বাস্ক, Basque

স্পেনের উত্তর- পূর্বে এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে পিরেনিজ় পর্বতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দশ লক্ষাধিক মানুষের ভাষা। এই ভাষায় যারা কথা বলে তারা তাদের ভাষাকে বলে এস্কুয়ারা (Eskuara) বা এউসকারা বাতুয়া (Euskara Batua)। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন যে, বাস্ক ভাষা আইবেরীয় উপদ্বীপের একটি অধুনালুপ্ত প্রাচীন আকুইতানীয় ভাষার কোনো-একটি উপভাষা থেকে উদ্ভূত—যে প্রাচীন ভাষা প্রাক্-রোমক যুগে প্রচলিত ছিল। বাস্ক ভাষার উত্থান-পতন ঘটেছে বারবার। ১৯৩৪-৩৫ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধের সময় স্পেনে বাস্ক নিষিদ্ধ হয়ে যায়। গৃহযুদ্ধের পরে বাস্কভাষী জনগণ বাস্ক ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করে। একসময় বাস্ক স্পেনে অন্যতম সরকারি ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে।

বাস্ক ভাষায় স্পৃষ্ট ধ্বনির আধিক্য দেখা যায়। উষ্ম ও তালব্য ধ্বনিরও প্রাধান্য আছে। বাস্ক একটি সংশ্লেষাত্মক (agglutinating) ভাষা, এ-ভাষায় কর্তৃবাচ্য বা active voiceএর একান্ত অভাব।

বাহাসা ইন্দোনেশিয়া, Bahasa Indonesia

ইন্দোনেশিয়ার সরকারি ভাষা। 'মালয়' বা 'মালয়-ইন্দোনেশীয়' নামও প্রচলিত। এই ভাষাটি মালয়ো-পলিনেশীয় শাখার একটি অস্ট্রোনেশীয় ভাষা। মালয় ভাষা নামে এটি প্রচলিত ব্রুনেই, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায়। বাহাসা ইন্দোনেশিয়া একসময়ে আরবি লিপিতে লেখা হত। বর্তমানে রোমক লিপিই প্রচলিত।

বিকল্পন, substitution

বিকল্পন বা substitution-এর একাধিক অর্থ ও প্রয়োগ আছে। এক ধরনের বিকল্পন হল একটি শব্দ বা উপাদানের পরিবর্তে অন্য একটির ব্যবহার। একই শব্দ-উপাদান বারবার ব্যবহার না ক'রে তার বদলে একই অর্থবোধক অন্য উপাদানের ব্যবহারকে substitution বলে।

শিখা স্কুলে গেছে। শিখা কালও স্কুলে যাবে। শিখা রোজই স্কুলে যায়—পরপর তিনবার

'শিখা' ব্যবহার না ক'রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে 'সে' প্রতিস্থাপন করা যায়। এভাবে সর্বনামের প্রয়োগ একরকম বিকল্পন। এইভাবে ক্রিয়াপদেরও বিকল্পন হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ভাষাশিক্ষায় বিকল্পন-অভ্যাস একটি উল্লেখযোগ্য প্রকরণ।

The school The bank The market	is	behind near behind	the pond. the school. the station.

এইভাবে শব্দ বদলে বদলে বিভিন্ন বাক্য গঠনের কৌশল শেখানো হয় 'বিকল্পন' রীতির সাহায্যে। 'বিকল্পন' একটি জটিল বিষয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, শব্দের বিকল্পন সহজ হয় না। 'বাঘ' এর বিকল্প হিসাবে ব্যাঘ্র বা শার্দূল সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য নয়। কাজেই একটি শব্দের পরিবর্তে তার প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ অনেকসময়ই যথার্থ হয় না।

বিকল্প রূপ, variant

অভিধানে দুটি শব্দ নিকটসম্বন্ধযুক্ত হলে এবং একটি অন্যটির বিকল্প হিসাবে ব্যবহারযোগ্য হলে এদের বিকল্প রূপ বলা হয়। এই বিকল্প রূপ বানানের হতে পারে (যেমন বউ ও বৌ), ব্যাকরণের হতে পারে (যেমন ণিজন্ত ও প্রযোজক), ধ্বনির হতে পারে। সহধ্বনিকেও (allophone) মূল ধ্বনির বিকল্প বলা যায়।

বিগর্ভণ, embedding

দ্র **আধারণ**

বিচ্যুতি, deviation

ভাষার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বা আদর্শ থেকে সরে আসাই deviation বা বিচ্যুতি। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে বিচ্যুতি একটি বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়। বিচ্যুতি যখন অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাজনিত তখন তা শৈলীবিজ্ঞানের বিষয় হয় না। বিচ্যুতি যখন স্বেচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যচালিত, তখনই তা শৈলীবিজ্ঞানের বিষয় হয়। লেখক তাঁর রচনায় স্টাইলের স্বার্থে বা বক্তব্যকে focus করতে বা foreground এ আনতে অর্থাৎ বক্তব্যকে সামনে নিয়ে আসার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ভাষাদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটান। শৈলীবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, বিচ্যুতি হতে পারে বিভিন্ন রকমের—শব্দগত (lexical), ব্যাকরণগত (grammatical), অর্থগত (semantic) ইত্যাদি। এই ভাষাগত বিচ্যুতি সর্বাধিক দেখা যায় কবিতায়। শৈলীবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা 'বিচ্যুতিপন্থী' অর্থাৎ যাঁরা বলেন, ভাষাকে সৃষ্টিশীলভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিচ্যুতির একটা বড়ো ভূমিকা আছে। চেক ভাষাবিজ্ঞানী ইয়ান মুকারোভ্স্কি (Jan Mukarovsky), রুশ-মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী রোমান ইয়াকপসন (R.O. Jakobson) এঁদের অন্যতম।

বিধেয়, predicate

বাক্যের ক্রিয়াসমন্বিত যে-অংশে কর্তা-অংশ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বিবৃত হয়, তা-ই বিধেয়। ইংরেজি নাম predicate.

He spoke to her.

সে বাজারে গেছে।

এই দুটি বাক্যে spoke to her এবং 'বাজারে গেছে' এই দুই অংশ predicate বা বিধেয়।

বাংলায় ও ইংরেজিতে বিধেয় অংশ সচরাচর বাক্যের শেষে আসে। তবে তাকে কখনো-কখনো বাক্যের প্রথমেও আনা হয়—

বনে থাকে বাঘ।

ভালো খেলেছে সে।

বিনির্মাণ deconstruction

দ্র **অবিনির্মাণ**

বিধেয় বিশেষণ

যে বিশেষণবাচক পদ বা পদগুচ্ছ বাক্যের বিধেয় অংশে অবস্থান করে, তা-ই বিধেয় বিশেষণ।

রাম ছেলেটি বড়োই ভালো

এই বাক্যে 'ভালো' বিশেষণটি বিধেয় অংশে রয়েছে বলে একে বিধেয় বিশেষণ বলে।

বিপরীতার্থক শব্দ, antonym

কোনো শব্দ যদি আর একটি শব্দের বিপরীত অর্থ দ্যোতিত করে, তবে তাকেই বিপরীতার্থক শব্দ বলে। স্ত্রী-পুরুষ, না-হ্যাঁ, উপস্থিত-অনুপস্থিত, বড়ো-ছোটো, বৃহৎ-ক্ষুদ্র, উঁচু-নীচু প্রভৃতি বিপরীতার্থক শব্দের দৃষ্টান্ত। ভাষাবিজ্ঞানে বিপরীত বা বিপ্রতীপ শব্দশ্রেণিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—gradable antonym বা ক্রমিত বিপ্রতীপ এবং ungraded বা complementary antonym বা অক্রমিত বা বিশুদ্ধ বিপ্রতীপ। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ হল বাঁচা-মরা, হ্যাঁ-না, পাশ-ফেল ইত্যাদি, কেননা এর মাঝে কোনো স্তর হয় না। অন্য দিকে লম্বা-বেঁটে বললে ঠিক যেন বিপরীত শব্দ বলা হল না, কেননা, লম্বা ও বেঁটের মাঝে নিশ্চয় মাঝারি উচ্চতার মানুষ হতে পারে। এগুলি ক্রমিত বিপ্রতীপ।

বিপর্যাস, inversion, extraposition

'বিপর্যাস' অর্থ শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ প্রভৃতির স্থান বদল। ব্যাকরণগত কারণে inversion হয় কোনো কোনো ভাষায়। যেমন ইংরেজিতে প্রশ্নাত্মক বাক্যে ক্রিয়াপদটির বিপর্যাস হয়। You are ill থেকে Are you ill? হয়ে যায়। আর একরকম বিপর্যাস হল বাক্যের পদক্রমকে বদলে

দেওয়া—'আছে কি তেমন কেউ?', 'কোথায় গেল তোমার সাহস?' 'পথে বসে গেছি আমি'—এই বাক্যগুলিতে পদক্রমের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। এও বিপর্যাস। তৃতীয় বিপর্যাস হল ধ্বনির inversion বা বিপর্যাস। রিশকা, পিচাশ, বাসকো প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। বাংলায় 'আত্মা' শব্দের উচ্চারণে অনুনাসিকতা আগে চলে আসে— আঁৎতা। এও বিপর্যাস।

বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি, vowel insertion, anaptyxis

উচ্চারণের সুকরতা বা সরলতার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরধ্বনি এসে পড়ে কখনো কখনো। এই ধরনের ধ্বনিপরিবর্তনকে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে। একে মধ্যস্বরাগমও বলা হয়। শক্তি > শকতি, ভক্তি > ভকতি, রত্ন > রতন, ভ্রূ > ভুরু, গ্রাম > গেরাম ইত্যাদি এর দৃষ্টান্ত। বিদেশি শব্দেও অনুরূপ প্রবণতা দেখা যায়—গ্লাস > গেলাস, ক্লাশ > কেলাশ।

বিবৃত, open

ঠোঁটের উন্মুক্ততা অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিশেষ। যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত থাকে, তাকে বিবৃত (স্বরধ্বনি) বলে। ইংরেজিতে but-এর u /ʌ/ এবং father-এর a /a:/ open vowel. বাংলায় আ একটি বিবৃত স্বরধ্বনি।

বিভক্তি, inflection

শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করতে হলে সচরাচর তার শেষে যে-চিহ্ন যোগ করতে হয়, তা-ই বিভক্তি। -এ (পথে, ঘরে), -তে (নদীতে, বাড়িতে), -কে (তাকে, শ্যামাকে) এগুলি শব্দবিভক্তি—শব্দের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিচিহ্ন। ধাতুর সঙ্গে যে-চিহ্ন যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করা হয়, তাকে বলে ক্রিয়াবিভক্তি—√খা + এ = খায়, √যা + ও = যাও। কোনো কোনো শব্দ (বিশেষত কর্তৃপদ ও কর্মপদ) বিভক্তিচিহ্ন ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হয়। *রাম ঘরে গেছে, শীলা বই পড়ে*—এই দুটি বাক্যে 'রাম' ও 'বই' বিভক্তিচিহ্নহীন হয়েও বাক্যে ব্যবহৃত পদ। ব্যাকরণে একে বলে শূন্য বিভক্তি। রাম + শূন্য বিভক্তি, বই + শূন্য বিভক্তি।

বিভক্ত্যন্ত শব্দ, inflected word

শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে বিভক্ত্যন্ত বলা হয়। বিভক্ত্যন্ত শব্দই পদ। বিভক্ত্যন্ত শব্দ বা পদমাত্রেই সাধিত।

বিভাজিত বাক্য, cleft sentence

ইংরেজিতে যে বিভাজিত বাক্য শুরু হয় It শব্দটি দিয়ে এবং যাতে copula বা মূল ক্রিয়াপদের পরে থাকবে একটি বিশেষ্যখণ্ড বা noun phrase, সেই বাক্যকে বিভাজিত (cleft) বাক্য বলা হয়—It was he who got the prize. বিভাজিত বাক্যে It-এর পরে be verb-এর কোনো রূপ থাকার কথা—*is, was*.

বিভাজ্য ধ্বনি, segmental sound

যে ধ্বনিকে বা ধ্বনিখণ্ডকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করা যায়, তাকে বিভাজ্য ধ্বনি বলে। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিকে বিভাজ্য ধ্বনি বলা যায়। 'আমার নতুন কলম' এই বাক্যাংশের ধ্বনি-বিশ্লেষণ এইরকম—আ + ম্ + আ + র্ ন্ + ও + ত্ + উ + ন্ ক্ + অ + ল্ + ও + ম্। এভাবে প্রত্যেকটি স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জধ্বনিকে পৃথক করা গেল। তাই এরা বিভাজ্য ধ্বনি। কিন্তু প্রস্বর (accent), বাক্যসুর (intonation), যতি বা সন্ধি (juncture) প্রভৃতিকে এভাবে সুস্পষ্ট ও পৃথক অংশে ভাগ করা যায় না। তাই ওগুলি অবিভাজ্য ধ্বনি (suprasegmental sound)। দ্র **অবিভাজ্য ধ্বনি**।

বিভাষা

দ্র **উপভাষা**

বিমস, জন, John Beames (1837-1902)

ভারতে ইংরেজ সিভিলিয়ান হিসাবে ছিলেন বহুকাল। এদেশের কয়েকটি ভাষাও শিখেছিলেন। বাংলা ভাষায় বিশেষ পারংগম হয়ে ওঠেন এবং লেখেন The Oxford Oriental Series Grammar of the Bengali Language (1894)। এ কাজ নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের, যদিও রবীন্দ্রনাথ এক নিবন্ধে ('বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ', পৌষ ১৩০৫) এই ব্যাকরণের বিশদ আলোচনা করে তার ভুলত্রুটি নির্দেশ করেছেন। বিমস এ ছাড়া রচনা করেছেন Outlines of Indian Philology, A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India প্রভৃতি গ্রন্থ।

বিমিশ্রণ, contamination

কোনো শব্দের সঙ্গে অন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থের শব্দের ধ্বনিগত সারূপ্যহেতু মূল শব্দটি দ্বিতীয় শব্দের প্রভাবে বদলে গেলে অন্য একটি (তৃতীয়) শব্দের সৃষ্টি হতে পারে। একেই বলে বিমিশ্রণ। এইভাবেই তৈরি হয় portmanteau বা জোড়কলম শব্দও। Ananas একটি পোর্তুগিজ শব্দ। তার নস অংশ বাদ গিয়ে যোগ হল বাংলা রস—আনারস। Old French femelle এর প্রভাবে ইংরেজি male থেকে স্ত্রীলিঙ্গে female এসেছে।

বিয়োজক, disjunctive

সচরাচর connective বা সংযোজক সম্পর্কে 'বিয়োজক' কথাটি ব্যবহৃত হয়। বাক্যের দুটি অংশ সংযোজক দিয়ে যুক্ত হলেও কখনো কখনো সংশয় বা বিরোধ প্রকাশের জন্য একটি বিরোধমূলক বা সংশয়মূলক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। একেই বিয়োজক বা বিরোধমূলক সংযোজক বলে।

ছেলেটি ভদ্র, *কিন্তু* একটু একরোখা।
এত করে বোঝালাম, *তবু* সে রাজি হল না।

এই দুটি বাক্যে *কিন্তু* ও *তবু* বিয়োজক সংযোজক।

বিরামচিহ্ন, যতিচিহ্ন, punctuation

লিখিত ভাষার নির্ভুলতা ও যথাযথতার অন্যতম শর্ত হল বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন। বাক্যকে স্বচ্ছ ও বোধগম্য করার একটি উপায় হল বিরামচিহ্ন। দীর্ঘ বা অতিদীর্ঘ বাক্যে শ্বাসবিরতির প্রয়োজন হয়, আবার অর্থবোধের জন্যও বিরতির প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এগুলিই বিরামচিহ্ন। বিস্ময়বোধক চিহ্ন ও প্রশ্নচিহ্ন প্রকৃতপক্ষে বিরামের চিহ্ন না হলেও এদের বিরামচিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেননা বিস্ময় ও প্রশ্ন বাক্যের সুর নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশদ সংকেত, elaborated code

ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী বেজ়িল বার্নস্টাইন-উদ্‌ভাবিত তত্ত্ব। বার্নস্টাইন তাঁর 'ঘাটতি-তত্ত্ব' বা linguistic deficit ব্যাখ্যা করতে গিয়ে restricted code বা সীমিত সংকেত এবং elaborated code বা বিশদ সংকেত নামে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সমাজের নীচুতলার বা নিম্নবর্গীয় মানুষ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সীমিত জ্ঞান বা সীমিত ভাষা (restricted code) অর্জন করে। অন্য দিকে ধনী বা উচ্চবর্গীয় মানুষ সমাজে তাদের সুযোগ (access) বা প্রভাব-প্রতিপত্তির সুবাদে অর্জন করে elaborated code বা বিশদ সংকেত। তাদের ভাষা অবাধ এবং বিশদ, তাতে social restriction বা সামাজিক বাধাজনিত সীমাবদ্ধতা থাকে না।

বিশেষক, modifier

যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বাক্যস্থিত অন্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য দেয়, তাকে modifier বা বিশেষক বলে। যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সম্বন্ধে বাড়তি তথ্য দেওয়া হয় তাকে head বলা হয়। বিশেষকের অবস্থান অনুযায়ী তার দুটি শ্রেণি হতে পারে। Head বা শীর্ষপদের আগের বিশেষককে premodifier বলা হয়। The tall tree-তে *tall* একটি premodifier. অন্য দিকে বিশেষক যদি শীর্ষপদের পরে থাকে, তবে তাকে post-modifier বলা হয়। The house with huge doors-এ *huge* যেহেতু house-এর পরে আছে তাই এটি post-modifier. Modifier বা বিশেষক থাকতে পারে NP বা বিশেষ্যখণ্ডে, VP বা ক্রিয়াখণ্ডে, adjective phrase বা বিশেষ্যবাচক শব্দ ইত্যাদিতে।

কোনো-কোনো ভাষাবিজ্ঞানী premodifierকেই প্রকৃত modifier বা বিশেষক বলেন। মাইকেল হ্যালিডে post-modifier কে qualifier বলেন।

বিশেষণ, adjective

যে শব্দ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের বিশেষক বা modifier হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকেই ব্যাকরণে বিশেষণ বলে। ভালো, মন্দ, উঁচু, বেঁটে, সুন্দর, কুৎসিত, স্ফীত, নত, উন্নত প্রভৃতি বিশেষণের দৃষ্টান্ত। অবস্থানভেদে বিশেষণ দুই রকম—ক. সাক্ষাৎ বিশেষণ—*ভরা* নদী, *চমৎকার* কবিতা, *চওড়া* রাস্তা প্রভৃতি সাক্ষাৎ বিশেষণ। খ. বিধেয় বিশেষণ—নদীটি *চওড়া*, সাগরের জল *নীল*। আবার বিশেষিত শব্দের শ্রেণি অনুযায়ী বিশেষণকে নামবিশেষণ ও ভাববিশেষণ এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষিত করলে তাকে নামবিশেষণ বলে। বিশেষণকে বিশেষিত করলে তাকে ভাববিশেষণ বলে—*খুব ভালো*, *অতি ধীর*। বিশেষণের বিশেষণই ভাববিশেষণ।

বিশেষণ লোপ, adjective gapping

বাক্যে একই বিশেষণের ক্রমিক ব্যবহার এড়াতে দ্বিতীয়টিকে বর্জন করার নাম বিশেষণ লোপ।

দাদা যত লম্বা, ভাই তত নয়।
বাঘ ভয়ংকর হিংস্র, সিংহও তাই।

বিশেষণীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, adjective clause

জটিল বাক্যে আশ্রিত খণ্ডবাক্যটি প্রধান বাক্যের (principal clause) কোনো পদ বা পদবন্ধের বিশেষণ হিসাবে কাজ করলে সমগ্র আশ্রিত খণ্ডবাক্যটিকে বিশেষণীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলা হয়।

(কাল তুমি যে-বইটি নিয়েছ) সেটি তিন বছর আগের কেনা।
(The food he was given) was not enough for health.

দুটি বাক্যে বন্ধনীভুক্ত অংশ বিশেষণীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্যের দৃষ্টান্ত।

বিশেষণীয় বিশেষ্য, adjectival noun

কখনো-কখনো বিশেষ্য শব্দ বাক্যে বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় বিশেষ্য ও বিশেষণের একটি প্রধান পার্থক্য-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রাণীবাচক বা বস্তুবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে বহুবচনাত্মক বিভক্তি ব্যবহৃত হয়, বিশেষণের সঙ্গে হয় না। বাংলায় ছেলেরা, গাছগুলি বলা যায়, দীর্ঘগুলি, সূক্ষ্মরা বলা যায় না। কিন্তু কখনো-কখনো বিশেষণবাচক শব্দকে বিশেষ্যের মতো ব্যবহার করা হয়ে থাকে—'*বন্যেরা বনে সুন্দর*', *বড়োরা যা বলেন* এই বাক্যাংশে *বন্যেরা* ও *বড়োরা* বিশেষণ হয়েও বিশেষ্য। একেই বলে adjectival noun বা বিশেষণীয় বিশেষ্য। ইংরেজিতে the ব্যবহার করে adjectiveকে nounএ পরিণত করা হয়—*the rich, the well-to-do* ইত্যাদি শব্দ adjective হলেও nounএ পরিণত।

বিশেষণের তারতম্য, comparatives

বিশেষণের তারতম্য বলতে কোনো দোষ গুণাদির তারতম্য বা ভালোমন্দের ইতরবিশেষ বোঝায়। বেশি ভালো, সবচাইতে ভালো—ইত্যাদি অর্থ বোঝায় তারতম্যে। ইংরেজিতে adjective এর তিনটি degree হয়—positive, comparative, superlative–good, better, best; hot, hotter, hottest. যখন কোনো শব্দে একাধিক সিলেবল বা ধ্বনিদল থাকে, তখন তার comparative বা superlativeএ -er, -est যোগ না হয়ে শব্দের আগে যথাক্রমে more এবং most ব্যবহার করতে হয়—more beautiful, most beautiful.

বাংলায় সংস্কৃত নিয়মে বিশেষণের তারতম্য হয়, আবার বাংলা নিয়মেও হয়। সংস্কৃতে -তর ও -তম ব্যবহার করে বিশেষণের তারতম্য করা হয়—উচ্চতর, উচ্চতম ; দীর্ঘতর, দীর্ঘতম। আবার -ঈয়ান্ ও -ইষ্ঠ যোগ করেও তা করা হয়। বাংলাতেও তৎসম শব্দে এই নিয়ম ব্যবহৃত হয়। তবে অতৎসম বা অসংস্কৃত শব্দে তা চলে না। গরীয়ান্-গরিষ্ঠ হতেই পারে, বলীয়ান্-বলিষ্ঠ-ও হবে। কিন্তু অতৎসম শব্দে চেয়ে, চাইতে, সবচেয়ে, সবচাইতে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে বিশেষণের তারতম্য করা হয়।

বিশেষ্য, noun

বিশেষ্য শব্দশ্রেণির অন্যতম। বিশেষ্য বলতে বোঝায় প্রাণী বস্তু বিষয় ইত্যাদির নাম। এইজন্য বিশেষ্যকে (এবং সর্বনামকেও) নামপদ বলা হয়। বিশেষ্য শব্দ ক্রিয়াপদের কর্তা হিসাবে বা কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কখনো কখনো complement বা পূরক বা সম্পূরকেরও কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির নাম, স্থান বা সামগ্রীর নাম, ভাব বিষয় গুণ বা অবস্থার নামও বিশেষ্য। বিশেষ্য নানা প্রকার বা শ্রেণির হয়—১. সাধারণ বিশেষ্য (common noun), যথা প্রাণী, নদী, পর্বত ইত্যাদি ; ২. সংজ্ঞাবোধক বিশেষ্য (proper noun), যথা কলকাতা, রমেশ, গঙ্গা ইত্যাদি ; ৩. মূর্ত বিশেষ্য (concrete noun), যথা জল, মাথা, বই ; ৪. ভাব বিশেষ্য (abstract noun), যথা—দুঃখ, আবেগ, ক্ষমা, বিস্ময় ইত্যাদি ; ৫. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (collective noun), যথা—দল, গুচ্ছ, ঝাঁক, বৃন্দ, মণ্ডল ইত্যাদি।

এ ছাড়া আছে গণন বিশেষ্য (countable noun), যথা—মানুষ, বই, দিন, সপ্তাহ ইত্যাদি; এবং পরিমাণ বা পরিমাপবাচক বিশেষ্য (mass noun), যথা—দুধ, জল ইত্যাদি।

বিশেষ্য খণ্ড, noun phrase (NP)

বিশেষ্য খণ্ড বা noun phrase-এর ধারণা নতুন, প্রথাগত ব্যাকরণে এটি অজানা ছিল। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে এবং সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণে বিশেষ্য খণ্ড অভিধাটি বিশেষভাবে উল্লিখিত ও ব্যবহৃত। বিশেষ্য খণ্ড হল এমন একটি পদগুচ্ছ যার শীর্ষপদ (head) হল একটি বিশেষ্য এবং বিশেষ্য ছাড়াও যাতে থাকতে পারে বিশেষণ নির্দেশক ইত্যাদি। নতুন ধারণায় বাক্যের দুটি অংশ হল noun phrase (NP) এবং verb phrase (VP)। বিশেষ্য খণ্ডকে বিশেষ্যবন্ধও বলা হয়। বিশেষ্য খণ্ড একটিমাত্র শব্দ নিয়েও হতে পারে—John is honest, *রাম খেলতে গেছে*। এই দুটি বাক্যে যথাক্রমে John ও রাম বিশেষ্য খণ্ড। আবার the boys

who were playing returned home late এই বাক্যে the boys who were playing এই অংশ noun phrase রূপে বিবেচ্য।

বিশেষ্যীভবন, nominalization

আপাতভাবে যা বিশেষ্য নয় তাকে বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করাকেই বিশেষ্যীভবন বলা হয়।

(কাল আমার যাওয়া) হবে না।

(তোমার অবেলায় খাওয়া) ঠিক নয়।

এই দুটি বাক্যে বন্ধনীভুক্ত অংশ বিশেষ্যের রূপ নিয়েছে। তাই বলা যায় বন্ধনীভুক্ত অংশ nominalized বা বিশেষ্যীভূত হয়েছে।

বিশ্বভাষা, World Language

বিশ্বভাষা এমন এক কল্পিত ভাষা যা সারা বিশ্বের মানুষের পক্ষে সহজে শেখা এবং ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভাষার মানুষ বিশ্বভাষার সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে পারবে। বলা বাহুল্য, ইংরেজি আজ যে প্রায় একটা বিশ্বভাষাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আগাম অনুমান করতে পারেননি বিশ্বভাষার প্রবক্তারা।

যে-বিশ্বভাষার কথা বলা হচ্ছে তা হল এক কৃত্রিম বা নির্মিত ভাষা। এমন একটি ভাষার কথা প্রথম বলেন র‍্যনে দেকার্ত্ (René Descartes 1596-1650)। যতগুলি তথাকথিত বিশ্বভাষা নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে উনিশ শতকে ইয়োহান মার্টিন শ্লেইয়ার উদ্ভাবিত 'ভোলাপুক' (Volapük) একটি। আর একটি হল পোলিশ ভাষাবিদ্ জ়ামেনহফ্ নির্মিত এসপেরান্তো। এসপেরান্তো মোটামুটি জনপ্রিয় হলেও ভোলাপুক প্রচলিত বা গৃহীত হয়নি। এ ছাড়াও নির্মিত হয়েছিল Novial, Interglossa, Interlingua নামে কয়েকটি তথাকথিত 'বিশ্বভাষা'। এদের একটিও প্রচলিত হয়নি। নির্মিত কৃত্রিম ভাষাকে জনপ্রিয় হতে হলে তার ব্যাকরণকে হতে হবে সরল, শব্দনির্মাণ ও নতুন শব্দ গ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এ দিক থেকে নির্মিত বিশ্বভাষাগুলির কোনোটিই শর্তগুলি মেটায় না। তাই প্রকৃত বিশ্বভাষা আজও রচিত হতে পারল না।

বিশ্লিষ্ট বহুবচন, distributed plural

একই নির্দেশক সর্বনাম পরপর দুবার ব্যবহৃত হয়ে বহুবচনের দ্যোতনা সৃষ্টি করে। এই নির্দেশক সর্বনাম দুই-ই হয়, নিকট-নির্দেশক এবং দূর-নির্দেশক—এই এই ছেলে, এই এই বই; ওই ওই বাড়ি, সেই সেই কথা। একেই বিশ্লিষ্ট বা অসংলগ্ন বহুবচন বলে।

বিশ্লেষাত্মক ভাষা, analytical language

পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। তার একটি সংশ্লেষাত্মক ভাষা (synthetic language) এবং অন্যটি বিশ্লেষাত্মক ভাষা। এর অন্য নাম isolating

language. বিশ্লেষাত্মক ভাষায় বিভক্তিযোগ হয় না বা নিতান্তই কম হয়। ফলে শব্দের রূপ অপরিবর্তিত থাকে। এই ধরনের ভাষায় পদক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিষমচ্ছেদ, metanalysis

অসতর্কতাবশত কিংবা সঠিক অর্থবোধের অভাবে কখনো কখনো শব্দকে ভুলভাবে বিশ্লেষ করার ফলে শব্দটি বদলে যায় এবং এভাবে নতুন শব্দ তৈরি হয়। ইংরেজিতে a napron কথাটির ভুল বিশ্লেষণের ফলে an apron উচ্চারিত হয়েছিল এবং তার ফলে napron শব্দটি অচলিত হয়ে গিয়ে apron চালু হয়। এই প্রক্রিয়াকেই metanalysis বা বিষমচ্ছেদ বলে।

বীজবাক্য, kernal sentence

জেলিগ হ্যারিস এবং নোয়াম চমস্কি kernal sentence বা বীজবাক্যের ধারণাটির উদ্‌ভাবক। বীজবাক্য হল একটি কর্তৃবাচ্যের সরলবাক্য যাকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা হয়। বীজবাক্য সবসময়েই সরল বাক্য এবং কর্তৃবাচ্যের বাক্য। জটিল বাক্যও বীজবাক্যে রূপান্তরিত হতে পারে—The book he took is highly readable এই বাক্যকে দুটি বীজবাক্যে-রূপান্তরিত করা যায়—he took the book এবং the book is highly readable. চমস্কি মনে করেছিলেন যে, একটি সরল বাক্য থেকে বহু অন্য বাক্য সৃজন করা যায়, কোনো উপাদান বর্জন করে, কোনো উপাদান যোগ করে বা পরিবর্তন করে।

This is a boy এই বীজবাক্য থেকে তৈরি হতে পারে অন্য বহু বাক্য।
This is a good boy,
This is a girl,
This is a good girl,
That is a good girl ইত্যাদি।

বেসিক ইংলিশ, Basic English

ইংরেজ ভাষাবিদ ও লেখক চার্লস অগডেন (Charles K Ogden 1889-1957) ১৯৩০ সালে Basic English নামে ইংরেজি ভাষা সহজে ব্যবহার করার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। Basic একটি শীর্ষক শব্দ বা acronym—British American Scientific International Commercial. বেসিক ইংলিশে মাত্র ৮৫০ শব্দের একটা তালিকা আছে। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী এই তালিকা। এতে আছে ৪০০টি বিশেষ্য শব্দ, ২০০টি চিত্রায়িত বস্তু, ১০০টি গুণ বা বৈশিষ্ট্যবাচক শব্দ, ৫০টি বিপরীতার্থক শব্দ, এবং ক্রিয়াবিশেষণ, নির্দেশক (particles) প্রভৃতি মিলিয়ে আরও ১০০টি শব্দ। এমনভাবে শব্দের তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল যে, তালিকাভুক্ত শব্দ দিয়ে তালিকা-বহির্ভূত সব শব্দের কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজ়ভেল্ট বেসিক ইংলিশ-এর পরিকল্পনা দেখে রীতিমতো উৎসাহী হয়েছিলেন। অগডেন আশা করেছিলেন বেসিক ইংলিশ সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় হবে। তা অবশ্য হয়নি শেষ পর্যন্ত।

বৈদিক ভাষা

বেদের ভাষাই বৈদিক ভাষা। ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রাচীন পর্বের ভাষা বৈদিক। অর্থাৎ বৈদিক হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন। আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম থেকে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে বসবাসকারী আর্যদের ভাষাই বৈদিক। চারটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হল ঋগ্বেদ। অন্য তিনটি বেদ রচিত হয়েছিল অনেক পরে। কাজে কাজেই ঋগ্বেদের ভাষার সঙ্গে সাম যজুঃ ও অথর্ব বেদের ভাষায় কিছু পার্থক্য আছে। বেদের ভাষার পরবর্তী রূপই সংস্কৃত। কেউ কেউ বেদের ভাষাকেও সংস্কৃত বলেন। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতের মধ্যে ব্যবধান কম নয়।

বোপদেব

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত বৈয়াকরণ, বিখ্যাত 'মুগ্ধবোধ'-এর রচয়িতা। পাণিনির ব্যাকরণ সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থী যাতে সহজে বুঝতে পারে, তার জন্যই বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' রচনা। এই ব্যাকরণে বৈদিক ব্যাকরণের জটিলতা সযত্নে পরিহার করা হয়েছিল। জৈন ও বৌদ্ধদের ভাষাভঙ্গির বিরুদ্ধে এই ব্যাকরণ ছিল একটি সোচ্চার প্রতিবাদ।

বোয়াস, ফানৎস, Franz Boas (1858-1942)

ইহুদি পিতামাতার সন্তান, জন্মসূত্রে জার্মান। প্রথম দিকে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার ছাত্র ছিলেন। পরে নৃবিজ্ঞান তাঁর চর্চার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। ১৮৮৭ সালে আমেরিকায় চলে যান। ভাষাবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানকে যাঁরা মিলিয়ে দিয়েছিলেন, বোয়াস তাঁদের অন্যতম। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ও শিষ্যদের মধ্যে এডওয়ার্ড সাপির অন্যতম। আমেরিকার ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ক্ষেত্রচর্চার পুরোধাপুরুষ তিনি। ১৯১১ সালে প্রকাশিত Handbook of American Indian Languages ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অবদান। এই গ্রন্থে তিনি ভাষায় ভাষায় গঠনগত প্রভেদের কথা বলেন এবং প্রতিটি ভাষাকে পৃথক ব্যাকরণগত বর্গ হিসাবে গণ্য করার উপর জোর দেন। সাপির ও ব্লুমফিল্ডের তত্ত্বে মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের যে বিকাশ ঘটেছিল, বোয়াসের ভাষাচর্চায় দেখা গেছে তারই পূর্বাভাস।

ব্যঞ্জনক, contoid

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী কেনেথ পাইক (Kenneth Lee Pike) ১৯৪০-এর শেষাশেষি consonant এর পরিবর্তে contoid এবং vowel এর পরিবর্তে vocoid পরিভাষাদুটি উদ্‌ভাবন করেন। তাঁর মতে consonant নামটি ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত নয়, ধ্বনিদলে তার ভূমিকা অনুযায়ী পরিভাষাটি তৈরি করা হয়েছে। Contoid (ব্যঞ্জনক) বললে তাতে 'articulatory and acoustic nature of sounds'কে বোঝানো যায়। অবশ্য contoid বা vocoid তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

ব্যঞ্জনগুচ্ছ, consonant cluster

পরপর দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জন থাকলে অর্থাৎ দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি থাকলে তাকেই ব্যঞ্জনগুচ্ছ বলা হয়। ব্যঞ্জনগুচ্ছ তিনটি অবস্থানে থাকতে পারে, শব্দের শুরুতে (initial), মধ্যে (medial), শেষে (final)। ইংরেজিতে split, create প্রভৃতি শব্দে ব্যঞ্জনগুচ্ছ /spl/, /cr/ রয়েছে শব্দের শুরুতে। Mostly, nostril শব্দে ব্যঞ্জনগুচ্ছ /stl/, /str/ আছে শব্দের মধ্যে। এবং kind, sonants শব্দে /nd/, /nts/ আছে শেষে। বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনকেই ব্যঞ্জনগুচ্ছ বলা যেতে পরে। প্রাকৃত /pr/, বস্ত্র /str/ শব্দে যথাক্রমে শব্দের শুরুতে ও মধ্যে ব্যঞ্জনগুচ্ছ আছে। বাংলা শব্দের শেষে সচরাচর ব্যঞ্জনগুচ্ছ পাওয়া যায় না। কেননা বাংলায় শব্দশেষের বানানে যুক্তব্যঞ্জন থাকলেও তা স্বরান্ত উচ্চারিত হয়। কেবল বিদেশি শব্দের শেষে ব্যঞ্জনগুচ্ছ থাকতে পারে। যেমন বন্ধ্, পার্ক, আর্ট ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনদ্বিত্ব, gemination

কোনো-কোনো প্রতিবেশে ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব ঘটে যায়। একে gemination বলে। ইতালীয় ভাষায় gemination ঘটে প্রায়ই। বাংলায়ও ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়। যুক্তব্যঞ্জনে শব্দের অনাদ্য অবস্থানেই দ্বিত্ব হয়। বানানে ব-ফলা, ম-ফলা ও য-ফলা থাকলে উচ্চারণে ম্ য্ উচ্চারণ হয়, কেবল পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়—আব্বা>আব্‌বা, পদ্ম > পদ্‌দো (পদ্‌দোঁ), বিস্মিত > বিশ্‌শিঁতো, বিদ্যা > বিদ্‌দা। আবার অনাদ্য ব্যঞ্জনে র-ফলা বা ল-ফলা থাকলেও ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়। শক্র > শক্‌ক্রো, বক্র > বক্‌ক্রো, বিপ্র > বিপ্‌প্রো, বজ্র > বজ্‌জ্রো। এগুলির মান্য উচ্চারণ bɔkkro, bippro, bɔjjro. একেই gemination বলে। আরও আছে, বাবা > বাব্বা, ছোটো > ছোট্ট।

ব্যঞ্জন ধ্বনি, ব্যঞ্জন বর্ণ, consonants

ফুসফুস থেকে আগত শ্বাসবায়ু বাগ্‌যন্ত্রের কোনো-না-কোনো অংশে সম্পূর্ণ বা আংশিক বাধা পেলে যে বাগ্‌ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাকেই ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আবার শ্বাসবায়ু মুখগহ্বরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নাসাপথে বেরোয়। এগুলিকে বলা হয় নাসিক্য ব্যঞ্জন (nasal consonants)। বাংলায় ক্ খ্ গ্ ট্ প্ শ্ প্রভৃতি ব্যঞ্জন ধ্বনি এবং ন্ ম্ প্রভৃতি নাসিক্য ব্যঞ্জন। ইংরেজিতে /p/, /s/, /t/, /k/ consonants এবং /m/, /n/ হল nasal consonants.

ব্যঞ্জনবর্ণ হল ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপ। ক্ /k/ ব্যঞ্জনধ্বনি, ক ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি আছে ত্রিশটি, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৫টি। এই পার্থক্যের কারণ ং, ঙ্; ৎ, ত্; ণ্, ন্; জ্, য্ এগুলিকে একটি ধ্বনিই ধরা হয়।

ব্যঞ্জন সন্ধি

দ্র সন্ধি

ব্যঞ্জনাতত্ত্ব, pragmatics

শব্দের আক্ষরিক অর্থের বাইরেও থাকে বা থাকতে পারে একটা অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা। একে তির্যক অর্থ বা 'লক্ষিত' অর্থও বলা যেতে পারে। ভাষায় সেই ব্যঞ্জিত তির্যক বা লক্ষিত অর্থের চর্চাই ব্যঞ্জনাতত্ত্ব। একসময় একে বাগর্থতত্ত্বেরই (semantics) শাখা হিসাবে ভাবা হত। পরে ১৯৩০ এর দশকে মরিস (C.W. Morris) এবং অন্যান্যদের চর্চায় ব্যঞ্জনাতত্ত্ব একটি পৃথক বিদ্যাক্ষেত্র হিসাবেই গড়ে উঠেছে। মরিস ছাড়া এক্ষেত্রে পল গ্রাইসের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Pragmatics কথাটি অবশ্য আরও একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো উক্তি বা লিখিত বয়ান কোন্ প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়েছে তার ব্যাখ্যাও pragmatics-এর বিষয়। সংলাপে দুই বক্তার সম্পর্কও pragmatics-এর আলোচ্য বিষয়।

ব্যতিহার বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে একই পদের পুনরুক্তি ঘটিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন বোঝায় তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি বলে, যেমন হাতাহাতি, লাঠালাঠি, কানাকানি।

ব্যবহারজীর্ণ শব্দ, cliché

কখনো কখনো শব্দের প্রয়োগ যথাযথ না হলেও দীর্ঘকাল ধরে তা ব্যবহৃত হতে হতে প্রচলিত হয়ে যায়। এসব শব্দকেই cliché বা ব্যবহারজীর্ণ গতানুগতিক শব্দ বলা হয়। বাংলায় *সূত্রপাত, আপামর জনসাধারণ, জ্বলন্ত উদাহরণ, বক্তব্য রাখা* এই ধরনের শব্দ। কিছু কিছু প্রবাদও ক্লিশের পর্যায় পড়ে।

ব্যাবহারিক ব্যাকরণ, functional grammar

Functional grammar শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, ভাষাশিক্ষায় (language teaching) ব্যাবহারিক ব্যাকরণের একটা বিশেষ অর্থ আছে। এই ব্যাকরণের প্রবক্তারা বলেন যে, শিক্ষার্থীকে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি ব্যাকরণগত পরিভাষার সঙ্গে পরিচয় করাবার আগে বস্তু, প্রাণী, প্রকৃত কর্মপ্রক্রিয়া (action) ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করানো উচিত। তথ্য থেকে তত্ত্বে প্রবেশই এই ব্যাকরণের মূল কথা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, verb-এর tense-এর পরিবর্তে ঘটনাক্রমের কালনির্দেশ (time reference) উল্লেখ করলে তাতে অর্থগত (semantic) ধারণা পুষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ ব্যাকরণের তত্ত্ব নয়, প্রয়োগগত দিকই আসল।

ব্যাবহারিক ব্যাকরণের আদলটি ডাচ ভাষাবিদ্ সাইমন ডিক (Simon Dik) ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান যে, ভাষাশিক্ষায় বাক্যের তিনটি স্তর ব্যাখ্যা করাই সবচেয়ে জরুরি—syntactic

function (আন্বয়িক ভূমিকা) ; semantic function (বাগর্থগত ভূমিকা) এবং pragmatic function (ব্যঞ্জনাগত ভূমিকা)।

ব্যুৎপত্তি, etymology

শব্দের উৎস এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের চর্চাই ব্যুৎপত্তির মূল কথা, বাংলায় যেমন বহু শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে। কোনো শব্দ সরাসরি এসেছে পরিবর্তন ছাড়াই, যেমন চন্দ্র, সূর্য, আকাশ,পুস্তক ইত্যাদি। আবার কোনো শব্দ পরিবর্তিত হয়ে, যেমন চাঁদ, কানাই, পুকুর, ইত্যাদি। ইংরেজি শব্দ fish যেমন এসেছে প্রত্ন ইংরেজি বা Old English *fisc* থেকে। *Street* এসেছে Old English *stræt* থেকে যা আবার লাতিন *strata* থেকে জার্মানিক হয়ে প্রত্ন ইংরেজিতে এসেছে। এইভাবে শব্দের উৎস ও বিবর্তনের ধাপগুলির চর্চাই ব্যুৎপত্তির উপজীব্য।

ব্যুলার, কার্ল Karl Bühler (1879-1963)

জার্মান ভাষাবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Psychology নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ক্রুবেৎস্কয় এবং প্রাগ স্কুলের অন্যান্য সদস্যদের উপর ব্যুলারের বিশেষ প্রভাব ছিল। চিহ্নতত্ত্বের এক বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ তিনি। তিনি অবশ্য বিষয়টিকে semiotics না বলে semiology বলতেন। তাঁর বিখ্যাত Sprachtheorie (1934) নামক রচনায় চিহ্নতত্ত্বের এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়। বাগর্থ (meaning), সংকেত (symbol), জ্ঞানাত্মক ভাষাবিজ্ঞান (cognitive linguistics) প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর বিচার বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৯৩৯ সালে ব্যুলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন।

ব্রাহ্মী লিপি

প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত দুটি লিপির একটি খরোষ্ঠী বা খরোষ্টী, অন্যটি ব্রাহ্মী। এই ব্রাহ্মী থেকেই বাংলা এবং অনেকগুলি উত্তর ভারতীয় ভাষার লিপির বিবর্তন হয়েছে। ব্রাহ্মীর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে নেপালের তরাই অঞ্চলে। সেখানে পিপ্রাবা লিপিতে খোদিত ছিল বুদ্ধের অস্থিপূর্ণ একটি আধার। পিপ্রাবা লিপি আসলে ব্রাহ্মীরই প্রত্নরূপ। অবশ্য ব্রাহ্মীর ব্যাপক প্রচলন দেখা গেছে অশোকের শিলালেখ ও স্তম্ভলেখতে। উত্তর ভারতে ব্রাহ্মী লিপি শক-ক্ষত্রপরা তাদের লেখ ও মুদ্রায় ব্যবহার করেছে, কুষান রাজারা করেছেন, গুপ্ত রাজগণ করেছেন। গুপ্তদের বিশাল সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মীর বিশেষ বিকাশ ঘটে। শুধু ভারতেই নয়, ব্রাহ্মীর ব্যবহার দেখা গেছে তাই ভাষায় এবং অন্য কোনো কোনো দক্ষিণপূর্ব এশীয় ভাষায়।

ব্রুগমান, কার্ল, Karl Brugmann (1849-1919)

জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক, ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। নব্য ব্যাকরণপন্থী (Neogrammarian) হিসাবে বিশিষ্ট। ইন্দো-ইয়োরোপীয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি রূপরেখা রচনা করেছিলেন পাঁচ খণ্ডে—Grundiss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen নামে।

ব্রেয়াল, মিশেল, Michel Bréal (1832-1915)

ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর Essai de sémantique (1897) মূলত ব্যাকরণতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বের গ্রন্থ হলেও শব্দের পরিবর্তন ও বিবর্তন সম্বন্ধে এই গ্রন্থের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Sémantique অর্থাৎ semantics শব্দটি তাঁরই উদ্ভাবন বলে জানা যায়।

ব্লক, জ্যুল, Jules Bloch (1880-1953)

ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক, ভারতীয় ভাষা নিয়ে গবেষণার জন্য স্মরণীয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ La formation de la langue marathe (লা ফর্মাসিয়ঁ দ্য লা লাঁগ্ মারাতে) অর্থাৎ The Formation of the Marathi Language প্রকাশিত হয় ১৯১৪-২০ সালে। এই গ্রন্থ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। তাঁর আরেকটি মহামূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ The Grammatical Structure of the Dravidian Languages ফরাসিতে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে এবং ইংরেজি অনুবাদে ১৯৫৪ সালে।

ব্লুমফিল্ড, লেনার্ড, Leonard Bloomfield (1887-1949)

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী, জন্ম ১৮৮৭ সালের ১ এপ্রিল শিকাগোতে। ১৯০৬ সালে হার্ভার্ড কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। তারপর একে একে শিকাগো, লাইপসিগ, গটিংগেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েটোত্তর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। সেই সময়ে তাঁর গবেষণার বিষয় প্রধানত ছিল Germanic Historical Linguistics. এই বিষয়ে ব্লুমফিল্ড উচ্চতর গবেষণা করেন সিনসিনাটি ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্লুমফিল্ডকে মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। আমেরিকার দেশজ প্রাচীন ভাষা ও অস্ট্রোনেশীয় ভাষাসমূহ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। ১৯২৪ সালে Linguistic Society of America-র অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত Language বইটি শুধু আমেরিকাতেই নয়, সারা বিশ্বের ভাষাবিদ্‌দের আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছে। ব্লুমফিল্ডের ভাষাচিন্তায় behaviourism বা আচরণবাদের সংস্পর্শ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এও লক্ষ করবার যে, ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশক নাগাদ ব্লুমফিল্ডের তত্ত্বের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পায়, আর নোয়াম চমস্কির আবির্ভাবে তাঁর আচরণবাদী তত্ত্বও প্রবল আঘাত ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

ভ

ভট্টোজী দীক্ষিত

সংস্কৃত ভাষা যখন মানুষের মুখের ভাষা হয়ে ওঠে, যখন একটা সচল ভাষা হিসাবে তার ব্যাকরণকে নতুন করে রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন পরপর 'কৌমুদী' নামে ব্যাকরণ রচিত হতে থাকে। সেই সময় অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাটির নাম 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী'। রচয়িতা ভট্টোজী দীক্ষিত। পাণিনির ব্যাকরণের ভূমিকা হিসাবে এটি মূল্যবান। আবার এতে 'অষ্টাধ্যায়ী'কে পুরোপুরি সমর্থনও করা হয়নি।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা, future imperative

যে ক্রিয়ার অনুজ্ঞা ভাবে ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশ করে, তা-ই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা। *কালই তুমি আসবে আবার, কথাটা তাঁকে গিয়ে বোলো, তোমাকে কথা শোনালে তুমিও তাকে কথা শোনাবে।*

ভর্তৃহরি

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত কবি ও বৈয়াকরণ। 'নীতিশতক', 'বৈরাগ্যশতক', 'শৃঙ্গারশতক' প্রভৃতি গীতিকাব্যের রচয়িতা। অনেকের মতে তিনিই আবার ব্যাকরণগ্রন্থাদিরও রচয়িতা। বৈয়াকরণ-দার্শনিক ভর্তৃহরির বিখ্যাত রচনা 'বাক্যপদীয়'। কেউ-কেউ অবশ্য ভট্টিকেই 'বাক্যপদীয়'-র রচয়িতা মনে করেন। ভর্তৃহরি সম্ভবত 'মহাভাষ্য' গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করেছিলেন, যার নাম 'মহাভাষ্যদীপিকা'।

ভলোসিনফ, ভালেন্তিন, Valentin Nikolaevich Vološinov (1895-1936)

রুশ কবি ও সংগীত সমালোচক। ভাষাদর্শন বিষয়ে তাঁর গভীর কৌতূহল ও চর্চা তাঁকে মিখাইল বাখতিনের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ভলোসিনফ বাখতিনের অনুগামী হয়ে ওঠেন, বাখতিনের বিখ্যাত 'Circle'বা গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যও হন। তাঁর দুটি সুপরিচিত গ্রন্থ Freudianism : A Critical Sketch ও Marxism and the Philosophy of Language. Discourse বা সন্দর্ভ বা অধিবাচনের তত্ত্বকে তিনি সাহিত্য ও শিল্পে প্রয়োগ করেছিলেন।

ভাব, mood

দ্র ক্রিয়ার ভাব

ভাবচিত্র, ভাবলিপি, ideogram

লিপির ইতিহাসে প্রথম দিকে চিত্রলিপির পরই আসে ভাবলিপি। চিত্রলিপিতে আদিম মানুষ নানা বস্তুর ছবি এঁকে ভাবনাকে প্রকাশ করত। চিত্রগুলিই সরাসরি ঘটনা ইত্যাদিকে বোঝাত। নদী, গাছ, ফুল, জীবজন্তু, পর্বত ইত্যাদি এঁকে সেগুলিকে বোঝানো হত। কিন্তু ভাবলিপিতে চিত্র অঙ্কিত হত বটে, তবে চিত্র দিয়ে কোনো বস্তুকে বোঝানো হত না, বোঝানো হত কোনো ভাবকে, অনুভূতিকে, চিন্তাকে। সূর্য এঁকে তাপ বা আলোকে বোঝানো হত। পাহাড় বা গাছ এঁকে উচ্চতা বোঝানো হত। ভাবলিপি দিয়ে মনোভাব প্রকাশিত হলেও একে লিপি বলা যায় না। বর্ণমালায় প্রকাশিত না হলে তাকে লিপি বলা যায় না।

ভাববিশেষ্য, ভাববাচক বিশেষ্য, abstract noun

যে বিশেষ্য শব্দে কোনোকিছুর গুণ ভাব বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বোঝায় তা-ই ভাববিশেষ্য বা ভাববাচক বিশেষ্য। একে গুণবাচক বিশেষ্যও বলা হয়। দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, ক্ষমা, অভিমান, শৌর্য, সাহস পাপ, বিস্ময়—এগুলিই ভাববিশেষ্যের দৃষ্টান্ত।

ভারতীয় আর্য, Indo-Aryan

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারের যে শাখা আর্যদের সঙ্গে ভারতে এসেছিল, তাকেই Indo-Aryan বা ভারতীয়-আর্য বলা হয়। ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হল ঋগ্বেদ। তুলনামূলক বা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ভারতীয়-আর্যভাষার তিনটি স্তরের কথা বলা হয়—**প্রাচীন ভারতীয়-আর্য** (Old Indo-Aryan বা OIA), **মধ্য ভারতীয়-আর্য** (Middle Indo-Aryan বা MIA) এবং **নব্য ভারতীয়-আর্য** (New Indo Aryan বা NIA)। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার বিস্তারকাল মোটামুটিভাবে ১৫০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার স্থিতিকাল ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ বা ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার কতকগুলি স্তর বা পর্ব ছিল। সেগুলি হল প্রত্নপ্রাকৃত, মধ্যপ্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ। পালি ভাষা মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষারই একটি রূপ। প্রাকৃতের আঞ্চলিক রূপগুলি হল মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী, অর্ধমাগধী, মাগধী। প্রাকৃত মানুষের মুখে মুখে পরিবর্তিত-বিকৃত হয়ে রূপলাভ করে অপভ্রংশে, এবং আরও পরে অবহট্‌ঠে। প্রাকৃত বা অপভ্রংশ থেকেই অধিকাংশ আধুনিক উত্তর ভারতীয় ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

ভাষা, language

ধ্বনিসংগঠনের বা তার লিখিত রূপের সাহায্যে মানুষে মানুষে ভাবের আদানপ্রদানই ভাষা। ভাষা গড়ে ওঠে ধ্বনির ক্ষুদ্রতম এককের (phoneme) সম্মিলনে এবং লিখিত ভাষা গড়ে ওঠে রূপমূল (morpheme), শব্দ (word), বাক্য (sentence) প্রভৃতির সমবায়ে।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে মুখের ভাষাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, কেননা লিখিত ভাষার চেয়ে মুখের ভাষা অনেক বেশি প্রাচীন এবং তা ব্যবহার করে বহুকোটি মানুষ। ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর ভাষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখেছেন—পারল্ (parole) ও লাঁগ্ (langue)। পারল্ হল ব্যক্তির মুখের ভাষা, যা স্বতঃস্ফূর্ত এবং যাতে শৃঙ্খলা তুলনায় কম। লাঁগ্ হল ভাষার নিয়মবদ্ধ রূপ।

সাধারণ আলোচনায় না-মানুষী জ্ঞাপনকেও ভাষা বলা হয়—প্রাণীর ভাষা (যেমন ডলফিন বা মৌমাছির ভাষা) ইত্যাদিও এক হিসাবে ভাষা।

ভাষা-অঞ্চল, linguistic area

'ভাষা-অঞ্চল' কথাটির দুটি অর্থ। সাধারণ অর্থ হল সেই এলাকা বা অঞ্চল যেখানে কোনো একটি ভাষা ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় অর্থটি টেকনিকাল্। কখনো কখনো দেখা যায় যে, কয়েকটি অসমবর্গীয় বা ভিন্ন উৎসজাত ভাষা একটি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। যে-অঞ্চলে তা হয়, তাকেই ভাষা-অঞ্চল বলে। উদাহরণ হিসাবে বলকান অঞ্চলের উল্লেখ করা যায়, উল্লেখ করা যায় ভারতীয় উপমহাদেশের। বলকান অঞ্চলে বুলগেরীয়, গ্রিক, আলবেনীয়, রুমানীয় প্রভৃতি ভিন্ন উৎসজাত বা ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা-প্রচলিত। তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতীয়-আর্য গোষ্ঠীর ভাষা, দ্রাবিড় ভাষা, মুন্ডা ভাষা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। একে ভাষাতত্ত্বে বলা হয় স্প্রাখবুন্ট (Sprachbund)। এও দেখা যায় যে, এই বিভিন্ন ভাষাগুলি একে অপরের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আহরণ করে।

ভাষা-অর্জন, ভাষাশিক্ষা, language acquistion, language learning

সাধারণভাবে, ভাষা-অর্জন ও ভাষাশিক্ষার মধ্যে তেমন পার্থক্য নির্দেশ করা হয় না। কোনো ব্যক্তির মাতৃভাষায় কথা বলতে শেখা কিংবা দ্বিতীয় কোনো ভাষা শেখা এই দুটি প্রক্রিয়াকেই সাধারণভাবে language learning বা ভাষা-শিক্ষা বলা হয়। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে, বিশেষত নোয়াম চমস্কির সঞ্জননী-সংবর্তনী ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব বিশেষ প্রচারলাভ করার পরে, ভাষা-অর্জন ও ভাষাশিক্ষা এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে বলেই মনে করা হয়। এখন মনে করা হয় যে, শিশু তার মাতৃভাষা অর্জন করে। Learning বা শিক্ষা কথাটিতে যে সচেতন সতর্ক প্রয়াস থাকে, ভাষার নিয়মাবলি শেখার যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা থাকে, শিশুর ভাষাশিক্ষায় তা থাকে না। শিশুরা মাতৃভাষা আয়ত্ত করার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়, মাতৃভাষার আবহে তারা লালিত হয় বলে প্রায় বিনা আয়াসে মাতৃভাষা তাদের আয়ত্ত হয়। তাই একে ভাষাশিক্ষা না বলে ভাষা-অর্জনই বলতে চান ভাষাবিজ্ঞানীরা। ভাষাশিক্ষা বলা হবে কোনো ব্যক্তির দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা আয়ত্ত করার প্রক্রিয়াকে। অবশ্য কেউ-কেউ তবুও First Language Acquisition এবং Second Language Acquisition বলার পক্ষপাতী। অর্থাৎ এই নব্য ধারার ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকেই Language learning কথাটিই অব্যবহার্য মনে করেন।

ভাষাঋণ, borrowing

দ্র ঋণ, ভাষাঋণ

ভাষা-উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা, acceptability

সমাজে একই অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠী বাস করে। তাদের ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস একইরকম হয় না। এক গোষ্ঠীর কাছে যে প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য, অন্য এক গোষ্ঠী তাকে অগ্রহণীয় মনে করতেই পারে। বাংলা ভাষা থেকে এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বর্ধমান ও বীরভূমের বহু শিক্ষিত মানুষ ১১ সংখ্যাকে বলেন এগারো /egaro/। অথচ অন্য অঞ্চলের মানুষ বলেন অ্যাগারো /ægaro/। কাজেই শিষ্ট বাংলায় এবং কলকাতা, নদিয়া, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে egaro গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলায় কেউ কেউ ইংরেজির অনুসরণে বলে—*এটা তোমার জন্য ভালো হবে না*। মান্য বাংলায় বলি—*এটা তোমার পক্ষে ভালো হবে না*।

ইংরেজি থেকেও উদাহরণ দেওয়া যায়। নতুন যুগের তরুণেরা বলে—We want for him to come. অধিকাংশ লোক বলে—We want him to come. এই গ্রহণীয়তা বা অগ্রহণীয়তার সঙ্গে ব্যাকরণের তেমন যোগ নেই। কেননা অনেকসময়েই দেখা যায় যে, ব্যাকরণগতভাবে যা অশুদ্ধ নয়, তাও বহু মানুষের কাছে অগ্রহণীয়।

ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান

ভাষার তত্ত্বই ভাষাতত্ত্ব। ইংরেজিতে philology ও linguistics এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করা হয়। Philology হল ভাষার প্রথাগত চর্চা। কেউ কেউ philology বলতে comparative philology বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বই বোঝেন। আধুনিক linguistics বা ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভবের আগে philology বা ভাষাতত্ত্বেরই ছিল প্রাধান্য। ভাষাতত্ত্বের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লিখিত বা written text এর আলোচনা। এ ছাড়া ভাষাতত্ত্বে ভাষার diachronic বা বিবর্তনমূলক বিশ্লেষণই প্রাধান্য পায়।

অন্য দিকে linguistics বা ভাষাবিজ্ঞান হল আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাষাচর্চা। ভাষাবিজ্ঞানে মৌখিক ভাষাই প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয়ত, কোনো একটি ভাষা এর আলোচ্য নয়, সাধারণভাবে সমস্ত ভাষাই এর আলোচ্য। তৃতীয়ত diachronic বা বিবর্তনমূলক বিশ্লেষণ নয়, এর আলোচ্য synchronic বা এককালীন বিশ্লেষণ। বিশেষ কালসীমায় ভাষার গঠন, প্রকৃতি, প্রভৃতিই ভাষাবিজ্ঞানের উপজীব্য।

ভাষা পরিকল্পনা, language planning

কোনো সমাজে বা দেশে ভাষার সমস্যা সমাধানে যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়, তা-ই ভাষা পরিকল্পনা। ভাষাজগতের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, ভাষা সম্প্রদায়গুলির নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ইত্যাদি বহু সমস্যা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। Language

planning কথাটি সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেন পোলিশ-ইডিশ ভাষাবিজ্ঞানী উরিয়েল ভাইনরাইক (Uriel Weinreich)। ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দেয় সামাজিক কারণেই। সেইজন্য মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী লেবভ (W. Labov, জন্ম 1927) বলেছেন যে, ভাষা পরিকল্পনা সমাজভাষাবিজ্ঞানেরই এলাকাভুক্ত বিষয়। অনেকসময় দেখা যায়, কোনো ভাষার ক্ষেত্রে ভাষার স্ট্যান্ডার্ডাইজ়েশন বা মান্যায়নের কাজ ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগেই হয়ে থাকে। পরিভাষা-নির্মাণ, বানানের সমতাবিধান, লেখ্যরীতির নির্ধারণ প্রভৃতিতে অনেকসময়েই বেসরকারি উদ্যোগ দেখা যায়। কিন্তু অনেক ভাষার মধ্যে একটিকে নির্বাচন, লিপি নির্বাচন প্রভৃতি সরকারি উদ্যোগ ছাড়া সাধিত হয় না। ভাষা পরিকল্পনার এই দিকটিতে সরকারি উদ্যোগই বেশি দেখা যায়। নরওয়েতে ডেনীয় ও নরওয়েজীয় ভাষার মধ্যে একটা সংঘর্ষ তৈরি হয়েছিল। ১৮১৪ সালে নরওয়ে ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর নরওয়েজীয় ভাষার প্রাধান্য অর্জনের সংগ্রাম শুরু হয়। এর মীমাংসা হল এই দুইয়ের আপোশে। নরওয়েতে দুটি মান্য ভাষা স্বীকৃত হল।

রুবিন (J. Rubin) ও ইয়েরনুড (B.H. Jernudd) ভাষা পরিকল্পনাকে বলেছেন সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত সংস্কার। বিভিন্ন দেশে অ্যাকাডেমি বা আকাদেমি গঠন করে অন্যান্য কাজের মধ্যে ভাষাকে মান্যায়িত করার এবং ভাষার নানা সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ফরাসি আকাদেমি, ঢাকার বাংলা একাডেমী ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভাষাবংশ, language family

বিভিন্ন ভাষার মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য দেখে ভাষাতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর ভাষাগুলিকে কতকগুলি পরিবারে বিভক্ত করেছেন। তাকে language family বা ভাষাবংশ বা ভাষাপরিবার বলে। Indo European সর্ববৃহৎ পরিবার। ইয়োরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ ভাষাই এই পরিবার বা বংশের অন্তর্ভুক্ত—ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, গ্রিক, সংস্কৃত সবই। অন্যান্য ভাষাবংশগুলি হল সেমীয়, (Semitic), ফিনো-উগ্রিক (Finno-Ugric), ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese) ইত্যাদি।

ভাষাবিভেদ, divergence

একই ভাষা কিংবা একই উৎসজাত দুটি ভাষা সামাজিক, রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক কারণে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেলে তাকেই ভাষাবিভেদ বা ভাষার অপসৃতি বলে। ইংল্যান্ডের মানুষ অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হলে দীর্ঘকাল পরে দেখা যায় ওইসব দেশের মানুষের ব্যবহৃত ইংরেজি ইংল্যান্ডের মানুষের ব্যবহৃত ইংরেজি থেকে আলাদা হয়ে গেছে। একেই linguistic divergence বলে।

ভাষাবোধ, competence

দ্র **পারংগমতা**

ভাষার মৃত্যু, language death

কোনো ভাষার ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হয়ে যাওয়াই 'ভাষার মৃত্যু', যেমন হয়েছে কেলটিক ভাষার, যেমন হয়েছে উত্তর আমেরিকার একদা ব্যবহৃত বহু ভাষার। সচরাচর দেখা যায়, কোনো একটি ভাষায় কথা-বলা মানুষ নানা কারণে অন্য ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের ভাষা ভুলে যায়। একই সঙ্গে সমগ্র গোষ্ঠীই যদি এভাবে অন্য ভাষা বলতে শুরু করে তাহলে মূল ভাষাটি একসময় সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। একদা ইয়োরোপীয় জাতিগুলির অভিযান ও অভিবাসনের ফলে দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশজ ভাষার বিলোপ ঘটেছে। অন্য কারণেও ভাষার মৃত্যু ঘটে। ভেনিজুয়েলার কুলুয়েনে নদী উপত্যকায় ক্রমাই (Trumai) ভাষা বলত অল্প কিছু মানুষ। ১৯৬২ সালের মহামারিতে অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয় এবং মাত্র দশজন জীবিত থাকে। ওই ভাষাটির দ্রুত মৃত্যু ঘটে।

ভাষার মৃত্যু অন্যভাবেও হয়। কোনো ভাষা মৌখিক ভাষা হিসাবে অব্যবহৃত হলেও তার লেখ্য রূপের ব্যবহার থাকে। যেমন লাতিন ও সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানে এদেরও মৃত ভাষা বলা হয়, যেহেতু সাধারণভাবে ওই দুই ভাষায় লোকে আর কথা বলে না।

ভাষার সাম্রাজ্যবাদ, linguistic imperialism

কয়েক দশক ধরে ইংরেজি ভাষা সারা পৃথিবীতে এমনই এক আধিপত্য বিস্তার করেছে যার তুলনা ভাষাজগতে আর নেই। আমেরিকা ও আফ্রিকায় ইংরেজি, স্প্যানিশ ও পোর্তুগিজ ভাষারই প্রাধান্য। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে, বিশেষত এশিয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ইংরেজির প্রতাপ দুর্নিবার। ইংরেজ লেখক রবার্ট ফিলিপসন (Robert Phillipson) ইংরেজির এই আধিপত্যকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Linguistic Imperialism কথাটি ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর দুটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে—Linguistic Imperialism (1992) এবং Linguistic Imperialism Continued (2009)। ইংরেজি ভাষার বিশ্বায়নে (globalization) স্বতঃস্ফূর্ততা যত, অলক্ষিত ও সূক্ষ্ম চাপসৃষ্টি তার চেয়ে বেশি। ইংরেজি ভাষার দাপটে অন্য ভাষা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। একেই ফিলিপসন linguistic imperialism বলেছেন।

ভাষার সার্বভৌমিকতা, linguistic universal

মার্টিন জুস (Martin Joos) নামে জনৈক ভাষাবিজ্ঞানী ভাষায় ভাষায় অনন্ত পার্থক্যের কথা বলেছেন। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে, বিশেষত চমস্কির Universal Grammar-এর তত্ত্ব প্রচারিত হবার পরে এই প্রত্যয়ই দৃঢ় হয়েছে যে, ভাষায় ভাষায় কিছু পার্থক্য নিশ্চয় আছে, তবে তাদের মধ্যে অন্তর্লীন মিলও আছে। কতকগুলি ভাষিক উপাদানের কথা সব ভাষাই

বলে—বিশেষ্য বা noun, ক্রিয়া বা verb, বহুবচন বা plural ইত্যাদি। একথাও বলা যায় যে, বহু ভাষায়, জননীবাচক শব্দ ম বা /m/ দিয়ে শুরু হয়—ইংরেজিতে *Mother*, জার্মানে *Mutter*, সংস্কৃতে *মাতৃ*, বাংলায় *মা*, ফরাসিতে *mère*, লাতিনে *mater.* চমস্কি *formal universals* কথাটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, এমনকিছু ব্যাকরণগত নিয়ম আছে যা সব ভাষাতেই লক্ষ করা যায়।

ভাষাসরণ, language shift

কোনো ব্যক্তি এক ভাষার ব্যবহার থেকে যখন অন্য এক ভাষায় জ্ঞাপন শুরু করে, তখনই ঘটে ভাষাসরণ। এটা প্রধানত ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি এমন এক দেশে বা অঞ্চলে অভিবাসী হয়, যেখানকার ভাষা সেই ব্যক্তির ভাষা থেকে স্বতন্ত্র তখনই তাকে এই দ্বিতীয় ভাষাটিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজিতে অনভ্যস্ত ব্যক্তি অভিবাসী হলে তাকে ইংরেজি শিখতে হয়। জাপানে অভিবাসী ভারতীয়দের শিখতে হয় জাপানি ভাষা। এই ভাষাবদলই ভাষাসরণ।

ভাষিক সংখ্যালঘু, linguistic minority

সংখ্যালঘু হতে পারে বিভিন্ন রকমের—ধর্মীয় সংখ্যালঘু যেমন হতে পারে, তেমনি ভাষিক সংখ্যালঘুও হতে পারে। কোনো সমাজে বা দেশে একটি বিশেষ ভাষাভাষী গোষ্ঠী যদি সংখ্যায় ন্যূন হয়, তবে তাদেরই বলা হবে ভাষিক সংখ্যালঘু। ভারতে পোর্তুগিজ ভাষাভাষী মানুষ আছেন, গ্রিকভাষী আছেন। এঁরা ভাষিক সংখ্যালঘু ভারতে।

ভিট্‌গেনস্টাইন, লুট্‌ভিগ, Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951)

অস্ট্রীয় দার্শনিক, অধ্যাপনা করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর জীবদ্দশায় একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—Tractatus Logico-Philosophicus (1922)। তাঁর মৃত্যুর দু-বছর পরে প্রকাশিত হয় Philosophical Investigations (1953)। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার দর্শনের জগতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে এই বই। ভিট্‌গেনস্টাইনের দর্শন চিহ্নতত্ত্ব ও বাগর্থতত্ত্বেও বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

ভিন্নস্থানজাত, heterorganic

দ্র **অসমবর্গীয়**

ভুয়ো শব্দ, ghost word

যেকোনো ভাষাতেই এমন শব্দ তৈরি হতে পারে যার মূল নেই। সুকুমার সেন বলেছেন, ‘লোক-নিরুক্তির (folk etymology) বশে অথবা অন্য কারণে এমন নূতন শব্দ সৃষ্টি হইতে পারে যাহার বাস্তবিক কোনও মূল নাই’। এই ধরনের শব্দকেই তিনি ghost word বা ভুয়ো

শব্দ বলেছেন। নানাভাবে ভুয়ো শব্দ আসে ভাষায়। কখনো সংস্কৃত প্রত্যয়ের ভুল প্রয়োগে— ভাসমান, চলমান, বিদ্রুপ, টলটলায়মান, নিরঞ্জন (প্রতিমা নিরঞ্জন), প্রোথিত ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে তটস্থ, কহতব্য, হন্টন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য 'ভুয়ো' হলেও এসব শব্দ ভাষায় অত্যন্ত প্রচলিত এবং ব্যবহারযোগ্য।

ভোলাপুক, Volapük

১৮৮০ সালে ইয়োহান মার্টিন শ্লেইয়ার (Johann Martin Schleyer) কৃত্রিম বিশ্বভাষা হিসাবে 'ভোলাপুক' (আক্ষরিক অর্থ—World Language) নামে একটি ভাষা উদ্ভাবন করেন। এতে ছিল ২০টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ৮টি স্বরবর্ণ। প্রধানত ইংরেজি ও জার্মান ভাষার উপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয় ভোলাপুক। বলা বাহুল্য, ভোলাপুক আদৌ জনপ্রিয় হয়নি।

ম

মঙ্গোলীয় ভাষা, Mongolian

মঙ্গোলিয়া প্রজাতন্ত্র ও চীনের অংশবিশেষের ভাষা। এটি একটি ভাষাপরিবারেরও নাম। আলতাই গোষ্ঠীর ভাষা বলে অনুমিত। প্রত্ন-মঙ্গোলীয় ছিল মধ্যযুগীয় মোঙ্গলদের ভাষা। এই ভাষা লেখা হয় সেমীয় লিপিতে।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৯৭-১৯৮৯)

বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ও ভাষাভাবুক, পেশায় স্কুলশিক্ষক, পরে প্রধান শিক্ষক। তাঁর ব্যাকরণপ্রজ্ঞা তাঁকে বাঙালি ভাষামনস্ক পাঠক ও লেখকদের চোখে পরম শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। বলতে গেলে 'বাংলা বানান' একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু ওই গ্রন্থটি নানান উজ্জ্বল প্রবন্ধের সমাহার। বাংলা বানান সম্বন্ধে, ব্যচ্যপ্রকরণ সম্বন্ধে, নির্দেশক সংকেত বা পদাশ্রিত নির্দেশক সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা অনেক ভ্রান্তির অবসান ঘটাতে সহায়ক হয়েছে।

মধ্য-আমেরিকান ভাষাসমূহ, Central American Languages

মধ্য আমেরিকায় অর্থাৎ মেক্সিকো থেকে গুয়াতেমালা, এল সালভাদর, কস্তারিকা হয়ে পানামা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে (যেখানে এখন স্প্যানিশ ভাষার একাধিপত্য) অনেকগুলি দেশীয় ভাষা ছিল এবং আছে। এগুলিকে একত্রে মেসো-আমেরিকান (Meso-American) ভাষা বলা হয়। এর মধ্যে 'মায়া' গোষ্ঠীর ভাষা আছে, উতো-আজ়তেক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আজ়তেক ভাষা, তারাস্কান (Tarascan) আছে, আছে উয়াভে (Huave) ভাষা প্রভৃতি। এগুলিকেই বলা হয় 'মেসো-আমেরিকান' ভাষা।

মধ্যপ্রত্যয়, infix

অবস্থান অনুযায়ী প্রত্যয় তিন রকম—আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গ (prefix), মধ্যপ্রত্যয় (infix) এবং অন্ত্যপ্রত্যয় (suffix)। বাংলায় সম্বন্ধ বিভক্তিতে কখনো কখনো শব্দমূলে (word root)-আ-মধ্যপ্রত্যয় যোগ করতে হয়—আম্ + মধ্যপ্রত্যয় -আ = আমা + দের = আমাদের। আম্ + মধ্যপ্রত্যয় -আ + র = আমার। বাংলায় সাধারণ ক্রিয়াকে প্রয়োজক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে হলে মধ্যপ্রত্যয় -আ- যোগ করতে হয়—√খা + -আ- = √খাওয়া- + আনো = খাওয়ানো। √দেখ্ + -আ- = √দেখা + আনো = দেখানো।

মধ্যবর্তী ধ্বনি, medial sound

শব্দের শুরুতে নয়, শেষে নয়, মধ্য অবস্থানে যে ধ্বনি থাকে, তা-ই মধ্যবর্তী ধ্বনি, সে-

ধ্বনি ব্যঞ্জন বা স্বরধ্বনি দুই-ই হতে পারে। কলম /kɔlom/ শব্দে /ɔ/ এবং /o/ দুই-ই মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি এবং /l/ একটি মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনি।

মধ্য ভারতীয় আর্য

দ্র **ভারতীয় আর্য**

মধ্য স্বরধ্বনি, medial vowel

শব্দের মধ্য অবস্থানের স্বরধ্বনিকেই মধ্য স্বরধ্বনি বলে।

মধ্য স্বরলোপ, syncope

শ্বাসাঘাতের প্রভাবে কিংবা উচ্চারণের দ্রুততার কারণে মধ্য স্বরধ্বনি লোপ পায় অনেক সময়ে—গামোছা > গাম্ছা, নাতিনী > নাত্নি, জানালা > জান্লা ইত্যাদি।

মধ্যস্বরাগম, anaptyxis

দ্র **বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি**

মন্-খ্মের

দ্র **মোন্-খ্মের**

মনোভাষাবিজ্ঞান, psycholinguistics

মনোবিজ্ঞানের আলোকে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার নাম। ১৯৬০ এর দশক থেকে ভাষাবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা হিসাবে উদ্ভব হয়েছে বিষয়টির। স্মৃতি, মনোযোগ প্রভৃতির সঙ্গে ভাষাশিক্ষার, ভাষাপ্রয়োগের এবং ভাষার ধারণাশক্তির যোগাযোগ এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে বলা যায়, ভাষার সঙ্গে মনের সম্পর্কই মনোভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। এবং বহু ক্ষেত্রেই এর সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগও গভীর। অসতর্কতাবশত ভুল শব্দের ব্যবহার, স্পুনারিজ্ম, শব্দের বিপর্যাস প্রভৃতি বহু ভাষিক ত্রুটি এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মরিস, চার্লস, Charles Morris (1901-79)

মার্কিন জীববিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। শিক্ষা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, দীর্ঘকাল সেখানে অধ্যাপনাও করেছেন। চিহ্নতত্ত্বে বিশেষ অবদান আছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে চিহ্নের (sign) ভূমিকা তিনিই প্রথম দেখান। জীববিদ্যার সঙ্গে চিহ্নতত্ত্বকে মিলিয়েও দিয়েছেন তিনিই প্রথম। প্রথম দিকে পেয়ার্সের (Charles Peirce) দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর মৌলিক অবদান কম নয়। প্রধান গ্রন্থ Foundations of a Theory of Signs, Symbolism and Reality এবং Signs, Language and Behaviour (1946)।

মহাপ্রাণতা, aspiration

কোনো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে আংশিক বাধা সৃষ্টি করার পর কিছুটা অতিরিক্ত বায়ু ধ্বনিটির সঙ্গে যুক্ত হয়। একেই মহাপ্রাণতা বলে। মহাপ্রাণ ধ্বনির সঙ্গে একটি হ্ /h/ যোগ হয়। বাংলায় খ্ /kh/, ঘ্ /gh/, ঠ /th/, ধ্ /dh/ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

ইংরেজিতে pen, pan, policy প্রভৃতি শব্দের p মহাপ্রাণিত, যথাক্রমে /pʰen/, /pʰæn/, /pʰɔlisi/। অন্যদিকে spin শব্দের p মহাপ্রাণ নয়—/pin/। বাংলায় শব্দের শেষে মহাপ্রাণতা ক্ষীণ হয় বা লোপ পায়—কাঁধ /kãd(h)/, বাঘ /bag(h)/। একে মহাপ্রাণহীনতা (de-aspiration) বলে। আবার পরে স্বরধ্বনি থাকলে মহাপ্রাণতা ফিরে আসে—কাঁধাকাঁধি /kãdhakãdhi/, বাঘা /bagha/ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি, aspirated sound

যে ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু একটু জোরে ছাড়া হয় কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, যে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে কিছুটা অতিরিক্ত শ্বাসবায়ু ছাড়া হয় তাকেই মহাপ্রাণ (aspirated) ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ মহাপ্রাণিত। খ্ ঘ্ ছ্ ঝ্ ঠ্ ঢ্ ঢ়্ থ্ ধ্ ফ্ ও ভ্ এইগুলি বাংলা ভাষার মহাপ্রাণ ধ্বনি। ইংরেজি ভাষায় p যখন শব্দের প্রথমে থাকে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা aspirated বা মহাপ্রাণিত। policy শব্দের p-কে /pʰ/ এইভাবে দেখানো যায়।

মহাপ্রাণহীনতা, deaspiration

দ্র **মহাপ্রাণতা**

মহারাষ্ট্রী

প্রাকৃতের রূপবিশেষ। বিভিন্ন রকম প্রাকৃতের মধ্যে মহারাষ্ট্রীই প্রাচীনতম। বহু সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত পদ্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার অধিকাংশই মহারাষ্ট্রীতে রচিত। বিখ্যাত গ্রন্থ ‘গাথাসপ্তশতী’, ‘গৌড়বধ’ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত।

মাওরি ভাষা, Maori

নিউজ়িল্যান্ডের মাওরি উপজাতির ভাষা। মাওরি একটি পূর্ব অস্ট্রোনেশীয় ভাষা। বিংশ শতকের মধ্যভাগে এই ভাষায় কথাবলা লোকের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। নিউজ়িল্যান্ডে এটি অন্যতম দ্বিতীয় ভাষা। এই ভাষা শোনা যায় গানে, উৎসব-অনুষ্ঠানে।

মাক্স মুলার, Max Müller (1823-1900)

মাক্স মুলার জার্মান হলেও ১৮৪৬ সালে ইংল্যান্ডে চলে গিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ চাকুরে হয়ে ভারতে আসেন এবং সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য

পারদর্শিতা অর্জন করেন। বহু বছরের সাধনায় তিনি ঋগ্‌বেদের অনুবাদ ও টীকা প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষায় অধ্যাপনার সময় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। তাঁর Lectures on the Science of Language একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। প্রাচ্যবিদ্যায় অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর।

মাগধী

প্রাকৃতের স্তরবিশেষ। মাগধী প্রাকৃতের উদ্ভব আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার আদি স্তর হিসাবে। মাগধী প্রাকৃত ক্রমশ পরিবর্তিত হয় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তরে। এই মাগধী প্রাকৃত থেকে অবহট্‌ঠ হয়ে বাংলা ভাষা এসেছে বলে মনে করা হয়।

মাতৃবুলি, মাদারিজ়, motherese

শিশুর সঙ্গে মা যে বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলেন, তাকেই motherese বলে। ওটা অনেকটা যেন শিশুর বাচনভঙ্গিকেই অনুকরণ করে বলা। একে বিকল্পে caretaker speechও বলা হয়। বাংলায় দুদু (দুধ), ভাতু (ভাত), ভৌ ভৌ (কুকুর), ম্যাও (বিড়াল), নান্‌নান্‌ (স্নান), ইত্যাদি মাতৃবুলিতে ব্যবহৃত।

মাতৃভাষা, mother tongue

মাতাপিতার 'স্বাভাবিক ভাষা' একটি শিশু সহজেই শিখে নেয়, তার জন্য তাকে তেমন প্রয়াস করতে হয় না। বিনা আয়াসে স্বাভাবিকভাবে বাড়িতেই মা-বাবার কাছ থেকে শিশু যে-ভাষা আয়ত্ত করে সেটাই তার মাতৃভাষা। মাতৃভাষাকে নানাভাবে দেখা হয়। একে শিশুর প্রথম ভাষা (first language) বলা হয়, বলা হয় নিজস্ব ভাষা (native language) এবং সে-ভাষা সে অর্জন (acquire) করে, তাকে 'শিখতে' হয় না। অবশ্য আধুনিক পৃথিবীতে বহু শিশুই বিদেশে জন্মাবার ফলে সেই দেশের native ভাষাটিই অর্জন করে এবং সেটিই তার প্রথম ভাষা হয়ে ওঠে। কিন্তু এতে 'মাতৃভাষা'-র কোনো সংজ্ঞাবদল ঘটে না। কেবল বলা যায়, সেই শিশুটি তার মাতৃভাষা জানে না।

মানসিক অভিধান, mental lexicon

মনোভাষাবিজ্ঞানে বলা হয় যে, প্রত্যেক ভাষা-ব্যবহারকারীর—তার বয়স বা শিক্ষাগত অবস্থান যা-ই হোক না কেন—মনের মধ্যে একটা শব্দভাণ্ডার সঞ্চিত থাকে। শিশুবয়স থেকেই ধীরে ধীরে সেই মানসিক অভিধানটি গড়ে ওঠে। মানসিক অভিধানে যে কেবল অর্থপূর্ণ শব্দই নিহিত থাকে তা নয়, থাকে অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমবায় এবং এমনকী ছবিও। বিশেষত শিশুর মানসিক অভিধানে ছবির সম্ভার যথেষ্টই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু সেই মনোগত ছবির সঙ্গে বহির্জগতের ছবিকে বা শব্দকে মেলাতে চেষ্টা করে।

মান্য ভাষা, standard language

একটি ভাষা-গোষ্ঠীর ব্যবহৃত নানা ভাষারূপের (language variety) মধ্যে যেটি সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং সর্বাঞ্চলবাসী মানুষ যে ভাষারূপটিকে আচারিক (formal) কথোপকথনে, বক্তৃতাদিতে এবং লিখিত বয়ানে ব্যবহার করে তা-ই মান্য ভাষা। বাংলার ক্ষেত্রে একে *মান্য চলিত* বা *প্রমিত ভাষাও* বলা চলে।

মারাঠি

ভারতীয়-আর্য পরিবারের ভাষা। ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান ও সরকারি ভাষা। এই ভাষার উদ্ভব বাংলার মতোই দশম শতক নাগাদ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে এই ভাষার বিস্তার ঘটে, বিশেষত গোণ্ড ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটার ফলে এই ভাষা ঋদ্ধ হয়। একসময় মারাঠি লেখা হত সনাতন 'মারি' লিপিতে, পরে নাগরী লিপি ব্যবহৃত হয়। এই ভাষার লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় চতুর্দশ শতক থেকে।

মারি, জেমস, James Murray (1837-1915)

অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি-র প্রথম সংকলক ও সম্পাদক। জন্ম স্কটল্যান্ডের হউইক (Hawick) গ্রামে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে স্কুল ছাড়েন এবং বলা যায় স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। যৌবনে অক্সফোর্ডে এসে বাস করেন। সেখানে তাঁর ছিল একটি নিজস্ব কক্ষ, যেখানে চলত তাঁর যাবতীয় লেখনকর্ম। তাঁর সম্পাদনায় *অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির* প্রথম কিস্তি ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।

মার্কিন সংগঠনবাদ, American structuralism

১৯২০-র দশক থেকে ১৯৫০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাবিজ্ঞানের যে বিশেষ মতবাদ প্রবলভাবে মাথা তুলেছিল তাকে মার্কিন সংগঠনবাদ বলা হয়ে থাকে। এই মতবাদের বা ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে লেনার্ড ব্লুমফিল্ড, এডওয়ার্ড সাপির এবং জেলিগ হ্যারিস-ই প্রধান।

মালয়ালম

দক্ষিণ ভারতের প্রধান চারটি দ্রাবিড়ীয় ভাষার অন্যতম। একসময় তামিল ও মালয়ালম ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। 'মালয়ালম' কথাটির আক্ষরিক অর্থ পার্বত্য উপত্যকা। কাজেই মালয়ালম ভাষা বলতে একসময় পার্বত্য অঞ্চলের ভাষাকে বোঝানো হত। মালয়ালম ভাষার লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় চতুর্দশ শতক থেকে। বর্তমানে মালয়ালম ভাষায় তামিল ও সংস্কৃতের প্রভাব সুপ্রচুর।

মালাগাসি, Malagasy

মাদাগাস্কারের প্রধান ও সরকারি ভাষা। এটি একটি অস্ট্রোনেশীয় ভাষা।

মিশ্র ভাষা, mixed language

মিশ্র ভাষা কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, যে ভাষার শব্দভাণ্ডার গৃহীত হয়েছে এক ভাষা থেকে এবং ভাষার ব্যাকরণ ও সংগঠন এসেছে অন্য ভাষা থেকে, তাকেই মিশ্রভাষা বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, পিজিন, ক্রিয়োল প্রভৃতিও মিশ্র ভাষা, কেননা, বিদেশিরা উপনিবেশ বিস্তারের জন্য বা ব্যাবসার কারণে অন্য দেশে বসবাস করার ফলে উভয়ের ভাষা মিশে প্রায় এক তৃতীয় ভাষার সৃষ্টি হয়। তাই-ই পিজিন। কাজেই এও একরকম মিশ্র ভাষা।

মুক্ত দল, মুক্ত ধ্বনিদল, open syllable

কোনো দল বা ধ্বনিদলের অর্থাৎ সিলেবলের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে তাকে মুক্ত দল বা মুক্ত ধ্বনিদল বলে। নদী—নো.দি /nodi/, মা—/ma/, কথা—/kɔtha/, বাদামি /badami/—এগুলি মুক্ত দলের দৃষ্টান্ত। এগুলির কোনোটি দ্বিদলীয় (যেমন নদী, কথা), কোনোটি ত্রিদলীয় (যেমন বাদামি), আবার কোনোটি একদলীয় (মা)। এবং প্রত্যেকটিই শেষ হচ্ছে স্বরধ্বনি দিয়ে—i, a, a, i. দলের শেষে দ্বিস্বরধ্বনি থাকলেও তা হবে মুক্ত দল।

মুক্ত নৈকট্য, open approximation

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু যে বাধা পায়, তারও রকমফের আছে। কোনো বাধা সম্পূর্ণ, কোনো বাধা আংশিক, আবার কোনো বাধা অতি সামান্য। বায়ুপথের সংকীর্ণতা বা stricture যদি এমন হয় যে শ্বাসবায়ু শ্রুতিগ্রাহ্য ঘর্ষণধ্বনি ছাড়াই বেরিয়ে আসতে পারে, তবে তাকে open approximation বা মুক্ত নৈকট্য বলা হবে। you শব্দের y এর উচ্চারণে মুক্ত নৈকট্যের দৃষ্টান্ত আছে।

মুক্ত বয়ান, open text

মুক্ত বয়ান বা open text-এর তত্ত্বটির উদ্ভাবক উমবের্তো একো। তিনি তাঁর 'লপেরা আপের্তা' (L'opera Aperta, 1962) গ্রন্থে (ইংরেজি অনুবাদে The Open Work, 1982) প্রথম open text বা মুক্ত বয়ানের কথা বলেন। সেইসময় বহু বিশেষজ্ঞই একোর ওই বিতর্কিত বক্তব্যের বিরোধিতা করলেও আজ 'মুক্ত বয়ান' প্রত্যয়টি এতই জনপ্রিয় ও বহুলব্যবহৃত যে এখন আলোচনার সময় সকলে প্রত্যয়টির উদ্ভাবকের কথা আর মনেও রাখে না। একোর তত্ত্বানুসারে যে-রচনা নিয়ে নানাবিধ আলোচনা বা ভিন্ন মতামত প্রকাশিত হয় বা হতে পারে, যে-রচনা স্থিরনির্দিষ্ট নয়, যে-রচনা open-ended অর্থাৎ যে-রচনাকে নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ আছে তাকেই মুক্ত বয়ান বলা হবে। ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, একোর

তত্ত্ব অনেকটাই রলাঁ বার্ত্-এর দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু প্রভাব থাকলেও একো বার্ত্-এর মতের প্রতিধ্বনি করেননি। একো একই সঙ্গে বদ্ধ বয়ান বা closed text-এর কথাও বলেছেন। অন্য দিকে, বার্ত্ মনে করতেন যে, বয়ান সবসময়েই open বা মুক্ত। পাঠক তার বুদ্ধি শিক্ষা ও রুচি অনুসারে বয়ানকে বিশ্লেষণ করেন, তার মধ্যে বহু অর্থ (plurality of meaning) আবিষ্কার করেন এবং নতুন করে তাকে নির্মাণ করেন। কাজেই বার্ত্ মুক্ত বয়ানকে অনেকটাই ভিন্নভাবে দেখেছেন।

মুক্ত বৈচিত্র্য, free variation

মুক্ত বৈচিত্র বলতে বোঝায় এমন দুটি ধ্বনিগত বা ব্যাকরণগত বা শাব্দিক (lexical) উপাদানকে যারা বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে অর্থের কোনো পরিবর্তন বা হানি হবে না। বাংলায় অতএব/সুতরাং 'সময়'-এর স /ʃ/ এবং 'শক্ত'-র শ /ʃ/ মুক্ত বৈচিত্রের দৃষ্টান্ত। ইংরেজি বাক্যে কোথাও কোথাও who এবং whom একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এও মুক্ত বৈচিত্র।

মুক্ত রূপমূল (রূপিম), free morpheme

যে রূপমূল বা রূপিম অন্য কোনো রূপমূল বা রূপিমের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও স্বাধীনভাবে ভাষায় বা বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে তা-ই মুক্ত রূপমূল বা মুক্ত রূপিম। বাংলায় মা, দাম, রস মুক্ত রূপমূল। কিন্তু মাকে, দামের, রসকে এই তিনটি শব্দে যথাক্রমে -কে, -এর ও -কে এই তিনটি বদ্ধ বা রুদ্ধ রূপমূল, কেননা এগুলি স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। ইংরেজিতে live, try এবং bed মুক্ত রূপমূল বা free morphme কিন্তু trying, embed, living এই শব্দগুলিতে -ing, em-, -ing এগুলি বদ্ধ রূপমূল বা bound morpheme, যেহেতু এরা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

মুখ্য কর্ম, direct object

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি কর্মের মধ্যে যেটি ক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি এবং প্রধানত সম্পর্কযুক্ত, সেটিই মুখ্য কর্ম। সাধারণত মুখ্য কর্ম অপ্রাণীবাচক হয়ে থাকে। *আমি তাকে বই পড়াচ্ছিলাম*— এই বাক্যে 'বই' মুখ্য কর্ম। সাধারণত মুখ্য কর্ম বিভক্তি গ্রহণ করে না, তাতে শূন্য বিভক্তি হয়।

মুখ্য ভাষা, acrolect

দ্র **শীর্ষ ভাষা, মুখ্য ভাষা**

মুণ্ডমাল শব্দ, acrostic word

কতকগুলি শব্দের আদ্য ধ্বনি বা আদ্যবর্ণ নিয়ে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে মুণ্ডমাল শব্দ বলা হয়। Radar (Radio Detection And Ranging), USA, UK ইত্যাদি acrostic

word-এর দৃষ্টান্ত। বাংলায় কপু (কলকাতা পুলিশ) একটি দৃষ্টান্ত। একে আদ্যবর্ণীয় শব্দও বলা যায়।

মুন্ডা, মুন্ডারি

অস্ট্রিক একটি বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠী। একে বিকল্পে অস্ট্রো-এশিয়াটিকও বলা হয়। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা হল মুন্ডারি। বাংলায় কিছু মুন্ডারি শব্দ এসেছে—রাঁড় (বিধবা, বেশ্যা) (< মুন্ডারি রাণ্ডী) লড়াই, ঠোঙা, তোতলা (< তোট্‌ড়া)। কারও কারও মতে মুন্ডারি শাখার ভাষা ভারতে এসেছে বাইরে থেকে। এর উৎস হতে পারে ফিনো-উগ্রিক।

মুন্ডারি শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা মুন্ডা। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মুন্ডাভাষী মানুষের সংখ্যা চার লক্ষাধিক। মুন্ডা ভাষার নিজস্ব লিপি নেই।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-৬৯)

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী। 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা 'ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪), The Sound Structures of English and Bengali (1961), A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali (1960) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)

ভারত উপমহাদেশের (বাংলাদেশের) বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক। 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত', An Historical Grammar of the Bengali Language, Buddhist Mystic Songs, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রভৃতির রচয়িতা। সম্পাদনা করেন বিখ্যাত 'আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান' (পরে 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান')। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যুল ব্লকের তত্ত্বাবধানে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠের ধ্বনিতত্ত্বে গবেষণা করেন।

মূর্ধন্য ধ্বনি, retroflex / cerebral sound

জিভের অগ্রভাগ বা ডগা (tip of the tongue) কিছুটা প্রতিবর্তিত হয়ে বা উলটে গিয়ে একটু পিছন দিকে ঘুরে গিয়ে তালুর উপরাংশ (roof of the palate) স্পর্শ করলে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তা-ই মূর্ধন্য ধ্বনি। একে *প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি*ও বলা হয়। বাংলায় ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ড়্ ঢ় এই ছয়টি মূর্ধন্য ব্যঞ্জন। 'ণ' নামে মূর্ধন্য-ণ হলেও তার উচ্চারণ দন্ত্য-ন এরই মতো। তাই একে মূর্ধন্য ধ্বনি বলা যায় না।

মূর্ধন্য শীৎকার cerebral click

দ্র শীৎকার

মূর্ধন্যীভবন, cerebralization

ঋ, র, ষ ইত্যাদি ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শে দন্ত্য ব্যঞ্জন ধ্বনি অনেকসময় মূর্ধন্য উচ্চারিত হয়। বর্ধ > বাড়, অস্থি > আঁঠি। একেই মূর্ধন্যীভবন বলা হয়।

মূলগত উপাদান, base component

চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণের অন্তর্গত phrase structure rules বা পদগুচ্ছ সংগঠনের অন্যতম অংশ। চমস্কির ব্যাকরণে অন্বয়ের দুটি ভাগ—মূলগত উপাদান এবং সংবর্তনী বা রূপান্তরমূলক উপাদান (transformational component)। মূলগত উপাদানই বাক্য বিন্যাসের ভিত্তি রচনা করে, আর সংবর্তনী উপাদান সেই বিন্যাসকে বাক্যে সঞ্জনন (generate) করে। এবং যে-নিয়ম অনুসারে তা করে, তাকে বলা হয় phrase structure rules বা পদগুচ্ছ সংগঠনের সূত্র।

মূলধ্বনি, phoneme

দ্র **ধ্বনিমূল, স্বনিম**

মূলধ্বনিতত্ত্ব, phonemics

মূলধ্বনি বা ধ্বনিমূল সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। মূলধ্বনিতত্ত্বে একটি ধ্বনিমূলের সঙ্গে অন্য ধ্বনিমূলের সম্পর্ক, ধ্বনিমূল শনাক্তকরণ ইত্যাদি আলোচিত হয়। Phonemics শব্দটি মার্কিন সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন। ইদানীং তার বদলেই phonology শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

মূল ভাষা, Ursprache

দ্র **আদি ভাষা, প্রত্ন ভাষা**

মূল (মৌলিক) শব্দভাণ্ডার, basic core vocabulary

দ্র **শব্দসার**

মৃত ভাষা

দ্র **ভাষার মৃত্যু**

মেইয়ে, আঁতোয়ান, Antoine Meillet (1866-1936)

ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক, ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারের ভাষাচর্চায় বিশেষজ্ঞ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Introduction to the Comparative Study of the Indo-European Languages (Introduction à *l*'étude comparative des Langues Indo-Européennes) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। বাক্য-প্রকরণ ও ব্যাকরণায়নের (grammaticalization) মতো বিষয়ে আঁতোয়ান মেইয়েকে ব্লুমফিল্ডের পূর্বসূরি বলা হয়।

মেলানেশিয়া, Melanesia

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিউগিনি থেকে ফিজি পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপমালা। এই দ্বীপগুলির প্রধান ভাষা পাপুয়ান, যা বস্তুতপক্ষে নিউগিনিরই ভাষা। অন্য ভাষাগুলি অস্ট্রোনেশীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে আছে ওশিয়ানিক ভাষা।

মেসো-আমেরিকান, Meso-American

দ্র **মধ্য-আমেরিকান ভাষাসমূহ**

মৈথিলি

প্রাকৃত থেকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তরে যেসব ভাষা বিবর্তিত হয়েছে মৈথিলি তার অন্যতম। মূলত মিথলাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এই ভাষারূপ। তাই তার নাম মৈথিলি। এই ভাষায় বহু পদাবলি রচিত হয়েছে। এর সঙ্গে বাংলার সাযুজ্য কম নয়।

মোন্-খ্মের

মোন্-খ্মের অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা-পরিবারের সদস্য। এই শাখার অন্তর্ভুক্ত শতাধিক ভাষা যার বিস্তার পূর্ব ভারত, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। খাসি ভাষা মোন্-খ্মের শাখার অন্তর্গত।

মৌখিক স্বরধ্বনি, oral vowel

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু কেবল মুখ দিয়েই বেরোয়, যাতে নাসিকার কোনো ভূমিকা নেই, তা-ই মৌখিক স্বরধ্বনি। মৌখিক স্বরধ্বনির উচ্চারণে কোমল তালু বা পশ্চাত্তালু (soft palate) উপর উঠে নাসাপথকে বাধা দেয়, যাতে বায়ু নাসা পথে নির্গত হতে না পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'ই' একটি মৌখিক স্বরধ্বনি, কিন্তু 'ইঁ' /ĩ/একটি অনুনাসিক স্বরধ্বনি।

মৌলিক কাল, radical tense

ক্রিয়ার যে-কালে ক্রিয়াপদে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়-বিভক্তি যোগ করাই যথেষ্ট, আর একটি ধাতুর সাহায্য দরকার হয় না, তা-ই মৌলিক কাল। অন্যভাবে বলা যায়, একটিমাত্র ধাতু দিয়ে গঠিত ক্রিয়ার কালই মৌলিক কাল। এর রূপ হতে পারে বর্তমান ও ভবিষ্যতের। বর্তমানে মৌলিক কাল দুইরকম—নির্দেশক ও অনুজ্ঞা। চলি, যাই, করি (নির্দেশক) ; করো, যাও (অনুজ্ঞা)। ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা—যেয়ো, কোরো, খেয়ো।

মৌলিক অতীত কালের রূপ দুইরকম—সাধারণ অতীত—দেখলাম, করল, গেল। এবং নিত্যবৃত্ত অতীত—যেত, করত, খেলত।

মৌলিক ইংরেজি, Basic English

দ্র **বেসিক ইংলিশ**

মৌলিক সংখ্যাশব্দ, cardinal numbers

সংখ্যাশব্দ দুইরকম—শুদ্ধ সংখ্যা বা মৌলিক সংখ্যা এবং ক্রমবাচক সংখ্যা। দুই, সতেরো, পাঁচশো দশ—এগুলি মৌলিক সংখ্যা। ক্রমবাচক সংখ্যা হল সংখ্যার ক্রমগত অবস্থান নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত শব্দ—প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, দ্বাদশ ইত্যাদি। মৌলিক ও ক্রমবাচক এই দুই শ্রেণির সংখ্যাশব্দই বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে—*সাত* সমুদ্র, *দশ* টাকা; আবার *প্রথম* জন, *চতুর্থ* অধ্যায়, *সপ্তম* দিন।

মৌলিক স্বরধ্বনি, cardinal vowel

১৯৭১ সালে ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোনস cardinal vowels বা মৌলিক স্বরধ্বনির তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। মৌলিক স্বরধ্বনি কোনো বিশেষ ভাষার স্বরধ্বনি নয়। এগুলি হল সাধারণভাবে ঠোঁটের আকৃতি ও জিভের অগ্রপশ্চাৎ গতি অনুযায়ী স্বরধ্বনি কতরকম হতে পারে তার reference point বা মূল্যায়নের ভিত্তি। Cardinal Vowel কে বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি বলেছেন সুকুমার সেন। পবিত্র সরকার বলেন, 'আদর্শ স্বরধ্বনি'।

জোনস দেখালেন যে, [i] cardinal vowelটির উচ্চারণে জিভের সম্মুখভাগ সক্রিয় হয়, কিন্তু উপরে উঠলেও জিভ তালু স্পর্শ করে না। একে front vowel বা সম্মুখ স্বরধ্বনি বলা হয়। ক্রমশ জিভ নীচে নেমে আরও তিনটি cardinal vowel উৎপন্ন করে—[e], [ɛ], [a]। প্রতিটিই সম্মুখ স্বরধ্বনি। Cardinal vowel [o] উচ্চারিত হয় জিভের পিছন ভাগ নীচে নামিয়ে। এটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। জিভের পশ্চাদ্ভাগ উপরে উঠিয়ে অন্য তিনটি স্বরধ্বনি উৎপন্ন হয়—[ɔ], [o], [u]। এগুলির উচ্চারণে ঠোঁট আকুঞ্চিত বা বর্তুল (lip rounding) হয়। এভাবে আটটি মৌলিক স্বরধ্বনি পাওয়া গেল, যার পাঁচটি—[i], [e], [ɛ], [a], [*a*] unrounded vowels বা ওষ্ঠ-আকুঞ্চনহীন স্বরধ্বনি এবং তিনটি [ɔ], [o], [u] rounded বা আকুঞ্চিত বা বর্তুল স্বরধ্বনি।

জোনসের মৃত্যুর পর, প্রধানত বিংশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে মৌলিক স্বরধ্বনির বিরুদ্ধে আপত্তি ও সমালোচনা শোনা যায়। ধ্বনিবিজ্ঞানী পিটার ল্যাডিফোগেড (P. Ladefoged) এর ত্রুটিগুলি নিয়ে সোচ্চার হন। বলা হল যে, জোনসের ছকে কতকগুলি ব্যাপার হিসাবের মধ্যে আনা হয়নি, যেমন, জিহ্বার ওঠানামার সূক্ষ্ম হেরফের, অনুনাসিকতা, স্বরধ্বনির টান বা শিথিলতা (tension-laxness) ইত্যাদি। ক্রমে মৌলিক স্বরধ্বনির তত্ত্বটি প্রায় বর্জিতই হয়ে গেছে।

য

যতি, pause, juncture

কথা বলার সময় শব্দের শেষে বা মধ্যে এবং বাক্যের মধ্যে বা শেষে ক্ষণিকের জন্য থামতে হয়। এই ক্ষণিক বিরতিকেই যতি বলে। বাক্স্রোতের মধ্যে এই যতি ভাষাবোধে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলা ভাষায় দুটি শব্দের মধ্যে যেমন যতি পড়ে, তেমনি যতি পড়ে বাক্যের শেষে। ভাষাবিজ্ঞানে দুই শ্রেণির যতির কথা বলা হয়—silent pause বা নীরব যতি এবং filled pause বা শব্দিত যতি। দুটি শব্দের মধ্যে বা বাক্যের শেষে থামাকে নীরব যতি বলে। কখনো-কখনো কথার (utterance) মধ্যে 'ইয়ে', 'ম্‌ম্‌', 'অ্যাঁ' এই ধরনের আপাত-অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে ফাঁক ভরাট করে। একেই শব্দিত যতি বলে।

যমজ, doublet

একই ভাষার একই উৎস থেকে সৃষ্ট দুটি শব্দ বিবর্তনের সূত্রে ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করলে তাদের doublet বা যমজ বলা হয়। অর্থাৎ অভিন্ন ব্যুৎপত্তিযুক্ত ভিন্নার্থক দুটি শব্দই doublet বা যমজ। ইংরেজি fashion ও faction, frail ও fragile এবং বাংলা মেড়া/ভেড়া, খার/ছার, ভাঁড়/ভান (উভয়েই 'ভণ্ড' থেকে আগত) যমজ শব্দের দৃষ্টান্ত।

যতিচিহ্ন, বিরামচিহ্ন

দ্র বিরামচিহ্ন, যতিচিহ্ন

যাস্ক, (খ্রি.পূ. ৮০০-৭০০?)

ভারতের প্রাচীনতম বৈয়াকরণদের একজন। শ্রেষ্ঠ ব্যুৎপত্তিতাত্ত্বিক। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'নিরুক্ত'। এই গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এতে যাস্ক বেদের শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন।

যুক্ত ক্রিয়া, conjunct verb

বাংলা ভাষায় দু-রকম বহুশাব্দিক ক্রিয়া হয়—যুক্ত ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া (compound verb)। কোনো বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের সঙ্গে 'করা', 'দেওয়া' প্রভৃতি সহায়ক ক্রিয়ার যোগে গঠিত হয় যুক্ত ক্রিয়া। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—পিট্টান দেওয়া, চম্পট দেওয়া, বক্তৃতা করা, বল করা, খুন করা, ঘুম ভাঙানো, মাছি তাড়ানো, চাঁদা তোলা, রা কাড়া, নাম করা, কথা রাখা ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, যুক্ত ক্রিয়ার সহায়ক ক্রিয়াটি সবসময়েই সমাপিকা ক্রিয়া হবে।

যুক্ত বর্ণ, যুক্তাক্ষর, conjunct letter

যুক্তবর্ণ সব ভাষায় থাকে না। বাংলায় আছে, সংস্কৃত হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় আছে। একটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে আর একটি ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে যখন একটিই বর্ণরূপে পরিগণিত হয়, তখনই তাকে যুক্তবর্ণ বলে—ক্ + র্ = ক্র (আগেকার ক্র), ক্ + ত্ = ক্ত (আগেকার ক্ত), ম্ + র্ = ম্র, জ্ + ঞ = জ্ঞ, ন্ + ম্ = ন্ম (জন্ম) ইত্যাদি। একসময় লিপিকরদের খেয়ালে বহু যুক্তাক্ষর ছিল অস্বচ্ছ। ক্ত, দ্ধ, ক্র, ষ্ণ, ন্ধ ইত্যাদি ছিল প্রচলিত। বর্তমানে এগুলির স্বচ্ছরূপ প্রচলিত হয়েছে—ক্ত, দ্ধ, ক্র, ষ্ণ, ন্ধ। কয়েকটি এখনও আগের মতোই থেকে গেছে, ট্র ভ্র ইত্যাদি।

যুক্ত ব্যঞ্জন, conjuncts

দুটি ভিন্নবর্গীয় ব্যঞ্জন একই দেহে সমন্বিত হলে তাকে যুক্ত ব্যঞ্জন বলা হয়। ক্ত, ক্র, গ্র, গ্ন, ঘ্র, প্ল, শ্র, শ্ল ইত্যাদি। যুক্ত ব্যঞ্জন শব্দের শুরুতে ও মধ্যে থাকে বাংলায়, শব্দের শেষে থাকে না। বানানে থাকলেও উচ্চারণে থাকে না।—প্রান্ত, অন্ত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে শেষে অ বা ও আসে—pranto, ɔnto. কেবল কিছু বিদেশি শব্দের শেষে যুক্ত ব্যঞ্জন পাওয়া যায়—আর্ট, পার্ক, অ্যাক্ট।

যুগ্ম উচ্চারণ, coarticulation

পাশাপাশি দুটি ধ্বনিমূলের উচ্চারণ যদি পরস্পর-সংলগ্ন হয়ে যায় বা সমাপতিত হয়, তবে তাকে যুগ্ম উচ্চারণ বলে। ইংরেজি swift শব্দের উচ্চারণে /s/ এর পরে /w/ থাকায় s-এর উচ্চারণে liprounding বা ওষ্ঠ আকুঞ্চন ঘটে। ফলে যুগ্ম উচ্চারণ হয়। বাংলায় এটা ঘটে না। কিন্তু সংস্কৃতে 'শ্বেত' উচ্চারণে একইভাবে 'শ্‌ওয়েত বা /ʃwetɔ/ উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে শ-এর উচ্চারণে ওষ্ঠ আকুঞ্চন ঘটে। একে সহোচ্চারণও বলা যায়।

যুগ্ম ব্যঞ্জন, double consonant

যুক্ত ব্যঞ্জন ও যুগ্ম ব্যঞ্জন সমার্থক নয়। একই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হলেই যুগ্ম ব্যঞ্জন বলা হবে—ন্ন (কান্না), ল্ল (বিল্লি), ড্ড (গাড্ডা), ম্ম (সম্মান) ইত্যাদি যুগ্ম ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত।

যৌগিক কাল, compound tense

দুটি ক্রিয়া একই সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি ক্রিয়াপদ গঠন করলে যৌগিক কাল হয়। 'করিতেছে' ক্রিয়ার মধ্যে আছে √কর্ + ইতে + √আছ্ + এ। অর্থাৎ দুটি ধাতু থেকে দুটি ক্রিয়া এখানে মিশে গিয়েছে। আধুনিক বাংলায় করিতেছে > করছে। দুটি ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে মিশ্র ক্রিয়া। একেই যৌগিক কাল বলে। বাংলা সাধুভাষায় যৌগিক কালের দুটি সংগঠন হয়—(এক) প্রথম অংশের ধাতুর সঙ্গে -ইতে প্রত্যয় যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়া এবং (দুই) দ্বিতীয় অংশটি √আছ্ ধাতুর সমাপিকা রূপ—

এক. √পড়্ + ইতে = পড়িতে > পড়িতে আছে > পড়িতে আছে

দুই. √আছ্ + এ = আছে

যৌগিক কালে ক্রিয়ারূপ ঘটমান কালের ১. ঘটমান বর্তমান (পড়িতেছে > পড়ছে), ঘটমান অতীত (পড়িতেছিল > পড়ছিল), ঘটমান ভবিষ্যৎ (পড়িতে থাকিবে > পড়তে থাকবে)। এবং ২. পুরাঘটিত কালের। পুরাঘটিত বর্তমান (পড়িয়াছে > পড়েছে), পুরাঘটিত অতীত (পড়িয়াছিল > পড়েছিল), পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (পড়িয়া থাকিবে > পড়ে থাকবে)।

যৌগিক ক্রিয়া, compound verb, phrasal verb

দুটি উপাদানে গঠিত ক্রিয়াই যৌগিক ক্রিয়া। *খেতে পারি, যেতে পারি, উঠে পড়ল, বসে আছে*—এগুলিই যৌগিক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। যৌগিক ক্রিয়ার প্রথমটি অসমাপিকা এবং দ্বিতীয়টি সমাপিকা ক্রিয়ারূপ। প্রথম অংশটিই অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়ারই অর্থ প্রাধান্য পায়। যৌগিক ক্রিয়ার দুটি অংশের মধ্যে একটি ফাঁক বা juncture আছে। দুটি অংশ কখনো যৌগিক কালের ক্রিয়াপদের মতো জুড়ে যায় না।

যৌগিক ধাতু, compound root

যে দ্বিপদ ধাতু থেকে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকেই যৌগিক ধাতু বলে। *পড়ে ফেলা, বসে পড়া* ইত্যাদি ক্রিয়া গঠিত হয় যৌগিক ধাতু থেকে—√পড়ে + √ফেল্, √বসে + √পড়্। যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম অংশ একটি পূর্বক্রিয়ার রূপ।

যৌগিক বাক্য, compound sentence

একাধিক স্বাধীন এবং সমমর্যাদাপূর্ণ বাক্য নিয়ে গঠিত বাক্যই যৌগিক বাক্য। যৌগিক বাক্য দুই শ্রেণির হয়—'বিশুদ্ধ' বা 'খাঁটি' যৌগিক বাক্য (coordinate sentence) এবং 'মিশ্র' যৌগিক বাক্য (composite compound sentence)। দুটি সরল বাক্য নিয়ে গঠিত যৌগিক বাক্যই 'বিশুদ্ধ' যৌগিক বাক্য।

ক. *আমি আগামী কাল কলকাতায় যাব, আর চুটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারব* (সরল বাক্য + সরল বাক্য = বিশুদ্ধ যৌগিক বাক্য)।

খ. *আমি কালই তাঁর সঙ্গে দেখা করব, আর বলব যে, তিনি যেন সত্য যাচাই করে দেখেন।*

(সরল বাক্য + জটিল বাক্য = মিশ্র যৌগিক বাক্য)।

যৌগিক বাক্য সচরাচর 'এবং', 'ও', 'আর' প্রভৃতি সংযোজক দিয়ে যুক্ত হয়। 'ও' সংযোজক একাধিক পদকে যুক্ত করতেই বেশি ব্যবহৃত হয়। 'এবং' ও 'আর' বাক্য সংযোজনে বেশি ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় সংযোজক ছাড়াই যৌগিক বাক্য গঠিত হতে পারে।

দুজনে বসে গেল ঘাসের উপর, গভীর আবেগে অতীত রোমন্থন করতে লাগল। কেবল একটি কমা ব্যবহার করে দুটি সরল বাক্যকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এখানে।

র

রকারীভবন, rhotacism

'রকারীভবন' এক ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন। যে প্রক্রিয়ায় অন্য ধ্বনির বদলে র্ [r] আসে তাকে rhotacism বা রকারীভবন বলে। এই প্রক্রিয়াটি প্রাচীন লাতিনে বিশেষভাবে দেখা গেছে। [s] বা স্ ধ্বনি প্রথম ধাপে পরিবর্তিত হয়ে ঘোষবৎ জ্ [dʒ] কিংবা জ় [z] তে পরিণত হয় এবং আর এক প্রস্থ পরিবর্তনের ফলে র্ [r] ধ্বনিতে পরিণত হয়। লাতিন ausosa > * auzoza > aurora। সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অনেকসময় রকারীভূত হয়। পঞ্চদশ > প্রা. পন্নডহ > পনর > পনেরো।

রজে, পিটার মার্ক, Peter Mark Roget (1779-1869)

ইংরেজ ভাষাবিদ ও অভিধানকার। ইংরেজি ভাষার প্রথম থিসরাসটি তাঁরই রচিত। সেটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে। থিসরাসটি সাধারণ অভিধানের মতো বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়নি। ইংরেজি শব্দাবলিকে রজে ছয়টি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করেন। সেগুলি হল— abstract relations, space, matter, intellect, volition এবং affections. প্রতিটি ভাগের আছে উপবিভাগ। সর্বসমেত এক হাজার অর্থক্ষেত্র (semantic field) আছে বইটিতে। রজের মৃত্যুর পর থেকে অক্সফোর্ড, কলিন্স, প্রভৃতি সংস্থা প্রধানত তাঁর মূল নীতিকে অনুসরণ করে থিসরাসের পরিমার্জনা ও পরিবর্ধন করেছে। আধুনিক কালে থিসরাস বা সমার্থক শব্দের কোশ রচনায় রজেই পথিকৃৎ।

রণিত ব্যঞ্জন trilled consonant

কম্পনজাত ব্যঞ্জনেরই বিকল্প নাম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

শিক্ষা বা পেশা কোনো দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাবিজ্ঞানী বলা যায় না একথা ঠিক। কিন্তু পঠন, কাণ্ডজ্ঞান আর স্বাভাবিক ভাষাবোধের সুবাদে তিনি নিঃসন্দেহে একজন গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবিদ হিসাবে স্বীকৃত হবার যোগ্য। তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' (পরে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব') নামক প্রবন্ধগ্রন্থটি শুধু ব্যাকরণ ও প্রয়োগের নানান ক্ষেত্র জরিপই করেনি, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নানা প্রশ্ন উস্‌কেও দিয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় 'অগ্রণী পথিকৃৎ'। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' বইয়ের ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষামনস্কতার চূড়ান্ত প্রমাণ রয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, তাঁর 'বাংলাভাষা পরিচয়' বইয়ে চলিত বাংলার চরিত্র ও চালচলন যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তেমন কোনো ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বা অতঃপর আর কেউ করেছেন বলে জানা নেই।

রস্‌সি-লান্দি, ফেরুচ্চো, Ferruccio Rossi-Landi (1921-85)

ইতালীয় চিহ্নবিজ্ঞানী, জন্ম মিলানে। শুধু চিহ্নবিজ্ঞানেই (semiotics) নয়, ভাষাদর্শনেও অবদান আছে তাঁর। দীর্ঘকাল ইতালির বাইরে ইংরেজিভাষী দেশে বাস করেছেন বলে তাঁর বেশির ভাগ গ্রন্থ ইংরেজিতেই প্রকাশিত হয়েছে। মিশিগান, টেক্সাস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে আছে Semiotics and Ideology (Semiotica e Ideologia, 1972), Linguistics and Economics (1975), Ideologia (1978) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত Between Signs and Non-signs (1992)।

রাজশেখর বসু (১৮৮৪-১৯৬০)

অসামান্য গদ্যশিল্পী রাজশেখর বসুর অন্য পরিচয় বিশিষ্ট বৈয়াকরণ, প্রয়োগবিধির বিশেষজ্ঞ এবং অদ্বিতীয় অভিধানকার হিসাবে। 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে বাংলা ক্রিয়াপদের যে তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছেন তা বহুকাল পর্যন্ত পরবর্তী লেখকদের পথ দেখাবে। এ ছাড়া তাঁর ভাষা ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। অভিধান, ব্যাকরণ, প্রয়োগবিধি এই তিনটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

রাস্ক, রাসমুস, Rasmus Rask (1787-1832)

ডেনীয় ভাষাতাত্ত্বিক, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যাঁরা তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে গতিসঞ্চার করেন তাঁদের অন্যতম তিনি। আর ছিলেন জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক ফ্রানৎস বপ্‌। ১৮২৪ সালে রাস্ক লেখেন লাতিন, গ্রিক, স্লাভিক ও বলটিক ভাষার সঙ্গে জার্মানিক গোষ্ঠীর ভাষার সম্পর্ক নিয়ে। বইটি অবশ্য ১৯১৮-র আগে প্রকাশিত হয়নি। বইটির নাম Investigation on the Origin of the Old Norse or Icelandic Language.

রিক্ত শব্দ, পূর্ণ শব্দ, empty word, full word

যে-শব্দের স্বাধীন অর্থ তেমন থাকে না, তবে তা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে, তাকে রিক্ত শব্দ (empty word) বলে। অনুসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, ইংরেজিতে prepositions, articles, conjunctions প্রভৃতি empty words বা রিক্ত শব্দ। এগুলিকে function words-ও বলা হয়।

যে শব্দ কোনো বস্তু, প্রাণী, অবস্থা প্রভৃতি নির্দেশ করে তাকে পূর্ণ শব্দ বা full words বলে। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতি পূর্ণ শব্দ। ইংরেজিতে এগুলিকে content word বা lexical wordও বলা হয়।

রিচার্ডস, আইভর, Ivor Armstrong Richards (1893-1979)

ইংরেজ সাহিত্যতাত্ত্বিক ও ভাষাবিদ, সাধারণভাবে আই.এ. রিচার্ডস নামেই সুপরিচিত। অধ্যাপনা করেছেন কেমব্রিজ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিখ্যাত গ্রন্থ Principles of Literary Criticism (1925), Practical Criticism (1929), The Philosophy of Rhetoric (1936) প্রভৃতি। চিহ্নতত্ত্বে তাঁর গবেষণা বিশেষ মূল্যবান। চার্লস অগডেনের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচিত তাঁর The Meaning of Meaning (1923) বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সস্যুর, পেয়ার্স, হুমবোল্ট প্রভৃতির তত্ত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

রুদ্ধ দল

দ্র বদ্ধ দল

রুদ্ধ ধ্বনি, obstruent

যে-ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু স্বরপথের কোনো অংশে কোনো-না-কোনো ভাবে রুদ্ধ হয়, তাকেই রুদ্ধ ধ্বনি বলে। প্, ব্, ভ্—এগুলি রুদ্ধ ধ্বনি। ন্ বা ম্ আপাতদৃষ্টিতে রুদ্ধ ধ্বনি হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়, কেননা, ওই দুটির ক্ষেত্রে শ্বাসবায়ু নাসাপথে বেরিয়ে যায়।

রুনিক বর্ণমালা, Runic alphabet

রুনিক বর্ণমালা একসময় উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপে বিশেষত কিছু উত্তর জার্মানিক ভাষায় ব্যবহৃত হত। এই বর্ণমালায় অদ্যাবধি চার হাজারেরও বেশি লেখ পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে রুনিক বর্ণমালার প্রচলন শুরু হয়। বহু শতক ব্যবহৃত হবার পর সপ্তদশ শতক নাগাদ রোমক বর্ণমালার চাপে রুনিক বর্জিত হয়। রুনিক বর্ণমালায় ২৪টি বর্ণ বা অক্ষর ছিল। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষার ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য বাড়তি কয়েকটি বর্ণ যুক্ত হয়েছিল। সেগুলির উৎস রুনিক।

রুমানীয় ভাষা, Rumanian

লাতিন থেকে উদ্ভূত 'রোমান্স' গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা। প্রধানত রোমানিয়া ও মলদাভিয়ায় প্রচলিত। পঞ্চদশ শতক থেকে এই ভাষা লেখা হয়েছে সিরিলিক বর্ণমালায়, তবে স্বাধীনতার পর থেকে অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রোমক বর্ণমালা ব্যবহৃত হচ্ছে। পৃথিবীর দু-কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। রুমানীয় ভাষার দুটি আঞ্চলিক বিভিন্নতা আছে—রোমানিয়ায় প্রচলিত দাকো-রুমানীয় (Daco-Rumanian, এবং মাসিদনিয়ার ভাষারূপকে বলা হয় মাসেদো-রুমানীয় (Macedo Rumanian)।

রুশ ভাষা, Russian

স্লাভিক ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ভাষার প্রচলন থাকলেও, প্রধান ভাষা এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা রুশ। এক সময় রুশ ছিল বেলোরুশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

সম্পর্কযুক্ত। পরে একাদশ শতক থেকে রুশ ভাষা তার পৃথক অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। রুশ লেখা হয় সিরিলিক (Cyrillic) লিপিতে।

রূপ, রূপাঙ্গ, morph

রূপ বা রূপাঙ্গের ধারণাটির প্রবর্তক মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী লেনার্ড ব্লুমফিল্ড। তাঁর মতে রূপ বা morph হল অর্থযুক্ত ন্যূনতম ধ্বনিখণ্ড। সহজ করে বলা যায় যে, একটি শব্দকে যেসব অর্থযুক্ত ন্যূনতম খণ্ডে ভাগ করা যায়, তার প্রত্যেকটি এক-একটি morph বা রূপ। উদাহরণস্বরূপ, unplucked শব্দটিতে তিনটি morph বা রূপ আছে—১. negative morpheme বা নঞর্থক রূপমূল [ʌn] (un-), ২. root morpheme বা মূল রূপমূল [plʌk] (pluck) এবং ৩. past-tense morpheme [t] (ed)।

রূপতত্ত্ব, morphology

রূপমূল ও তার স্বরূপ সম্পর্কীয় বিদ্যার নাম। রূপতত্ত্বে আলোচিত হয় শব্দ ও পদ গঠনে রূপমূলের ভূমিকা। এক কথায়, শব্দগঠন, পদগঠন এবং শব্দ ও পদের ব্যাকরণগত সংগঠনের চর্চাই রূপতত্ত্বের বিষয়।

রূপধ্বনিতত্ত্ব, morphophonology

শব্দের গঠনগত পরিবর্তনে প্রায়ই ধ্বনিপরিবর্তনের একটা ভূমিকা থাকে। রূপমূলের ধ্বনিগত পরিবর্তন যে শাখায় চর্চিত হয়, তা-ই morphophonology. ঘট [ghɔṭ], কিন্তু ঘটি [ghoṭi], একটা [ækṭa], কিন্তু একটি [ekṭi]। ধ্বনিপরিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া হতে পারে—স্বরধ্বনির পরিবর্তন, ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন, সমীভবন ইত্যাদি। শব্দের এই ধ্বনিগত পরিবর্তনকে রূপধ্বনিগত পরিবর্তন বলা হয়।

রূপমূল, morpheme

প্রত্যেক শব্দ এক বা একাধিক রূপমূল নিয়ে গঠিত। রূপমূল হল শব্দের ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ। ইংরেজি dishonourable শব্দটিতে তিনটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ আছে—dis- (নঞর্থকতা বোধক), honour (সম্মান), -able (যোগ্যতাবোধক)। বাংলা সাধুতা-তে দুটি রূপমূল (সাধু, -তা) আছে, দুর্বলতা-তে তিনটি রূপমূল (দুর্ বা দুঃ, বল, -তা) আছে। বিভক্তি বা প্রত্যয়ও রূপমূল হতে পারে। 'ছেলেগুলো' শব্দে ছেলে, -গুলো এই দুটি রূপমূল। 'গুলো' হল বহুবচনবোধক রূপমূল। ঠিক তেমনি ছেলেরা শব্দে '-রা' একটি বহুবচনবোধক রূপমূল।

ব্লুমফিল্ড যাকে tagmeme বা রূপমূলকণা বলেছেন তার সঙ্গে morpheme-এর তেমন কোনো তফাত নেই। Tagmeme হল 'The smallest meaningful unit of grammar.' রূপমূলকে আর ভাগ করা যায় না। ভাগ করা হলে অর্থ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। ইংরেজি bad একটি morpheme. এর -d যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে অর্থ বিপর্যস্ত হবে। এবং সেটি আর morpheme থাকবে না।

রূপমূলকণা, tagmeme

দ্র রূপমূল

রূপমূল শনাক্তকরণ, identification of a morpheme

রূপমূল বা morpheme কোন্‌টি তা চিনতে পারারই নাম রূপমূল শনাক্তকরণ। রূপমূলের ধারণাটি বাংলায় এসেছে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের জগৎ থেকে। আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ইউজিন নিডা (Eugene Nida) নামে জনৈক ভাষাবিজ্ঞানী রূপমূল শনাক্তকরণের উপায়ের কথা বলেছেন তাঁর Morphology (1965) নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি রূপমূল চেনার তিনটি উপায়ের কথা বলেছেন।

প্রথমত, একাধিক শব্দের যেসব অংশ সব অবস্থানে একই অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো ধ্বনিগতভাবে অভিন্ন হলে সেই অংশগুলিকে রূপমূল বলা যাবে। ইংরেজি faster, slower, quickerএদের-erবিভিন্ন বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এগুলির অর্থ ও ধ্বনিমান অভিন্ন। অতএব -er একটি রূপমূল। বাংলায় ছেলেটা, কলমটা, বইটা এর -টা ঠিক একই কারণে রূপমূল।

দ্বিতীয়ত, একাধিক শব্দের যেসব অংশ একই অর্থ প্রকাশ করে, অথচ সেই অংশগুলির মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য আছে, সেগুলিও রূপমূল, যদি অবশ্য এদের ধ্বনিগত পার্থক্যকে ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র বা নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। ইংরেজি শব্দ inconstant, impossible, intolerant এদের -in এবং -im একই অর্থবোধক। এদেরও রূপমূল ধরা হবে কেননা, পরে labial বা ওষ্ঠ্য ধ্বনি থাকলে -im হবে, অন্যত্র -in হবে। এখানে impossible শব্দে পরে p আছে যা একটি ওষ্ঠ্য ধ্বনি। তাই -in না হয়ে -im হয়েছে। এই ব্যাখ্যার জন্যই -in যেমন রূপমূল, -im ও তেমনই রূপমূল।

তৃতীয়ত, একাধিক শব্দের যেসব অংশ একই অর্থ প্রকাশ করলেও তাদের মধ্যে ধ্বনিগত মিল নেই, আবার ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র দিয়ে ধ্বনিগত পার্থক্য ব্যাখ্যাও করা যায় না, সেগুলিও রূপমূল হতে পারে, যদি সেগুলি পরিপূরক অবস্থানে (complementary distribution) থাকে। অর্থাৎ সেগুলি একটির বদলে অন্যটি ব্যবহৃত হতে পারবে না। বাংলায় হস্তিনী, মৎসী, ভুজগী এই শব্দগুলির -নী, -সী, -গী একই অর্থবোধক, ধ্বনিও পৃথক। তবু এরা রূপমূল কারণ এদের একটির বদলে অন্যটি ব্যবহার্য নয়। হস্তিসী বা হস্তিগী বলা যাবে না।

রূপমূলীয় সংযুক্তি, সিন্‌ট্যাম, syntagm

শব্দটি ব্যবহার করেছেন সংগঠনবাদী ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর। কতকগুলি রূপমূল সংযুক্ত হয়ে একটি শব্দ বা পদগুচ্ছ বা এমনকী বাক্যাংশ গঠন করলে সেই সংযোগকেই দ্য সস্যুর 'সিন্‌ট্যাম' বলেছেন। দুটি রূপমূল বা morpheme-এর সংযোগ হতে পারে এইরকম—re + create = recreate. আবার the, sun, has, set এই morpheme গুলির সংযোগে তৈরি হল The sun has set বাক্যটি।

রেজিস্টার, নিরুক্তি, register

বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ একটু ভিন্ন ধরনের ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করে। পেশাগত কারণে ভাষাব্যবহারে যে ভিন্নতা বা বৈচিত্র দেখা যায়, তাকেই রেজিস্টার বা নিরুক্তি বলা হয়। এক রেজিস্টারের শব্দের সঙ্গে অন্য রেজিস্টারের শব্দের মিল বা সাযুজ্য না থাকতেও পারে। ডাক্তার, উকিল, কাঠের মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, প্রযুক্তিকর্মী প্রভৃতির পেশায় কিছু বিশেষ শব্দ আছে যা কেবল সেই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিই ব্যবহার করে। সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের মতে রেজিস্টার এক ধরনের উপভাষা যা এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক নয়, যা বৃত্তিনির্ভর (functional)।

রোমান বর্ণমালা, Roman alphabet

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে প্রধানত পূর্ববর্তী এত্রুস্কান বর্ণমালার অনুসরণে তৈরি হয় রোমান বা রোমক বর্ণমালা। গোড়ার দিকে ছোটো ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকলেও খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র এর প্রচলন হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশেই রোমক বর্ণমালা প্রচলিত। শুরুতে ছিল একুশটি বর্ণ বা অক্ষর, পরে দুটি—y ও z গ্রিক বর্ণমালা থেকে নেওয়া হয়। ইয়োরোপের বহু ভাষাতেই এই বর্ণমালা ব্যবহৃত—কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর পরিবর্তনসহ। এর সর্বাধিক পরিচিত প্রয়োগ ইংরেজি ভাষায়। কাজেই বলা যায় রোমান বর্ণমালা আর ইংরেজি বর্ণমালা অভিন্ন।

বাংলাসহ ভারতীয় ভাষাগুলিতে রোমক বর্ণমালা ব্যবহার করার প্রস্তাব একসময় বেশ জোরালোভাবে উঠেছিল। তবে কতকগুলি অসুবিধার জন্য সে প্রস্তাব তেমন আমল পায়নি। ক্যাপিটাল ও স্মল লেটার, আপার কেস ও লোয়ার কেসের সমস্যা তো আছেই। o লিখলে ও বা অ দুইই বোঝাতে পারে ; a লিখলে অ বা আ দুইই বোঝাতে পারে ; c-তে ক ও স বোঝাতে পারে। ভারতীয় ভাষায় রোমান বর্ণমালা লিখতে হলে তাতে প্রচুর ডায়াক্রিটিকস ব্যবহার না করলেই নয়। ভারতীয় ভাষা তাই রোমান বর্ণমালায় নিখুঁতভাবে লেখা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

রোমান্স ভাষাগোষ্ঠী, Romance languages

রোমান্স ভাষাগোষ্ঠী ইন্দো-ইয়োরোপীয়র একটি শাখা। লাতিন থেকে উদ্ভূত ও বিবর্তিত ভাষাগুলিই রোমান্স গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেগুলি হল ইতালীয়, ফরাসি, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ ও রুমানীয়। রোমান্সের অবশ্য কতকগুলি আঞ্চলিক বৈচিত্র বা বিভিন্নতা আছে, যার মধ্যে আছে কাতালান, ফ্রিউলান (Friulan), ফ্রাংকো-প্রোভাঁসাল (Fanco-Provençal), গ্যালিসীয় (Galician), সার্দিনীয় (Sardinian) ইত্যাদি।

একই মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত হলেও রোমান্স ভাষাগুলির মধ্যে ধ্বনিগত ও অন্যান্য পার্থক্য প্রচুর। অনুনাসিকতা ফরাসিতে ও পোর্তুগিজেই কেবল আছে, অন্যগুলিতে নেই। তবে ত /t/, দ /d/ এই দুটি ধ্বনি সবকটি প্রধান ভাষাতেই dental বা দন্ত্য ধ্বনি। Retroflex বা মূর্ধন্য ধ্বনি এই ভাষাগুলিতে অলভ্য।

ল

লগ্ন প্রশ্ন, tag question

নির্দেশক বাক্যের সঙ্গেই যে-প্রশ্ন লগ্ন থাকে তা-ই লগ্ন প্রশ্ন। এ ধরনের বাক্যের শেষে প্রশ্ন চিহ্ন থাকে। প্রশ্ন অংশের বাক্যসুর (intonation) যদি ঊর্ধ্বমুখী হয়, তবে বুঝতে হবে প্রশ্নকর্তা উক্তির প্রতি সমর্থন চান ; যদি তা নিম্নমুখী হয়, তবে বুঝতে হবে প্রশ্নটি তেমন অর্থবহ নয়, বিষয়টি সম্বন্ধে বক্তার কোনো সংশয়ই নেই।

He is a good player, isn't he?

সে ভালোই খেলে, তাই না?

বাক্যের অর্থ কী তা নির্ভর করছে লগ্ন প্রশ্নের বাক্যসুরের উপর—অর্থাৎ বাক্যসুর ঊর্ধ্বমুখী, না নিম্নমুখী, তার উপর।

লাঁগ, langue

'লাঁগ্' শব্দটি ('la langue') ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর-এর উদ্ভাবন। ফরাসি ভাষায় 'লাঁগ্' বলতে বোঝায় language, ভাষা। কিন্তু দ্য সস্যুর এই শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাছে এর অর্থ এ a complete and homogeneous language system অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষাপদ্ধতি। 'লাঁগ্' হল ভাষাদর্শ। এর বিপরীতে দ্য সস্যুর বলেছেন 'পারল্'-(parole) এর কথা, যা প্রকৃতপক্ষে কোনো আদর্শ ভাষাপদ্ধতি নয়, যা ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহৃত ভাষা, যা স্বতঃস্ফূর্ত, যাতে চেষ্টিত পরিশীলন বা শৃঙ্খলা থাকার কথা নয়।

লাকাঁ, জ়াক, Jacques Lacan (1901-81)

আধুনিক মনঃসমীক্ষণ বিদ্যার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ও তাত্ত্বিক। প্রথম জীবনে স্পিনোজ়ার দর্শনের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল। একসময় অবয়ববাদ ও পরাবাস্তববাদ বা surrealism-এরও সমর্থক ছিলেন। তবে ১৯২০ সালের পর থেকে মনঃসমীক্ষণই তাঁর চর্চা ও গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়. প্যারিসের মনঃসমীক্ষণ সংস্থার (Société Psychanalytique de Paris) সদস্য ছিলেন। প্রায় একই সময়ে ভাষাবিজ্ঞানেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি। বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে ক্লোদ লেভি-স্ত্রোস ও রোমান ইয়াকপসনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। এই তিনজনের মিলিত চর্যার ফলে 'অচেতন সংগঠন' (unconscious structure) সম্বন্ধে ধারণার উল্লেখযোগ্য রদবদল ঘটে। ক্রমে লাকাঁর রচনাবলি ইংরেজিতে অনূদিত হতে থাকলে তাঁর চিন্তাচর্যার প্রভাব প্রসারিত হয়। কিন্তু তাঁর নিজেরই দেশে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। প্যারিসের মনঃসমীক্ষণ সংগঠন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে লাকাঁ নিজেই একটি

সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন 'প্যারিসের ফ্রয়ডীয় স্কুল (École freudienne de Paris)। লাকাঁর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়ে ভাষাবিজ্ঞান সাহিত্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়কে ছুঁয়ে যায়। ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুরের তত্ত্বকেও ব্যবহার করেছেন তিনি। তাঁর ভাষাচিন্তা পার্শ্বিক হলেও তা প্রায়শ অবয়ববাদ, সাংকেতিকতা, চিহ্নবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের এলাকায় ঢুকে পড়ে। যেমন চিহ্নের (sign) আপতিকতা সম্বন্ধে তিনি বারবার বলেছেন। বলেছেন যে, চিহ্ন ও চিহ্নিত বস্তুর মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী নন।

লাতভিয়ান, Latvian

লাতভিয়ার ভাষা। প্রায় ষোলো-সতেরো লক্ষ মানুষের ভাষা। ইন্দো-ইয়োরোপীয়র শাখা বলটিক গোষ্ঠীর সদস্যভাষা। লাতভিয়ান ভাষা অনেকটাই লিথুয়ানীয় ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত। একে লেটিশ (Lettish) ভাষাও বলা হয়।

লাতিন, Latin

ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারের ইতালিক (Italic) শাখাভুক্ত লাতিনো-ফ্যালিস্কান (Latino-Faliscan) ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা লাতিন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে লাতিনের নিদর্শন পাওয়া গেছে বিভিন্ন লেখতে। তবে লাতিন সাহিত্য আরও পরে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পরিণতি লাভ করে। একসময় সমগ্র পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে মুখের ভাষা হিসাবেও প্রচলিত হয়েছিল লাতিন। গোড়ার দিকে খ্রিস্টধর্ম নানা দিকে প্রসার লাভও করেছিল লাতিনকে অবলম্বন করে। লাতিন থেকেই পাওয়া গেছে রোমান বর্ণমালা। লাতিন থেকে উদ্ভূত হয়েছে ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ প্রভৃতি রোমান্স গোষ্ঠীর ভাষা।

লিখনতত্ত্ব, grammatology

Grammatology কথাটা প্রথম ব্যবহার করেন ভাষাবিদ গেল্‌ব্ (Ignace Gelb) ১৯৫৭ সালে, লিখনরীতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত চর্চা ও গবেষণাকে বোঝাতে। এক দশক পরে জ়াক দেরিদা (Jacques Derrida) ১৯৬৭ সালে লেখেন De la Grammatologie, যা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের অনুবাদে OF Grammatology নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়।

দেরিদা লিখনতত্ত্বকে একটি বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা হিসাবে প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বিবেচনায় লিখনরীতির ইতিহাস সাধারণভাবে ঐতিহাসিকতার উৎসের (origin of historicity) সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি আরও বলেন যে, লিখনরীতির উদ্ভবকে ভাষার উদ্ভবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা একান্ত জরুরি। যাঁরা লিখনতত্ত্ব নিয়ে ভাবেন তাঁরা প্রত্নলেখ (epigraphy), পুরাতত্ত্ব (archaeology) ইত্যাদির কথাই বলেন সচরাচর, অথচ ভাষা নিয়ে ভাবেন না। প্রকৃতপক্ষে, লিখনরীতি, প্রত্নলেখ, পুরাতত্ত্ব ও ভাষা সবগুলিই অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। দেরিদার Grammatology-র এই হল সার কথা।

লিঙ্গ, Gender

প্রাণীকুলকে 'পুরুষ', 'স্ত্রী' ও 'ক্লীব' এই তিনভাগে বিভক্ত করার ব্যাকরণগত বিধির নাম। ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় এই তিনটি ছাড়াও common gender বা উভলিঙ্গ বা উভয়লিঙ্গ বলে একটি অতিরিক্ত ভাগ আছে। সেই দিক থেকে child, teacher, poet ইত্যাদি উভয়লিঙ্গ, যেহেতু এরা স্ত্রী বা পুরুষ দুই-ই হতে পারে। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গই আছে প্রধানত। ক্লীবলিঙ্গের জন্য শব্দের কোনো হেরফের হয় না। বলতে গেলে ক্লীবলিঙ্গ বাংলায় নেই।

বাংলা লিঙ্গ ব্যাকরণগত নয়, অর্থগত। অর্থাৎ বাংলা লিঙ্গ স্বাভাবিক লিঙ্গ। ব্যাকরণগত লিঙ্গে স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য দিয়ে লিঙ্গের পার্থক্য হয় না। স্বাভাবিক লিঙ্গে স্ত্রীজাতীয় হলে তবেই স্ত্রীলিঙ্গ, পুরুষজাতীয় হলে তবেই পুংলিঙ্গ।

তৎসম শব্দে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরের অনেক উপায় আছে। অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে আ-যোগ করা (চঞ্চলা, চপলা, দ্বিতীয়া) ; -অক অন্ত শব্দে -ইকা দিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ করা (পাঠিকা, লেখিকা) ; -ঈ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ ইত্যাদি। সচরাচর পুংলিঙ্গ শব্দকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয় না। তবে বাংলায় কিছু ক্ষেত্রে তা করা হয়। কাগা, বগা (কাগি, বগি অবশ্য শোনা যায় না।) দেবীর পুংলিঙ্গ হিসাবে 'দ্যাবা' চলে। আবার যেসব শব্দে আ, ঈ, ইকা যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায় না, যেসব ক্ষেত্রে **মেয়ে,** মাদি, ইত্যাদি যোগ করা—মাদি বেড়াল, মেয়ে উকিল।

ইংরেজি gender-এ তেমন জটিলতা নেই। পুরুষজাতীয় প্রাণী masculine, স্ত্রীজাতীয়েরা feminine এবং অপ্রাণীবাচক শব্দ neuter gender. ব্যতিক্রম কয়েকটি আছে। Shipকে (জাহাজ) feminine ধরা হয়, country বা দেশকে feminine গণ্য করা হয়। অবশ্য প্রত্ন ইংরেজিতে (Old English) scip (ship) কে neuterই ধরা হত। ইংরেজিতে কিছু শব্দ masculine ও feminineএ একেবারে ভিন্ন—brother-sister, uncle-aunt, lord-lady, horse-mare ইত্যাদি। কিছু শব্দে -ess যোগ করে feminine করা হয়—actor-actress.

লিপিতত্ত্ব, graphemics

লিপিতত্ত্ব বা লিপিবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের একটি উপশাখা। ভাষার লিখনরীতির সংগঠনের চর্চাই লিপিতত্ত্ব। লিপিতত্ত্বে ভাষার লিপি বা বর্ণরূপকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং মৌখিক ভাষার ধ্বনির সঙ্গে তার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। কোনো-একটি ভাষার লিপির সংগঠন বিশ্লেষণ ক'রে উচ্চারণের অতীত প্রবণতাকে চিহ্নিত করা যায় লিপিতত্ত্ব চর্চায়।

লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা, *lingua franca*

ইতালীয় ভাষার শব্দ, অর্থ Frankish language, ফ্রাংকদের ভাষা। মধ্য যুগে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ক্রুসেডার ও বণিকরা যে ভাষায় অভ্যস্ত হয়েছিল তাকেই lingua franca বলা হত। এ থেকে অর্থ দাঁড়ায়, এমন এক সাধারণ (common) ভাষা যা ভিন্নভাষী লোকেরা নিজেদের

মধ্যে ব্যবহার করে। ধরা যাক, কিছু বাঙালি হিন্দি জানে না, আবার হিন্দিভাষীরা বাংলা জানে না। কিন্তু উভয়েই ইংরেজি জানে। ইংরেজিতেই তারা কথাবার্তা চালায়। ইংরেজিই অতএব তাদের lingua franca.

লিপ্যন্তরণ, transliteration

এক ভাষার লিপিতে লেখা পাঠবস্তু (text) অন্য এক ভাষার লিপিতে রূপান্তরিত করার নাম লিপ্যন্তরণ। যেমন ধরা যাক, বাংলা হরফে লেখা কোনো পাঠবস্তু আরবি বা নাগরী লিপিতে লেখা হলে তাকেই বলা হবে লিপ্যন্তরণ। কেউ কেউ ভুলবশত প্রতিবর্ণীকরণ ও লিপ্যন্তরণকে সমার্থক বলে মনে করেন। প্রতিবর্ণীকরণ হল এক ভাষার বর্ণকে অন্য ভাষার বর্ণে রূপান্তরিত করার নাম। দুইয়ের মধ্যে মিল থাকলেও এরা সম্পূর্ণ সমার্থক নয়।

Garibaldi-কে গ্যারিবল্‌ডি লেখা হবে, না গারিবাল্‌দি লেখা হবে, এ হল প্রতিবর্ণীকরণের সমস্যা। অন্য দিকে কমল-কে যখন লিখি কমল, তখন তা হয় লিপ্যন্তরণ।

লিয়ন্স, জন, John Lyons (1932-)

ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী। চর্চার প্রথম ক্ষেত্র ছিল পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সাহিত্য। ক্রমে চলে আসেন ভাষাবিজ্ঞানে। তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Structural Semantics (1963) যাতে তিনি প্লেটোর ব্যবহৃত শব্দাবলি নিয়ে লিখেছেন। আরও লিখেছেন Introduction to Theoretical Linguistics (1968), দুই খণ্ডে Semantics (1977), Language and Linguistics (1981) প্রভৃতি গ্রন্থ। একজন বিংশ শতকীয় সংগঠনবাদী হিসাবে লিয়ন্সের প্রভাব অনস্বীকার্য।

লেক্সিকন, lexicon

'লেক্সিকন' শব্দটির তিনটি অর্থ। প্রথমত, কোনো একটি ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডারই লেক্সিকন। এই শব্দভাণ্ডারে শাব্দিক উপাদান এবং রূপমূল (morpheme) সবই থাকে। দ্বিতীয়ত, সাবেক অর্থে লেক্সিকন হল গ্রিক বা লাতিনের মতো প্রাচীন কোনো ভাষার অভিধান। তৃতীয়ত, সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণে lexicon বলতে বোঝায় base component বা মূলগত উপাদানের তালিকাভুক্ত শব্দাদির সম্ভারকে এবং সেগুলির বিষয়ে তথ্যাদিকে।

লেনিস, lenis

দ্র কোমল ব্যঞ্জন

লেবভ, উইলিয়াম, William Labov (b. 1927)

সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা। সমাজ সংগঠন ও ভাষারূপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তিনিই প্রথম বিশ্লেষণ করেন। সামাজিক কারণে কীভাবে ভাষা পরিবর্তিত হয় তা শুধু ব্যাখ্যাই করেননি, তার তত্ত্বরচনাও করেন। একসময় নিউইয়র্কে সামাজিক শ্রেণিগুলির ভাষাব্যবহার, উচ্চারণ ইত্যাদি নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছিলেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রসঙ্গে লেবভ বিশেষভাবে

জোর দিয়েছিলেন যাদের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও অসতর্ক কথোপকথনের উপর, 'formal interview'তে স্বাভাবিক তথ্য বেরিয়ে আসে না।

লেভি-স্ত্রোস, ক্লোদ, Claude Lévi-Strauss (1908-)

ফরাসি সংগঠনবাদী নৃতত্ত্ববিদ। দীর্ঘকাল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। কিছুকাল ব্রাজিলের সাউ পাউলো বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়িয়েছেন। সাংগঠনিক নৃতত্ত্ববিদ্যার তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর গবেষণায় ও তত্ত্বরচনায় কার্ল মার্কস, ইমানুয়েল কান্ট, এমিল দুরক্যাঁ, দ্য সস্যুর, ইয়াকপসন প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের ভিশি সরকারের জাতিবর্ণ বিষয়ক আইনের জন্য দেশত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন (১৯৪১)। সেখানেই রোমান ইয়াকপসন এবং ফ্রানৎস বোয়াসের সঙ্গে পরিচিত হন। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দরুন ক্রমশ এককালিক (synchronic) ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। সাংগঠনিক নৃতত্ত্ববিদ্যাকে এককালিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

লোকনিরুক্তি, folk etymology

সাধারণ মানুষের মুখে অনেকসময় দুরুচ্চার্য শব্দ সহজ রূপ নেয় এবং কখনো কখনো অন্য কোনো পরিচিত শব্দের ধ্বনিসাম্যের প্রভাবে নতুন একটি শব্দ তৈরি হয়। একেই 'লোকনিরুক্তি' বলে। হস্‌পিটাল থেকে হাসপাতাল, pliers থেকে প্লাস, armchair থেকে আরামকেদারা, টাকার কুবের থেকে টাকার কুমির ইত্যাদি এই লোকনিরুক্তির উদাহরণ।

লোপ, deletion

শব্দের মধ্যে বা শেষে কোনো ধ্বনি বা রূপমূল ইত্যাদি বাদ গেলে তাকে deletion বা লোপ বলে। এই লোপ প্রধানত দুটি কারণে হতে পারে। প্রথমত দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণের জন্য এবং দ্বিতীয়ত শব্দশেষের প্রস্বরহীনতার জন্য। ইংরেজিতে a brother of mine হয়ে যেতে পারে a brother o' mine.

ল্যবর্থ অসমাপিকা, conjunctive non-finite verb

ল্যবর্থের ধারণাটি সংস্কৃত ব্যাকরণের। তবে অসমাপিকা ক্রিয়ার একটি শ্রেণি হিসাবে 'ল্যবর্থ (ল্যপ্ + অর্থ) অসমাপিকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। '-ইয়া' বা -ই যুক্ত ক্রিয়া অসমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হলে তাকেই ল্যবর্থ অসমাপিকা বলে। করিয়া, বসিয়া, খাইয়া ইত্যাদি। চলিত বাংলায় এর অভিশ্রুত রূপ যথাক্রমে করে, বসে, খেয়ে ইত্যাদি। এই অসমাপিকা ক্রিয়াটি আগেই সম্পন্ন হয়েছে বলে একে 'পূর্বকালিক অসমাপিকা'-ও (সুকুমার সেন) বলা যায়।

শ

শব্দ, word

প্রথাগত ব্যাকরণে 'শব্দ' বলতে বোঝায় বাক্যের ক্ষুদ্রতম উপাদান বা একক। অন্যভাবে বলা যায়, এক বা একাধিক ধ্বনির সমবায়ে গঠিত অর্থযুক্ত এককই শব্দ। ব্লুমফিল্ডের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ন্যূনতম মুক্ত রূপই শব্দ। একটি মাত্র ধ্বনি নিয়ে শব্দ হয়—ও, হ্যাঁ ইত্যাদি এক ধ্বনির শব্দ। 'যা' বা 'মা' দুই ধ্বনির শব্দ—জ্ + আ, ম্ + আ। একটু অন্যভাবে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অনুসরণে বলা যায় এক বা একাধিক রূপমূল (morpheme) নিয়ে গঠিত অর্থপূর্ণ এককের নাম শব্দ। 'শব্দ' একটি রূপমূল, আবার শব্দও। 'শব্দশ্রেণি' একটি শব্দ যা 'শব্দ' ও 'শ্রেণি' এই দুটি রূপমূল নিয়ে গঠিত। শব্দ থাকে অভিধানে। শব্দ বিভক্তিযুক্ত হলে তবে তা বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী হয়। তখন তাকে বলা হয় পদ।

শব্দকোশ, lexicon, dictionary

দ্র **অভিধান, কোশ**

শব্দগঠন, word formation

শব্দ গঠনের নানান উপায় বা প্রক্রিয়া আছে। অন্ত্যপ্রত্যয় (suffix) যোগ করে, আদ্যপ্রত্যয় (prefix) যোগ করে, কোনো প্রত্যয় বা লগ্নক বাদ দিয়ে (removal of an affix), শব্দদ্বৈত করে, শব্দ ছাঁটাই করে বা শব্দকে খণ্ডিত করে (clipping), নতুন শব্দ উদ্ভাবন বা ঋণ করে। শব্দগঠন ও পদগঠন ভিন্ন প্রক্রিয়া। দ্র **পদগঠন**।

শব্দদ্বৈত

বাংলা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে প্রথম লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৪ বঙ্গাব্দে 'বাংলা শব্দদ্বৈত' নামে একটি প্রবন্ধে। পরে অন্য ভাষাবিদরাও লিখেছেন এ বিষয়ে। শব্দের দ্বিত্ব ঘটিয়ে নতুন শব্দগঠন বাংলা ভাষার একটি রীতিসিদ্ধ প্রকরণ। নানাভাবে শব্দের দ্বিত্ব ঘটানো হয়—একই শব্দের পুনরুক্তি করে (মুঠো মুঠো, বস্তা বস্তা, দিন দিন) ; প্রথম শব্দের সমার্থক বা প্রায় সমার্থক শব্দ জুড়ে বা ধ্বন্যাত্মক অনুগামী শব্দ (tag word) জুড়ে (বইটই, খাবারদাবার, বাসনকোসন)। এইসব শব্দদ্বৈত ব্যবহৃত হয় সংখ্যাধিক্য বোঝাতে (ঝুড়ি ঝুড়ি আম, মুঠো মুঠো টাকা), অসম্পূর্ণ বা ঈষৎ বা সাদৃশ্য অর্থে (কাঁদো কাঁদো, জ্বরজ্বর, মরো মরো) এবং অনির্দিষ্টতা বোঝাতে।

একই শব্দ পরপর দুবার উচ্চারিত হয়ে যে শব্দদ্বৈত হয়, তাতে কোনো ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় না। কিন্তু কোনো কোনো শব্দদ্বৈতে দ্বিতীয়টি প্রথমটির ধ্বনিগত অনুকৃতি। সেসব ক্ষেত্রে ধ্বনিপরিবর্তন হচ্ছে, এবং এই ধরনের ধ্বনিপরিবর্তনকে রূপধ্বনিগত (morphophonological) পরিবর্তন বলে, যেহেতু ধ্বনিপরিবর্তন করে অর্থের পরিবর্তন ঘটানো হয়।

দ্বিরুক্ত শব্দের দুটি উপাদান বিশেষ্য হতে পারে (চোর চোর খেলা, মেঘ মেঘ করছে), বিশেষণ হতে পারে (ভিজে ভিজে, বোকা বোকা), ক্রিয়াবিশেষণ হতে পারে (দৌড়ে দৌড়ে হয়রান, নেচে নেচে আয় মা), ক্রিয়াও হতে পারে (যাই যাই করা, উঠি উঠি করা)।

শব্দ-প্রতিবেশ, collocation

কোনো কোনো শব্দের সঙ্গে কোনো কোনো শব্দ ব্যবহার্য নয় আবার কোনো কোনো শব্দের সঙ্গে কোনো কোনো শব্দের সম্পর্ক অপরিহার্য। ইংরেজিতে perform verbটি task, operation, surgery প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবহার্য—we performed the task, the surgeon performed the operation. সভা করা to hold a meeting, do a meeting হতে পারে না। বাংলায় 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তি' হয় না 'পণ্ডিত ব্যক্তি' হয় তবে 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা' হয়। শব্দপ্রয়োগের এই প্রতিবেশকে উপেক্ষা করলে ভাষা বিধ্বস্ত হয়।

শব্দবাহুল্য, pleonasm

কোনো অর্থ প্রকাশ করার জন্য যতগুলি শব্দ বাক্যে ব্যবহার করার দরকার, তার চেয়ে বেশি শব্দের ব্যবহারই শব্দবাহুল্য-দোষ। একে pleonasm বলা হয়। Verbosityও বলা হয়।

১. এমন সৌভাগ্য কজনের ভাগ্যে ঘটে?

২. আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে দেখলে অস্বাভাবিকই মনে হয়।

৩. তার চোখে ছিল অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা—এইসব বাক্যে স্পষ্টতই শব্দবাহুল্য-দোষ ঘটেছে। প্রথমবাক্যে 'সৌভাগ্য কজনের হয়' বললেই ঠিক হয়। দ্বিতীয় বাক্যে 'আপাতদৃষ্টিতে' কথাটি বাহুল্য, কিংবা বলা যায় 'আপাত দৃষ্টিতে ঘটনাটিকে অস্বাভাবিকই মনে হয়'। তৃতীয় বাক্যে 'অনুসন্ধিৎসা' বলা ভালো। কেননা অনুসন্ধিৎসার মধ্যেই জিজ্ঞাসা আছে।

শব্দমূল, lexeme

শব্দের বিভক্তি-প্রত্যয়-যুক্ত রূপ নয়, মূল শব্দটিই শব্দমূল। যাচ্ছে, গেল, যাবে প্রভৃতি নয়, 'যাওয়া' একটি lexeme বা শব্দমূল। ইংরেজিতে eats, eating, ate এগুলি eat-এর বিভক্তিযুক্ত রূপ। Lexeme এক্ষেত্রে eat. Lexeme কে শব্দমূল বলা হলেও সেটিও একটি শব্দ বা word. এই জন্যই হকেট (C.F. Hockett) বলেছেন 'Wordlike unit which fills the expectation that "words" should always be grammatical forms'. 'বিষণ্ণবদনে' একটি শব্দ কিন্তু এতে তিনটি শব্দমূল (lexeme) আছে—*বিষণ্ণ, বদন, -এ* twenty-fourth একটি শব্দ, কিন্তু lexeme তিনটি—*twenty, four, -th.*

শব্দযতি, word juncture

দ্র **যতি**

শব্দসার, basic core vocabulary

ভাষার শব্দসম্ভারের কিছু অংশ কালক্রমে হারিয়ে যায় (loss of vocabulary)। কিছু অংশ সহজে লোপ পায় না। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের একটি শাখা হিসাবে গড়ে উঠেছে গ্লটোক্রনোলজি (glottochronology) নামক বিদ্যা যাতে শব্দসম্ভারের পরিসংখ্যান ও শব্দলোপ হিসাব করে ভাষার বয়স বা পিতৃভাষা থেকে বিচ্ছেদের সময় নির্ধারণের চেষ্টা হয়। এই শাখাতেই আলোচিত হয় শব্দসার। গ্লটোক্রনোলজিতে ধরে নেওয়া হয় যে, ভাষার শব্দসম্ভারের মধ্যে সংখ্যাশব্দ, সর্বনাম, দৈহিক অঙ্গের নাম, প্রাকৃতিক বস্তুর নাম, জীবজন্তু ও গাছপালার নাম ইত্যাদি দীর্ঘকাল ভাষায় রক্ষিত থাকে। এগুলিকে নিয়েই কোনো-এক ভাষার basic core vocabulary বা 'শব্দসার' বা মৌলিক শব্দভাণ্ডার।

শব্দায়ন, lexicalization

ভাষায় এমন বহু ধ্বনি উচ্চারিত হয় যেগুলিতে মূলত আভাস-ইঙ্গিতই সূচিত হয়। আঃ, ছিঃ, ধুৎ, নাঃ, ইত্যাদি ধ্বনি বা আবেগোক্তি paralanguage বা প্রায়-ভাষার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। এইসব আবেগাত্মক ধ্বনি যখন আভিধানিক রূপ পরিগ্রহ করে তখন তাদের শব্দায়ন বা lexicalization ঘটে। কখনো-কখনো একটি অন্ত্যপ্রত্যয় (suffix) একটি স্বাধীন শব্দ হয়ে উঠতে পারে। একেও শব্দায়ন বলা হবে। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। Suffix-prefix বা বাংলার অন্ত্যপ্রত্যয় বা উপসর্গকে সাধারণত lexical element বা lexical unit বলা হয় না। এগুলির শব্দ-উপাদান হিসাবে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ারই নাম lexicalization বা শব্দায়ন।

শব্দার্থতত্ত্ব

দ্র **বাগর্থতত্ত্ব**, semantics

শব্দার্থের অপকর্ষ, শব্দার্থের অবনতি

শব্দের আদি বা মূল অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যদি কোনো নিকৃষ্ট বা হীন বা অপকৃষ্ট অর্থ বোঝায় তবে তাকেই বলা হয় শব্দার্থের অপকর্ষ বা অবনতি। 'অর্বাচীন' শব্দের আদি অর্থ ছিল 'নবীন'। পরিবর্তিত অর্থ 'মূর্খ'। এক্ষেত্রে অর্থের অবনতি ঘটেছে। অনুরূপভাবে, 'ধীবর' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি'। পরিবর্তিত অর্থ জেলে। অর্থাবনতি ঘটল এক্ষেত্রেও। 'নাগর' শব্দের আদি অর্থ 'নাগরিক', 'নগরবাসী'। পরিবর্তিত হীন অর্থ 'অবৈধ প্রেমিক'।

শব্দার্থের উৎকর্ষ, শব্দার্থের উন্নতি

কোনো শব্দ তার আদি হীন বা নিকৃষ্ট অর্থ থেকে সরে এসে যদি কোনো উন্নত বা উৎকৃষ্ট

অর্থ পরিগ্রহ করে, তবে তাকেই শব্দার্থের উৎকর্ষ বা উন্নতি বলা হয়। 'ভোগ' শব্দের আদি অর্থ ছিল 'খাদ্য', পরিবর্তিত অর্থ, 'দেবভোগ্য খাদ্যসামগ্রী'। অর্থের উৎকর্ষ ঘটল। তেমনি 'মন্দির' শব্দের আদি অর্থ ছিল 'গৃহ'। পরিবর্তিত অর্থ 'দেবগৃহ' বা 'দেবালয়'। এক্ষেত্রেও অর্থের উৎকর্ষ বা উন্নতি ঘটল।

শব্দার্থের প্রসার, শব্দার্থের সম্প্রসারণ

শব্দের অর্থ ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত হয়। সেই পরিবর্তনের নানান ধারা। তারই একটি শব্দার্থের প্রসার বা সম্প্রসারণ। শব্দমাত্রেই উৎপত্তির সময় একটি বিশেষ অর্থ ধারণ বা বহন করে। পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক বা সাদৃশ্যগত বা আলংকারিক কারণে শব্দের অর্থ বদলে যায় এবং কখনো-কখনো শব্দবিশেষের অর্থ সীমিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে ব্যাপকতর অর্থকে বোঝায়। একেই শব্দার্থের প্রসার বা সম্প্রসারণ বলে। 'গাঙ' শব্দের অর্থ ছিল 'গঙ্গা নদী'। নতুন অর্থে যেকোনো নদীকেই বোঝানো হল। 'বাঁশি' ছিল 'বাঁশের বাঁশি', নতুন অর্থ 'যেকোনো বাঁশি'। 'তেল' ছিল 'তিলের নির্যাস'। নতুন অর্থ তিল সরষে প্রভৃতি শস্যের নির্যাস। সব ক্ষেত্রই অর্থের প্রসার ঘটেছে।

শব্দার্থের সংকোচন, অর্থসংকোচ

শব্দের মূল অর্থ যেখানে বহু বস্তু বা বিষয়কে বোঝাত, সেখানে তার অর্থ সংকুচিত হলে অর্থাৎ অর্থের ব্যাপ্তি কমে গেলে, তাকেই বলা হবে শব্দার্থের সংকোচন। 'মুনিস' শব্দে বোঝাত মানুষ। পরে অর্থ দাঁড়াল মজুর। অর্থের ব্যাপ্তি কমে গেল। 'মৃগ' অর্থ মূলে ছিল যেকোনো পশু, পরিবর্তিত অর্থ দাঁড়াল হরিণ, বহু পশু থেকে একটি পশুতে দাঁড়াল। 'অন্ন'-র অর্থ ছিল খাদ্য, পরে অর্থ দাঁড়ায় ভাত।

শব্দার্থের সংক্রম, শব্দার্থের সংশ্লেষ

শব্দার্থের পরিবর্তনের ফলে অনেকসময় মূল বা আদি অর্থের সঙ্গে পরিবর্তিত অর্থের প্রায় কোনো সম্পর্কই থাকে না, নতুন অর্থ এতই দূরবর্তী হয়ে পড়ে। একেই অর্থের সংক্রম বা সংশ্লেষ বলা হয়। 'সন্দেশ' অর্থ ছিল সংবাদ, খবর। নতুন অর্থ হল মিষ্টান্নবিশেষ, মূল অর্থের সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। ঘর্ম'-র অর্থ ছিল গরম। নতুন অর্থ হল ঘাম। এর সঙ্গেও পুরোনো অর্থের সম্পর্ক নেই।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ

দ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

শিথিল, lax

ধ্বনিতত্ত্বে lax কথাটি ব্যবহৃত হয় এমন ধ্বনি সম্বন্ধে যার উচ্চারণে উচ্চারক প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। অর্থাৎ যে-ধ্বনির (সচরাচর স্বরধ্বনির কথাই বলা হয়) উচ্চারণে উচ্চারকে বা স্বরপথে

ন্যূনতম নড়াচড়া বা সঞ্চলন ঘটে। ইংরেজি /i/ (him, hit) এবং /ʊ/ (put) lax vowel-এর দৃষ্টান্ত, যেহেতু এ-দুটি ধ্বনির উচ্চারণে জিভের সঞ্চলন খুবই কম।

শিস্ ধ্বনি, sibilant

উষ্ম ধ্বনি যখন সংকীর্ণ বায়ুপথে আংশিক বাধা ঠেলে বেরিয়ে আসে তখন একটা ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং স্ শ্-এর মতো ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই ধ্বনিই শিস্ ধ্বনি। বাংলায় স্ বা /s/ এবং শ্ বা /ʃ/ এই জাতীয় ধ্বনি।

শিশুর ভাষা, child language

শিশু সাধারণত প্রথম তার মায়ের কাছ থেকেই ভাষা শেখে। মায়ের কথা ও ইঙ্গিত অনুকরণের মাধ্যমেই তার প্রথম ভাষা শিক্ষা। শৈশবের ভাষা স্বভাবতই পূর্ণবয়সের ভাষার থেকে অনেকটাই আলাদা। প্রসঙ্গত শিশুর ভাষায় বাক্যের গঠন আলাদা। শিশু প্রায়ই এমন বাক্য বলে যা ব্যাকরণের নিরিখে সিদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত, শিশুর ব্যবহৃত শব্দাবলি সহজতর। বহু শব্দের ধ্বনিবদল করে সহজ করে নেয় সে। 'খাব না' হয়ে যায় 'কাব না' 'দুধ' হয়ে যায় 'দুদু', 'স্নান' হয় 'নান্' বা 'নান্ নান্'।

শিশু গোড়ার দিকে মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনকে অল্পপ্রাণ করে নেয়। রণিত ব্যঞ্জনের (/r/) তুলনায় সে পার্শ্বিক (lateral) ব্যঞ্জন |/| সহজে উচ্চারণ করে, তাই 'করব না' হয়ে যায় 'কল্ব না'।

শীৎকার, click

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ খণ্ডধ্বনি (segmental sound) ফুসফুস থেকে আসা বাতাসের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। কিন্তু এমনকিছু ধ্বনি আছে যেগুলি ফুসফুস থেকে আসা বায়ুর সাহায্যে উচ্চারিত না হয়ে মুখবিবরের বিভিন্ন উচ্চারকের সাহায্যে বাইরের বাতাস ভিতরে টেনে এনে উচ্চারণ করা হয়। একেই শীৎকার বা click sound বলা হয়। তারই একটি *ওষ্ঠ্য শীৎকার* (labial click) যার দৃষ্টান্ত চুম্বনের ধ্বনি। অন্যগুলি যথাক্রমে *দন্ত্য শীৎকার* (dental click), *মূর্ধন্য শীৎকার* (retroflex click), *তালব্য শীৎকার* (palatal click) এবং *উষ্ম শীৎকার* (fricative click)।

শীর্ষ, peak
দ্র দলশীর্ষ

শীর্ষক শব্দ, acronym

একাধিক শব্দের আদ্যবর্ণ নিয়ে তৈরি শব্দ। কপু (কলকাতা পুলিশ), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), AM (amplitude modulation) প্রভৃতি শব্দ শীর্ষক শব্দের দৃষ্টান্ত। গ্রিক *acro* অর্থাৎ শীর্ষ শব্দের সঙ্গে *-onym* শব্দাংশ জুড়ে তৈরি হয়েছে

acronym শব্দটি। প্রকৃত শীর্ষক শব্দ বলতে বোঝায় এমন শব্দ যা একটি সাধারণ বা স্বাভাবিক শব্দ হিসাবে উচ্চারণ করা যায়। এই শর্তানুসারে BBC বা PM বা IPA শীর্ষক শব্দ নয়, নিছক abbreviation বা সংক্ষেপণ। অন্য দিকে, AIDS, NATO প্রভৃতি সংক্ষেপণকে acronym বলা যায়। বর্তমানে অবশ্য, উপরিউক্ত শর্তটি কঠোরভাবে মানা হয় না। BBC বা IPA-কে শীর্ষক বলতে বাধা নেই এখন।

শীর্ষ ভাষা, মুখ্য ভাষা, acrolect

কোনো ভাষিক সমাজে অনেকগুলি অ-মান্য ভাষার মধ্যে যেটি মান্য ভাষার সবচাইতে কাছাকাছি। শীর্ষ বা মুখ্য ভাষায় ঔপভাষিক উপাদান ক্রমশ কমে আসে। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত হয়ে উঠেছিল একটি শীর্ষ ভাষা। ইতালিতে রোমান ক্যাথলিকদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে হতে যেমন লাতিন হয়ে উঠেছিল শীর্ষ ভাষা বা অ্যাক্রোলেক্ট।

শূন্য বিভক্তি, zero suffix

বাক্যে ব্যবহৃত পদের সঙ্গে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত না থাকলে তাকেই শূন্য বিভক্তির দৃষ্টান্ত বলা হয়। 'আমি বাড়ি যাব', 'সে আমাকে কলমটা দিয়েছে', 'তিনি তবলা বাজাচ্ছেন' এই বাক্যগুলোতে 'বাড়ি', 'কলমটা' এবং 'তবলা' এই পদগুলি বিভক্তি চিহ্নহীন। কাজেই এগুলিতে শূন্য বিভক্তি হয়েছে বলা হয়।

শূন্য রূপমূল, zero morpheme

ভাষায় একটি শব্দের কাল বা বচন পরিবর্তনে বদ্ধ রূপমূল ব্যবহৃত হয়। Eat + -s = eats, run + -(n) ing = running. এসব ক্ষেত্রে -s ও -ing বদ্ধ রূপমূল। এগুলি স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের রূপ বদলে এদের ভূমিকা আছে। কিন্তু কখনো কখনো বদ্ধ রূপমূল ছাড়াই শব্দের রূপ বদলে যেতে পারে। যেমন put বর্তমান ও অতীত কালে একই। বলা যায় অতীত কালে put + o-past morpheme—তেমনি sheep (ভেড়া) singular ও plural এ একই। বলা যায় pluralএ zero morpheme ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় 'আমি বাড়ি যাই' বা 'আমি মাছ খাই' এই দুই বাক্যে কর্মপদ যথাক্রমে 'বাড়ি' এবং 'মাছ' বিভক্তিশূন্য, হওয়ার কথা ছিল 'বাড়িতে' এবং মাছকে'। কিন্তু এক্ষেত্রে -তে এবং -কে এই দুটি বদ্ধ রূপমূল বাদ গেছে। ফলে বলা যায় শূন্য রূপমূল যোগ হয়েছে।

শৈলীবিজ্ঞান, stylistics

সাহিত্য রচনার বা মুখে উচ্চারিত ভাষার শৈলী বিশ্লেষণেরই নামে শৈলীবিজ্ঞান। তবে সে-বিশ্লেষণকে অবশ্যই ভাষাবিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। শৈলীবিজ্ঞান হল ভাষাবিজ্ঞানের সেই অংশ যেখানে ভাষাব্যবহারের রূপরীতি ও স্টাইলের ব্যাখ্যা বা পর্যালোচনা করা হয়। সাবেক সাহিত্যবিচারে সাহিত্যিকের মানসতা মুড প্রভৃতিও প্রাধান্য পায়। অন্য দিকে, শৈলীবিজ্ঞান-সম্মত সাহিত্যবিচার অনেক বেশি objective; সেখানে লেখকের ব্যক্যগঠন, শব্দব্যবহারের

অভ্যাস, দীর্ঘ ও হ্রস্ববাক্য ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা, আলংকারিকতা ইত্যাদির উপরই জোর দেওয়া হয়।

লেখক সচেতন বা অসতর্কভাবে ভাষার প্রকরণগুলির ভিতর থেকে নিজের রুচি ও পছন্দমতো কতকগুলি চয়ন বা নির্বাচন করেন। একে choice বলা হয়। শৈলীর আলোচনার এই choice বা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৈলীবিজ্ঞানে ভাষারূপ বীক্ষণে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যথা foregrounding বা প্রমুখণ, অর্থাৎ বক্তব্যকে পাঠক বা শ্রোতার সামনে নিয়ে আসা, deviation বা বিচ্যুতি, যার অর্থ ভাষার প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ধারা থেকে বিচ্যুতি ঘটানো। এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য শ্রোতা-পাঠকের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ, parallelism বা সমান্তরালতা অর্থাৎ একই কথার পুনরুক্তি বা পৌনঃপুনিক ব্যবহার, এবং code switching বা কোডবদল বা সংকেত বদল, অর্থাৎ কথার মধ্যে বা লেখার মধ্যে ভঙ্গি বদল বা এমনকী ভাষারূপের বদল ঘটানো।

শোয়া, schwa

দ্র **কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি**

শ্বাস-পর্ব, breath group

ভাষামাত্রেই উচ্চারিত বাক্য (দীর্ঘ হলে) কয়েকটি পর্বে আপনিই বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই পর্বগুলি দুই ধরনের হয়, একটি sense group বা অর্থ-পর্ব, অন্যটি breath group বা শ্বাস-পর্ব। শ্বাস-পর্বে যদি তিনটি ভাগ থাকে, তবে প্রথম ভাগের পরে এবং দ্বিতীয় ভাগের পরে স্বল্প বিরাম নেয় বক্তা, তৃতীয় ভাগের শেষে, পূর্ণ বিরাম। এই বিরাম শ্বাসগ্রহণের জন্য বলে একে শ্বাস-যতি (breath pause) বলা হয়।

শ্বাস যতি, breath pause

দ্র **শ্বাস-পর্ব**

শ্বাসাঘাত, stress

দ্র **প্রস্বর, শ্বাসাঘাত**

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯২৮?)

ভাষাবিদ হিসাবে প্রায় অচেনা নাম শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু বলতে গেলে তিনিই প্রথম বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক। ১৮৭৭ সালে Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর Bengali Spoken and Written. বাংলা ভাষার লেখ্য ও মৌখিক রীতি সম্বন্ধে এটি শুধু সূত্রপাতকারী রচনাই নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিবন্ধও। শুধু এটিই নয়, শ্যামাচরণ আরও লিখেছেন ভারতীয় ভাষার বর্ণমালা ও লিপ্যন্তর নিয়ে, বিহার ও পাঞ্জাবের ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ে, হিন্দুস্থানি নিয়ে, বাংলায় ইন্দো-রোমক বর্ণমালার উপযোগিতা নিয়ে। যেকোনো রীতির রচনায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।

শ্রুতিধ্বনিবিজ্ঞান, acoustic phonetics

ভাষার বাগ্‌ধ্বনির উৎস ও উচ্চারণ নয়, শ্রুতিধ্বনির সঞ্চারণ প্রক্রিয়া ও তার বিজ্ঞানেরই নাম acoustic phonetics বা শ্রুতিধ্বনিবিজ্ঞান। বাগ্‌ধ্বনির সৃষ্টি হওয়া মাত্রই বাতাসে তার প্রভাব পড়ে, উৎপন্ন হয় ধ্বনিতরঙ্গ। সেই তরঙ্গের বিষয়ে এবং তার পরিমাপ বিষয়ে চর্চা শ্রুতিধ্বনিবিজ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। একে 'ধ্বনিতরঙ্গবিজ্ঞান'-ও বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় প্রধানত শ্রুতিধ্বনিবিজ্ঞান নয়। উচ্চারণগত ধ্বনিবিজ্ঞান বা articulatory phonetics-ই মূলত ভাষায় আলোচিত হয়।

শ্রুতিরোধ, acoustic filtering

শ্রুতিরোধ বা acoustic filtering প্রত্যয়টি ফলিত বা ব্যাবহারিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। কোনো ব্যক্তি যখন ধ্বনি শোনে তখন কতকগুলি ধ্বনিকে সে চিনতে বা শনাক্ত করতে পারে না। ধ্বনি চেনার এই বাধা বা অক্ষমতাকেই শ্রুতিরোধ বলা হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে যখন কেউ বিদেশি ভাষা শেখা শুরু করে, তখন সেই বিদেশি ভাষার অনেক ধ্বনিকেই সে নিজের মাতৃভাষার ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করতে প্রলুব্ধ হয়। এতে বিদেশি ভাষার ধ্বনিটি বা ধ্বনিগুলি সহজে আয়ত্ত হয় না, অথবা তাতে বাধার সৃষ্টি হয়। একেই শ্রুতিরোধ বলে।

শ্লাইখার, আউগুস্ট, August Schleicher (1821-68)

জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক, প্রধানত ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা নিয়ে তাঁর যাবতীয় লেখালিখি। ১৮৬১-৬২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর Compendium of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages গ্রন্থটি। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এক প্রধান বিশেষজ্ঞ তিনি। ভাষাকে তিনি একটি জৈব সত্তা (organism) হিসাবে দেখতেন যার উদ্ভব আছে, বিকাশ আছে, মৃত্যু বা লোপ আছে। শ্লাইখার আরও একটি কারণেও বিখ্যাত। তিনিই প্রথম family tree অর্থাৎ ভাষার 'বৃক্ষনক্শা'-র উদ্‌ভাবক। জার্মান ভাষায় একে Stammbaumtheorie বলা হয়।

শ্লেগেল, আউগুস্ট ফন, August von Schlegel (1767-1845)

জার্মান ভাষাবিদ। ভাষার বর্গীকরণের অন্যতম আদি হোতা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি ভাষাকে বিশ্লেষাত্মক (isolating বা analytic), সংশ্লেষাত্মক (synthetic) প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনার সূত্রপাত করেন। এই ভাগ করার পিছনে যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে তা হল এই যে, দেখতে হবে একটি ভাষায় শব্দ কীভাবে তৈরি হয়, তাতে বিভক্তি যোগ হয় কি না, পদক্রমের হেরফের হয় কি না ইত্যাদি।

স

সংকীর্ণ উষ্ম ধ্বনি, groove spirant
দ্র **শিস্ ধ্বনি**

সংকেত, code
দ্র **কোড**

সংকেত-নির্বাচন, code selection
দ্র **কোড-নির্বাচন**

সংকেত-বদল, code switching
দ্র **কোড-বদল**

সংকেত-মিশ্রণ, code mixing
দ্র **কোড-মিশ্রণ**

সংকোচন, constriction

কোনো-কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরপথ (vocal tract) সংকুচিত হয়। একেই ধ্বনিতত্ত্বে constriction বলে। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে কয়েক ধরনের স্বরপথ-সংকোচন ঘটে। সেগুলি হল plosive বা স্পৃষ্ট, nasal বা নাসিক্য, affricate বা ঘৃষ্ট। এছাড়া trill বা কম্পিত, flap বা তাড়িত, lateral বা পার্শ্বিক এবং fricative বা উষ্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সংকোচন ঘটে। সংকোচন কোথাও পূর্ণ কোথাও আংশিক। যেমন স্পৃষ্টতে পূর্ণ, পার্শ্বিকে আংশিক।

সংখ্যাতাত্ত্বিক সাহিত্যবিশ্লেষণ, stylometrics

ভাষাবিজ্ঞান তথা শৈলীবিজ্ঞানের একটি প্রশাখা হিসাবে গড়ে উঠেছে stylometrics বা সাহিত্যের বিশ্লেষণে সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি। কোনো গ্রন্থে বা রচনায় ভাষিক উপাদানগুলি কীভাবে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার সংখ্যাতাত্ত্বিক আলোচনাই এই পদ্ধতির উপজীব্য। একালে এই বিশেষ সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির অন্যতম প্রবর্তক রুশ ভাষাবিজ্ঞানী মরোজ়ফ। শেক্সপিয়ারের নাটকগুলির পাঠশুদ্ধি যাচাই করতে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের গবেষকগণ বাংলা তথা অন্য ভারতীয় ভাষা সমূহের সাহিত্য বিশ্লেষণে এই সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এঁদের অন্যতম হলেন ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক।

সংখ্যালঘু ভাষা, minority language

কোনো দেশে বা সমাজে যে-ভাষা মুষ্টিমেয় লোকের মাতৃভাষা, তাকেই সেই দেশে বা সমাজে সংখ্যালঘু ভাষা বলা হয়, যেমন ইংল্যান্ডে ওয়েলশ ভাষা।

সংখ্যাশব্দ, numerals

যে শব্দে সংখ্যা নির্দেশ করা হয় তা-ই সংখ্যাশব্দ। সংখ্যাশব্দের দুই রূপ—বিশুদ্ধ সংখ্যা (cardinal number) এবং পূরণবাচক বা ক্রমবাচক সংখ্যা (ordinal number)। এক, দুই, সাত বা ১, ২, ৭ ইত্যাদি বিশুদ্ধ সংখ্যা। প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম পূরণবাচক বা ক্রমবাচক সংখ্যা। দুইরকম সংখ্যাই বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে—সাত দিন, সপ্তম দিন।

সংগঠনবাদ, structuralism

সংগঠনবাদ বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের বা পদ্ধতির গঠনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ। কোনো বিষয়ের উপরিস্তরের নীচে দেখা যায় স্থির গঠন। সেই স্থির গঠনকে basic set of rules বলা হয়। প্রধানত বিভিন্ন গঠনগত উপাদানের মধ্যে এককালিক সম্পর্ক (synchronic relation) আবিষ্কার করাই এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

সংগঠনবাদ প্রথম লক্ষণীয়ভাবে প্রযুক্ত হয় ভাষাবিজ্ঞানে। পরে সমাজবিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চায় ব্যবহৃত হয় তা। সংগঠনবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফ্যর্দিনাঁ দ্য সস্যুর, ক্লোদ লেভি-স্ট্রোস, রলাঁ বার্ত, জ়াক লাকাঁ, মিশেল ফুকো, লুই আলত্যুসের প্রভৃতির নাম।

সংগতি, agreement

বাক্যে বিভিন্ন পদের পারস্পরিক সংগতি বা সাযুজ্য অন্বয়ের (syntax) একটি আবশ্যিক শর্ত। প্রথাগত ব্যাকরণে এই সংগতি নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর—আকাঙ্ক্ষা বা expectancy, যোগ্যতা বা compatibility এবং আসক্তি বা নৈকট্য বা proximity. আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বিষয়টিকে কিছুটা অন্যভাবে দেখা হয়। বাক্যের অন্তর্গত উপাদানগুলির মধ্যে কাল (tense), পুরুষ বা পক্ষ (person), কারক (case), বচন (number), প্রকার (aspect) প্রভৃতির সংগতি বা সাযুজ্যকেই agreement বলে। এর অন্য নাম concord. কর্তৃপদের সঙ্গে ক্রিয়ার সংগতি থাকা চাই। সংগতির ঘাটতি বা ত্রুটি বা অভাব ঘটলে বাক্য বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ, transformational-generative grammar (TG)

১৯৫৭ সালে মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি ব্যাকরণের তথা ভাষাবিজ্ঞানের যে-তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন তাকেই সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ বলা হয়। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর তত্ত্বকে কিছুটা পরিমার্জনা করেছেন। অন্য ভাষাবিজ্ঞানীরাও তাকে প্রসারিত করেছেন। চমস্কি সাধারণভাবে এর দ্বারা ভাষার ও ভাষা অর্জনের একটি সার্বিক তত্ত্ব বা তার আদল উপস্থিত

করেছেন। কীভাবে এক ব্যক্তি তার ভাষায় বাক্য তৈরি করে, কীভাবে ব্যাকরণকে ব্যবহার করে, তারই সূত্রগ্রন্থনা হাজির করেছেন চমস্কি। ১৯৬৫ সালে চমস্কির Aspects of the Theory of Syntax গ্রন্থে তাঁর তত্ত্বের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ পাওয়া গেছে। তাঁর তত্ত্বটি দাঁড়িয়ে আছে প্রধান চারটি সূত্র বা স্তম্ভের উপর। ক. base component বা মূলগত উপাদান যা বাক্যের ভিত্তি তৈরি করে। এই স্তরেই আছে চমস্কির deep structure বা অন্তর্গঠন। খ. transformational component সংবর্তনী বা রূপান্তরমূলক উপাদান যা ভিত্তি-বাক্যকে উপরিস্তরের বাক্যে বা বহির্গঠনে রূপান্তরিত করে। গ. phonological component বা ধ্বনিগত উপাদান যা বাক্যকে উচ্চারণযোগ্য করে। ঘ. semantic component বা বাগর্থগত উপাদান বাক্যের অর্থ সঞ্জাত করাই যার উপজীব্য।

তাঁর পূর্ববর্তী ভাষাবিজ্ঞানীরা পদগুচ্ছ সংগঠনের সূত্র দিয়ে বাক্য সৃষ্টির রহস্যভেদ করতে সচেষ্ট ছিলেন। চমস্কি লক্ষ করলেন যে, সহজসরল বাক্যকে তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেলেও জটিলগঠন বাক্যকে পদগুচ্ছ সংগঠনের সূত্র যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এইখানেই চমস্কি তাঁর generative বা সঞ্জননী ব্যাকরণের তত্ত্ব উপস্থিত করেন।

সংবৃত স্বরধ্বনি, close vowel

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট সবচেয়ে কম খোলা থাকে তা-ই সংবৃত স্বরধ্বনি। সংবৃত স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ মুখবিবরের উপরের দিকে তালুর কাছে উঠে যায়। বাংলায় ই এবং উ এই দুটি সংবৃত স্বরধ্বনি। অনুরূপভাবে ইংরেজিতে /i/ ও /u/ এই দুটি close vowel, যাদের পাওয়া যায় যথাক্রমে teat ও root প্রভৃতি শব্দে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জন

দ্র **যুক্ত বর্ণ**

সংযোগমূলক দ্বিভাষিকতা, additive bilingualism

দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষাকে অবহেলা বা উৎসাদন না হয়ে তাকে বজায় রেখে দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষণ হয়, তবে তাকেই বলা হবে সংযোগবাচক দ্বিভাষিকতা। দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের সময় কোনোভাবেই প্রথম ভাষার ক্ষতি না করে বরং তাকে উৎসাহিত ও পুষ্ট করা হলে তবেই তাকে সংযোগবাচক বা সংযোগমূলক দ্বিভাষিকতা বলা হবে। ক্যানাডায় ইংরেজ শিশুদের ফরাসি ভাষা যখন শেখবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় রেখেই নতুন ভাষা যোগ করা।

সংযোগমূলক ধাতু, compound root

এমনকিছু একদলীয় (monosyllabic) ধাতু আছে যেগুলির সঙ্গে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। √পা, √দে, √কর্, √যা এই ধাতুগুলির সঙ্গে বিশেষ্য ইত্যাদি যুক্ত হয়। এই ধাতুগুলিই সংযোগমূলক ধাতু। সংযোগমূলক ধাতুর রূপ—পান

কর্, লাভ কর্, গান কর্, রাজি হ্ ইত্যাদি। ক্রিয়ারূপ যথাক্রমে—পান করা, লাভ করা, গান করা, রাজি হওয়া।

সংযোজক, conjunction, copula, connective

সংযোজক বা যোজক হতে পারে নানারকমের। কোনো সংযোজক দুই বা ততোধিক শব্দকে জুড়ে দেয়। কোনো সংযোজক দুটি বা ততোধিক ব্যক্যকে বা বাক্যাংশকে জুড়ে দেয়। যেমন be ক্রিয়ার কোনো রূপ যদি কর্তৃপদ ও সম্পূরককে (complement) জুড়ে দেয় তবে তাকে copula বলে। Copula যদিও একটি সংযোজক, তবে তাকে এই বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। অন্য দিকে conjunction ব্যাপক অর্থে সংযোজক। Conjunction দুটি স্বাধীন বাক্য বা বাক্যাংশকে জুড়তে পারে (coordinating conjunction), দুটি আশ্রিত বাক্যাংশকে জুড়তে পারে (subordinating conjunction), বিয়োজক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে (disjunctive), প্রাতিপক্ষিক হতে পারে (adversative), অনুমানজ্ঞাপক (hypothetical) হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের সংযোজকের দৃষ্টান্ত—ও এবং আর ; বা, কিংবা ; অথচ, তবু, তথাপি ; কিন্তু, তবে ; নয়তো, নতুবা, কেন-না ইত্যাদি।

সংযোজকহীন সংযোজন, asyndeton

সংযোজক ছাড়াই বাক্যের বা বাক্যাংশের দুটি উপাদানকে জুড়ে দেওয়া হলে তাকে asyndeton বলে। He is hungry, he must eat something, কিংবা বাংলায় 'আমার যাবার সময় হল, আমি এবার যাব' এই দুটি বাক্য asyndeton-এর দৃষ্টান্ত।

সংলাপ বিশ্লেষণ, Conversation Analysis

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কথোপকথনের বিশ্লেষণ ব্যাবহারিক বা ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত বিষয়। এ-ধরনের বিশ্লেষণে দেখা হয়, দুই ব্যক্তি কখন কথা বলা শুরু এবং শেষ করবে, একের শেষ অন্যের শুরুর বিষয়টিকে turn-taking বলা হয়। দ্বিতীয়ত, সংলাপকারীর ব্যবহৃত বাক্যের প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করা হয়। দেখা হয়, উভয়ের ভাষাব্যবহারের পার্থক্য। দুজনের বাক্যবিনিময়ের সম্পর্কও বিবেচনা করা হয়। সংলাপের নির্বাহনিক (functional) দিকটিও দেখা হয়। দেখা হয়, বক্তা কোনো প্রশ্নের জবাব সরাসরি দিচ্ছেন, না কি পাশ-কাটানো জবাব দিচ্ছেন। যেমন এখানে—

—*তুমি এসো না, আজ একটা সিনেমা দেখি।*

—*আজ তো আমাকে আবার নিউটাউনে যেতে হবে।*

সংশয়বাচক, dubitative

কোনো কোনো শব্দে সংশয় প্রকাশ করা হয়। 'বোধ হয়', 'হয়তো' ইত্যাদি সেই জাতের শব্দ। ব্যাকরণগতভাবে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের রূপে একটা সংশয়ের ভাব প্রকাশ পায়—

করে থাকবে, গিয়ে থাকবে, খেয়ে থাকবে এসব সংগঠনে স্পষ্টতই সংশয় প্রকাশ পায় বলে একে dubitative construction বলে।

সংশ্লেষাত্মক ভাষা, agglutinating language

যে-ভাষায় শব্দমূল বা ধাতুমূলের সঙ্গে বিভক্তি যোগ অপরিহার্য। এই ধরনের ভাষায় এক-একটি পদে নানান ব্যাকরণগত উপাদান যোজিত হয়। সংশ্লেষাত্মক ভাষায় অনেকসময় পদগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যাবার ফলে এক-একটা পদই এক-একটা বাক্যের চেহারা নেয়। সংস্কৃত একটি সংশ্লেষাত্মক ভাষা। অন্যান্য সংশ্লেষাত্মক ভাষার মধ্যে আছে তুর্কি, হাঙ্গেরীয়, সোয়াহিলি, ফিনিশ। সংশ্লেষাত্মক ভাষায় পদক্রমের কোনো গুরুত্ব নেই। যে-কোনো পদ যে-কোনো অবস্থানে থাকতে পারে।

সংস্কৃত ভাষা

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা পরিবারের শাখা ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীভুক্ত প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার দুই রূপ—প্রাচীনতরটি বৈদিক ভাষা, নবীনতরটি সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষা আদিতে ছিল বেদোত্তর কালের সাধু ও লৌকিক ভাষা। এই ভাষার বিশৃঙ্খলা দূর করে তাকে নিয়মের শাসনে বাঁধেন বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি। তিনি ভাষাটিকে 'সংস্কার' করেন বলে অতঃপর ওই ভাষার নাম হয় সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে সংস্কৃত ভাষা পাণিনির ব্যাকরণের নিয়মে শাসিত। দীর্ঘকাল যাবৎ সংস্কৃত লেখা হচ্ছে দেবনাগরী বা নাগরী লিপিতে। সাধারণভাবে বৈদিক ভাষাকেও অনেকে সংস্কৃতই বলেন। তবে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বলতে হয়, বৈদিক ও সংস্কৃত অভিন্ন নয়। এই দুই ভাষায় মিল যত, অমিলও ততই। মিল প্রধানত ধ্বনিগত। ব্যাকরণে অবশ্য পার্থক্য প্রচুর। পাণিনির দ্বারা মার্জিত ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতের তুলনায় বৈদিকে ক্রিয়ার রূপে বৈচিত্র ছিল অনেক বেশি। শব্দরূপেও তাই। অন্য দিকে, সংস্কৃতে এমন কিছু প্রত্যয় আছে যা বৈদিকে ছিল না।

সংস্কৃতের পরবর্তী স্তর মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা। এই স্তরে সংস্কৃত পরিবর্তিত হয়ে 'প্রাকৃত' ভাষায় পরিণত হয়। প্রাকৃত আবার বিবর্তনের ফলে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ হয়ে রূপান্তর লাভ করে অনেকগুলি আধুনিক ভারতীয় ভাষায়।

সংস্কৃতিসংস্পর্শ, acculturation

এক ভাষার মানুষ যখন অন্য এক ভাষার মানুষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক, ভাষিক ও সামাজিক সংস্পর্শে আসে এবং যদি সেই সংস্পর্শ হয় দীর্ঘ সময়ব্যাপী সংস্পর্শ, তখন উভয়ের ভাষা ও সংস্কৃতিতে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। দ্বিতীয় ভাষার ভাষিকদের ক্ষেত্রেও তা ঘটে। একেই সংস্কৃতিসংস্পর্শ বলে। এখানে অবশ্য dominant language বা 'প্রভাবশালী ভাষার' প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় যে, অভিবাসী বিদেশিরা নতুন ভাষার সংস্পর্শে এলে তাদের ভাষায় dominant ভাষার প্রভাব অনুভূত হয়, অভিবাসীদের প্রভাব তত পড়ে না প্রভাবশালী ভাষায়। দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রেও এমন ঘটে থাকে।

সকর্মক ক্রিয়া, transitive verb

কর্মপদবিশিষ্ট ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। *শিশুটি ভাত খাচ্ছে*—এই বাক্যের 'খাচ্ছে' ক্রিয়া সকর্মক, কেননা তার কর্মপদ (ভাত) আছে। সকর্মক ক্রিয়ার দুটি রূপ। যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, যথা মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া (ditransitive verb) বলে। *আমি তাকে টাকা দিয়েছি*—এই বাক্যটির ক্রিয়া দ্বিকর্মক, দুটি কর্ম হল যথাক্রমে 'তাকে' এবং 'টাকা'।

সকলবাচক সর্বনাম, inclusive pronoun

দ্র **সাকল্যবাচক সর্বনাম**

সকারীভবন, assibilation

উষ্মীভবনের কারণে (বাংলায়) অনেকসময় চ্, ছ্ প্রভৃতি ঘৃষ্ট ধ্বনি উষ্মব্যঞ্জনে তথা শিস্ ধ্বনিতে পরিণত হয়। একেই সকারীভবন বলে। আগপাছতলা > আগাপাস্‌তলা, মাছ > মাস, আছে > আসে ইত্যাদি এর দৃষ্টান্ত। তবে সকারীভবন উপভাষায় যত, মান্য বাংলায় তত দেখা যায় না।

সক্রিয় উচ্চারক, active articulator

বাক্‌প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গ উচ্চারক (articulator) হিসাবে ভূমিকা পালন করে। এই উচ্চারকগুলি দুই শ্রেণির—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। যেসব উচ্চারক সচল সেগুলিই সক্রিয়। যেমন, নীচের ঠোঁট, জিভ, নীচের চোয়াল। অন্য দিকে, উপরের ঠোঁট, উপরপাটির দাঁত,, অগ্রতালু বা কঠিন তালু নড়াচড়া করে না, এগুলি স্থির বা প্রায় স্থির। এগুলিই নিষ্ক্রিয় উচ্চারক।

সঘোষ ব্যঞ্জন, voiced consonant

যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরের ভিতরে স্বরতন্ত্রীতে বাধার ফলে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাকে সঘোষ (voiced) ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। উদাহরণ হিসাবে ইংরেজির /d/ (die) এবং /z/ (zoo) এই দুটি ধ্বনির উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি অর্থাৎ /d/ একটি voiced stop বা সঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ /z/ একটি voiced fricative বা সঘোষ উষ্ম ধ্বনি। বাংলায় ঙ্ ন্ ম্ ল্ এই কটি প্রকৃত সঘোষ যাতে পূর্ণ ঘোষতা আছে।

সজীব বিশেষ্য, animate noun

যে বিশেষ্যবাচক শব্দ সজীব প্রাণীকে নির্দেশ করে, তা-ই সজীব বিশেষ্য। মানুষ, সিংহ, গোরু সবই সজীব বিশেষ্যের উদাহরণ।

সঞ্জননী ব্যাকরণ, generative grammar

দ্র সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ

সতম, satem

দ্র কেন্তম, সতম

সন্দর্ভ, অধিবাচন, discourse

ভাষাবিজ্ঞানে discourse অর্থাৎ সন্দর্ভ বা অধিবাচন বলতে বোঝায় বাক্যাতিরিক্ত ভাষিক প্রয়োগকে। Discourse-কে কেউ কেউ বলেন 'বয়ান'। সহজ করে বলতে গেলে, প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ, সংলাপ, সাক্ষাৎকার, বক্তৃতা এ-সবই সন্দর্ভের দৃষ্টান্ত। কেউ-কেউ মৌখিক discourse-কে discourse এবং লিখিত discourse-কে text বলতে চান। ভাষাবিজ্ঞানীরা সন্দর্ভের আলোচনায় এলাকা (field of discourse), রীতি (tenor of discourse), এবং প্রকার (mode of discourse) এই তিনটি মাত্রাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। সংলাপ বা বক্তৃতা বা কথোপকথন কোথায় কোন প্রতিবেশে কাদের মধ্যে ঘটছে তার উপর সন্দর্ভের রীতি বা প্রকার নির্ভর করে। তেমনি লিখিত সন্দর্ভটি কে রচনা করছেন, কাদের জন্য রচিত হচ্ছে তা-ও সন্দর্ভের রীতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। সন্দর্ভের (discourse) ধারণাটির অন্যতম প্রধান উদ্‌গাতা জেলিগ হ্যারিস (Zellig Harris) যাঁর মনে হয়েছিল 'বাক্য' বিশ্লেষণের দ্বারা ভাষার চরিত্র যেমন পুরোপুরি বোঝা বা বোঝানো যায় না, তেমনি তাতে অবয়ববাদী বা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের অনেক প্রশ্নের সমাধান বা উত্তরও পাওয়া যায় না। হ্যারিস সেইজন্য বাক্যের চেয়ে বৃহত্তর linguistic unit বা ভাষিক এককের কথা বলেন। সেই বৃহত্তর ভাষিক এককই সন্দর্ভ বা অধিবাচন। বিষয়টিকে জেলিগ হ্যারিসের উদ্‌ভাবন বলা হলেও এতে লুই আলত্যুসের ও মিশেল ফুকোর প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে ফুকোর Orders of Discourse শীর্ষক বক্তৃতাটিকে (১৯৫৯) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

সন্দর্ভ বিশ্লেষণ, discourse analysis

সন্দর্ভ কীভাবে তৈরি হয় অর্থাৎ মৌখিক বা লিখিত ভাষা কীভাবে সন্দর্ভকে গড়ে তোলে, কীভাবে একটি অনুচ্ছেদ বা কথোপকথন তৈরি হয় তার বিশ্লেষণই হল 'সন্দর্ভ বিশ্লেষণ'। কিন্তু সন্দর্ভ বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়? প্রথমত, একটি সন্দর্ভের নির্মাণে ব্যাকরণের প্রকরণগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়, যেমন দেখা হয় পদাশ্রিত নির্দেশক, সর্বনাম, ক্রিয়ার কাল কীভাবে প্রভাবিত করে সন্দর্ভকে বা কীভাবে সাহায্য করে সন্দর্ভের নির্মাণকে। দ্বিতীয়ত, সন্দর্ভভুক্ত একটি বাক্যের সঙ্গে অপর একটি বাক্যের কিংবা বাক্যে একটি অংশের সঙ্গে অপর অংশের সম্পর্ক কী, কীভাবে অন্বিত তারা তাও দেখা হয়। তৃতীয়ত, কথোপকথনে adjacency pair বা সংসক্তি-জোড় পরীক্ষা করতে হয়। দুই বক্তার কথোপকথনে প্রশ্ন-উত্তর, অভিযোগ-প্রকাশ/অভিযোগ অস্বীকৃতি, অভিবাদন/প্রতি-অভিবাদন, আমন্ত্রণ/আমন্ত্রণ স্বীকার বা অস্বীকার

ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। চতুর্থত, বক্তা বা লেখক কখন কীভাবে বক্তব্যের বা লেখার মধ্যে নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, পূর্বপ্রসঙ্গ ত্যাগ করেন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়।

কেউ কেউ মৌখিক সন্দর্ভের বিশ্লেষণকে conversational analysis বলেন। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী লিখিত সন্দর্ভকে text linguistics-ও বলেন। সম্প্রতি স্কুল-কলেজের শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই এ-ধরনের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। শিক্ষণ পদ্ধতির গুণাগুণ বা কার্যকারিতা বুঝতে এই বিশ্লেষণ সহায়ক হয়।

সন্ধি

দুটি শব্দের এক ধরনের মিলনের নাম সন্ধি। প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় শব্দের আদ্য ধ্বনির মিলনের ফলে প্রথম শব্দে, বা দ্বিতীয় শব্দে, বা দুটিতেই ধ্বনিগত পরিবর্তন হলে তারই নাম সন্ধি। ইংরেজিতেও sandhi কথাটির ব্যবহার আছে। দুটি উপাদান মিশে গেলে তাকে sandhi বলা হয়—do + not > don't বাংলা সন্ধিপ্রকরণ সংস্কৃত থেকেই এসেছে। সংস্কৃতে তিনরকম সন্ধি হয়—স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি, বিসর্গসন্ধি। স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে **স্বরসন্ধি** হয়—নবারুণ (নব + অরুণ), বিদ্যালয় (বিদ্যা + আলয়), মহৌষধ (মহা + ঔষধ)। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির, কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধিই **ব্যঞ্জনসন্ধি**—দিগ্‌ভ্রম (দিক্ + ভ্রম), বাগ্‌রোধ (বাক্ + রোধ), সম্মান (সম্ + মান)। পূর্বপদে বিসর্গ থাকলে তার সঙ্গে পরপদের ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা স্বরধ্বনির সন্ধিই **বিসর্গসন্ধি**—মনোবেদনা (মনঃ + বেদনা), প্রাতর্ভ্রমণ (প্রাতঃ + ভ্রমণ), প্রাতরাশ (প্রাতঃ + আশ)।

বাংলায় সন্ধি স্বাভাবিক নয়। বাংলায় যে-সন্ধি হয় না তা নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বনিপরিবর্তন বানানে প্রতিফলিত হয় না। বাংলা সন্ধির কিছু দৃষ্টান্ত এইরকম—জনেক, তিলেক, বারেক ; ছোড়্‌দা (ছোটো + দা), অ্যাদ্দিন (এত + দিন), আন্নাকালী (আর + না + কালী), মনান্তর (মন + অন্তর)।

সন্নিভ ধ্বনি, approximant

যে ধ্বনির ভূমিকা প্রায় ব্যঞ্জনের মতো অথচ যার উচ্চারণে উচ্চারকের মুক্ত নৈকট্য (open approximation) ঘটে। বিষয়টা স্পষ্ট হবে দৃষ্টান্ত দিলে। ইংরেজি red-এর /r/ এবং weak-এর /w/ এই ধরনের ধ্বনি। দুটি উচ্চারক কাছাকাছি এলেও তাদের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ ঘটে না। কাজেই শ্বাসবায়ুর পথে বাধার সৃষ্টি হয় না। বাংলায় য়্ বা ই্ এই জাতীয় ধ্বনি।

শায়া /ʃaĕa/, ছায়া /chaĕa/ এবং হাওয়া /haŏa/ এই ধ্বনির দৃষ্টান্ত। এইসব ধ্বনির উচ্চারণে দুটি উচ্চারক কাছাকাছি এলেও স্পর্শ ঘটে না। /ĕ/-এর ক্ষেত্রে জিভ ও তালু কাছাকাছি আসে মাত্র, /ŏ/-এর ক্ষেত্রে দুটি ঠোঁট কাছাকাছি আসে। এদের 'নৈকটক' বা 'নৈকট্য ধ্বনি' বা 'স্বরকল্প ব্যঞ্জন' প্রভৃতি নামও দেওয়া হয়েছে।

সবল ব্যঞ্জন, fortis

যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে মুখের পেশির ও নিশ্বাসের বেশি জোর লাগে, তাকেই সবল ব্যঞ্জন বলে। সাধারণভাবে অঘোষ (voiceless) ব্যঞ্জনই সবল ব্যঞ্জন। ইংরেজিতে /p/, /t/, /k/ এই তিনটিই সবল ব্যঞ্জন। এগুলি কিছুটা aspirated বা মহাপ্রাণিত উচ্চারিত হয়। যেমন policy |pʰɔlisi|, take |tʰeik| এবং coat |kʰəut|।

সমগোত্রজ, cognate

একই উৎস থেকে আগত দুটি ভাষার দুটি শব্দের মধ্যে গঠনগত এবং অর্থগত সাদৃশ্য বা সাযুজ্য থাকলে সেই দুটি শব্দকে cognate বা সমগোত্রজ শব্দ বলা হয়। ইংরেজি brother এবং জার্মান Bruder cognate শব্দ। সমগোত্রজ শব্দ পাওয়া যায় ফরাসিতে, ইতালীয়তে ও স্পেনীয়তে; ইংরেজি, জার্মান, ডাচ ভাষাতে; যেহেতু প্রথম তিনটি একই ভাষা থেকে উদ্ভূত। পরের তিনটিও তাই।

সমধাতুজ কর্ম, cognate object

বাক্যের কর্ম ও ক্রিয়া একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে সেই কর্মকে সমধাতুজ কর্ম বলে। 'খুব হাসি হাসল', 'খুব ঘুম ঘুমোলাম', 'কেমন খাওয়া খেলে?' ইত্যাদি বাক্যে হাসি-হাসলে, ঘুম-ঘুমোলাম, খাওয়া-খেলে এই গঠনে যথাক্রমে হাসি, ঘুম, খাওয়া সমধাতুজ কর্ম। ইংরেজিতে He has lived a peaceful life সমধাতুজ কর্ম বা cognate object-এর দৃষ্টান্ত।

সমধ্বনি রেখা, isophone

উপভাষা-মানচিত্রে রেখা এঁকে একটি বিশেষ ধ্বনির ব্যবহারের সীমা বা গণ্ডি নির্দেশ করা হলে সেই গণ্ডি বা সীমারেখাকে সমধ্বনি রেখা বা সমধ্বনি গণ্ডিরেখা বলা হয়।

সমধ্বনি শব্দ, homophone

যে শব্দগুলি ধ্বনিগতভাবে অভিন্ন কিন্তু বানানে আলাদা এবং অর্থেও আলাদা, সেগুলিকেই homophones বা সমধ্বনি শব্দ বলে। সমধ্বনি শব্দের উদাহরণ হল বন/বোন, শোনা/সোনা, যাম/জাম। ইংরেজি homphones হল tier/tear, no/know, plane/plain ইত্যাদি।

সমবর্গীয় (সমস্থানজাত) ব্যঞ্জন, homorganic consonant

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত—ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ এবং প-বর্গ। ক-বর্গের বর্ণগুলিকে একই বর্গভুক্ত বা সমবর্গীয় বলা হয়। তেমনি চ-বর্গের অন্তর্গত, ট-বর্গের অন্তর্গত, ত-বর্গের ও প-বর্গের অন্তর্গত ব্যঞ্জনগুলি সমবর্গীয় ব্যঞ্জন। যেমন খ ও গ সমবর্গীয়, চ ও জ সমবর্গীয়, প ও ব সমবর্গীয় ব্যঞ্জন।

সমমুখীনতা, convergence

দ্র **অভিসরণ**

সমরূপ রেখা, isomorph

একই প্রত্যয় বা বিভক্তি অথবা ক্রিয়ার বা বিভক্তির বিশেষ কোনো রূপ যেসব অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়, সেইসব অঞ্চল মানচিত্রে রেখা টেনে চিহ্নিত করলে যে-রেখাটি তৈরি হয় তাকেই সমরূপ রেখা বা সমরূপ গণ্ডিরেখা বলে।

সমরূপ শব্দ, homonyms

যেসব শব্দ বানানে অভিন্ন অর্থাৎ সমরূপ কিন্তু ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট তাদেরই সমরূপ শব্দ বলা হয়। সই (স্বাক্ষর) ও সই (সখী), মন (অন্তর) ও মন (৪০ সের), চাল (rice) ও চাল (দাবার চাল), কলম (লেখার কলম) ও কলম (গাছের কলম) ইত্যাদি সমরূপ ভিন্নার্থক শব্দ।

সমলেখ শব্দ, homographs

যেসব শব্দ একই বানানে লেখা হয়, কিন্তু যাদের উচ্চারণ এবং কখনো কখনো অর্থ ভিন্ন তাদেরই বলা হয় সমলেখ শব্দ। ইংরেজি উদাহরণ lead (উচ্চারণ লেড্, অর্থ সীসে) এবং lead (উচ্চারণ লীড্, অর্থ নেতৃত্ব, কুকুরের চেনদড়ি) ; বাংলা উদাহরণ পাল (দল) ও পাল (পদবি বিশেষ)। এর সঙ্গে 'সমরূপ' শব্দের তেমন তফাত নেই।

সমশব্দ রেখা, isogloss

একই ঔপভাষিক শব্দ যেসব অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়, সেই অঞ্চলগুলিকে রেখা টেনে চিহ্নিত করলে যে-রেখাটি তৈরি হয়, তাকেই বলা হয় সমশব্দ রেখা বা সমশব্দ গণ্ডিরেখা। রাঢ় বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষত বর্ধমান ও বীরভূমের নানা অঞ্চলে ঘুঁটেকে 'ঘসি' বলা হয়। সেই স্থানগুলিকে গণ্ডি টেনে চিহ্নিত করলেই সমশব্দ গণ্ডিরেখা তৈরি হবে।

সমসীমাযুক্ত ব্যঞ্জন, abutting consonant

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি যদি দুটি ভিন্ন ধ্বনিদলের অংশ হয়, তবে তাদের abutting consonant বা সমসীমাযুক্ত ব্যঞ্জন বলা হয়। 'পর্বত' শব্দে /pɔr.bot/ /r/ এবং /b/ দুটি ধ্বনিদলের অংশ। এদেরই বলা হবে abutting consonant. ইংরেজি দৃষ্টান্ত hat-trick শব্দে দুটি t দুটি ধ্বনিদলের অংশ। কিন্তু trick শব্দের /trick/ t ও r abutting নয়, কেননা এরা একই ধ্বনিদলের অংশ।

সমাক্ষর লোপ, haplology

শব্দের মধ্যে কাছাকাছি বা পাশাপাশি একই ধ্বনি বা সমধ্বনি থাকলে তার একটি বা কোনো-কোনোটি লোপ পেতে পারে, প্রধানত উচ্চারণ-সুকরতার জন্য কিংবা দ্রুত উচ্চারণের

দরুন। একেই সমাক্ষর লোপ বলে। বড়দাদা > বড়দা, মেজদাদা > মেজদা, কৃষ্ণনগর > কৃষ্‌নগর (কেষনগর) ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাক্ষর লোপ ঘটেছে। সব ক্ষেত্রেই একটি করে ধ্বনিদল লোপ পেয়েছে। মেজ্.দা.দা (তিন ধ্বনিদল) > মেজ্.দা (দুই ধ্বনিদল), কৃ.শ্.নো.ন.গোর্ (চার ধ্বনিদল) > কৃষ্.ন.গোর্ (তিন ধ্বনিদল)।

সমাজভাষা, sociolect

সামাজিক স্তরভেদে ভাষার যে তফাত হয় তা-ই sociolect বা সমাজভাষা। সমাজ-সংগঠনে একই ব্যক্তি নানান গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে এবং তারা যুগপৎ একাধিক সামাজিক ভূমিকা (role বা function) পালনও করতে পারে। এতে হয়তো ভাষার হেরফের হয় না। কিন্তু সমাজে উঁচু স্তরের অর্থাৎ আর্থিক সচ্ছলতাযুক্ত মানুষের সঙ্গে দরিদ্র বা শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের ভাষায় পার্থক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যে পরিশীলন উচ্চশিক্ষিত ও সম্পন্ন মানুষের ভাষায় থাকবে, তা নিম্নবর্গের শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের ভাষায় থাকে না। এই আলাদা আলাদা ভাষাই 'সমাজভাষা'।

সমানাধিকরণ, apposition

দুটি শব্দ বা শব্দবন্ধ যদি একই বস্তুকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তবে সেই দুটি শব্দ বা শব্দবন্ধকে সমানাধিকরণ-সম্পর্কে সম্পর্কিত বলা হবে।

আমার ভাই রমেশ কাল এসেছিল।

এই বাক্যে 'আমার ভাই' এবং 'রমেশ' একই ব্যক্তি। অতএব তাদের সম্পর্ক সমানাধিকরণের। এক্ষেত্রে 'আমার ভাই' কিংবা 'রমেশ' যেকোনো একটিকে বাদ দিয়েও বাক্যটি লেখা চলে।

সমান্তরালতা, parallelism

গদ্যেই হোক বা কবিতায় ধ্বনির বা শব্দের বা অন্য কোনো ভাষাগত উপাদানের পুনরুক্তি শৈলীবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকরণ। শৈলীবিজ্ঞানে এই পুনরুক্তিকেই parallelism বা সমান্তরালতা বলে। গদ্যে সমান্তরাল বিন্যাস যত ব্যবহৃত হয়, কবিতায় তার চেয়ে ব্যবহৃত হয় অনেক বেশি। বাস্তবিক পক্ষে, সমান্তরালতা কবিতার একটি অতি-পরিচিত ও অতি-ব্যবহৃত প্রকরণ। ভাষাবিজ্ঞানী ইয়ান মুকারোভ্‌স্কি (Jan Mukarovsky) এবং রোমান ইয়াকপসন (Roman Osipovic Jakobson) বলেছেন কবিতার একটি বিশিষ্ট প্রকরণ হল foregrounding, বাংলায় যাকে প্রমুখণ বলা হয়। Foregrounding-এর অর্থ কবির বক্তব্য বা অনুভূতিকে একেবারে সামনে নিয়ে আসা, যাতে তা সহজেই পাঠকের নজরে পড়ে। এবং foregrounding-এর অন্যতম প্রধান উপায়ই হল সমান্তরালতা। কবিতায় কীভাবে সমান্তরাল বিন্যাস ব্যবহৃত হয় তা দেখা যেতে পারে।

'শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়
শত লক্ষ কুসুমের পরশস্বপন

শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।'
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চরণ, কড়ি ও কোমল)

'যুগপৎ লাল ফুল, গুপ্ত কীট
যুগপৎ স্বর্গ ও শ্মশান,
যুগপৎ সব অসম্ভব।'
(বুদ্ধদেব বসু, সৃষ্টির মুহূর্তে, মরচে-পড়া পেরেকের গান)

And a time for living and for generation
And a time for the wind to break the
loosened pane
And to shake the wainscot where the
field-mouse trots
And to shake the tattered arras woven with
a silent motto.
(T.S. Eliot, East Coker, Four Quartets)

এইভাবে কখনো একটি শব্দ, কখনো একাধিক শব্দ, কখনো একটি সম্পূর্ণ স্তবক refrain বা ধুয়োর মতো আবৃত্ত হয়। এই কৌশলই সমান্তরালতা, যা আবার প্রমুখণ বা foregrounding-এর পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর এক কৌশল।

সমাপিকা ক্রিয়া, finite verb

যে-ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় বা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, তা-ই সমাপিকা ক্রিয়া। সমাপিকা ক্রিয় বাক্যের অর্থ সমাপন করে। 'রহিম ঘুম থেকে *উঠে* মাঠে *ছুটল*' এই বাক্যের দুটি ক্রিয়া—উঠে, ছুটল। 'উঠে' ক্রিয়া অসম্পূর্ণ, 'ছুটল' সম্পূর্ণ করছে বাক্যকে। এটিই সমাপিকা ক্রিয়া। যুক্ত ক্রিয়া বা সংযোগমূলক ক্রিয়াও সমাপিকা হতে পারে—চড় মারছে, ভাত খায়, অঘাত করল। যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম অংশ অসমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ সমাপিকা—বসে পড়ল, উঠে দাঁড়াল, খেয়ে ফেলল।

সমার্থক শব্দ, সমার্থ শব্দ, synonymous word

একই অর্থবিশিষ্ট শব্দই সমার্থক শব্দ। ভাষাবিজ্ঞানে 'অর্থ' বা 'বাগর্থ' একটি জটিল বিষয়। শব্দের অর্থ হতে পারে নানারকম—শাব্দিক অর্থ বা lexical meaning, ব্যাকরণগত অর্থ বা grammatical meaning, বাক্যের প্রতিবেশে অর্থ বা sentential meaning. Lexical meaning বা শাব্দিক অর্থ কেবল বিচ্ছিন্ন শব্দটির অর্থ প্রকাশ করে। Grammatical meaning বা ব্যাকরণগত অর্থ শব্দের ব্যাকরণগত ভূমিকাকে প্রকাশ করে। Sentential meaning বা বাক্য-প্রতিবেশের অর্থ একটি শব্দের ব্যবহারগত বা প্রয়োগগত অর্থকে প্রকাশ করে।

যদি একটি শব্দের অর্থ অন্য একটি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় তাহলে ওইদুটি শব্দ সমার্থক শব্দ বলে বিবেচিত হয় এবং একটিকে আর একটির প্রতিশব্দ বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে

একটি শব্দের সঙ্গে যেসব অনুষঙ্গ বা আভাস বা ব্যঞ্জনা (shades of meaning) থাকে, তা অন্য একটি 'সমার্থক' শব্দে ধরা পড়ে না। জীবজন্তু, অচেতন জড়পদার্থ প্রভৃতির খাঁটি সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ যদি-বা হয়, অনুভূতি-মনোভাব-মানসিকতা-মনন প্রভৃতি বিষয়ক শব্দের হুবহু প্রতিশব্দ হয় কি না বলা শক্ত। মন-অন্তর-অন্তঃকরণ কি হুবহু এক? এদের মধ্যে কি সূক্ষ্ম তফাত আছে? থাকাই সম্ভব। তবু সাধারণভাবে প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দের একটা বিশেষ স্থান আছে ভাষায়।

সমাস, compounds

দুটি বা তার বেশি শব্দ মিলিত হয়ে একটি শব্দে পরিণত হলে সেই প্রক্রিয়াটিকে সমাস বলা হয়। যে পদ বা শব্দগুলির মধ্যে সমাস-প্রক্রিয়া হচ্ছে তাদের প্রত্যেককে বাংলায় *সমস্যমানপদ* বলে, সমাসবদ্ধ সম্পূর্ণ পদটিকে *সমস্তপদ* এবং সমাসের অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্য যে বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয় তাকে *ব্যাসবাক্য* বা *বিগ্রহবাক্য* বলে। সমাস অনেক ভাষাতেই আছে। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় সমাস আছে। ইংরেজি compounds এ কখনো দুটি শব্দ জুড়ে একটিই শব্দ হয়, কখনো-বা একটি হাইফেন দিয়ে দুটি বা তিনটি শব্দকে জোড়া হয়। Brainwash, blackboard, handmade, brain-teaser প্রভৃতি ইংরেজি compound এর দৃষ্টান্ত। বাংলা এবং ইংরেজিতে আছে অজস্র অসংলগ্ন সমাস, যাতে দুটি শব্দ দৃশ্যত জুড়ে যায় না। যেমন আষাঢ় মাস, বিদ্যালয় ভবন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ইত্যাদি। ইংরেজিতে আছে brain death, brand leader, dead letter, hip bath ইত্যাদি। বাংলা সমাসের নানা শ্রেণি আছে।

সমাসবদ্ধ হবার পর কোনো সমাসে পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, কোনো সমাসে পরপদের অর্থের প্রাধান্য, আবার কোনো সমাসে এ-দুইয়ের কোনোটাই হয় না, অন্য কোনো অর্থ এসে পড়ে। বাংলায়, সংস্কৃতেরই অনুসরণে, যেসব সমাস হয়, সেগুলি হল অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বিগু, কর্মধারয়, বহুব্রীহি, নিত্য সমাস, অলুক্ সমাস, দ্বন্দ্ব সমাস।

সমীভবন, assimilation

দুটি ভিন্ন উচ্চারণস্থান-বিশিষ্ট ব্যঞ্জন উচ্চারণ-সুকরতার জন্য একই বর্গের নিকটবর্তী ধ্বনিতে পরিণত হলে এই প্রবণতা বা প্রক্রিয়াকে সমীভবন বলা হয়। সমীভবন তিন রকমের—প্রগত (progressive), পরাগত (regressive) এবং অন্যোন্য (mutual)। পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তনকে প্রগত সমীভবন বলে—চন্দন > চন্নন, সূত্র > সূত্ত। এর বিপরীত প্রক্রিয়াই পরাগত সমীভবন, যেখানে পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি বদলে কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয়—দুর্গা > দুগ্গা, গল্প > গপ্পো, শিরনি > শিন্নি, মূর্খ > মুক্খু। যদি পাশাপাশি দুটি অসম ব্যঞ্জন বদলে গিয়ে একজাতীয় একটি ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, তবে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলা হয়—কুৎসা > কুচ্ছো, মহোৎসব > মোচ্ছব, বৎসর > বচ্ছর।

সমোচ্চারিত শব্দ, paronyms

সমোচ্চারিত শব্দ বলতে বোঝায় এমন দুটি বা তিনটি শব্দকে যেগুলির উচ্চারণ অভিন্ন কিন্তু অর্থ আলাদা। এদের বানান ভিন্ন বা অভিন্ন দুই-ই হতে পারে—বন/বোন, কোণ/কোন্, আসা/আশা ; সোনা/শোনা, যাম/জাম। ইংরেজিতে tear/tier, bear/bare ইত্যাদি। ইংরেজিতে যা homophone, বাংলায় তাই-ই সমোচ্চারিত শব্দ।

সম্পূরক দীর্ঘতা, compensatory lengthening

দ্র **পরিপূরক দীর্ঘতা**

সম্বন্ধপদ

একসময় 'সম্বন্ধ'-কে কারক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হত। বস্তুতপক্ষে 'সম্বন্ধ' কারক নয়, পদ। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে কারক হয় না। সম্বন্ধ-তে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। সম্পর্ক থাকে বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্যের বা সর্বনামের বা অন্য পদের। -এর এবং -র সম্বন্ধ পদের বিভক্তিচিহ্ন—রামের, আমার, ভবেশের। কখনো কখনো -কার ও -কের—কবেকার, আজকের, কালকের।

সম্বোধন রূপ, address form

কোনো ব্যক্তিকে সম্বোধনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু শব্দ আছে বা শব্দের কিছু রূপ আছে, সে-সম্বোধন লেখায় হোক বা মৌখিক আলাপেই হোক। সম্বোধন রূপ কেমন হবে তা নির্ভর করে বক্তার ও শ্রোতার বয়স, সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ইত্যাদির উপর, এবং অবশ্যই ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর। কোনো-কোনো ভাষায় মধ্যম পুরুষের সর্বনাম-রূপ সম্বোধনের জন্য আলাদা, যেমন বাংলায় আপনি, তুমি, তুই ; ফরাসিতে vous-tu ; জার্মানে Sie-du ; স্প্যানিশে ustéd-tu ইত্যাদি। আধুনিক মান্য ইংরেজিতে সাধারণভাবে you ব্যবহৃত হয়। ইংরেজির thou এখন বর্জিত, কিংবা কেবল কবিতায় বা উপভাষায় ব্যবহৃত। সাধারণভাবে সম্বোধনের তিনটি পূর্ণ রূপ দেখা যায়, সেই তিনটিই বাংলায় আছে—সাধারণ তুমি, তোমরা, তুচ্ছার্থক তুই/তোরা এবং সম্ভ্রমসূচক (honorific) আপনি/আপনারা।

সম্প্রসারক, adjunct

দ্র **প্রসারক**

সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন, honorific address

দ্র **সম্বোধন রূপ**

সম্মিলন, convergence

দ্র **অভিসরণ**

সম্মুখ, front

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ সামনে এগিয়ে আসে তাকেই 'সম্মুখ' স্বরধ্বনি বলে। বাংলায় ই, এ, অ্যা এই তিনটি সম্মুখ স্বরধ্বনি। ইংরেজিতে /i/, /e/ এবং /æ/ front vowel.

সরল কাল, simple tense

ক্রিয়ার যে রূপে একটিমাত্র ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হয়, তাকে 'সরল কাল' বা মৌলিক কাল বলে। সরল কালে একটি ধাতুর সঙ্গে কালসূচক প্রত্যয় এবং পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি কিংবা কেবলই পুরুষবিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—√কর্ + ই = করি, √দেখ + ই = দেখি, √দেখ্ + এ = দেখে। বাংলায় সরল কাল চারটি—সাধারণ বা নিত্য বা অনির্দিষ্ট বর্তমান (করে, করি, খাই), সাধারণ বা নিত্য অতীত (করল, খেল), নিত্যবৃত্ত অতীত (খেত, করত) এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ (করবে)।

সরল বাক্য, simple sentence

একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়াবিশিষ্ট বাক্যই সরল বাক্য। *যোগেশ বাজারে গেল, রহিম এখনও ঘুমোচ্ছে*—এসবই সরল বাক্য। তবে ক্রিয়াপদ উহ্যও থাকতে পারে—*তাঁর মেয়ে ডাক্তার*। সরল বাক্যের গঠন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—১. বিশেষ্য খণ্ড + ক্রিয়া খণ্ড (যোগেশ + বাজারে গেল) ; ২. অসমাপিকা বাক্য খণ্ড + সমাপিকা বাক্যখণ্ড (তাঁর অসুখের খবর পেয়ে + ছেলে বাড়ি চলে এল)। শেষ উদাহরণে একটি বাড়তি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও গঠনগতভাবে বাক্যটি সরলই।

সর্বনাম, pronoun

বাক্যে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয়, তারই নাম 'সর্বনাম'। সর্বনাম বিশেষ্যগুচ্ছেরই অন্তর্গত। 'নামশব্দ' বলতে বিশেষ্য ও সর্বনাম উভয়কেই বোঝায়। একই বিশেষ্য পদের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ এড়াতে এবং কারও নামের উল্লেখ এড়াতে

সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। সর্বনাম নানা শ্রেণির হয়—নির্দেশক (এ, এই), প্রশ্নবাচক (কে, কী), অনির্দেশক (কেউ, কোনো), সাকল্যবাচক (সব, সবাই), আত্মবাচক (নিজে, স্বয়ং) ইত্যাদি।

সর্বনামীয় বিশেষণ, pronominal adjective

যে-সর্বনাম বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনামীয় বিশেষণ বলে। যেমন—*আমার* বই, ওই লোকটা, *সেই* দেশ।

সর্বনামীয় শব্দ, pronominals

যেসব শব্দ আদতে সর্বনাম হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার বিশেষণের মতো তাদের বলা হয় সর্বনামীয় শব্দ বা pronominals, যেমন—এত, তত, অত, এমন, তেমন।

সর্বনামের বিশেষণ

বিশেষণের একটি শ্রেণি। যখন কোনো বিশেষণ সর্বনামকে বিশেষিত করে, তখন তাকে সর্বনামের বিশেষণ বলা হয়, যেমন—*অভাগা* আমি, *বোকা* তুমি আবার ভুল করলে।

সস্যুর, ফ্যর্দিনাঁ দ্য, Ferdinand de Saussure (1857-1913)

ফরাসি-ভাষী সুইস ভাষাবিজ্ঞানী, সম্পূর্ণ নাম Ferdinand-Mongin de Saussure. উনিশ-বিশ শতকের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবিজ্ঞানী, যাঁর প্রভাব আজও অনুভূত হচ্ছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Cours de linguistique générale তাঁর মৃত্যুর পরে (১৯১৬) প্রকাশিত হয়। তাঁর ছাত্রছাত্রীর লেখা নোটস সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন তাঁর সহকর্মীরা। তাঁর এই গ্রন্থ semiology বা চিহ্নতত্ত্ব ও structuralism বা সংগঠনবাদের ভিত্তিস্বরূপ। সস্যুরই প্রথম বলেছিলেন যে, বিবর্তনমূলক বা কালানুক্রমিক (diachronic) ভাষাবিজ্ঞানকে এককালিক (synchronic) ভাষাবিজ্ঞান থেকে আলাদা করে দেখতেই হবে। ফরাসি ভাষাকে এককালিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দুটি বিষয়ের কথা বলেছেন, একটি parole যা কোনো ভাষায় কথা-বলা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বাচন, যাতে শৃঙ্খলা তেমন থাকে না, অন্যটি লাঁগ্‌ (langue) যা ভাষাপদ্ধতি, যাতে নিয়মের নির্দিষ্টতা আছে, শৃঙ্খলা আছে। এর অবশ্য যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, চমস্কির competence ও performance তত্ত্বের একটা পশ্চাৎপট সস্যুরই তৈরি করে দিয়েছেন। সস্যুরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই যে, তিনি ব্যক্তির ধ্বনি-উচ্চারণের সঙ্গে চিন্তা-প্রক্রিয়ার একটা সম্পর্ক লক্ষ করেছেন। সস্যুর বলেছেন, ভাষা একটা কাগজের পৃষ্ঠা যার একটি দিক চিন্তা বা মনন এবং অন্য দিক ধ্বনি।

সহজাত ভাষাজ্ঞান, innateness hypothesis

নোয়াম চমস্কির Universal Grammar-এর অন্তর্ভুক্ত ধারণা। চমস্কির মতে আমরা

ভাষাজ্ঞান নিয়েই জন্মাই। ভাষার সাধারণ নিয়ম বা সূত্রগুলি সম্পর্কে জন্মগতভাবেই আমাদের ধারণা থাকে। একেই innateness hypothesis বলা হয়েছে।

সহধ্বনি, allophone

দ্র **পূরকধ্বনি**

সহরূপমূল, allomorph

রূপমূলের ভিন্ন রূপকেই সহরূপমূল বলে। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজি plural morpheme বানানে -s বা -es লেখা হয়। এর উচ্চারণ কোথাও /s/, যেমন cats, mats, আবার কোথাও /z/, যেমন, mugs, আবার কোথাও /iz/, যেমন classes.

বাংলায় সর্বনাম 'সবাই'-এর সম্বন্ধ বিভক্তিতে -র (*সবাইর*) হয় না, তার বদলে হয় -কার, *সবাইকার*। এই -কার -র এর সহরূপমূল। আবার দাদার, বাবার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্বন্ধ বিভক্তি -র, কিন্তু দইয়ের, ভাইয়ের প্রভৃতি ক্ষেত্রে -র নয়, -এর (য়ের) হয়। এও সহরূপমূল।

সহায়ক, auxiliary

সহায়ক বলতে যে auxiliary-কে বোঝানো হয় তার মধ্যে একটি ক্রিয়ার সহায়ক (auxiliary verb) যাকে গৌণ ক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। যুক্ত ক্রিয়ায় বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে একটি সহায়ক ক্রিয়া থাকে যার সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে সমাপিকা ক্রিয়া তৈরি হয়—কান্নাকাটি করা, ব্যবহার করা, মারামারি করা। আবার যৌগিক ক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশটিও সহায়ক ক্রিয়ার সমাপিকা রূপ—কেঁদে ফেলা, উঠে বসা, বলে ফেলা।

সহায়ক কিন্তু কেবল একেই বলে না। বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠনে অব্যয়ও সহায়কের ভূমিকা পালন করে (দ্র. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯২)। *যাবে কি? জানি না সে আসবে কি না* ; *তুমি এখানে এলে না খুব ভালো হবে*—এসব বাক্যে 'কি', 'কি না', 'না' অব্যয়গুলিও নিশ্চিতই সহায়ক।

সহায়ক ক্রিয়া, auxiliary verb

যে ক্রিয়া অন্য একটি ক্রিয়ার (প্রধান ক্রিয়ার) সহযোগী হয়ে ক্রিয়ার ভাব, প্রকার, কাল প্রকাশ করে, তা-ই সহায়ক ক্রিয়া। ইংরেজিতে may/might, shall/will, can/could ইত্যাদি auxiliary verb-এর দৃষ্টান্ত।

বাংলায় সহায়ক ক্রিয়ার ভূমিকা কিছুটা আলাদা। *বসে পড়ল*, খেয়ে ফেলল, *উঠে পড়ল* ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়ার অসমাপিকা অংশই অর্থের দিক থেকে মুখ্য, সমাপিকা ক্রিয়াটি ওই মুখ্য ক্রিয়াকে সাহায্য করে বা সহায়তা দেয়। এটিই সহায়ক ক্রিয়া।

সহোচ্চারণ, coarticulation

দ্র **যুগ্ম উচ্চারণ**

সাংকেতিক ভাষা, sign language

প্রধানত মূক ও বধিরদের জন্য উদ্‌ভাবিত 'ভাষা'। এই ভাষা মূক-বধিরদের পারস্পরিক জ্ঞাপনকর্ম সম্পন্ন করে, যদিও এতে মুখনিঃসৃত বাগ্‌ধ্বনি ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় হাত, মাথা, মুখমণ্ডল, চোখ প্রভৃতির সঞ্চালন। আধুনিক কালে সাংকেতিক ভাষা নিয়ে প্রথম কাজ করেন ফরাসি শিক্ষাবিদ শার্ল মিশেল দ্য ল্যপে (Charles Michel de l'Epée)। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম সাংকেতিক ভাষার উদ্ভব হয়েছে, যেমন আমেরিকায় American Sign Language, ইংল্যান্ডে British Sign Language, ডেনমার্কে Danish Sign Language, ফ্রান্সে French Sign Language ইত্যাদি। সাংকেতিক ভাষার সংগঠন বেশ জটিল। শুধু হাতের আঙুলের সংকেতই হতে পারে বহুরকম। ইংল্যান্ডে, আমেরিকায়, সুইডেনে, ডেনমার্কে একরকম নয়।

সাঁওতালি ভাষা

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কতকগুলি জেলায় বসবাসকারী সাঁওতালদের ভাষা। বহুকাল পর্যন্ত সাঁওতালির নিজস্ব লিপি ও বর্ণমালা ছিল না। রঘুনাথ মুর্মু 'অলচিকি' নামে সাঁওতালি ভাষার বর্ণমালা উদ্‌ভাবন করেন। বাংলার সঙ্গে সাঁওতালির একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। বাংলার সঙ্গে সাঁওতালির মিল শব্দভাণ্ডারে, ধ্বনিতে, ব্যাকরণে।

সাকল্যবাচক, inclusive

ব্যাকরণে দুটি অর্থে inclusive পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমত First Person Pronoun সম্পর্কে এটি ব্যবহৃত হয়, যেখানে বক্তা ও উদ্দিষ্ট শ্রোতা উভয়কেই উদ্দেশ করে বলা হয়—*We* বললে *me* এবং *you* দুজনকেই বোঝায়।

দ্বিতীয়ত, inclusive pronoun পরিভাষাটি 'সকল' অর্থেও প্রযুক্ত হয়—*সবাই* গেছে, *সকলেই* জানে।

সাধিত ধাতু, secondary roots

যে ধাতুগুলি একাধিক সিলেবল বা ধ্বনিদল নিয়ে গঠিত, সেগুলিই সাধিত ধাতু। √খাওয়া, √দেখা, √শোনা ইত্যাদি সাধিত ধাতুর উদাহরণ। বাংলায় সাধিত ধাতু তৈরি হয় দুই উপায়ে—প্রযোজক ধাতু দিয়ে এবং নাম ধাতু দিয়ে।

সাধিত শব্দ

দ্র জটিল শব্দ

সাপির, এডওয়ার্ড, Edward Sapir (1884-1939)

আমেরিকান ভাষাবিদ ও নৃতত্ত্ববিদ। তাঁর জন্ম হয়েছিল জার্মানিতে। যখন তিনি পাঁচ বছরের বালক, তখন তাঁদের পরিবার জার্মানি ছেড়ে চলে যায় আমেরিকায়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেই বিখ্যাত জার্মান-আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ ফ্রানৎস বোয়াসের সংস্পর্শে আসেন। বোয়াসেরই পরামর্শে সাপির উত্তর আমেরিকার দেশীয় ভাষাগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ক্যানাডার অটাওয়াতে পনেরো বছর গবেষণা করেন এবং তারপর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ধ্বনিতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে সাপির গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। আমেরিকার দেশীয় ভাষাসমূহের বর্গীকরণ তিনিই প্রথম করেন। ১৯২১ সালে প্রকাশিত তাঁর Language বইটিকে অবয়ববাদী বা সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানের (structural linguistics) একটি প্রাথমিক রচনা বলে মনে করা হয়। ভাষাতত্ত্বে সাপিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল একই রূপমূল বা শব্দের রূপভেদগুলির মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার। তিনি লক্ষ করেন যে, nation (বিশেষ্য), national (বিশেষণ) এই দুটি রূপ ভিন্ন বটে, তবে বিশেষণটি কেবল -al রূপমূল যোগ করে গঠিত হয়েছে, এবং এর ফলে দুটি শব্দের উচ্চারণেও পার্থক্য ঘটে গেছে nation [neiʃən], national [næʃnəl]। সাপিরের সঙ্গে প্রায়ই হোঅর্ফ-এর (Whorf) নাম যুক্ত হয়। তবে হোঅর্ফ-এর সূত্রকে (Whorf hypothesis) সাপির মানেননি। সাপির ও ব্লুমফিল্ডকে যুগ্মভাবে অবয়ববাদী বা সংগঠনবাদী ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলা হলেও এ বিষয়ে সাপিরের তুলনায় ব্লুমফিল্ডের অবদান অনেক বেশি। তবু মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিকদের উপর সাপিরের প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৯৩০-৪০ এ যেসব মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের অনেকেই সাপিরের ছাত্র। হোঅর্ফও তাঁর ছাত্র ছিলেন। [দ্র **'সাপির-হোঅর্ফ' সূত্র**]

সাপির-হোঅর্ফ সূত্র, (Sapir-Whorf hypothesis)

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ বেনজামিন হোঅর্ফ তাঁর Language, Thought and Reality (1956) গ্রন্থে বলেছেন যে, আমাদের ভাষাভঙ্গি আমাদের চিন্তাপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এডওয়ার্ড সাপিরও যেহেতু প্রায় এই কথাই বলেছেন তাই এই তত্ত্বটি পরিচিত হয়েছে 'সাপির-হোঅর্ফ সূত্র' নামে। এই তত্ত্বটি Linguistic Relativity hypothesis বা 'ভাষাগত-আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' নামেও প্রচলিত হয়েছে। অনেকগুলি দক্ষিণ আমেরিকান ভাষা পরীক্ষা করে হোঅর্ফ-এর এই ধারণা হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রটি ভাষাবিজ্ঞানী-মহলে তেমন সমর্থন পায়নি। অনেকেই বলেছেন যে, একথা যদি সত্য হত তাহলে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ সম্ভবই হত না। অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হলেও অসম্ভব তো নয়। সেই কারণে সাপির—হোঅর্ফ সূত্রটি অনেকটাই পরিত্যক্ত হয়েছে।

সাপেক্ষ বাক্য, conditional sentence

বাক্যের একটি অংশের সম্পাদন অন্য একটি অংশের উপর নির্ভর করলে সেই বাক্যই হবে 'সাপেক্ষ বাক্য'। সাধারণত 'যদি', 'যখন' 'যেদিন' ইত্যাদি সাপেক্ষ পদ ব্যবহৃত হয় স্বাধীন খণ্ডবাক্যে, এবং আশ্রিত খণ্ডবাক্যে 'তবে', 'তখন', 'সেদিন' ইত্যাদি ক্রিয়াবিশেষণবাচক পদ বসে।

তুমি যদি চাও তবে নিশ্চয় আসব।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

কখনো কখনো সাপেক্ষ বাক্য জটিল হলেও তার চেহারাটা সরল বাক্যেরই মতো—

গিয়েছ কি মরেছ।

(যদি যাও তবে মরবে)

এই প্রসঙ্গে *অসম্পূর্ণ সাপেক্ষতার* (incomplete conditionality) কথা বলা প্রয়োজন। অসম্পূর্ণ সাপেক্ষ বাক্য গঠনের দিক থেকে সরল, 'যদি' সংযোজক সেখানে থাকে, বাক্যের দ্বিতীয় অংশটি অনুপস্থিত—

যদি এমন দিন আসত!

আমারও যদি এমন একটা মেয়ে থাকত!

সাপেক্ষ সংযোজক, conditional connective

শর্তের উপর নির্ভরশীল হলে তাকে সাপেক্ষ বলা হয়। করলে, গেলে, নড়লে, বললে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াই সাপেক্ষ সংযোজকের কাজ করে। 'যদি কোনো একটি ব্যাপার ঘটে' এই অর্থে সাপেক্ষ সংযোজক ব্যবহৃত হয়। '*নড়লে* ছবি খারাপ হবে', 'তুমি *গেলে* আমিও যাব', 'পাশ *করলে* মিষ্টি খাওয়াব' ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযোজক (নড়লে, গেলে, করলে) সাপেক্ষ।

সামাজিক সৌজন্যসূচক ভাষাবিনিময়, phatic communion

ফ্যাটিক কমিউনিয়ন কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন নৃভাষাবিজ্ঞানী (anthropolinguist) ম্যালিনৌস্কি (Bronislaw Malinowski)। যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে ভাষার আদান-প্রদানে কোনো তথ্য জানানো হয় না, নিছক সামাজিক সৌজন্যই প্রকাশ করা হয়, তখন সেই ভাষিক আদানপ্রদানকে তিনি বলেছেন phatic communion, যাকে বলা যেতে পারে সামাজিক সৌজন্যসূচক ভাষাবিনিময়। এর দৃষ্টান্ত হল এই ধরনের বাক্য—'আজকের দিনটা সত্যিই সুন্দর, তাই না?' ; 'দিনটা ভালোই যাবে মনে হয়। কী বলেন?' ম্যালিনৌস্কি এই প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা করেছেন ১৯২০-র দশকে। তার অনেক পরে ১৯৬০ সালে রোমান ইয়াকপসন একে দেখেছেন বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সংস্পর্শের দিক থেকে।

সার্বিক ব্যাকরণ, universal grammar

১৯৮০-র দশকে মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি ও তাঁর অনুগামীরা একটি সার্বিক বা সর্বজনীন ব্যাকরণের কথা বলেন। শিশুরা কীভাবে ভাষার জটিল প্রক্রিয়াগুলি অল্প সময়ে আয়ত্ত করে, তারই ব্যাখ্যা হিসাবে এই তত্ত্বটি উপস্থিত করা হয়। এমন নয় যে, একটি শিশু ইংরেজি বা ফরাসি বা চীনা ভাষার সূত্রগুলি উত্তরাধিকাররূপে অর্জন করে। চমস্কির মতে, সাধারণভাবে ভাষার কতকগুলি মূল বা প্রাথমিক নীতি (basic principles) শিশুর আয়ত্তে এসে যায়। এগুলি কোনো বিশেষ একটি ভাষার সূত্র নয়। এসব সূত্র সব ভাষাতেই থাকে। একেই universal grammar বলা হয়েছে। ভাষায় ভাষায় বহু পার্থক্য থাকে। শিশুর ক্ষেত্রে কি তা সমস্যার সৃষ্টি করে না? চমস্কির মতে ভাষায় ভাষায় পার্থক্য নিশ্চয় আছে। তবে সে পার্থক্য নিতান্তই superficial বা অগভীর, উপরিস্তরগত এবং শিশুর ভাষা-অর্জনের পথে তা বাধা হয় না।

সার্বো-ক্রোয়াট, Serbo-Croat

দক্ষিণ স্লাভিক ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য, ব্যাপক প্রচলন বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়ায় এবং সন্নিহিত আরও কোনো কোনো অঞ্চলের দ্বিতীয় ভাষা। মধ্যযুগ থেকে এই ভাষার লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়, রোমান ও সিরিলিক লিপিতে।

সিংহলি, Ceylonese, Sinhalese

ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীর ভাষা, বর্তমান শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের (পূর্বতন সিংহলের) প্রধান ভাষা। এই ভাষায় তামিলের প্রভাব সুস্পষ্ট। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে সিংহলির লিখিত নিদর্শন পাওয়া গেছে, যদিও সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকের আগে পাওয়া যায়নি। সিংহলির প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষাকে 'এলু' বলা হয় এবং আধুনিক মৌখিক ভাষার নাম 'সিংহল' (Sinhala)।

সিন্ট্যামীয় সম্পর্ক, Syntagmatic relations

বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কই syntagmatic relation, বা বলা যায়, আন্তঃরূপমূল সম্পর্ক। এই সম্পর্ক একটি শব্দের বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে হতে পারে, যেমন string-এর s, t, r এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক। আবার কর্তৃপদ (subject) এবং ক্রিয়ার সম্পর্ক হতে পারে—John goes কিংবা They go প্রথম বাক্যে verb-এর present indefiniteএ es যুক্ত হল, দ্বিতীয় বাক্যে হল না।

সিরিয়াক, Syriac

প্রাচীন আরামেইক (Aramaic) ভাষা যার লিখিত নিদর্শন পাওয়া গেছে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে। সিরীয় চার্চে এই ভাষার ব্যাপক ব্যবহার হত। চতুর্থ শতকে সিরিয়ায় খ্রিস্টধর্মের

প্রসারের পর সাহিত্যিক ভাষা হিসাবেও সিরিয়াক-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বর্তমানে গির্জায় উপাসনার ভাষা হিসাবেই সিরিয়াক বেশি প্রচলিত, যদিও ইরাক, তুরস্ক ও ইরানের কিছু মানুষ আজও এই ভাষায় কথা বলে।

সিরিলিক, Cyrillic

রাশিয়া, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত লিপি। এই স্লাভিক লিপিটির প্রবর্তক সেন্ট সিরিল (St Cyril) বলে অনুমান করা হয়। নবম শতকে থেসালোনিকার অধিবাসী এই মিশনারি এই লিপিটির প্রবর্তন করায় এর নাম হয়েছে সিরিলিক লিপি।

সিস্টেমিক গ্র্যামার, systemic grammar

১৯৬০ সাল নাগাদ ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী মাইকেল হ্যালিডে (M.A.K. Halliday) systemic grammar বা systemic linguistics-এর কথা বলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাকরণ কতকগুলি system বা পদ্ধতি বা প্রকরণের সমবায় (a network of systems)। সেই প্রকরণগুলি বৈপরীত্য-সম্পর্কবিশিষ্ট। সিস্টেমিক পদ্ধতি জোর দেয় ভাষা-বিশ্লেষণের সামাজিক অভিঘাতের উপর। এই পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ করে মানুষ ভাষা কীভাবে ব্যবহার করে তার উপর। এই পদ্ধতি ভাষার জ্ঞাপন-ক্রিয়ার উপর যত জোর দেয়, সূত্র, নিয়ম বা তত্ত্বের উপর তত নয়। মানুষ যখনই ভাষা ব্যবহার করে, তখন তার খেয়াল থাকে অর্থের উপর এবং সেই অর্থ প্রকাশিত হয় শব্দ, ব্যাকরণগত সংগঠন, ধ্বনি-উচ্চারণ প্রভৃতির মাধ্যমে। এই পদ্ধতির প্রধান কথা 'নির্বাচন' (choice)। একটি উদাহরণ দেখা যাক। বাক্য ব্যবহারকালে ক্রিয়ার কাল (tense), বচন (number), প্রকার (aspect), ভাব (mood) প্রভৃতির ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় প্রকরণটি নির্বাচন করা হয়। যদি বলা হয়—She ran, তাহলে প্রথমত singular number (she), third person, feminine gender, past tense এবং action process (ran) নির্বাচন করা হল।

সীমা, boundary

বিভিন্ন ভাষিক এককের (linguistic unit) মধ্যে ব্যবধানকে 'সীমা' বা boundary বলা হয়। এই boundary নির্দেশ করা হয় দু-একটি চিহ্ন দিয়ে। ক. দুটি শব্দের মধ্যে যে পরিসর তা দেখানো হয় দুটি ## চিহ্ন দিয়ে—বাড়ি##যাব, the##man.

খ. শব্দের মূল ও বিভক্তি প্রত্যয়ের মধ্যবর্তী সীমা বা পরিসর বোঝানো হয় একটি # দিয়ে—

পাণ্ডিত্য#পূর্ণ, swift#ness

গ. দুটি দল বা ধ্বনিদলের মধ্যবর্তী পরিসর দেখাতে + চিহ্ন ব্যবহৃত হয়—পা + খি, dei + vid (David)।

সীমিত বুলি, restricted code

দ্র বার্নস্টাইন, বেজ়িল

সুইট, হেনরি, Henry Sweet (1845-1912)

ইংরেজ বৈয়াকরণ, ধ্বনিবিজ্ঞানী। ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানে তাঁর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্ন-ইংরেজি সম্পর্কেও তাঁর রচনাবলি পথিকৃতের মর্যাদা পেয়েছে। ভাষাচর্চার প্রধান ক্ষেত্র তাঁর মতে ধ্বনিতত্ত্ব-চর্চা। রোমান হরফের উপর ভিত্তি করেই তিনি লিপ্যন্তর বা প্রতিবর্ণীকরণের সুপারিশ করেছিলেন। সেই সুপারিশকে বলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপির (IPA) ভিত্তিস্বরূপ।

সুইডিশ, Swedish

উত্তর জার্মান ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। প্রধানত সুইডেনে এবং অংশত ফিনল্যান্ডে প্রচলিত। রোমান হরফই ব্যবহৃত হয় সুইডিশে, কেবল কয়েকটি অতিরিক্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন অ /ɔ/ ধ্বনি বোঝাতে Å এবং এ /e/ বোঝাতে $\ddot{\text{A}}$ ব্যবহৃত হয়।

সুকুমার সেন (১৯০০-৯২)

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক। প্রধানত সোরাবজি তারাপুরওয়ালা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র। The Use of the Cases in Vedic Prose নামক গবেষণাগ্রন্থ তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা। পরে একে একে Buddhist Hybrid Sanskrit, A History of Brajabuli Literature, An Outline Syntax of Middle Indo-Aryan, Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan লেখেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় দুই খণ্ডে An Etymological Dictionary of Bengali. তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য'। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তাঁর আর এক কীর্তি। শুধু ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবেই নয়, তিনি ভারতবিদ্যার সাধক হিসাবেও কীর্তিমান।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৭৭)

ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণার ফল হিসাবে প্রকাশিত The Origin and Development of the Bengali Language অদ্যাবধি একটি মহাগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। এ ছাড়া Indo-Aryan and Hindi, A Brief Sketch of Bengali Phonetics, A Bengali Phonetic Reader, Bengali Self -taught প্রভৃতি ইংরেজি গ্রন্থ এবং 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', 'বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গে, 'সাংস্কৃতিকী', 'ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা' প্রভৃতি বাঙলা গ্রন্থে ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন রয়েছে। তাঁর জ্ঞানচর্চার ব্যাপকতা ও গভীরতা, তাঁর মনীষিতা এবং চিন্তাচর্যার উজ্জ্বলতা তাঁকে এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে স্মরণীয় করে রেখেছে।

সুমেরীয়, Sumerian

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ভাষা। অন্য কোনো ভাষার সঙ্গে এর সংযোগ আবিষ্কার করা যায়নি। সুমেরীয় ভাষা লেখা হত কীলক লিপিতে (cuneiform)। গোড়ার দিকে কিছু চিত্রলিপি (pictogram) ব্যবহৃত হত। সে খ্রিস্টজন্মের চার হাজার বছর আগের কথা। পরে আক্কাদীয় লিপি কীলক লিপিকে সরিয়ে দেয়।

সুর, tone

স্বরগ্রামের (pitch) তীব্রতা বা ওঠানামাই সুর। সুর শব্দের বা ধ্বনিদলের অর্থকে প্রভাবিত করে। সুরের তীব্রতা বা মৃদুতা নির্ভর করে ধ্বনিদ্বারের (vocal folds) কম্পনের উপর। কম্পন বেশি হলে সুর তীব্র হয়, কম্পন মৃদু হলে সুরও মৃদু হয়।

সুরপ্রধান ভাষা, tone language, tonic language

যে-ভাষায় শব্দ-উচ্চারণের সুরের উপর শব্দের অর্থ নির্ভর করে, সেই ভাষাই সুরপ্রধান ভাষা। চীনা (ম্যান্ডারিন) ভাষা সুরপ্রধান। অন্যান্য সুরপ্রধান ভাষার মধ্যে আছে ভিয়েতনামি ভাষা, তাইল্যান্ডের ভাষা, পশ্চিম আফ্রিকার কোনো কোনো ভাষা।

স্থানান্তরণ, extraposition

বাক্যের কোনো অংশকে এমনভাবে বাক্যের শেষে বা ব্যক্যাংশের শেষে ঠেলে দেওয়া যাতে অর্থের কোনো হানি না হয়। It's fine working here—এই বাক্যের is fine অংশকে শেষে নিয়ে এসে Working here is fine বলা বা লেখা হলে extraposition হয়।

স্পর্শ ধ্বনি

দ্র স্পৃষ্ট ধ্বনি

সেবিয়ক, টমাস, Thomas A. Sebeok (1920-)

হাঙ্গেরীয় ভাষাতাত্ত্বিক, জন্ম ১৯২০ সালে বুদাপেশৎ শহরে। ১৯৩৭ সালে সেবিয়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন এবং সাত বছর পর ১৯৪৪ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। ওই বছর থেকেই সেবিয়ক ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে লিংগুইস্টিকস বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। International Association for Semiotic Studies বা IASS-এর মুখপত্র Semiotica-র সম্পাদনা করেন তিনিই। Semiotics বা চিহ্নতত্ত্ব নামক বিদ্যার তিনি শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। তাঁর রচনায় রোমান ইয়াকপসন (Roman Jakobson) এবং চার্লস

মরিসের (Charles Morris) প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁর মতে জ্ঞাপনীয় আচরণের (communicative behaviour) প্রধান ভিত্তি ও অবলম্বনই হল চিহ্ন। The Sign and Its Masters (1979), Contributions to the Doctrine of Signs (1978), A Sign is Just a Sign (1991) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

সেমিটিক, সেমীয়, Semitic

সেমীয় একটি ভাষাপরিবার। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ছাড়া আর যে ভাষাপরিবার সবচেয়ে বেশি চর্চিত, তা হল এই সেমীয় ভাষাপরিবার। দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা এর সদস্য—আরবি ও হিব্রু। তা ছাড়া বাইবেল চর্চাও এই ভাষা সম্পর্কে আগ্রহের কারণ। সেমীয়র তিনটি শাখা—উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম। উত্তর-পশ্চিম শাখার প্রধান ভাষা আক্কাদীয় (Akkadian), যার মধ্যে আছে ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় উপভাষা। উত্তর-পূর্ব শাখায় একসময় বেশ কয়েকটি ভাষা ছিল। তবে প্রধান ভাষা হিব্রু। দক্ষিণ-পশ্চিম শাখার প্রধান ভাষা আরবি।

স্পুনারিজ়ম, Spoonerism

কোনো বাক্যের বা বাক্যাংশের দুটি শব্দের আদ্য ব্যঞ্জনধ্বনি যদি পরস্পর স্থানবিনিময় করে, এবং তার ফলে একটি কৌতুকপ্রদ নতুন বাক্য বা বাক্যাংশ তৈরি হয়, তাকেই স্পুনারিজ়ম বলে। অক্সফোর্ডের নিউ কলেজের ওয়ার্ডেন রেভারেন্ড স্পুনার (W.A. Spooner) প্রায়শই এই ধরনের বিপর্যাস করে ফেলতেন। যেমন একবার তিনি তাঁর এক ছাত্র সম্পর্কে বলেছিলেন সে নাকি 'hissed my mystery lectures'। তিনি বলতে চেয়েছিলেন—missed my history lectures। আরও দৃষ্টান্ত—Our dear old queen হয়ে যায়, our queer old dean বাংলায় 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব'এর রূপান্তর 'কাক ছড়ালে ভাতের অভাব'।

স্পৃষ্ট ধ্বনি, stops, plosives

দুটি বাক্-প্রত্যঙ্গ বন্ধ হবার ফলে ফুসফুস থেকে আসা শ্বাসবায়ু ক্ষণিকের জন্য সম্পূর্ণ রুদ্ধ হবার পর হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসায় যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তা-ই স্পৃষ্ট ধ্বনি। স্পৃষ্ট ধ্বনির উচ্চারণে দুটি বাগ্‌যন্ত্র প্রথমে সম্পূর্ণ যুক্ত হয়ে গিয়ে শ্বাসবায়ুর পথ বন্ধ করে দিয়ে হঠাৎ খুলে যায়। ইংরেজি team-এর /t/ এবং din-এর /d/ এই শ্রেণির ধ্বনি। বাংলায় ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। ধ্বনিবিজ্ঞানী ডেভিড অ্যাবারক্রম্বি স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনির তিনটি স্তরের কথা বলেছেন—ক. দুটি বাক্-প্রত্যঙ্গের সংস্পর্শ, খ. বদ্ধ বাক্-প্রত্যঙ্গ দুটির পিছনে শ্বাসবায়ুর রুদ্ধ অবস্থা, এবং গ. বাধা সরে যাবার পর ধ্বনি-উৎপাদন।

স্পেনীয়, Spanish

ইন্দো-ইয়োরোপীয় পরিবারের অন্তর্গত রোমান্স গোষ্ঠীর সদস্য, লাতিন থেকে উদ্ভূত। স্পেনে, মধ্য আমেরিকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজ়িল বাদে অন্য সব দেশে স্পেনীয় ভাষাই প্রধান ভাষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বহু মানুষের ভাষা স্পেনীয়। তবে ইয়োরোপের অর্থাৎ স্পেনের ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার ভাষায় কিছু পার্থক্য আছে। বর্তমানে স্পেনের ভাষাকে Castilian বলা হয়।

স্বতোনাসিক্যীভবন, spontaneous nasalization

সচরাচর নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ হলে বাংলায় স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে যায়—চন্দ্র > চাঁদ, কণ্টক > কাঁটা। কিন্তু মূলে আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি না-থাকা সত্ত্বেও সাদৃশ্যজনিত কারণে, বা অকারণে অনুনাসিকতা এলে তাকেই স্বতোনাসিক্যীভবন বলা হয়। ইষ্টক > ইঁট, পুস্তক > পুঁথি এর দৃষ্টান্ত। এ ছাড়া পাঁঠা, হাঁটা, প্যাঁচা প্রভৃতিও স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্ত। উপভাষায় পাওয়া যায় 'হাঁসপাতাল' কথাটি।

স্বতোমহাপ্রাণীভবন, spontaneous aspiration

মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব ছাড়াই কোনো ধ্বনি মহাপ্রাণিত হলে তাকেই স্বতোমহাপ্রাণীভবন বলে। কবহুঁ > কভু, মস্তক > মাথা প্রভৃতি শব্দে এই প্রবণতা দেখা যায়।

স্বতোমূর্ধন্যীভবন, spontaneous cerebralization

কোনো দন্ত্য ধ্বনি অন্য কোনো মূর্ধন্য ধ্বনির প্রভাব ছাড়াই মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকেই স্বতোমূর্ধন্যীভবন বলে। একটি দৃষ্টান্ত—পতৎ > পড়ে। সমীভবনের জন্যও স্বতোমূর্ধন্যীভবন হয়—হাত্‌টান > হাট্‌টান, বড়ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর।

স্বনিম, phoneme

দ্র **ধ্বনিমূল**

স্বরক, vocoid

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী কেনেথ পাইক vocoid নামে স্বরধ্বনির একটি নতুন শ্রেণির কথা বলেছেন। তাঁর মতে consonant ও vowel পরিভাষাদুটি তাদের ধ্বনিচরিত্র বিচার করে উদ্‌ভাবন করা হয়নি, বরং ধ্বনিদল বা সিলেবল-গঠনে তাদের ভূমিকার কথা ভেবেই করা হয়েছে। পাইক ইংরেজি yes শব্দের [j] এবং wait শব্দের [w] কে vocoid বলেছেন। পাইকের মত তেমন সমর্থন পায়নি, বিষয়টাতে স্পষ্টতা নেই বলে। [দ্র ব্যঞ্জনক]

স্বরক্রম, vowel gradation

দ্র **অপশ্রুতি**

স্বরগুণ, voice quality

কণ্ঠস্বরের সাধারণ প্রকৃতিই 'স্বরগুণ'। বক্তার বাচনবৈশিষ্ট্যই 'স্বরগুণ'। স্বরগ্রামের নিম্নতা বা তীব্রতা, কণ্ঠস্বরের ক্ষীণতা বা স্থূলতা ইত্যাদি নানান উপাদানের উপর স্বরগুণ নির্ভর করে। স্বরগুণ এক কথায় কণ্ঠস্বরের সেই বৈশিষ্ট্য যার জন্য শ্রোতা একজন বক্তার কণ্ঠ শনাক্ত করতে পারে।

স্বরচ্ছেদ, hiatus

বাংলা ভাষায় পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি মিলে যদি দ্বিস্বরধ্বনি তৈরি না করে, তাহলে তাদের মধ্যে ব্যঞ্জনের অভাবজনিত যে ফাঁক তৈরি হয় তাকেই hiatus বলে। এই ফাঁক পূরণের জন্য দুটি শ্রুতিধ্বনি এসে যায়—য়্ / ĕ / এবং ও্অ /w/। মায়া /ma ĕ a/। দয়া /dɔ ĕa/ এবং খাওয়া /kha ŏ a/ বা /khawa/।

স্বরধ্বনি, vowels

যে-ধ্বনির উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসার সময় মুখবিবরে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবং যার উচ্চারণে ধ্বনিদ্বারদুটিতে কম্পন হয়। ইংরেজিত i, e, æ, ʌ, ɔ, o, ɒ, æ, u এগুলি স্বাভাবিক vowel. এছাড়া আছে long vowel ও nasal vowel বা অনুনাসিক স্বরধ্বনি। বাংলায়, ই, এ, অ্যা, উ, ও অ, আ এই সাতটি স্বাভাবিক স্বরধ্বনি। এছাড়া প্রতিটিই অনুনাসিক হতে পারে। জিহ্বার ওঠানামা অনুসারে বাংলা স্বরধ্বনি চার রকমের হয়—উচ্চ, উচ্চ-মধ্য, নিম্ন ও নিম্ন-মধ্য ; জিহ্বার অগ্র-পশ্চাৎ গতি অনুসারে স্বরধ্বনি তিন রকমের—সম্মুখ, পশ্চাৎ, কেন্দ্রীয় ; ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনি দুই রকমের—বর্তুল বা কুঞ্চিত ও প্রসারিত ; ঠোঁটের উন্মুক্ততা অনুসারে চার রকমের—বিবৃত, অর্ধবিবৃত, সংবৃত, অর্ধসংবৃত।

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা

স্বরধ্বনি ধ্বনিগতভাবে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই-ই হতে পারে। ইংরেজিতে short vowel হল /æ/ (cat), / ɛ / (bed), /ɔ/ (about), /ʌ/ (run) ইত্যাদি। অন্য দিকে long vowel হল /a:/ (arm), /i:/ (plea), /u:/ (too) ইত্যাদি। বাংলায় সাধারণত স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয় না। রীতি, নদী প্রভৃতি শব্দের প্রথম ধ্বনিদলের স্বরধ্বনি হ্রস্ব ই উচ্চারিত হয়। কেবল এক ধ্বনিদলের স্বরধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। আম, মা প্রভৃতি শব্দের স্বরধ্বনি দীর্ঘ।

স্বর-পরিব্যক্তি, voice mutation

Adolescence বা বয়ঃসন্ধির সময় কিশোরদের (কিশোরীদের তত নয়) স্বরভঙ্গ হয়। কিছুকাল পরে কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক গুণ (voice quality) ফিরে আসে। কণ্ঠস্বরের এই পরবর্তী অবস্থাকেই স্বর-পরিব্যক্তি বলা হয়।

স্বরভক্তি

দ্র **বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি**

স্বরভঙ্গি, modulation

ভাষাবিজ্ঞানে modulation শব্দটির উদ্ভাবক ও প্রয়োগকর্তা লেনার্ড ব্লুমফিল্ড। তিনি দেখিয়েছেন যে, সবসময় ব্যাকরণ বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে না। প্রস্বর (stress) ও বাক্যসুর (intonation) বাক্যের অর্থকে স্পষ্ট করে। Modulation বা স্বরভঙ্গি প্রস্বর ও বাক্যসুরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। একটি বাক্যকে আপাতদৃষ্টিতে নির্দেশক মনে হতে পারে। কিন্তু তাতে যে সুর লাগে তা-ই দেখিয়ে দেয় যে, বাক্যটি অনুজ্ঞাবাচক বা উচ্ছ্বাসবাচক।

স্বরযন্ত্র, larynx

ল্যারিংসকেই স্বরযন্ত্র বলা হয়। শ্বাসনালির (windpipe) উপর-অংশে তরুণাস্থি (cartilage) ও পেশি দিয়ে তৈরি একটি নলাকার যন্ত্র এটি। এরই মধ্যে রয়েছে ধ্বনিদ্বার বা vocal folds. ধ্বনির উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কণ্ঠমণি, আদম-আপেল, অধিজিহ্বা এবং ধ্বনিদ্বার স্বরযন্ত্রেরই অংশ।

স্বরলোপ, loss of vowel

ধ্বনিপরিবর্তনের একটি ধারা। নানা কারণে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনি লোপ পায়। এই লোপ সাধারণভাবে তিন শ্রেণির—আদিস্বর লোপ (aphesis), মধ্যস্বর লোপ (syncope) এবং অন্ত্যস্বর লোপ (apocope)। দৃষ্টান্ত হল অতসী > তিসি (আদিস্বর লোপ) ; গামোছা > গামছা (মধ্যস্বর লোপ) ; আজি > আজ (অন্ত্যস্বর লোপ)।

স্বরসংগতি, vowel harmony

দ্র **স্বরের উচ্চতাসাম্য**

স্বরাঘাত, accent

দ্র **প্রস্বর, শ্বাসাঘাত**

স্বরের উচ্চতাসাম্য, স্বরসংগতি, vowel height assimilation

দুটি ভিন্নজাতীয় স্বরধ্বনি পরস্পরের প্রভাবে একজাতীয় ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকেই স্বরসংগতি বলে। স্বরসংগতি বাংলা ভাষার একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতে স্বরসংগতি নেই, হিন্দিতেও নেই। ঊর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনির প্রভাবে ঊর্ধ্বস্বর ঊর্ধ্বমধ্যতে পরিণত হয়, ঊর্ধ্বস্বরের প্রভাবে নিম্নকেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি ঊর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়। এর বহু দৃষ্টান্ত আছে বাংলা ভাষায়। বিলাত > বিলেত, বিকাল > বিকেল, নিতাই > নেতাই ; কুলা > কুলো, তুলা > তুলো, জুতা > জুতো ; ঘট > ঘটি, অত > অতি ; দেশি > দিশি, ভিতর > ভেতর ইত্যাদি। স্বরসংগতিতে

'অসম উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে একটি উচ্চতার দিক থেকে অন্যটির সমান বা কাছাকাছি আসে'। পবিত্র সরকার 'স্বরের উচ্চতাসাম্য' পরিভাষাটি প্রস্তাব করেছেন।

স্বলক্ষণ

দ্র **ধ্বনির স্বলক্ষণ**

স্বাঙ্গীকরণ, adaptation, naturalization

বিদেশি শব্দ বা আগন্তুক শব্দ কোনো ভাষার নিজস্ব ধ্বনিচরিত্র অনুযায়ী বদলে গৃহীত হলে তাকেই naturalization বা adaptation বলা হয়। ফরাসি ভাষার শব্দ garage (গরাজ্) ইংরেজিতে এসে 'গ্যারিজ্' হয়েছে। ইংরেজি table বাংলায় টেবিল' হয়েছে। একেই স্বাঙ্গীকরণ বলা হয়।

স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, unmarked, marked

ভাষাবিজ্ঞানে সেইসব বৈশিষ্ট্যকে স্বাভাবিক ও অচিহ্নিত (unmarked) বলা হয়, যেগুলি গঠনের দিক থেকে স্বাভাবিক, প্রচলিত, প্রত্যাশিত এবং অনুমানসাধ্য। যেগুলি গঠনগতভাবে অস্বাভাবিক, অপ্রচলিত বা বিরল, প্রয়োগ অপ্রত্যাশিত ও কষ্টকল্পিত, সেগুলিকে marked বা চিহ্নিত বা অস্বাভাবিক বলা হয়। 'আমি তাকে খেলতে দেখেছি'—এই বাক্যটি গঠনগতভাবে স্বাভাবিক বা unmarked কিন্তু 'আমি দেখেছি তাকে খেলতে'—এই বাক্যটি marked বা অস্বাভাবিক, কেননা এখানে পদক্রমের বিপর্যাস ঘটেছে। চমস্কি মনে করেন যে, অধিকংশ ভাষার ক্ষেত্রে p, t, k, s ধ্বনিগুলি সুপ্রচলিত এবং স্বাভাবিক, আবার v, z, বিরলপ্রয়োগ, তাই অস্বাভাবিক।

স্বার্থিক প্রত্যয়, pleonastic suffix

কখনো কখনো শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করা সত্ত্বেও শব্দটির অর্থ বদলায় না। এই ধরনের প্রত্যয়কে স্বার্থিক প্রত্যয় বলে। বন্ধু + অ = বান্ধব একটি দৃষ্টান্ত, যেখানে অ প্রত্যয় যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নতুন শব্দটির অর্থ একই থাকল।

হ

হরপ্পা লিপি

হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে বহু সিলমোহর পাওয়া গেছে কিন্তু সেই সিলমোহরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। মহেঞ্জোদড়ো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি জায়গায় প্রাপ্ত সিলমোহরে যে-লিপি ব্যবহৃত হয়েছে তার সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির তেমন মিল নেই। একসময় মনে করা হত যে সিন্ধু-হরপ্পার লিপি ভারতের বাইরে থেকে এসেছে। ১৯২২ সালে নৃতত্ত্ববিদ হ্যাডন (A.C. Haddon) বলেন যে, ভারতের অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ একসময় পাঞ্জাব থেকে ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বসতি করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মহেঞ্জোদড়োয় পাওয়া সিলমোহরে যেসব চিহ্ন বা প্রতীক পাওয়া গেছে তার অনেকগুলির সঙ্গে ইস্টার দ্বীপে পাওয়া চিহ্নের সাদৃশ্য আছে। কাজেই এই দুইয়ের যোগ থাকা অসম্ভব নয়। এখন অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেছেন যে, ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব সিন্ধু-হরপ্পা সভ্যতার যুগ থেকেই।

হাই, মুহম্মদ আবদুল

দ্র **মুহম্মদ আবদুল হাই**

হাইফেন, hyphen (-)

ইংরেজিতে যা hyphen, বাংলায় তার দুটি নাম আছে—পদ-সংযোগ চিহ্ন ও শব্দ-বিশ্লেষ চিহ্ন, যদিও এ-দুটি নাম প্রচলিত হয়নি। হাইফেনের কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রয়োগক্ষেত্র আছে। প্রথমত, একই শব্দের পুনরুক্তির ফলে তৈরি দ্বিরুক্ত শব্দে। হাসি-হাসি মুখ, চোর-চোর খেলা ; দ্বিতীয়ত, দ্বন্দ্বসমাসে সংযোজকের বদলে—দেশ-বিদেশ, দেনা-পাওনা, বাবা-মা ; তৃতীয়ত, করণবাচক বা সম্বন্ধবাচক বা নিমিত্তবাচক বিভক্তিচিহ্নের বা অনুসর্গের বদলে—ছেলে-ভুলানো ছড়া, স্কুল-পালানো ছেলে ; চতুর্থত, যৌগিক ক্রিয়াপদকে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করতে—ঠিকরে-ওঠা আলো, কুড়িয়ে-পাওয়া টাকা ইত্যাদি।

হাঙ্গেরীয় ভাষা

ফিনো-উগ্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। হাঙ্গেরীয় ভাষা প্রধানত হাঙ্গেরি এবং অংশত রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত। এই ভাষার পূর্ব নাম 'মজর' (Magyar)। এখনও হাঙ্গেরীয়রা 'মজর'-ই বলেন। হাঙ্গেরীয় ভাষাকে আংশিক tone language বা 'সুরপ্রধান ভাষা' বলা যায়। এই ভাষায় উচ্চারণের হেরফেরে শব্দের বা বাক্যের অর্থ বদলে যায়।

হার্ডার, ইয়োহান, Johann Gottfried von Herder (1744-1803)

ইয়োহান হার্ডার অষ্টাদশ শতকের বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক, জন্ম পূর্ব প্রাশিয়ায়। তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল দর্শন, জাতীয়তাবাদ, ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে। ফোল্‌ক্সগাইস্ট (Volksgeist) অর্থাৎ নিজ জাতির শ্রেষ্ঠতার তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন তিনি। হার্ডার ভাষার মূল্যায়ন করতেন জাতীয়তাবাদের আলোকে। তাঁর মতেরই অনুসারী ছিলেন ইয়োহান গট্‌লিপ্‌ ফিক্‌টে যিনি জার্মান ভাষাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানতেন, অন্য সব ভাষাই তুচ্ছ তাঁর বিচারে। হার্ডারের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ Essay on the Origin of Language (1777)। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে Sporadic Papers এবং অসমাপ্ত Outlines of a Philosophy of the History of Man.

হিত্তীয়, Hittite

হিত্তীয় ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপরিবারভুক্ত একটি বিলুপ্ত ভাষা। এই ভাষা প্রচলিত ছিল এশিয়া মাইনরে, বিশেষত তুরস্কে। খ্রিস্টজন্মের দু-হাজার বছর আগে হিত্তীয় লেখা হত কীলক লিপিতে (cuneiform)। একদা হিত্তীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীকে কেন্দ্র করে এই ভাষা প্রচার লাভ করেছিল। সেই রাজধানী মধ্য তুরস্কে অবস্থিত ছিল, যার বর্তমান নাম বোঘজ়কোই (Bogazkoy)।

হিব্রু, Hebrew

পশ্চিম সেমীয় (West Semitic) গোষ্ঠীর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাষা। প্রাচীন পালেস্তাইনে ব্যবহৃত হত হিব্রু। ওল্ট টেস্টামেন্ট অর্থাৎ ইহুদিদের বাইবেল হিব্রুতেই লেখা। প্রাচীন হিব্রুতে আরামেইক ভাষার প্রভাব লক্ষ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। একসময় আরামেইক হিব্রুকে প্রায় স্থানচ্যুতই করে দিয়েছিল। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের পর হিব্রু প্রায় লোপই পেয়ে যায়। কেবল উপাসনার ভাষা হিসাবে এর সীমিত প্রচলন ছিল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইজ়রেলে অভিবাসী ইহুদিরা নতুন পর্যায়ের হিব্রু ব্যবহার করতে শুরু করে।

হিয়েরোগ্লিফিক্স, Hieroglyphics

দ্র **চিত্রপ্রতীকলিপি**

হিয়েলমস্লেভ, লুইস, Louis Hjelmslev

দ্র **ইয়েলমস্লেভ, লুইস**

হুমবোল্‌ট্‌, ভিলহেলম ফন, Wilhelm von Humboldt (1767-1835)

প্রাশিয়ার রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত, ভাষাবিদ্যায় ছিল তাঁর অশেষ কৌতূহল ও জ্ঞান। ভাষাকে তিনি দেখেছেন মানবমনের অন্তস্থলে পৌঁছোবার এক উপায় হিসাবে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি জাভানিজ় ভাষা বিষয়ে একখানি অসামান্য গ্রন্থ—On the Kawi Language of the Island

of Java তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত। এক শতাব্দ পরে ব্লুমফিল্ড হুমবোল্‌টের এই বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এই কথা বলে যে, ওটি হল 'The first great book on general linguistics.'

হোঅর্ফ, বেন্‌জামিন লি, Benjamin Lee Whorf (1897-1941)

হোঅর্ফ বিশিষ্ট মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ। কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও ভাষা সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল তাঁকে ক্রমশ ভাষাবিজ্ঞানের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এডওয়ার্ড সাপিরের তত্ত্বাবধানে শুরু করেন গবেষণা। তাঁর ভাষাবিষয়ক অধিকাংশ রচনাই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। Language, Thought and Reality প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। তাঁর এবং সাপিরের নামে প্রচারিত সাপির-হোঅর্ফ সূত্র (Sapir-whorf Hypothesis) একসময় খুবই প্রচার পেয়েছিল, যদিও ওই সূত্রটির নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়নি। সাপিরও তত্ত্বটিকে পরে স্বীকার করেননি। পরবর্তীকালে হোঅর্ফ প্রধানত ভাষাবিজ্ঞান-বহির্ভূত কারণে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

হ্যারিস, জ়েলিগ, Zellig Harris (1915-92)

যা মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান নামে পরিচিত, তার অন্যতম প্রবক্তা জ়েলিগ হ্যারিস। জন্ম যদিও ইউক্রেনে, হ্যারিসের জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে ফিলাডেলফিয়ায়। সেখানে পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। কিছুকাল ইজ়রেলেও ছিলেন হ্যারিস। আমেরিকায় উত্তর-ব্লুমফিল্ডীয় ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তিনি। হ্যারিসের খ্যাতি বা অবদান প্রধানত তিনটি দিকে। প্রথমত, তাঁর Methods in Structural Linguistics (1951) বইটিকে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্বের আবির্ভাবের আগে হ্যারিসের তত্ত্বই ছিল মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানের জগতে প্রধানতম শক্তি। দ্বিতীয়ত, হ্যারিসের আর একটি কীর্তি এই যে, ছাত্র চমস্কিকে তিনিই ভাষাবিজ্ঞানের জগতে নিয়ে আসেন। তৃতীয়, যে discourse analysis বা সন্দর্ভ-বিশ্লেষণ সেকালের ভাষাবিজ্ঞানে রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল, তার উদ্ভাবকও হ্যারিস। তবে একথাও সত্য যে, হ্যারিস তাঁর যোগ্য সমাদর পাননি। এডওয়ার্ড সাপিরকে নিয়ে লেখা তাঁর গবেষণাপত্রটি (১৯৫১) সম্ভবত সাপিরের উপর অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ রচনা।

হ্যালিডে, মাইকেল, Michael Alexander Kirkwood Halliday (b. 1925)

ইংরেজ ভাষাবিজ্ঞানী, সম্পূর্ণ নাম মাইকেল আলেকজ়ান্ডার কার্কউড হ্যালিডে। অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে অধ্যাপনা করেন। চৈনিক ভাষার বিশেষজ্ঞ। সংগঠনবাদের বিরোধিতা করেন তিনি। সিনট্যাম (syntagm)-এর পরিবর্তে প্যারাডাইম-(paradigm)-এর গুরুত্বই বেশি তাঁর কাছে। অর্থ বা বাগর্থ তাঁর বিবেচনায় একটি 'নির্বাচন' (Meaning is choice in context)। এ দিক থেকে তিনি সস্যুরেরই অনুগামী। হ্যালিডে Systemic Grammar-এর উদ্ভাবক। তিনি তাঁর শিক্ষক ফার্থ-এর (জন রুপার্ট ফার্থ) অনুগামী ছিলেন বলে তাঁকে কেউ-কেউ Neo-Firthian বলেছেন।

পরিভাষা

ablative case	অপাদান কারক
ablaut	অপশ্রুতি
abrupt verb	আকস্মিক ক্রিয়া
absolute construction	পরম গঠন
abstract noun	ভাববিশেষ্য, ভাববাচক বিশেষ্য
abutting consonant	সমসীমাযুক্ত ব্যঞ্জন
accent	প্রস্বর, শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত
acceptability	ভাষা-উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা
acculturation	সংস্কৃতিসংস্পর্শ
accusative case	কর্মকারক
acoustic filtering	শ্রুতিরোধ
acoustic phonetics	শ্রুতিধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতরঙ্গবিজ্ঞান
acrolect	মুখ্য ভাষা, শীর্ষ ভাষা
acronym	শীর্ষক শব্দ
acrostic word	মুণ্ডমাল শব্দ
active articulator	সক্রিয় উচ্চারক
active voice	কর্তৃবাচ্য
acute	উদাত্ত
adaptation	সাঙ্গীকরণ, অভিযোজন
additive bilingualism	সংযোগবাচক দ্বিভাষিকতা
address form	সম্বোধন রূপ, সম্ভাষণ রূপ
adjacency	আন্বয়িক নৈকট্য
adjectival noun	বিশেষণীয় বিশেষ্য
adjective	বিশেষণ
adjective clause	বিশেষণীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য
adjective gapping	বিশেষণ লোপ
adjunct	প্রসারক
adverb	ক্রিয়াবিশেষণ
adverbial compound	অব্যয়ীভাব সমাস
adverb of manner	প্রকারাত্মক ক্রিয়াবিশেষণ
adversative	প্রাতিপক্ষিক
affective	আবেগাত্মক

affirmative sentence	অস্ত্যর্থক বাক্য
affirmative verb	অস্ত্যর্থক ক্রিয়া
affix	প্রত্যয় ; লগ্নক
affricates	ঘৃষ্ট ধ্বনি
agentive	কর্তৃবাচক
agglutinating language	সংশ্লেষাত্মক ভাষা
agreement	সংগতি, সাযুজ্য
alexia	পঠনক্ষমতা লোপ
alliteration	অনুপ্রাস
allograph	বর্ণভেদ, বর্ণরূপভেদ
allomorph	সহরূপমূল
allophone	সহধ্বনি, পূরকধ্বনি, বিস্বন
alphabetic order	বর্ণক্রম, বর্ণানুক্রম
alveolar	দন্তমূলীয়
alveolo-nasal	দন্তমূলীয় নাসিক্য
alveolo-retroflex	দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত
ambiguity	দ্ব্যর্থকতা
American Sign Language (ASL)	আমেরিকান সংকেত ভাষা
American Structuralism	মার্কিন সংগঠনবাদ
amorphous sentence	আকারহীন বাক্য
anacoluthon	কর্তা বিসংগতি
analytic language	বিশ্লেষাত্মক ভাষা
anaptyxis	বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি, মধ্যস্বরাগম
anomia	নামরোধ, নামস্মৃতিরোধ
antecedent	পূর্বপদ
anthropological linguistics	নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান
antonym	বিপরীতার্থক শব্দ
aorist	অনির্দিষ্টকাল
aphasia	বাগ্‌রোধ
aphesis, aphaeresis	আদি স্বরলোপ
apical	জিহ্বাগ্রজ, জিহ্বাশিখরীয়
apocope	অন্ত্যস্বরলোপ
apodosis, consequence clause	অনুক্রম
apostrophe	ঊর্ধ্বকমা
apposition	সমানাধিকরণ
approximant	সন্নিভ ধ্বনি, নৈকটক
applied linguistics	ব্যাবহারিক ভাষাবিজ্ঞান, ফলিত ভাষাবিজ্ঞান
Aramaic	আরামেইক
argo	আরগো

article	পদাশ্রিত নির্দেশক
articulation, pronunciation	উচ্চারণ
articulator	উচ্চারক
articulatory phonetics	উচ্চারণ-ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনি-উচ্চারণ তত্ত্ব
artificial language	কৃত্রিম ভাষা
aspect	প্রকার, ক্রিয়ার প্রকার
aspirated sound	মহাপ্রাণ ধ্বনি
aspiration	মহাপ্রাণতা
assibilation	সকারীভবন
assimilation	সমীভবন
asyndeton	সংযোজকহীন সংযোজন
attributive adjective	উদ্দেশ্যস্থানীয় বিশেষণ
Austro-Asiatic	অস্ট্রো-এশিয়াটিক
Astronesian	অস্ট্রোনেশীয়
auxiliary	সহায়ক
auxiliary language	গৌণ ভাষা, আনুষঙ্গিক ভাষা
auxiliary verb	গৌণ ক্রিয়া, সহায়ক ক্রিয়া

B

back formation	পশ্চাদ্‌গঠন
back vowel	পশ্চাৎ স্বরধ্বনি
base component	মূলগত উপাদান, ভিত্তি-উপাদান
basic core vocabulary	শব্দসার ; মূল শব্দভাণ্ডার
Basic English	বেসিক ইংলিশ, মৌলিক ইংরেজি
Basque	বাস্ক ভাষা
behaviourism	আচরণবাদ
bidialectalism	দ্বি-ঔপভাষিকতা
bilabials	ওষ্ঠ্য ধ্বনি ; দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি
bilingualism	দ্বিভাষিকতা
bimorism	দ্বিমাত্রিকতা ; দ্বিতীয় স্বরলোপ
binary feature	দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য, দ্বিসম্ভব বৈশিষ্ট্য
binary opposition	দ্বিমুখী বৈপরীত্য, দ্বিসম্ভব বৈপরীত্য
binding	বন্ধন
binomial	অব্যতিহারী দ্বিপদ
body language	দেহভঙ্গির ভাষা
borrowing	ভাষাঋণ
borrowing language	খাতক ভাষা
boundary	সীমা

bound form	বদ্ধরূপ
bracketing	বন্ধনীকৃতি
brackets	বন্ধনী
Brahmi script	ব্রাহ্মী লিপি
breath group	শ্বাস পর্ব
breath pause	শ্বাস যতি

C

cant	অপভাষা, অপশব্দ, অপার্থ ভাষা, অপার্থ শব্দ
cardinal number	মৌলিক সংখ্যাশব্দ
cardinal vowel	আদর্শ স্বরধ্বনি, মৌলিক স্বরধ্বনি
caretaker speech	কেয়ারটেকার ভাষা
case	কারক
case suffix	বিভক্তি
causative nominative	প্রযোজক কর্তা
causative verb	ণিজন্ত ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া
Central American Languages	মধ্য আমেরিকার ভাষাসমূহ
centum	কেন্তুম
central vowel	কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি
cerebral	মূর্ধন্য, প্রতিবেষ্টিত
cerebral click	মূর্ধন্য শীৎকার
cerbralization	মূর্ধন্যীভবন
cerebrals	মূর্ধন্য ধ্বনি
change of narration	উক্তি পরিবর্তন
child language	শিশুর ভাষা
choice	নির্বাচন
citation form	উল্লেখ রূপ
clause	খণ্ডবাক্য, উপবাক্য
cliché	ব্যবহারজীর্ণ শব্দ
click	শীৎকার
cleft sentence	বিভাজিত বাক্য
clipped word	খণ্ডিত শব্দ
closed syllable	বদ্ধ দল, রুদ্ধ দল
closed text	বদ্ধ বয়ান
close juncture	বদ্ধ যতি
close reading	নিবিড় পাঠ
close vowel	সংবৃত স্বরধ্বনি
cluster	গুচ্ছ

coarticulation	যুগ্ম-উচ্চারণ
code	কোড, সংকেত, বুলি
code mixing	কোড-মিশ্রণ
code selection	কোড-নির্বাচন
code switching	কোড-বদল
cognate	সমগোত্রজ, সগোত্র
cognate object	সমধাতুজ কর্ম
cognitive linguistics	জ্ঞানীয় ভাষাবিজ্ঞান
collective compound	দ্বন্দ্ব সমাস
collocation	শব্দ প্রতিবেশ
colloquial language	কথ্য ভাষা
common gender	উভলিঙ্গ
communication	জ্ঞাপন
comparative	বিশেষণের তারতম্য
compensatory distribution	পরিপূরক অবস্থান
compensatory lengthening	পরিপূরক দীর্ঘীভবন
competence	ভাষাবোধ ; পারংগমতা
complement	পরিপূরক, পূরক
complementizer	বাক্যনোঙর
complete closure	পূর্ণরোধন
complete verb	পূর্ণ ক্রিয়া
completive present	পুরাঘটিত বর্তমান
complex word	জটিল শব্দ
component	উপাদান
componential analysis	অর্থাণু বিশ্লেষণ, অর্থমূল বিশ্লেষণ
compound root	যৌগিক ধাতু ; সংযোগমূলক ধাতু
compounds	সমাস
compound sentence	যৌগিক বাক্য
compound tense	যৌগিক কাল
compound verb	যৌগিক ক্রিয়া
concrete noun	বস্তুবাচক বিশেষ্য
conditional connective	সাপেক্ষ সংযোজক
conditional sentence	সাপেক্ষ বাক্য
conjugation	ক্রিয়া পর্যায়
conjugational affix	ক্রিয়া বিভক্তি
conjunction	সংযোজক
conjunctive non-finite verb	ল্যবর্থ অসমাপিকা
conjuncts	যুক্ত ব্যঞ্জন
conjunct verb	যুক্ত ক্রিয়া

connected speech	বাক্‌প্রবাহ
connective	সংযোজক
consequence clause	অনুক্রম
consonant	ব্যঞ্জনধ্বনি, ব্যঞ্জনবর্ণ
consonant cluster	ব্যঞ্জনগুচ্ছ
consonant prothesis	আদি ব্যঞ্জনাগম
constituent	উপাদান
construction	গঠন
constructional homonymy	গঠনগত সমরূপতা
contamination	বিমিশ্রণ, মিশ্রণ দোষ
content word	পূর্ণ শব্দ
context	প্রসঙ্গ, প্রতিবেশ
continuant	প্রবাহী ব্যঞ্জন, প্রলম্বিত ব্যঞ্জন, অবিঘ্নিত ধ্বনি
contoid	ব্যঞ্জনক
contour	ধ্বনিরেখা
continuative, continuous	ঘটমান
contraction of meaning	অর্থসংকোচ
convergence	অভিসরণ, সমমুখীনতা
conversation analysis	সংলাপ বিশ্লেষণ
copula	সংযোজক
coronal	জিহ্বাগ্রজ, জিহ্বাশিখরীয়
corpus	নমুনাশব্দ, করপাস
correlative coordinate sentence	প্রতিনির্দেশক বাক্য
countable	গণনীয়, গণনসাধ্য
cuneiform	কীলক লিপি, কিউনিফর্ম

D

deaspiration	মহাপ্রাণহীনতা ; অল্পপ্রাণতা ; অল্পপ্রাণীভবন
declarative sentence	ঘোষণা বাক্য, ঘোষণামূলক বাক্য
declension	শব্দরূপ; কারকপ্রকরণ
deconstruction	অবিনির্মাণ, বিনির্মাণ
deep structure	অধোগঠন, অন্তর্গঠন
deficit theory	ঘাটতি তত্ত্ব
definitive enclitic	নির্দেশক
deixis	নির্দিষ্টতাজ্ঞাপন
deletion	লোপ, বিলোপন
demonstrative	নির্দেশক
dental click	দন্ত্য শীৎকার

dental sound	দন্ত্য ধ্বনি
denti-labial	দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি
derivational	ব্যুৎপত্তিগত ; সাধিত
descriptive compound	কর্মধারয় সমাস
descriptive linguistics	বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান
desyllabification	দলীয়তালোপ
determinative compound	তৎপুরুষ সমাস
determiner	নির্দেশক প্রত্যয়
deviation	বিচ্যুতি
devoicing	অঘোষীভবন
diachronic linguistics	কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান, বিবর্তনমূলক ভাষাবিজ্ঞান
diacritical marks	উচ্চারণ-নির্দেশক চিহ্ন
dialect	উপভাষা, আঞ্চলিক ভাষা
dialect atlas	উপভাষা মানচিত্র, ঔপভাষিক মানচিত্র
dialect geography	উপভাষা ভূগোল, ঔপভাষিক ভূগোল
dialectology	উপভাষাতত্ত্ব
dialogue	দ্বিরালাপ
dictonary	অভিধান, শব্দকোশ
diglossia	দ্বিবাচন, দ্বিভাষারীতি
diphthong	দ্বিস্বরধ্বনি
diphthongization	দ্বিস্বরীভবন
direct object	মুখ্য কর্ম
discontinuous constituent	অবচ্ছিন্ন উপাদান, বিচ্ছিন্ন উপাদান
discourse	সন্দর্ভ, অধিবাচন
discourse analysis	সন্দর্ভ বিশ্লেষণ
disjunctive	বিয়োজক
displacement	প্রস্থাপন
distribution of sound	ধ্বনিসংস্থিতি
ditransitive verb	দ্বিকর্মক ক্রিয়া
divergence	ভাষাবিভেদ
double consonant	যুগ্মব্যঞ্জন
double negative	দ্বি-নিষেধ
doublet	যমজ
dubitative	সংশয়বাচক
dynamic verb	চলৎ ক্রিয়া, গতি ক্রিয়া

E

echo word	অনুকার শব্দ
egressive	বহির্গামী (ধ্বনি)
elaborated code	বিশদ কোড, বিশদ বুলি
elision	ধ্বনিলোপ
ellipsis	অনুক্ততা, অনুক্ত গঠন
embedded sentence	আধারিত বাক্য, বিগর্ভিত বাক্য
embedding	আধারণ, বিগর্ভণ
emotive meaning	আবেগাত্মক অর্থ
empty word	রিক্ত শব্দ
enclitic	প্রত্যয়কল্প অব্যয়, পদাশ্রিত নির্দেশক
end rhyme	অন্ত্য মিল
entailment	অনুবৃত্তি
epenthesis	অপিনিহিতি
epiglottis	অধিজিহ্বা
etymology	ব্যুৎপত্তি
euphemism	সুভাষণ
external juncture (sandhi)	বহিঃসন্ধি
extraposition	বিপর্যাস

F

falling diphthong	অবরোহী দ্বিস্বর
falling intonation	অবরোহী বাক্যসুর
far demonstrative	দূর-নির্দেশক
final	অন্ত্য, প্রান্তিক
final consonant	অন্ত্যব্যঞ্জন
final consonant conjunct	অন্ত্য যুক্তব্যঞ্জন
final double consonant	অন্ত্য যুগ্মব্যঞ্জন
final devoicing	অন্ত্য অঘোষতা
final syllable	অন্ত্য দল, অন্ত্য ধ্বনিদল
final vowel	অন্ত্য স্বরধ্বনি
finite verb	সমাপিকা ক্রিয়া
first person	বক্তা-পক্ষ, উত্তম পুরুষ, আমি-পক্ষ
flaps	তাড়িত ব্যঞ্জন, তাড়নজাত ব্যঞ্জন
folk etymology	লোকনিরুক্তি
foregrounding	প্রমুখণ

form	রূপ (দ্র morph)
formation of inflected words	পদগঠন
fortis	সবল ব্যঞ্জন
free form (morph)	মুক্তরূপ
free morpheme	মুক্ত রূপমূল, মুক্ত রূপিম
free variation	মুক্ত বৈচিত্র
fricatives	উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি
front vowel	সম্মুখ স্বরধ্বনি
function	নির্বাহণ ; ভূমিকা ; বৃত্তি
functional grammar	ব্যাবহারিক ব্যাকরণ
functional word	ব্যাকরণগত শব্দ, রিক্ত শব্দ
functional variety	বৃত্তিগত বৈচিত্র
full word	পূর্ণ শব্দ
future imperative	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
future participle	ভবিষ্যৎ কৃদন্ত

G

gemination	ব্যঞ্জনদ্বিত্ব
gender	লিঙ্গ
generative grammar	সঞ্জননী ব্যাকরণ
genitive case	সম্বন্ধ পদ
gerund	ক্রিয়াবিশেষ্য, ল্যবর্থ অসমাপিকা
ghost word	ভুয়ো শব্দ
glottal	কণ্ঠনালীয়
glottals	কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন
glottal stop	কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন
glottis	স্বররন্ধ্র ; কণ্ঠনালি, কণ্ঠনালিপথ
grammaticalization	ব্যাকরণায়ন
grammatology	লিখনতত্ত্ব
grapheme	বর্ণমূল, লিপিমূল
graphemics	লিপিতত্ত্ব
Grassmann's law	গ্রাসমান সূত্র
Grimm's law	গ্রিমের সূত্র
group verb	যৌগিক ক্রিয়া
groove	খাঁজ ; সংকীর্ণ পথ

groove spirant	সংকীর্ণ উষ্ম ধ্বনি
gutteral	কণ্ঠ্য
gutterals	কণ্ঠ্যধ্বনি

H

habitual past	নিত্যবৃত্ত অতীত
half close	অর্ধসংবৃত
half open	অর্ধবিবৃত
haplology	সমাক্ষর লোপ
hiatus	ফাঁক
hieroglyphics	চিত্রপ্রতীকলিপি
high-back	ঊর্ধ্ব-পশ্চাৎ
high-falling contour	উচ্চ-অবরোহী ধ্বনিরেখা
high falling vowl	উচ্চ-অবরোহী স্বরধ্বনি
high front	ঊর্ধ্ব-সম্মুখ
high-mid vowel	ঊর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি
high pitch	উদাত্ত স্বর
high vowel	ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি
Hittite	হিত্তীয়
holophrase	এক শব্দের বাক্য
homograph	সমলেখ শব্দ
homonym	সমরূপ শব্দ
homophone	সমধ্বনি শব্দ
homorganic consonant	সমবর্গীয় ব্যঞ্জন, সমস্থানজাত ব্যঞ্জন
hyperbole	অতিশয়োক্তি
hyper-correction	অতিশুদ্ধি
hyponym	উপশব্দ
hyponymy	অর্থান্তর্ভুক্তি

I

identification of morpheme	রূপমূল শনাক্তকরণ
ideogram	ভাবচিত্র
idiolect	নিভাষা
idiom	বাগ্‌ধারা
immediate constituent	অব্যবহিত উপাদান
imperative mood	অনুজ্ঞা ভাব

imperative sentence	অনুজ্ঞাবাক্য
imperfect tense	অসম্পন্ন কাল
impersonal verb	অকর্তৃক ক্রিয়া
implosive sound	অবরুদ্ধ ধ্বনি, অন্তঃশ্বসিত ধ্বনি
inanimate noun	অজীব বিশেষ্য
inclusive pronoun	সাকল্যবাচক সর্বনাম
indeclinables	অব্যয়
indefinite numeral	অনির্দিষ্ট সংখ্যা
indefinite pronoun	অনির্দেশক সর্বনাম
indicative	নির্দেশক
indirect object	গৌণ কর্ম
Indo Aryan	ভারতীয়-আর্য ভাষা
Indo-European	ইন্দো-ইয়োরোপীয়
infinitve	তুমর্থ অসমাপিকা
infix	মধ্যপ্রত্যয়, অন্তঃপ্রত্যয়
inflected word	বিভক্ত্যন্ত শব্দ ; পদ
inflectional suffix	বিভক্তি
informal	অনাচারিক, আটপৌরে
ingressive sound	অন্তর্গামী ধ্বনি
inherent vowel	নিহিত স্বরধ্বনি
innateness hypothesis	সহজাত ভাষাজ্ঞান তত্ত্ব
insertion	আগম
instrumental case	করণ কারক
intensifier	তীব্রক, তীব্রতাসাধক
interdentals	আন্তর্দন্ত্য ধ্বনি
internal reconstruction	অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন
internal sandhi	অন্তর্বর্তী সন্ধি
International Phonetic Alphabet (IPA)	আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি
intervocalic	অন্তঃস্বরীয়, আন্তঃস্বরীয়
intonation	বাক্যসুর, সুর
intransitive verb	অকর্মক ক্রিয়া
inversion	বিপর্যাস
irregular verb	অনিয়মিত ক্রিয়া, অসম্পূর্ণ ক্রিয়া
isogloss	সমশব্দ রেখা
isomorph	সমরূপ শব্দ
isophone	সমধ্বনি শব্দ
italics	বক্রাক্ষর

J

jargon জারগন
Junggrammatiker নব্য ব্যাকরণ
juncture যতি

K

kernel sentence বীজ বাক্য
kinship term জ্ঞাতিবাচক শব্দ
koinéization ঔপভাষিক সাধারণীকরণ

L

labelled bracketing বন্ধনীকৃতি
labialization ঔষ্ঠ্যীভবন
labials ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন
lamino-alveolar জিহ্বাফলকীয়-দন্তমূলীয়
language ভাষা
language acquisition ভাষা-অর্জন
language attrition ভাষাক্ষয়
language death ভাষালোপ ; ভাষার মৃত্যু
language family ভাষাপরিবার
language learning ভাষাশিক্ষা
language planning ভাষা পরিকল্পনা
language shift ভাষাসরণ
largo কৃত্রিম উচ্চারণ
larynx স্বরযন্ত্র
lateral পার্শ্বিক
lateral consonant পার্শ্বিক ব্যঞ্জন
lax শিথিল
lengthening দীর্ঘীভবন
lenis কোমল ব্যঞ্জন
letter বর্ণ
lexeme আভিধানিক শব্দ
lexicalization শব্দায়ন
lexical meaning আভিধানিক অর্থ, শাব্দিক অর্থ
lexicography অভিধান রচনা
lexicology অভিধানতত্ত্ব

lexicon	শব্দকোশ ; শব্দভাণ্ডার
linguistic imperialism	ভাষার সাম্রাজ্যবাদ ; ভাষার আগ্রাসন
linguistic minority	ভাষিক সংখ্যালঘু
linguistics	ভাষাবিজ্ঞান
linguistic universal	ভাষিক সার্বভৌমিকতা
linking adverb	সংযোজক ক্রিয়াবিশেষণ
lip rounding	ওষ্ঠ আকুঞ্চন, ওষ্ঠ বর্তুলন
loan word	কৃতঋণ শব্দ, ঋণশব্দ
logogram	শব্দলিপি
loose compound	অসংলগ্ন সমাস
loss of vowel	স্বরলোপ
low-mid vowel	নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি
low pitch	অনুদাত্ত স্বর
low vowel	নিম্ন স্বরধ্বনি

M

macrolinguistics	সার্বিক ভাষাবিজ্ঞান
manner of articulation	উচ্চারণ প্রক্রিয়া
marked	অস্বাভাবিক, চিহ্নিত
meaning	অর্থ, বাগর্থ
medial sound	মধ্যবর্তী ধ্বনি, অন্তর্বর্তী ধ্বনি
mental lexicon	মানসিক অভিধান
metalanguage	অধিভাষা
metathesis	ধ্বনিবিপর্যয়, ধ্বনির বিপর্যাস
microlinguistics	অণুভাষাবিজ্ঞান
Middle Indo-Aryan	মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা
mid-vowel	মধ্য স্বরধ্বনি
minimal free form	ন্যূনতম মুক্ত রূপ
minimalist programme	ন্যূনতা তত্ত্ব
minimal pair	ন্যূনতম শব্দজোড়
mixed language	মিশ্র ভাষা
modality	ক্রিয়ার ভাবসম্বন্ধ
modifier	বিশেষক
modulation	স্বরভঙ্গি
monophthong	একক স্বর
monophthongization	একস্বরীভবন
monosyllabic	একদলীয়, একাক্ষর
monosyllable	এক ধ্বনিদল, এক দল

mood	ভাব ; ক্রিয়ার ভাব
morph	রূপ, রূপাঙ্গ
morpheme	রূপমূল, রূপিম
morphological	রূপতাত্ত্বিক, রূপতত্ত্বগত
morphology	রূপতত্ত্ব
morphophoneme	রূপধ্বনিমূল
morphophonemics	রূপধ্বনিতত্ত্ব
motherese	মাতৃবুলি (দ্র. caretaker language)
mother tongue	মাতৃভাষা
multilingualism	বহুভাষিকতা
multiple-word verb	বহুশব্দময় ক্রিয়া
mutual (reciprocal) assimilation	অন্যোন্য সমীভবন

N

narrative	আখ্যান
narratology	আখ্যানতত্ত্ব
narrow transcription	সূক্ষ্ম প্রতিবর্ণীকরণ
nasal consonant	নাসিক্য ব্যঞ্জন
nasalization	নাসিক্যীভবন
nasal vowel	অনুনাসিক স্বরধ্বনি
naturalization	স্বাঙ্গীকরণ
near demonstrative pronoun	নিকট-নির্দেশক সর্বনাম
negation	নঞর্থকতা
negative adverb	না-বাচক ক্রিয়াবিশেষণ
negative question	না-বাচক প্রশ্ন
negative particle	নঞর্থক অব্যয়, নিষেধাত্মক অব্যয়
negative prefix	নঞর্থক উপসর্গ
negative sentence	নাস্ত্যর্থক বাক্য, নঞর্থক বাক্য, অস্বীকৃতি বাক্য
Neo-Bloomfieldians	নব্য ব্লুমফিল্ডীয় ভাষাবিজ্ঞানী
neologism	নবাগত শব্দ ; নবশব্দ গঠন
neuter gender	ক্লীবলিঙ্গ
neutral vowel	মধ্যস্থ স্বরধ্বনি
New Indo-Aryan	নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা
nexus	নেক্সাস
nominalization	বিশেষ্যীভবন
nominal postposition	নাম-অনুসর্গ
nominal root	নামপদীয় মূল
nominative case	কর্তৃকারক

non-finite verb	অসমাপিকা ক্রিয়া
non-standard	অমান্য, অধোমান্য
non-syllabic	অধ্বনিদলীয়, অনাক্ষরিক
normative grammar	আদর্শমূলক ব্যাকরণ
noun	বিশেষ্য
noun clause	বিশেষ্যবাচক খণ্ডবাক্য
noun group	বিশেষ্যগুচ্ছ
noun phrase	বিশেষ্যখণ্ড, বিশেষ্যবাচক পদবন্ধ
nucleus	দলকেন্দ্র
number	বচন
numerals	সংখ্যাশব্দ

O

object	কর্ম, কর্মপদ
oblique affix	তির্যক প্রত্যয়
oblique case	তির্যক কারক, গৌণ কারক
obstruent	রুদ্ধ ধ্বনি
Old English	প্রত্ন ইংরেজি
Old Indo-Aryan	প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা
Old Norse	প্রত্ন-নর্স
onomatopoetic root	ধ্বন্যাত্মক ধাতু
onset	দলধৃতি, অক্ষরারম্ভ
open[1]	বিবৃত
open[2]	মুক্ত
open approximation	মুক্ত নৈকট্য
open syllable	মুক্ত দল, মুক্ত ধ্বনিদল
open text	মুক্ত বয়ান
open vowel	বিবৃত স্বরধ্বনি
optative sentence	ইচ্ছার্থক বাক্য
oral vowel	মৌখিক স্বরধ্বনি
ordinal number	ক্রমবাচক সংখ্যা, পূরণবাচক সংখ্যা
orthography	বানানতত্ত্ব

P

palatal	তালব্য
palatal click	তালব্য শীৎকার
palatals	তালব্য ধ্বনি ; তালব্য ব্যঞ্জন

palatal vowel	তালব্য স্বরধ্বনি
palate	তালু
palato-alveolar	তালুদন্তমূলীয়
paradigm	পদপ্রকরণ ; প্রকরণ
paralanguage	ঊনভাষা, প্রায়ভাষা
parallelism	সমান্তরালতা
parenthetic clause	অনুবাক্যকল্প
paronym	সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ
participial	কৃদন্ত
participle	কৃদন্ত পদ, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ
passive	অক্রিয়
passive articulator	নিষ্ক্রিয় উচ্চারক
passive voice	কর্মবাচ্য
past active participle	পূর্বক্রিয়া
past perfect	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
peak	শীর্ষ, দলশীর্ষ
perfective future	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
perfective participle	নিষ্ঠান্ত পূর্বক্রিয়া
perfective verb	পুরাঘটিত ক্রিয়া
Periphrastic	বাক্যপ্রসারী
Persian	পারসিক
person	পুরুষ, পক্ষ
personal pronoun	ব্যক্তিবাচক সর্বনাম
personal suffix	পুরুষবাচক প্রত্যয়
personal verbal suffix	পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি
pharynx	গলবিল
phatic	সৌজন্যবাচক
phatic communion	সামাজিক সৌজন্যমূলক ভাষাবিনিময়
philology	ভাষাতত্ত্ব ; তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব
phonation	বাগ্ধ্বনি-সৃজন
phoneme	ধ্বনিমূল, মূলধ্বনি, স্বনিম
phonemic	ধ্বনিমূলগত, স্বনিমীয়
phonemics	মূলধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিমূলতত্ত্ব, স্বনিমতত্ত্ব
phonetic	উচ্চারণগত, ধ্বনি-উচ্চারণগত
phonetic script	ধ্বনিলিপি
phonetics	ধ্বনিবিজ্ঞান
phonology	ধ্বনিতত্ত্ব
phonotactics	ধ্বনিসংস্থিতি
phrasal verb	যৌগিক ক্রিয়া

phrase	পদবন্ধ
phrase structure	পদগুচ্ছের সংগঠন
phrase structure rule	পদগুচ্ছ সংগঠনের সূত্র
pitch	স্বরগ্রাম, সুরগ্রাম
place of articulation	উচ্চারণস্থান
pleonasm	শব্দবাহুল্য
pleonastic suffix	স্বার্থিক প্রত্যয়
plosion	আস্ফোট
plosive	স্পৃষ্ট ধ্বনি
plural	বহুবচন
polyphony	বহুস্বরকতা
polysemy	অনেকার্থতা
polysyllabic	বহুদলীয়
portmanteau	জোড়কলম শব্দ
possessive	সম্বন্ধবাচক
post-alveolar	পশ্চাদ্দন্তমূলীয়
post-palatal	পশ্চাৎ-তালব্য
postposition	অনুসর্গ, কর্মপ্রবচনীয়, পরসর্গ
pragmatics	ব্যঞ্জনাতত্ত্ব
pre-alveolar	অগ্রদন্তমূলীয়
predicate	বিধেয়
predicative adjective	বিধেয় বিশেষ
prefix	আদ্যপ্রত্যয় ; উপসর্গ
pre-palatal	অগ্রতালব্য
preposition	পুরসর্গ
preposional determinative compound	প্রাদি সমাস
prescriptive	আদর্শমূলক ; নির্দেশমূলক
present imperative	বর্তমান অনুজ্ঞা
primary suffix	কৃৎপ্রত্যয়
primary derivative	কৃদন্ত শব্দ
principal clause	প্রধান খণ্ডবাক্য, স্বাধীন খণ্ডবাক্য
process verb	চলৎ ক্রিয়া
progressive assimilation	প্রগত সমীভবন
pronominals	সর্বনামীয় পদ
pronoun	সর্বনাম

Proper name	নামসংজ্ঞা
proper noun	সংজ্ঞা বিশেষ্য
prothesis	আদিস্বরাগম
Proto-Indo-European	প্রত্ন ইন্দো-ইয়োরোপীয়
proximity	নৈকট্য
punctuation	যতিচিহ্ন, বিরামচিহ্ন

Q

quantifier	পরিমাপক
question	প্রশ্ন
question tag	লগ্নপ্রশ্ন
quotation mark	উদ্ধৃতিচিহ্ন

R

radical tense	মৌলিক কাল
rate of speech	উচ্চারণহার
Received Pronunciation (RP)	গৃহীত উচ্চারণ, মান্য উচ্চারণ
reciprocal	অন্যোন্য
reciprocal inversion	অন্যোন্য ধ্বনিবিপর্যাস
reciprocal pronoun	পারস্পরিক সর্বনাম
reconstructed language	পুনর্গঠিত ভাষা
recursive rule	আবৃত্ত সূত্র
redundancy	অতিরেক
reduplication	দ্বৈততা, দ্বিত্ব
reflected meaning	প্রতিফলিত অর্থ
reflexive pronoun	আত্মবাচক সর্বনাম
reflexive voice	কর্মকর্তৃবাচ্য
register	নিরুক্তি, রেজিস্টার
regressive assimilation	পরাগত সমীভবন
relative pronoun	সংযোগবাচক সর্বনাম
relativizer	নির্দেশক
repair	বাক্‌শোধন
resonance	অনুরণন
restricted code	সীমিত বুলি
retroflex	মূর্ধন্য ধ্বনি, প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি
rewrite rule	পুনর্লিখন সূত্র
rhetorical question	আলংকারিক প্রশ্ন

rhotacism	রকারীভবন
right-handed elision	ডানমুখী লোপ
rising	আরোহী
rising diphthong	আরোহী দ্বিস্বর
rising intonation	আরোহী বাক্যসুর
rolled	কম্পিত
Roman alphabet	রোমক বর্ণমালা
root	মূল, ধাতু ; ধাতুমূল

S

satem	সতম
secondary accent	গৌণ প্রস্বর, গৌণ শ্বাসাঘাত
secondary suffix	তদ্ধিত প্রত্যয়
second language	দ্বিতীয় ভাষা
second person	মধ্যম পুরুষ, শ্রোতা পক্ষ
segment	ধ্বনিখণ্ড
segmental sound	বিভাজ্য ধ্বনি
semantic field	অর্থ ক্ষেত্র, বাগর্থ ক্ষেত্র
semantics	বাগর্থতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব
semantic word	অর্থিত শব্দ
sememe	অর্থমূল, অর্থাণু
semi-consonant	অর্ধব্যঞ্জন
semiotics (semiology)	চিহ্নতত্ত্ব, চিহ্নবিজ্ঞান
semi-vowel	অর্ধ-স্বরধ্বনি
sense group	অর্থ পর্ব
sense pause	অর্থ যতি
sentence	বাক্য
sentence stress	বাক্যবল, বাক্যপ্রস্বর
sequence of tense	কালসংগতি
sibilant	শিস্ ধ্বনি
simple tense	সরল কাল
sign	চিহ্ন
sign language	সাংকেতিক ভাষা
singular number	একবচন
slit fricative	দীর্ণ উষ্ম
sociolect	সমাজভাষা
sociolinguistics	সমাজভাষাবিজ্ঞান
soft palate	কোমল তালু

sonorant	অনুরণিত ধ্বনি ; তরল ধ্বনি
sound	ধ্বনি, বাগ্‌ধ্বনি
source language	উৎস ভাষা
speech sound	বাগ্‌ধ্বনি
spirant	উষ্মধ্বনি
spirantization	উষ্মীভবন
spontaneous cerebralization	স্বতোমূর্ধন্যীভবন
spontaneous nasalization	স্বতোনাসিক্যীভবন
spread	প্রসৃত
standard language	মান্য ভাষা, প্রমিত ভাষা
stative adjective	অবস্থাবাচক বিশেষণ
stative verb	স্থিতি ক্রিয়া
stops	স্পৃষ্ট ধ্বনি
stress	শ্বাসাঘাত, ঝোঁক, বল
stricture	অবরোধ
structuralism	সংগঠনবাদ, অবয়ববাদ
structure	গঠন
stylistics	শৈলীবিজ্ঞান
stylometrics	সংখ্যাতাত্ত্বিক সাহিত্য বিশ্লেষণ
subject	উদ্দেশ্য
subjunctive mood	অভিপ্রায়ার্থক ভাব, ইচ্ছার্থক ভাব
subordinate clause	অধীন (আশ্রিত) খণ্ডবাক্য
substandard	অধোমান্য
substitution	বিকল্পন
substitution test	বিকল্পন-অভীক্ষা ; উপাদান-বদল অভীক্ষা
suffix	অন্ত্যপ্রত্যয়
suprasegmental phoneme	অবিভাজ্য ধ্বনিমূল, অধিধ্বনিমূল
suprasegmental sound	অবিভাজ্য ধ্বনি, অধিধ্বনি
surface sentence	অধিবাক্য
surface structure	অধিগঠন, বহির্বিন্যাস
syllabary	দললিপি
syllabic	দলীয়, ধ্বনিদলীয় ; দলাত্মক
syllabicity	দলীয়তা, ধ্বনিদলীয়তা
syllabification	দলবিভাজন
syllable	দল, ধ্বনিদল

synchronic	এককালিক, সমকালিক
syncope	মধ্যস্বরলোপ
synonym	সমার্থক শব্দ
syntagm	রূপমূলীয় সংযুক্তি
syntagmatic relation	সিনট্যামীয় সম্পর্ক ; আন্বয়িক সম্পর্ক
syntax	অন্বয়, বাক্যরীতি, বাক্যতত্ত্ব

T

taboo word	নিষিদ্ধ শব্দ
tag word	অনুগামী শব্দ
tagmeme	রূপমূলকণা
tail dropping	অন্ত্যবর্জন
tap	তাড়িত
target language	উদ্দিষ্ট ভাষা
tempo	উচ্চারণদ্রুতি
tense	কাল, ক্রিয়ার কাল
tense suffix	কাল বিভক্তি
terminal	অন্ত্য, প্রান্তিক
tetra syllabic	চতুর্দল, চতুরাক্ষরিক
text	বয়ান, পাঠবস্তু
thesaurus	সমার্থ শব্দকোশ
Tibeto-Burman	তিব্বতি-বর্মি, ভোট-বর্মি
third person	প্রথম পুরুষ, অন্য পক্ষ
tone	সুর
tone (tonic) language	সুরপ্রধান ভাষা
traditional grammar	প্রথাগত ব্যাকরণ
transference of meaning	অর্থসংক্রম
Transformational Generative Grammar	সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ
transitive verb	সকর্মক ক্রিয়া
translation	অনুবাদ
translation loan	অনুবাদ ঋণ
translation method	অনুবাদ পদ্ধতি
transliteration	লিপ্যন্তরণ, প্রতিবর্ণীকরণ
trilled consonant	কম্পিত (কম্পনজাত) ব্যঞ্জন
triphthong	ত্রিস্বরধ্বনি
two-object verb	দ্বিকর্মক ক্রিয়া

U

ultimate constituents	চরম গঠনগত উপাদান
umlaut	অভিশ্রুতি
unaspirated	অল্পপ্রাণ
underlying form	নিহিত রূপ
universals	ধ্রুবক
universal grammar	সার্বিক ব্যাকরণ
unmarked	অচিহ্নিত, স্বাভাবিক
unstressed	ঝোঁকহীন, বলহীন
unvoiced	অঘোষ
Ursprache	আদি ভাষা, মূল ভাষা, প্রত্ন-ভাষা
utterance	উক্তি, বাচন
uvula	আলজিভ, অধিজিহ্বা
uvular	অধিজিহ্ব্য, কণ্ঠনালীয়

V

velar	কণ্ঠ্য
velarization	কণ্ঠ্যীভবন
velars	কণ্ঠ্যধ্বনি, কণ্ঠ্যব্যঞ্জন
verb	ক্রিয়া
verbal	ক্রিয়াজাত, ক্রিয়াসংক্রান্ত ; বাচনিক
verbal adjective	ক্রিয়াজাত বিশেষণ
verb deletion (dropping)	ক্রিয়ালোপ, ক্রিয়াবর্জন
verbal noun	ক্রিয়াবিশেষ্য, ভাববিশেষ্য, ভাবক্রিয়া
verb phrase	ক্রিয়া পদবন্ধ
verb root	ধাতু
vocabulary	শব্দভাণ্ডার
vocal folds	ধ্বনিদ্বার
vocal organ	বাগ্‌যন্ত্র, বাক্‌প্রত্যঙ্গ
vocal tract	স্বরপথ
vocative	সম্বোধনসূচক
vocoid	স্বরক
voice	ঘোষতা ; বাচ্য
voiced	ঘোষ, ঘোষবৎ
voiceless	অঘোষ
voice quality	স্বরগুণ
volitional	ইচ্ছার্থক, ইচ্ছাবাচক
vowel	স্বরধ্বনি

vowel addition	অন্ত্যস্বরযোগ
vowel alternance	অপশ্রুতি
vowel dropping	স্বরলোপ, স্বরবর্জন
vowel gradation	স্বরক্রম
vowel harmony	স্বরসংগতি
vowel height assimilation	স্বরের উচ্চতাসাম্য ; স্বরসংগতি
vowel insertion (anaptyxis)	মধ্যস্বরাগম, বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি
vowel mutation	স্বর পরিব্যক্তি
vowels	স্বরধ্বনি

W

weak stress	দুর্বল প্রস্বর, গৌণ প্রস্বর ; গৌণ বল
w-glide	ব-শ্রুতি
wh-question	কে-কেন-কোথায় প্রশ্ন
word	শব্দ ; পদ
world class	শব্দশ্রেণি ; পদশ্রেণি
word duplication	শব্দদ্বৈত
word formation	শব্দগঠন ; পদগঠন
word juncture	শব্দ যতি
word order	পদক্রম
word stress	শব্দ-বল ; শব্দ-প্রস্বর

Y

yes-no question	হ্যাঁ-না প্রশ্ন

Z

zero affix	শূন্য প্রত্যয়
zero morph	শূন্য রূপ
zero inflexion	শূন্য বিভক্তি

গ্রন্থপঞ্জি

Abercrombie, D — Studies in Phonetics and Linguistics, 1965.

Atkinson M, Kilby D & Rosa I — Foundations of General Linguistics, 1991

Barber, CL — The Story of Language, 1975

Bloomfield, L — Language, 1935

Bodmer, F — The Loom of Language, 1985

Burrow, T — The Sanskrit Language, 1961

Bykova, EM — The Bengali Language, 1981

Chatterji, SK — The Origin and Development of the Bengali Language, (2. vols), 1926, 1985

Chomsky, N — On Language, 2003

— Syntactic Structures, 1957

— Aspects of the Theory of Syntax, 1965

Cobley, Paul (ed.) — Semiotics and Linguistics, 2001

Crystal, David — Cambridge Encyclopaedia of Language, 1997

Crystal, D — Linguistics, 1980

Crystal, D & Davy D — Investigating English Style, 1969

Fischer, SR — A History of Language, 2001

Hai, MA — The Sound Structures of English and Bengali, 1961

Haldar, Gopal — Languages of India, 2000

Hockett, CH — A Course in Modern Linguistics, 1958.

Hill, Archibald (ed.) — Linguistics Today, 1969

Jackendoff, R — Foundations of Language, 2002

Jesperson, Otto — Essentials of English Grammar, 1966

Jones, Danel — An Outline of English Phonetics, 1960

Kostic′, D & Das, Rhea — A Short Outline of Bengali Phonetics, 1969

Laver, J — Principles of Phonetics, 2000

Leech, G — Semantics, 1976

Lehmann, UP — Linguistics : An Introductiion, 1966

Manirujjaman — Studies in the Bangla Language, 1991

Matthews, PH — Oxford Concise Dictionary of Linguistics, 1997

O'Connor, JD — Better English Pronunciation, 1989

Palmer, LR — Descriptive and Comparative Linguistics : A Critical Introduction, 1978.

Phillipson, R — Linguistic Imperialism, 1992

Potter, S — Our Language, 1982

— Language in the Modern World, 1961

Quirk, R — The Use of English, 1978

Radford, A et al — Linguistics : An Introduction, 2002

Richards, JC & Schmidt R — Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 2002

Richards, JC, Platt J & Weber H — Longman Dictionary of Applied Linguistics, 1985

Robins, RH — A Short History of Linguistics, 1997

Thompson, Hanne-Ruth — Bengali : A Comprehensive Grammar, 2010

অপূর্বকুমার রায় — শৈলীবিজ্ঞান, ২০০৬

অভিজিৎ মজুমদার — শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, ২০০৭

অভীক গঙ্গোপাধ্যায় — ভাষার মৃত্যু, মৃত ভাষার খোঁজ, ২০১২

অরুণকুমার বসু (সম্পা.) — বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা, ১৩৮৮

আবুল কালাম মনসুর মোরশেদ — আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ১৯৭৫

অশোক মুখোপাধ্যায় — ব্যাকরণ অভিধান, ২০০৫

উদয়কুমার চক্রবর্তী — বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন, ১৯৯২

— বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ, ১৯৯৮

উদয়নারায়ণ সিংহ — সাহিত্যের ভাষা : ভাষার সাহিত্য, ২০১০

কাজী সিরাজ — আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান, ১৯৯৭

কৃষ্ণপদ গোস্বামী — বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ২০০১

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী — ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি, ১৯৯৩

জগদীশচন্দ্র ঘোষ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ — আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ, ১৪০০

তাপস ভৌমিক (সম্পা.) — পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা, কোরক, ২০০৯

দানীউল হক — ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ, ১৯৯৪

দিব্যাংশু মিশ্র — সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব পরিভাষাকোষ, ২০০১

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু — বাংলাভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা, ১৯৮০

নির্মল দাশ — বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, ১৯৯৭

নীলাদ্রিশেখর দাশ — ভাষাংশ সংগ্রহ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান, ২০০৬

পবিত্র সরকার — ভাষা দেশ কাল, ১৯৯৮

— গদ্যরীতি পদ্যরীতি, ২০০২

বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, ২০০৬

— পকেট বাংলা ব্যাকরণ, ২০১১

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য — ভাষাবিদ্যা পরিচয়, ১৯৮৪

পরেশচন্দ্র মজুমদার — বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (দুই খণ্ড), ১৯৯২

পলাশ বরন পাল — ধ্বনিমালা বর্ণমালা, ২০০১

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য — বাংলা ভাষা, ১৯৯৮

প্রকাশ কুমার মাইতি — আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা, ২০০৮

প্রবাল দাশগুপ্ত — কথার ক্রিয়াকর্ম, ১৯৮৭

প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী — পাণিনীয়ম্, ১৯৯৪

বামনদেব চক্রবর্তী — উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, ২০০৮

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য — বাগর্থ, ১৯৭৭

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক — অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ, ১৯৯৩

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ — বাংলা বানান, ১৪০০

মনসুর মুসা — ভাষাচিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি, ১৯৯১

মনিরুজ্জামান — ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন, ১৯৮৫

মাহবুবুল হক — বাংলা ভাষা : কয়েকটি প্রসঙ্গ, ২০০৪

মুহম্মদ আবদুল হাই — ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, প্রথম খণ্ড) ১৯৯৪

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ — বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৯৫

মৃণাল নাথ — সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা, ১৯৮৯

— ভাষা ও সমাজ, ১৯৯৯

রফিকুল ইসলাম — ভাষাতত্ত্ব, ১৯৭২

রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পা) — প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দুই খণ্ড), ২০১১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — বাংলা শব্দতত্ত্ব, ১৩৯১

রামেশ্বর শ' — সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (দুই খণ্ড) ১৯৮৮

শিশিরকুমার দাশ — ভাষাজিজ্ঞাসা, ১৯৯২

সমীরণ মজুমদার (সম্পা) — প্রসঙ্গ : ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান, ১৯৯৯

সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় — আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ২০০৫

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৯৮৮
	—	বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ১৯৭৪
সুভাষ ভট্টাচার্য	—	ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা, ১৯৯৯
	—	ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা, ২০১২
	—	ভাষা ও শৈলী, ২০০৬
	—	তিষ্ঠ ক্ষণকাল : বাংলা বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৯৯
	—	বাঙালির ভাষা, ২০০০
হুমায়ুন আজাদ	—	বাঙলা ভাষা (দুই খণ্ড) ২০০২
	—	তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, ১৯৮৮

ভা ষা কো শ

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ